

كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ

আলম-কুরআনের শব্দমূহ

[বাংলা - আরবী]

সংকলন

ইমরান হেলাল

সম্পাদনা

এস এম নাহিদ হাসান

আল-কুরআনের শব্দসমূহ

প্রকাশক

এস এম নাহিদ হাসান

©

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক ও সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও ইনার ডিজাইন

প্রকৌশলী মোঃ নওয়াজিস ইসলাম

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭

তৃতীয় প্রকাশ আগস্ট ২০২৩

নির্ধারিত মূল্যঃ ৪৫০ টাকা মাত্র

যোগাযোগ

ইমেইলঃ nahidce03@yahoo.com

ওয়েব সাইটঃ www.alquranervasha.com

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

কুরআন বোঝার নিমিত্তে আমরা অনেক কোর্স করি বা অনেক বই পড়ি। কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময়ই আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কুরআন পড়ার সময় বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন হয় না। এর একটা অন্যতম বড় কারণ হল কুরআনের শব্দার্থ ভালোভাবে মুখস্থ না থাকা। সেক্ষেত্রে সমাধান যে কুরআনের শব্দার্থ মুখস্থ করা তা আর বলার বাকী থাকে না। তবে এখানে কিছু ব্যাপার থাকে যেমন হাজার হাজার শব্দ মুখস্থ করা যত কঠিন তার চেয়েও বেশি কঠিন শব্দগুলো মনে রাখা।

আসলে শব্দ মুখস্থ করে শব্দ মনে রাখার চেয়ে তা কোন একটা বাক্যে ব্যবহার করে মনে রাখলে বেশি মনে থাকে। যে শব্দটা আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাই তার একটা ঠিকানা দেওয়া। এতে শব্দটি মাঝে মাঝে হারিয়ে গেলেও বাক্যের কারণে আবার ফিরে আসে।

এছাড়া আরও একটা ভালো উপায় হল সমার্থক আর বিপরীতার্থক শব্দ সহ মুখস্থ রাখা। এতে সহজেই নতুন শব্দ মুখস্থ করা যায়। ফলত অল্প সময়ে শব্দ ভান্ডারটি বেশ বড় আকার ধারণ করে।

আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে, আরবী শব্দের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দের অধিক ব্যবহার। এটা অবশ্য সব ভাষায়ই আছে। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ গুলো মুখস্থ করা শব্দের অর্থ নিয়ে সন্দেহ তৈরী করে। এই সন্দেহ কাটানোর একটা ভালো সমাধান হল একই ধরনের শব্দগুলোকে একসাথে পাশাপাশি রেখে মুখস্থ করা।

বন্ধুরা এতক্ষণ যে সমস্যা আর সমাধানগুলোর কথা বলা হলো সেগুলো মাথায় রেখেই রচনা করা হয়েছে

كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ বা “আল-কুরআনের শব্দসমূহ” বইটি। এতে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলো আয়াতাংশের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আর একই সাথে লিস্ট করা হয়েছে সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ। শেষের দিকে কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দসমূহ একসাথে দেখানো হয়েছে। আমরা আশা করছি ভালো কোন ব্যাকরণের বই থেকে বাক্যাগঠনের নিয়ম শিখে এই বই অধ্যয়ন করলে আপনারা অতি দ্রুত আরবীতে কুরআন বুঝতে পারবেন ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুক। আমাদের সকলের ভালো উদ্দেশ্য ও আমাল কবুল করুক।

ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনাল কারীম। ওয়া বা'দ।

অনারব মুসলিমরা সাধারণত যেসব কারণে আরবি শিখে, তার মূল ও প্রধানতম হলো আল্লাহর কালাম তথা আল-কুর'আন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোকে সরাসরি বুঝা। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ শেখার পরও মূল লক্ষ্য অধরায়ই থেকে যায়, যদি না যথাযথ শব্দার্থগুলো মুখস্থ করা যায়। হাদিসের বিশাল শব্দভান্ডার বাদ দিলে, আল-কুর'আনের নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ মুখস্থ করাটা তুলনামূলক সহজ। সে সহজ কাজটাকে আরো সহজতর করার জন্যই এই উদ্যোগ, যার মূল প্রবক্তা মূলত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এস এম নাহিদ হাসান ভাই। তার দেয়া পরিকল্পনার পরিমার্জিত বাস্তব রূপটাই হলো এই সংকলন। মূলত পরিকল্পনা ছিল সমার্থক শব্দগুলোকে একত্রিত করা, কিন্তু শেষমেশ তার চেয়ে একটু ভিন্ন এবং কিছুটা ব্যাপক রূপ নিয়েছে কাজটি। বইটি প্রথম প্রকাশের পর অনেকেই অভিযোগ করেছেন, তারা বুঝতে পারছেন না, বইটি কিভাবে ব্যবহার করলে তারা উপকৃত হবেন। এজন্যই এই ভূমিকার অবতারণা।

সর্বপ্রথম যে কথাটা বুঝতে হবে, বইটি কাদের জন্য? উত্তর হলো, যারা ইতিমধ্যেই আরবি ব্যাকরণ শিখে ফেলেছেন, তারাই বইটি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। ন্যূনতম সরফ শেখার আগে এই বইটি খুব বেশি কাজে আসবে না।

দ্বিতীয়ত, বইটিতে ঠিক সমার্থক ও বিপরীতার্থক নয়, বরং কাছাকাছি সব শব্দগুলোকে একসাথে এনে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আরবিতে একেবারে ছবছ সমার্থক কোন শব্দ নেই বলে একদল আলিম মত পোষণ করেন, অর্থাৎ দু'টো শব্দ বাহ্যত একই অর্থ বুঝালেও তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে। যাই হোক, এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বরং আপনার শব্দগুলো মুখস্থ করে ফেলার পর, আরো বিস্তারিত পড়াশুনা করে আল-কুর'আনের ভাষাগত সৌন্দর্য ও অনন্য শব্দ চয়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

তৃতীয়ত, বইটি কিভাবে ব্যবহার করবেন? মনে রাখবেন, এই বইয়ের শুধুমাত্র একটাই উদ্দেশ্য। শব্দার্থ মুখস্থ করা। সুতরাং সেটাই আপনাকে করতে হবে। এর বাইরে আপনি কিছু পাবেনও না, বা খোঁজার চেষ্টা করাটাও বৃথা হবে! প্রথমেই বইয়ের শেষে থাকা পরিশিষ্টের ১০টি চার্টের শব্দগুলো ভালভাবে মুখস্থ করে ফেলবেন। এরপর বইয়ের প্রথম থেকে পড়া শুরু করবেন, এবং যত নতুন শব্দ সামনে আসবে, সেগুলো এবং সেই শব্দের সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোও একসাথে মুখস্থ করবেন। অর্থাৎ বইটি আপনার ধারাবাহিকভাবে মুখস্থ করে যেতে হবে। আপনি সুরা আর-রহমান এ গিয়ে আর-রহমান শব্দের অর্থ খুঁজলে হবে না! কারণ এটা সুরা

ফাতিহাতেই গত হয়ে গেছে। এভাবে পুরো বই শেষ করতে হবে। সবশেষে কাছাকাছি শব্দগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিবেন।

চতুর্থত, শব্দার্থ মুখস্থ হয়ে গেলে, এবার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হবে। দু’তিনটি ভাল অনুবাদ সাথে নিবেন। এরপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজে নিজে অনুবাদ করে মিলিয়ে পড়বেন ২-৩ বার। বাংলায় ড আবু বকর জাকারিয়া, ড ফজলুর রহমান এবং আল-কোরান একাডেমী লন্ডনের অনুবাদ রাখতে পারেন, ইংরেজিতে মুফতি তকী উসমানীর অনুবাদটি খুবই চমৎকার। বইয়ের উদাহরণগুলোতে আমরা মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের অনুবাদ ব্যবহার করেছি। কারণ ঐ সময় অন্য অনুবাদগুলো কপি পেস্ট করার মত অপশন ছিল না।

সর্বশেষ, প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের অনেক ভাই বোন অত্যন্ত পরিশ্রম করে আয়াতগুলো কপি পেস্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই আরবি না জানার কারণে এবং কিছুটা সমস্বয়হীনতার ফলে অনেক জায়গায় উদ্ভিষ্ট অংশের পরিবর্তে আয়াতের অন্য অংশ পেস্ট হয়ে যায়। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। বর্তমান সংস্করণে বিষয়গুলো সংশোধন করা হয়েছে। এরপরও কারো চোখে কোন ভুল ত্রুটি চোখে পড়লে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জরুরীঃ

আল কুরআনে অনেক শব্দ তার কখনও আক্ষরিক অর্থে এসেছে আবার কখনও রূপক অর্থে এসেছে। আবার একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে। সুতরাং শব্দার্থ মুখস্থ করার পর অনুবাদ বা তাফসির দেখে মূল ভাবার্থ অর্জন করতে হবে।

রেফারেন্সঃ

- ১) মুতারাদিফাতুল কুর’আন - আবদুর রহমান ক্বিলানী
- ২) কুরআনের অর্থ বুঝার সহজ অভিধান - আবদুল হালিম
- ৩) শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান - আবদুল করীম পারেখ
- ৪) মাঝাইসুল লুগাহ - ইবনু ফারিস
- ৫) মুফরাদাত আলফায়িল কুর’আন - আর-রাগিব আল-আসফাহানী
- ৬) Arabic-English Dictionary of Qur’anic usage - Elsaid M. Badawi & Muhammad Abdel Haleem

বইটির গঠন কাঠামো

১. (ج) এর পরবর্তী শব্দটি মূল শব্দের বহুবচন।

এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (১১-৪৯)	وَلَا تَنَابَرُوا بِاللُّقَابِ	উপাধি	لُقَبٌ (ج) الْقَابُ
--	--------------------------------	-------	------------------------

২. ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি অতীত কাল এবং পরের শব্দটি বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল।

যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩.১৬০)	إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	সাহায্য করা	نَصَرَ - يَنْصُرُ
--	---	-------------	-------------------

৩. কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে সাথে ক্রিয়া বিশেষ্যকে ব্রাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে (৫৩-২৭)	لِيُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى	নাম দেওয়া	سَمَّى - يُسَمِّي (تَسْمِيَةً)
---	--	------------	-----------------------------------

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা.....	3
ভূমিকা.....	4
বইটির গঠন কাঠামো.....	6
অধ্যায়-১.....	11
অধ্যায়-২.....	15
অধ্যায়-৩.....	21
অধ্যায়-৪.....	27
অধ্যায়-৫.....	31
অধ্যায়-৬.....	36
অধ্যায়-৭.....	41
অধ্যায়-৮.....	46
অধ্যায়-৯.....	51
অধ্যায়-১০.....	55
অধ্যায়-১১.....	60
অধ্যায়-১২.....	66
অধ্যায়-১৩.....	70
অধ্যায়-১৪.....	73
অধ্যায়-১৫.....	78
অধ্যায়-১৬.....	83
অধ্যায়-১৭.....	89
অধ্যায়-১৮.....	94

ଅଧ୍ୟାୟ-୧୯.....	99
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୦.....	104
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୧.....	109
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୨.....	115
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୩.....	119
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୪.....	125
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୫.....	130
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୬.....	137
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୭.....	142
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୮.....	148
ଅଧ୍ୟାୟ-୨୯.....	154
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୦.....	160
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୧.....	165
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୨.....	172
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୩.....	178
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୪.....	186
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୫.....	191
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୬.....	197
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୭.....	204
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୮.....	209
ଅଧ୍ୟାୟ-୩୯.....	216
ଅଧ୍ୟାୟ-୪୦.....	223
ଅଧ୍ୟାୟ-୪୧.....	228

অধ্যায়-৪২	232
অধ্যায়-৪৩	237
অধ্যায়-৪৪	242
অধ্যায়-৪৫	248
অধ্যায়-৪৬	254
অধ্যায়-৪৭	259
অধ্যায়-৪৮	263
অধ্যায়-৪৯	269
অধ্যায়-৫০	274
অধ্যায়-৫১	279
অধ্যায়-৫২	284
অধ্যায়-৫৩	290
অধ্যায়-৫৪	295
অধ্যায়-৫৫	300
অধ্যায়-৫৬	305
অধ্যায়-৫৭	311
অধ্যায়-৫৮	316
অধ্যায়-৫৯	321
অধ্যায়-৬০	326
অধ্যায়-৬১	332
অধ্যায়-৬২	337
অধ্যায়-৬৩	342
অধ্যায়-৬৪	347

অধ্যায়-৬৫	353
অধ্যায়-৬৬	358
অধ্যায়-৬৭.....	363
অধ্যায়-৬৮	368
অধ্যায়-৬৯	373
অধ্যায়-৭০.....	378
অধ্যায়-৭১	384
অধ্যায়-৭২	388
পরিশিষ্ট-১। স্থানসমূহ	392
পরিশিষ্ট-২। পরিবার ও আত্মীয়তা সংক্রান্ত শব্দসমূহ.....	395
পরিশিষ্ট-৩। দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত শব্দসমূহ	398
পরিশিষ্ট-৪। পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ সমূহ.....	404
পরিশিষ্ট-৫। খাদ্য, পানীয়, শস্য এবং উদ্ভিদসমূহ.....	409
পরিশিষ্ট-৬। সময় নির্দেশক শব্দসমূহ	415
পরিশিষ্ট-৭। রঙ ও ক্রটি নির্দেশক শব্দসমূহ	419
পরিশিষ্ট-৮। সংখ্যা নির্দেশক শব্দসমূহ	421
পরিশিষ্ট-৯। ইসমূল ফি' ল ও অন্যান্য.....	424
পরিশিষ্ট-১০। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ সমূহ.....	425

অধ্যায়-৪

আল্লাহর নামে। (১-১)	بِسْمِ اللَّهِ	নাম, আখ্যা	إِسْمٌ (ج) أَسْمَاءٌ
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯-১১)	وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি, খারাপ নাম	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابٌ
তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (৫৩-২৭)	لِيُسَمَّوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى	নাম দেওয়া	سَمًى - يُسَمَّى (تَسْمِيَةً)
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯-১১)	وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ	পরস্পরকে অপনামে ডাকা	تَنَابَرٌ - يَتَنَابَرُونَ
আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। (৬-২)	وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ	নামধারী, নির্ধারিত	مُسَمًّى
ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি। (১৯-৭)	لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا	নাম বিশিষ্ট, সমতুল্য	سَمِيًّا
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। (১-১)	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়	رَحْمَانٌ
এবং তুমি সর্বাধিক করুণাময়। (৭-১৫১)	وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	করুণাময়, দয়ালবান	رَاحِمٌ (ج) رَاحِمُونَ
নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। (৪৮-২৯)	رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ	সহানুভূতিশীল, দয়ালু, সদয়	رَحِيمٌ (ج) رُحَمَاءٌ
মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (৯-১২৮)	بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ	স্নেহশীল, দয়ালু, হৃদয়বান	رَءُوفٌ
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। (৪২-১৯)	اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ	কোমল, দয়ালু, সূক্ষ্মদর্শী	لَطِيفٌ
নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিন্বেহময়। (১১-৯০)	إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ	স্নেহ পরায়ণ, প্রেমময়	وَدُودٌ
নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম কোমল হৃদয়ের, সহনশীল। (৯-১১৪)	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ	কোমল হৃদয়, দরদী	أَوَّاهٌ
কঠোর স্বভাব, তদুপরি অসচ্চরিত্র। (৬৮-১৩)	عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ	কঠোর স্বভাবের, অত্যাচারী	عُتُلٌّ

তার উপরে রয়েছে অনমনীয়, কঠোর ফিরিশতাগণ। (৬৬-৬)	عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ	কঠোর, নির্দয়, বদমেজাজি	عَلِيظٌ ج غِلَاطٌ
পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন। (৩-১৫৯)	وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا الْقَلْبِ	রাঢ়, কর্কশ, বদমেজাজি	فَظٌّ
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। (১-২)	الْحَمْدُ لِلَّهِ	প্রশংসা, গুণগান	حَمْدٌ (حَمِدَ-يَحْمَدُ)
এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (৭৬-৯)	لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا	কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ	شُكْرٌ، شُكْرٌ (شَكَرَ-يَشْكُرُ)
তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোয়ার। (৯-১১২)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ	প্রশংসাকারী	حَامِدٌ (ج) حَامِدُونَ
তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৬-৬৩)	لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ	কৃতজ্ঞ	شَاكِرٌ (ج) شَاكِرُونَ
নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩১-৩১)	إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ	কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞতার পুরস্কারদাতা	شُكْرٌ
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (১৭-৬৭)	وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا	অকৃতজ্ঞ	كُفُورٌ
নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (১৪-৩৪)	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ	অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ	كَفَّارٌ
নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। (১০০-৬)	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ	অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ	كَنُودٌ
সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (১-২)	رَبِّ الْعَالَمِينَ	প্রতিপালক, প্রভু	رَبٌّ (ج) أَرْبَابٌ
সাম্রাজ্যের অধিকারী, তুমি সাম্রাজ্য দান কর। (৩-২৬)	مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي	অধিপতি, বাদশা	مَالِكٌ (ج)

	الْمُلْكُ		مَالِكُونَ
অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক। (২৩-১১৬)	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ	মালিক, বাদশা, শাসক	مَلِكٌ (ج) مُلُوكٌ
সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। (৫৪-৫৫)	عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ	সম্রাট, রাজা, সর্বাধিপতি	مَلِيكٌ
মালিকানাধীন গোলাম, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না। (১৬-৭৫)	عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ	মালিকানাধীন, দাস, প্রজা	مَمْلُوكٌ
এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। (২-২৩)	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا	দাস, বান্দা, গোলাম, ভৃত্য	عَبْدٌ (ج) عِبَادٌ، عَيْدٌ
আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। (১২-৩০)	امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ	দাস, সেবক; যুবক (২১:৬০)	فَتَى ج فِتْيَةٌ، فِتْيَانٌ
সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। (৪-২৫)	فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ	ক্রীতদাসী, সেবিকা	فِتَاةٌ (ج) فِتْيَاتٌ
তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। (২৪-৩২)	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ	দাসী, বাঁদি, ক্রীতদাসী	أَمَةٌ (ج) إِمَاءٌ
সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (১-২)	رَبِّ الْعَالَمِينَ	বিশ্বজগত, জগতসমূহ	عَالَمٌ (ج) عَالَمُونَ
তারাি সৃষ্টির সেবা। (৯৮-৭)	أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল	بَرِيَّةٌ
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (৫৫-১০)	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল,	أَنْعَامٌ
যিনি বিচার দিনের মালিক। (১-৪)	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	প্রতিদান; ধর্মমত (৩:১৯)	دِينٌ

যথাযথ প্রতিদান (৭৮:২৬)	جَزَاءٍ وَفَاقًا	প্রতিদান, বিনিময়	جَزَاءٌ
আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। (২৬-১০৯)	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ	প্রতিদান, পারিশ্রমিক, মোহর (৪:২৫)	أَجْرٌ جُجُورٌ
বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? (৫-৬০)	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذُلكَ مَثْوَبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ	প্রতিদান	ثَوَابٌ، مَثْوَبَةٌ
আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (৩৪-১৭)	وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ	প্রতিদান দেয়া, শাস্তি দেয়া	جَازِي-يُجَازِي
কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো? (৮৩-৩৬)	هَلْ تُؤْتِي الكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	প্রতিদান দেয়া, বিনিময় দেয়া	تُؤْتِي-يُؤْتِي
এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (৪৮-১৮)	وَأَنبَأَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا	প্রতিদান দেয়া, বিনিময় দেয়া	أَنبَأَ-يُنَبِّئُ
পরিণতিতে তাদেরকে দিয়েছেন অন্তরের কপটতা। (৯-৭৭)	فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ	ফলস্বরূপ দেয়া	أَعْقَبَ-يُعْقِبُ
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। (১-৫)	إِيَّاكَ نَعْبُدُ	উপাসনা করা, দাসত্ব করা	عَبَدَ-يَعْبُدُ (عِبَادَةٌ)
এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। (১০৯-৪)	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ	উপাসনাকারী	عَابِدٌ (ج) عَابِدُونَ

অধ্যায়-২

এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (১-৫)	وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	সাহায্য চাওয়া	إِسْتَعَانَ - يَسْتَعِينُ
গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল। (২৮-১৮)	الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ	সাহায্য কামনা করা	اسْتَنْصَرَ - يَسْتَنْصِرُ
অথচ পূর্বে তারা বিজয় প্রার্থনা করতো (২-৮৯)	وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ	বিজয় প্রার্থনা করা	اسْتَفْتَحَ - يَسْتَفْتِحُ
অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (২৮-১৫)	فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ	সাহায্য চাওয়া; পানি চাওয়া (১৮:২৯)	اسْتَعَاثَ - يَسْتَعِيثُ
এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। (২৫-৪)	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ	সাহায্য করা	أَعَانَ - يُعِينُ
যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩-১৬০)	إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	সাহায্য করা, শক্তি যোগানো	نَصَرَ - يَنْصُرُ (نَصْرًا)
এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর। (৪৮-৯)	وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	সাহায্য করা; সম্মান প্রদর্শন করা (৭:১৫১)	عَزَّرَ - يُعَزِّرُ
তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (৩-১২৪)	أَنْ يُدْخِلَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ	সাহায্য করা; যোগান দেয়া (৫২:২২)	أَمَدًا - يُمِدُّ
এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে	وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا	সাহায্য করা;	ظَاهَرَ - يُظَاهِرُ

সাহায্যও করেনি। (৯-৪)		যিহার করা (৩৩:৪)	
সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। (৫-২)	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ	পরস্পরকে সাহায্য করা	تَعَاوَنَ - يَتَعَاوَنُ
আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তাঁর সহায়। (৪-৬৬)	وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ	একে অপরকে সাহায্য করা	تَظَاهَرَ - يَتَظَاهَرُ
তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (৩৭-২৫)	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ	পরস্পরকে সাহায্য করা	تَنَاصَرَ - يَتَنَاصَرُ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (১- ৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	পথপ্রদর্শন করা,	هَدَى - يَهْدِي (هَدَى)
আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। (২৭-৮১)	وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ	পথ প্রদর্শক, দিশারী	هَادٍ
আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮-১৭)	وَمَنْ يُضِلِّ لَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا	পথ প্রদর্শক, দিশারী	مُرْشِدٌ
তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো। (৩-২০)	فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا	পথ নির্দেশ পাওয়া, সৎপথে চলা	اهْتَدَى - يَهْتَدِي، يَهْتَدِي
যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে (২-১৮৬)	لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ	দিশা পাওয়া, সৎ পথে চলা	رَشَدَ - يَرْشُدُ (رُشِدًا، رَشَادًا)
ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। (২-৭০)	وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ	দিশা প্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত	مُهْتَدٍ (ج) مُهْتَدُونَ
তরাই সৎপথ অবলম্বনকারী।	أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ	সুপথপ্রাপ্ত, সৎ	رَاشِدٌ (ج)

(৪৯-৭)		পথ অবলম্বনকারী	رَاشِدُونَ
তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (১১-৭৮)	أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ	সুপথে পরিচালিত	رَشِيدٌ
ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে। (২০-৭৯)	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ	পথভ্রষ্ট করা, ধ্বংস করা	أَضَلَّ-يُضِلُّ
হে আমাদের রব! তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না। (৩-৮)	رَبَّنَا لَا تُغْرِغْ قُلُوبَنَا	বক্র করা, বিভ্রম ঘটানো	أَرَاغَ-يُزِغُ
আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব। (৩৮-৮২)	لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ	পথচ্যুত করা, পথভ্রষ্ট করা	أَغْوَى-يُغْوِي
তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (১০৫-২)	أَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ	পথচ্যুত করা, লক্ষ্যভ্রষ্ট করা,	تَضَلَّلٌ
আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। (৩৯-৩৭)	وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ	পথভ্রষ্টকারী, বিভ্রান্তকারী	مُضِلُّ (ج) مُضِلُّونَ
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (৫-৩২)	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى	পথভ্রষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া	ضَلَّ-يَضِلُّ (ضَالٌّ، ضَالَّةٌ)
অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। (৫-৬১)	فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ	পথচ্যুত হওয়া, বিমুখ হওয়া, বিভ্রম ঘটা	زَاغَ-يَزِغُ (زَيْغٌ)
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (৫৩-২)	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى	বিপথগামী হওয়া, পথচ্যুত হওয়া	غَوَى-يَغْوِي (غِيٌّ)
তখন বললঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (৬৮-২৬)	قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	ضَالٌّ (ج) ضَالُّونَ
মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি।	قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন,	غَوِيٌّ

(২৮-১৮)	لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ	বিপথগামী	
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২৬-২২৪)	وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ	পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত	غَاوٍ (ج) غَاوُونَ
আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজাপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (২৩-৭৪)	وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	نَاكِبٌ (ج) نَاكِبُونَ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (১-৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	রাস্তা, পথ	صِرَاطٌ
তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। (২০-৭৭)	هُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ	পথ, পস্থা, পদ্ধতি, স্তর	طَرِيقٌ، طَرِيقَةٌ (ج) طَرَائِقُ
জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (১৫-৭৬)	وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ	পথ, রাস্তা, পস্থা, উপায়	سَبِيلٌ (ج) سُبُلٌ
এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২২-২৭)	وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	গিরিপথ, প্রশস্ত রাস্তা, দীর্ঘ পথ	فَجٌّ (ج) فَجَاجٌ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে গিরিপথ - সাদা, লাল। (৩৫-২৭)	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ	গিরিপথ, রাস্তা, চিহ্ন, নিদর্শন	جُدَّةٌ (ج) جُدَدٌ
বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (৯০-১০)	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ	পথ, পস্থা, উঁচু ভূমি	نَجْدٌ
আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। (৫-৪৮)	لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا	পথ, পস্থা	مِنْهَاجٌ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। (১-৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	সরল, সোজা, সঠিক, সুদৃঢ়	مُسْتَقِيمٌ
এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯-৩৬)	ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ	প্রতিষ্ঠিত, যথার্থ	قَيِّمٌ، قِيَمَةٌ، قِيمٌ

এবং সংগত কথা বলে। (৪-৯)	وَلْيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	সরল, সঠিক, সোজা	سَدِيدٌ
অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক (২০-১৩৫)	فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ	সঠিক, সোজা; যথার্থ, যথাযথ (১৯:১৭)	سَوِيٌّ
যে কেউ ঈমানের সাথে কুফরকে পরিবর্তন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২-১০৮)	وَمَنْ يَتَّبِدْ لِلكُفْرِ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ	সরল; সমান, একই (২:৬); মধ্যখান (৩৭:৫৫)	سَوَاءٌ
যদি নিকট প্রাপ্তির এবং সোজা সফর হতো (৯-৪২)	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا	সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত, সুগম	قَاصِدٌ
সরলপথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্রপথও রয়েছে। (১৬-৯)	وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ	বক্র, বিপথগামী	جَائِرٌ
এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (১৮-১)	وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا	বক্রতা, উঁচুনিচু	عِوَجٌ
সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (১-৭)	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ	অনুগ্রহ করা, দান করা	أَنْعَمَ-يُنْعِمُ
আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। (৩-১৬৪)	لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ	অনুগ্রহ করা; উপকারের খোটা দেয়া (২:২৬২)	مَنَّ-يُمِّنُ (مَنْ)
তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন। (১২-১০০)	وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ	অনুগ্রহ করা, সদাচরণ করা; সৎকাজ করা (১৭:৭); সুন্দর করা (৪০:৬৪)	أَحْسَنَ-يُحْسِنُ (إِحْسَانٌ)

অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন। (৩৯-৮)	ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ	দেয়া, দান করা, অনুগ্রহ করা	حَوَّلَ - يُحَوِّلُ
তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। (৩১-২০)	وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	পূর্ণ করে দেয়া, ভরপুর করে দেয়া	أَسْبَغَ - يُسْبِغُ
এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখসমৃদ্ধি দিয়েছিলাম। (২৩-৩৩)	وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	সুখসমৃদ্ধি দেয়া, শৌখিনতায় রাখা	أَتْرَفَ - يُتْرَفُ
যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন। (৮৯-১৫)	إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ	অনুগ্রহ করা, প্রাচুর্য দেয়া	نَعَّمَ - يُنَعِّمُ
এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৫৩-৪৮)	وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ	সম্পদশালী করা/ তুষ্ট রাখা	أَقْنَىٰ - يُقْنِي
তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১-৭)	غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	অভিশপ্ত, রোযানলে পতিত	مَعْضُوبٌ
অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৩৩-৬১)	مَلْعُونِينَ ۖ أَيَّمَا تَقْفُوا أَحَدُوا وَقَتْلُوا تَقْتِيلًا	অভিশপ্ত, অশুভ	مَلْعُونٌ (مَلْعُونَةٌ) (ج) مَلْعُونُونَ
এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত। (২৮-৪২)	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ	কুৎসিত, বিতাড়িত, বধিত	مَقْبُوحٌ (ج) مَقْبُوحُونَ
বরং আমরা বধিত হয়েছি। (৬৮-২৭)	بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ	বধিত	مَحْرُومٌ (ج) مَحْرُومُونَ
অভিশপ্ত শয়তানের থেকে। (৩-৩৬)	مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	বিতাড়িত	رَجِيمٌ
বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে। (৭-১৮)	اخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّذْحُورًا	বিতাড়িত	مَذْحُورٌ

এটা একটা বারণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (৮৩-২৮)	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ	নৈকট্যপ্রাপ্ত, প্রিয়	مُقَرَّبٌ (ج) مُقَرَّبُونَ
ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (৫-১৮)	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ	বন্ধু, প্রিয়পাত্র, স্নেহধন্য	حَبِيبٌ (ج) أَحِبَّاءُ
তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (৮৯-২৮)	ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً	পছন্দনীয়, অনুমোদিত	رَضِيٌّ، مَرْضِيٌّ، مَرْضِيَّةٌ

অধ্যায়-৩

এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই। (২-২)	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ	বই; চিঠি (২৭:২৮); আমলনামা (৮৪:৭); ওহি	كُتِبَ (ج) كِتَابٌ
তাদের দৃষ্টান্ত সে গাধা, যে পুস্তক বহন করে। (৬২-৫)	كَمَثَلِ الْغَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا	লিপিবদ্ধ জ্ঞান, গ্রন্থ	سِفْرٌ (ج) أَسْفَارٌ
এবং তার অনুলিপিতে ছিল পথনির্দেশ। (৭-১৫৪)	وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى	অনুলিপি, প্রতিলিপি	نُسخَةٌ
ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে (৮৭-১৯)	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ	পুস্তিকা, লিখিত ফলক	صَحِيفَةٌ (ج) صُحُفٌ
যারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)	جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ	গ্রন্থ, পুস্তিকা, ফলকে লিখিত কিতাব	زُبُرٌ (ج) زُبُرٌ
এক প্রশস্ত পাতায়া। (৫২-৩)	فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ	পৃষ্ঠা, চামড়ার কাগজ	رَقٌّ

আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি। (৭-১৪৫)	وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ	ফলক	لَوْحٌ (ج) الْأَوْحِ
যাতে কোন সন্দেহ নাই। (২-২)	لَا رَيْبَ فِيهِ	সন্দেহ, সংশয়	رَيْبٌ ، رَيْبَةٌ
শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহান। (৪১-৫৪)	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	সন্দেহ, দ্বিধা, তর্ক	مَرِيَّةٌ
নিঃসন্দেহ তারা সে ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (১১-১১০)	إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ	সন্দেহ উদ্বেককারী; সন্দেহজনক	مُرِيبٌ
এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (৪৪-৯)	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ	সন্দেহ, দ্বিধা, সংকোচ	شَكٌّ
ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৫০-৫)	فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ	ভ্রান্তি, সংশয়, গোলমালে	مَرِيجٌ
বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছে। (৫০-১৫)	بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ	সন্দেহ, গরমিল, ঢাকা	لَبْسٌ
আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৭-২২)	وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ	নিশ্চিত, দৃঢ়বিশ্বাস	يَقِينٌ
পথ প্রদর্শনকারী পরহেয়গারদের জন্য। (২-২)	هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	আল্লাহভীরু, ধার্মিক	مُتَّقٍ (ج) مُتَّقُونَ
যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। (১৯-১৮)	إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا	আল্লাহ ভীরু, ধার্মিক	تَقِيٌّ
তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ন। (১৮-৮২)	وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا	সৎ, ভালো কাজ (২:২৫); উত্তম (৯:১২০)	صَالِحٌ (ج) صَالِحُونَ

নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে। (৭৬-৫)	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	সৎ, পুণ্যবান, ধার্মিক	بُرُّ (ج) أَبْرَارٌ، بَرَّةٌ
আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে। (৩-১৪৬)	وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ	আল্লাহভক্ত/ দল, সঙ্গী-সাথী	رِيٌّ (ج) رِيشُونَ
এবং শীঘ্রই সৎ কর্মশীলদেরকে আমি অতিরিক্ত দানও করব। (২-৫৮)	وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ	সৎকর্মশীল, মঙ্গলকারী	مُحْسِنٌ (ج) مُحْسِنُونَ
বরং 'তোমরা আল্লাহওয়াল্লা হয়ে যাও। (৩-৭৯)	وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ	আল্লাহওয়াল্লা/ জ্ঞানী, আলিম	رَبَّانِيٌّ (ج) رَبَّانِيُونَ
যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। (২-২৮৩)	وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ	পাপী, অপরাধী	آثِمُونَ (ج) آثِمٌ
আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২-২৭৬)	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ	পাপী, অপরাধী	أَثِيمٌ
আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম। (৩৮-৬২)	كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ	মন্দ, নিকৃষ্ট, ক্ষতিকর	شَرِيرٌ (ج) أَشْرَارٌ
নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (১২-৯৭)	إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ	পাপী, অন্যায়কারী	خَاطِئٌ (ج) خَاطِئُونَ (خَاطِئَةٌ)
জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (৭১-২৭)	وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	পাপী, পাপাচারী	فُجَّارٌ، فَاجِرٌ (ج) فَجْرَةٌ
তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (৫৭-১৬)	وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ	পাপী, অপরাধী,	فَاسِقٌ (ج) فَاسِقُونَ

এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। (২৫-৩১)	وَكذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ	অপরাধী, পাপী, অন্যায়কারী	مُجْرِمٌ (ج) مُجْرِمُونَ
অন্ধ ও চক্ষুস্থান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে এবং কুকর্মী। (৪০-৫৮)	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ	অন্যায়কারী, পাপী, দোষী	مُسِيءٌ
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	বিশ্বাস স্থাপন করা; নিরাপত্তা দেয়া (১০৬:৪)	أَمَنَ - يُؤْمِنُ (إِيمَانًا)
আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই। (৩৩-৩৬)	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ	বিশ্বাসী; নিরাপত্তা দানকারী (৫৯:২৩)	مُؤْمِنٌ (مُؤْمِنَةٌ) (ج) مُؤْمِنُونَ (مُؤْمِنَاتٌ)
যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। (৩১-২৩)	وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ	অবিশ্বাস করা; গোপন করা; অকৃতজ্ঞ হওয়া (২৭:৪০)	كَفَرَ - يَكْفُرُ (كُفْرًا، كُفْرَانًا، كُفُورًا)
অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়। (৪৭-৩৪)	ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا	অবিশ্বাসী; কৃষক (৫৭:২০)	كَافِرٌ (كَافِرَةٌ) (ج) كَافِرُونَ / كُفَّارًا / كُفْرَةٌ (كُوفِرًا)
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	অদৃশ্য, গোপন, অনুপস্থিতি	غَيْبٌ (ج) غُيُوبٌ

নাকি সে অনুপস্থিত? (২৭-২০)	أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ	অদৃশ্য, অনুপস্থিত	غَائِبٌ (غَائِبَةٌ) (ج) غَائِبُونَ
চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়। (৮১-১৬)	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ	পশাৎগামী, অস্তমিত, অদৃশ্য	كَانِسٌ (ج) كُنَّسٌ
যারা গোপনে ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে। (২-২৭৪)	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا	রহস্য, গোপন, একান্ত	سِرٌّ؛ سَرِيرَةٌ (ج) سَرَائِرٌ
যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রাচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (১৭-৪৫)	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا	আবৃত, গুপ্ত, সুপ্ত	مَسْتُورٌ
তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (৮৩-১৫)	إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ	পর্দাবৃত, আবরণে ঢাকা, বাধাপ্রাপ্ত	مَحْجُوبٌ (ج) مَحْجُوبُونَ
তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। (২-৮৮)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ	আবৃত, আচ্ছাদিত	غُلْفٌ (ج) غُلْفٌ
তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন। (২৭-২৫)	أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	গোপনীয়, গোপন বিষয়	حَبٌّ
তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (৬৯-১৮)	لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ	গোপন, হালকা, দুর্বল, নীচু, ক্ষীণ	خَافِيَةٌ، خَفِيٌّ، مُسْتَخْفٍ
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। (১১৪-৪)	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	আত্মগোপন কারী	خَنَّاسٌ

তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যগ কর। (৬-১২০)	وَدَرُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ	গোপন; অভ্যন্তর (৫৭:১৩)	بَاطِنٌ، بَاطِنَةٌ
আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। (২-৫৫)	نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً	প্রকাশ্য, সশব্দ	جَهْرَةً، جِهَارٌ
যারা ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। (২-২৭৪)	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	প্রকাশ্য, বাহ্যিক	عَلَانِيَةً
সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২-১৬৮)	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ	সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য	مُبِينٌ
এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। (৩১-২০)	وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	প্রকাশ্য; বাহ্যিক (৫৭:১৩); বিজয়ী ৬১:১৪; প্রবল ৪০:২৯	ظَاهِرٌ (ج) (ظَاهِرَةٌ) ظَاهِرُونَ
যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে (৪০-১৬)	يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ	প্রকাশিত, দৃশ্যমান	بَارِزٌ (ج) بَارِزُونَ
যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর। (৭-১৬৩)	إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا	ভাসমান, পানির উপর দৃশ্যমান	شَارِعٌ (ج) شُرْعٌ
এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। (২:৩)	وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ	সম্পন্ন করা, প্রতিষ্ঠিত করা, যথার্থ করা	أَقَامَ - يُقِيمُ (إِقَامٌ، إِقَامَةٌ)
হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কয়েমকারী করুন। (১৪:৪০)	رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ	প্রতিষ্ঠাকারী, আদায়কারী; সরল ১৫:৭৬; স্থায়ী ৯:২১	مُقِيمٌ (ج) مُقِيمُونَ

এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (৮৮:১৯)	وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ	স্থাপন করা, রাখা	نُصِبَ - يَنْصُبُ
--	------------------------------------	------------------	-------------------

অধ্যায়-৪

এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। (২:৩)	وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ	সালাত, নামায; দু'আ, ক্ষমা; অনুগ্রহ	صَلَاةٌ (ج) صَلَوَاتٌ
অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে। (৪:১০২)	فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ	সালাত আদায় করা; দু'আ করা ৯:১০৩; দরুদ পড়া ৩৩:৫৬;	صَلَّى - يُصَلِّي
তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না। (৭৪:৪৩)	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ	নামাজ আদায়কারী	مُصَلِّ (ج) مُصَلُّونَ
তোমরা ইব্রাহীমের জায়গা থেকে সালাতের স্থান বানাও। (২:১২৫)	وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيً	সালাতের স্থান	مُصَلِّي
আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২:৩)	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ	আহার্য দেয়া, রুজি দেয়া, খাবার দেয়া, সম্পদ দেয়া	رَزَقَ - يَرْزُقُ (رَزُقٌ)
তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (১৫:২০)	وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ	রিজিকদাতা, আহার্যদাতা	رَازِقٌ، رَزَاقٌ (ج) رَازِقُونَ
আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। (২:৩)	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ	ব্যয়করা, খরচ করা	أَنْفَقَ - يُنْفِقُ (إِنْفَاقٌ)

তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব। (৯:৭৫)	لَيْنِ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ	দান করা	تَصَدَّقَ — يَتَصَدَّقُ (يَصَدَّقُ)
আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর। (২:৪৩)	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ	দেয়া, দান করা	آتَى — يُؤْتِي (إِيْتَاءً)
নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। (১০৮:১)	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ	দেওয়া, দান করা	أَعْطَى — يُعْطِي
সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (১৯:১৯)	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا	দেওয়া, দান করা, প্রদান করা	وَهَبَ — يَهَبُ
এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (৭৬:১১)	وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا	দেয়া, দান করা	لَقِيَ — يُلْقِي
আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন। (৫৯:৬)	وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ	সম্পদ দান করা, বিনাযুদ্ধে সম্পদ দেয়া	أَفَاءَ — يُفِيءُ
তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩:১৭)	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	খরচকারী, ব্যয়কারী, দানকারী	مُنْفِقٌ (ج) مُنْفِقُونَ
নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (৫৭:১৮)	إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ	দানশীল, দানকারী	مُصَدِّقٌ (مُصَدِّقَةٌ)، (ج) مُصَدِّقُونَ (مُصَدِّقَاتٌ)

এবং যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। (৪:১৬২)	وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	দাতা, প্রদানকারী, দানকারী	مُؤْتٍ (ج) مُؤْتُونَ
তুমিই সব কিছুর দাতা। (৩:৮)	إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ	দানবীর	وَهَّابٌ
যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। (৪৭:৩৮)	وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ	ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া, কৃপণতা করা	بَخِلٌ - يَبْخُلُ (بُخْلٌ)
সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (৭০:১৮)	وَجَمَعَ فَأَوْعَى	অন্যদের না দেয়া, সংরক্ষণ করা; মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা ৮৪:২৩	أَوْعَى - يُؤْعَى
এবং দেয় সামান্যই ও পাষণ হয়ে যায়। (৫৩:৩৪)	وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى	কৃপণতা করা, অল্প দেয়া	أَكْدَى - يُكْدِي
কৃপণতাও করে না এবং তাদের পস্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (২৫:৬৭)	وَلَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا	কৃপণতা করা, সংকীর্ণমনা হওয়া,	فَتْرٌ - يَفْتُرُ
মানুষ তো অতিশয় কৃপণ। (১৭:১০০)	وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا	কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ,	قَتُورٌ
আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (৭০:২১)	وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا	কৃপণ, নিবারণক, নিষেধকারী	مَنُوعٌ
যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (৫৯:৯)	وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ	কৃপণতা, লোভ	شُحٌّ
তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। (৩৩:১৯)	أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ	কৃপণ, লোভী	شَحِيحٌ (ج) أَشِحَّةٌ
তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (৮১:২৪)	وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ	কৃপণ, মিতবাক	ضَنِينٌ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (২:৪)	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ	অবতীর্ণ করা, নামিয়ে আনা	أُنزِلَ- يُنزِلُ
যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে। (৫৭:১৬)	وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ	অবতীর্ণ হওয়া, নেমে আসা, নিচে পড়া	نَزَلَ- يُنزلُ
তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। (৩:৩)	نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ	ক্রমাশয়ে নাযিল করা	نَزَلَ- يُنزلُ (تَنْزِيلًا)
আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব। (২৯:৩৪)	إِنَّا مُنزلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ	একত্রে অবতীর্ণকারী, নাযিলকারী	مُنزِلُ (ج) مُنزلُونَ
আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাধগ তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। (৫:১১৫)	قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ	ক্রমাশয়ে অবতীর্ণকারী	مُنزِلُ
তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (৩:১২৪)	أَنْ يُمدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزلِينَ	অবতীর্ণ; অবতরণস্থল ২৩:২৯	مُنزِلُ
তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। (৬:১১৪)	يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ	অবতীর্ণ	مُنزِلُ

অধ্যায়-৫

আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (২:৪)	وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ	পরকাল, আখেরাত	الْآخِرَةُ
এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। (১৬:৩০)	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ	ইহজগত, ইহকাল	الدُّنْيَا
যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। (১৭:১৮)	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ	দুনিয়া, ইহজগত, শীঘ্রই	الْعَاجِلَةَ
আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (২:৪)	وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ	দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা	أَيُّقِنَ - يُوقِنُونَ
যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়। (৭৪:৩১)	لَيَسْتَيِّقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা	إِسْتَيِّقِنَ - يَسْتَيِّقِنُونَ
যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৬:৭৫)	وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤَقِنِينَ	দৃঢ়বিশ্বাসী	مُوقٍ (ج) مُؤَقِنُونَ
এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৪৫:৩২)	وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِّقِينَ	দৃঢ়বিশ্বাসী	مُستَيِّقِينَ (ج) مُستَيِّقُونَ
তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। (৫:১০৬)	إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ	সন্দেহ করা, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া	إِرْتَابٌ - يَرْتَابُ
অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (৫৪:৩৬)	فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ	সন্দেহ করা ৫৩:৫৫; তর্কাতর্কি করা	تَمَارَى - يَتَمَارَى
কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। (৪৩:৬১)	فَلَا تَمْتَرَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ	সন্দেহ করা	امْتَرَى - يَمْتَرِي

এমনিভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৪০:৩৪)	كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ	সন্দেহকারী, সন্দিহান	مُرْتَابٌ
কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (১০:৯৪)	فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ	সন্দেহকারী, দ্বিধাগ্রস্ত	مُتَمَّرٌ (ج) مُتَمَّرُونَ
আর তারাই যথার্থ সফলকাম। (২:৫)	وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	সফল, কৃতকার্য, সার্থক	مُفْلِحٌ (ج) مُفْلِحُونَ (أَفْلَحَ- يُفْلِحُ)
তারাই কৃতকার্য। (২৪:৫২)	فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ	সফল, কৃতকার্য, সার্থক	فَائِزٌ (ج) فَائِزُونَ
এ হল বিরাট সাফল্য। (৪:১৩)	وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ	সাফল্য	قَوْزٌ، مَفَازٌ (فَازَ- يُفَوزُ)
ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৪০:৩৭)	وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ	ব্যর্থ, বিলুপ্ত, বিফল	تَبَابٌ (تَبَّ-يَتَبُّ)
ওরা বধিগত হয়ে ফিরে যায়। (৩:১২৭)	فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ	ব্যর্থ, অসফল, নিরাশ, হতাশ, অক্ষম	خَائِبٌ (ج) خَائِبُونَ (خَابَ- يَخِيبُ)
আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাদের জন্য উভয়ই সমান। (২:৬)	سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ	সতর্ক করা, ভয় দেখানো	أُنذِرُ-يُنذِرُ
এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। (৩৯:১৬)	ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ	ভয় দেখানো, হুমকি দেয়া	خَوْفٌ-يُخَوِّفُ (تَخَوَّفَ)
আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন।	وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ	সতর্ক করা, ভয় দেখানো	حَذَرَ-يُحَذِرُ

(৩:৩)			
যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। (৮:৬০)	تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ	ভয় দেখানো, নিবৃত্ত করা, বাধা দেয়া	أَرْهَبَ - يُرْهِبُ
তারা লোকদের চোখগুলোকে বাধিয়ে দিল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল। (৭:১১৬)	سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ	ভয় দেখানো, সমীহ জাগানো	اسْتَرْهَبَ - يَسْتَرْهَبُ
তবে বলে দিনঃ আমি তোমাদেরকে পরিস্কার ভাবে সতর্ক করেছি। (২১:১০৯)	فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ	সতর্ক করা; জানিয়ে দেয়া ৪১:৪৭	أَذْنٌ - يُؤَذِّنُ
ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্মে অথবা সতর্ক করার জন্মে। (৭৭:৬)	عُدْرًا أَوْ نُدْرًا	সতর্কতা, ভীতিপ্রদর্শন	نُدْرٌ، نُدْرٌ
যাতে সে বিশ্বজগতের জন্মে সতর্ককারী হয়। (২৫:১)	لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا	সতর্ককারী	نَذِيرٌ (ج)
বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। (৩৮:৬৫)	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ	সতর্ককারী,	مُنذِرٌ (ج) مُنذِرُونَ
সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (২৭:৫৮)	فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ	সতর্ককৃত	مُنذِرٌ (ج) مُنذِرُونَ
যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। (৩৪:২৩)	إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ	ভয় দূর করা	فَزَعٌ - يُفَزِعُ
সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমানদারগণকে। (১০:২)	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا	সুসংবাদ দেয়া	بَشْرٌ - يُبَشِّرُ
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (৩৯:১৭)	هُمُ الْبَشْرَىٰ	সুসংবাদ	بُشْرٌ، بُشْرَىٰ
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا	সৌভাগ্য, সুসংবাদ	طُوبَىٰ

জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (১৩:২৭)	الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ		
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল। (১২:৯৬)	فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ	সুসংবাদদাতা	بَشِيرٌ
তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। (৩০:৪৬)	يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ	সুসংবাদদাতা	مُبَشِّرٌ (ج) مُبَشِّرُونَ (مُبَشِّرَاتٌ)
আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)	حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	সিল মারা, বন্ধ করে দেয়া	حَتَمٌ - يَحْتَمُ
আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। (৭:১০০)	وَنَطَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	সিল মারা, মোহর মারা	طَبَعَ - يَطْبَعُ
বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (৩৩:৪০)	وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ	সিলমোহর, আংটি, সমাপ্তি	خَاتَمٌ
তার মোহর হবে কস্তুরী। (৮৩:২৬)	خِتَامُهُ مِسْكٌ	সিলকৃত, মোহরাক্ষিত, সর্বশেষ	خِتَامٌ
তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩:২৫)	يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّحْتَمٍ	মোহরাক্ষিত	مَحْتَمٌ
আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)	حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	অন্তর, হৃদয়	قَلْبٌ (ج) قُلُوبٌ
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। (১৪:৩৭)	فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	অন্তর, মন, হৃদয়	فَأُؤَادٌ (ج) أَفئِدَةٌ
অতএব, এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা	فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ	অন্তর, হৃদয়, বিবেক, বুক	صَدْرٌ (ج) صُدُورٌ

থাকা উচিত নয়। (৭:২)	مِنَهُ لِنَذِيرٍ بِهِ		
আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)	حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ	শ্রবণশক্তি, কর্ণপাত	سَمِعَ (سَمِعَ - يَسْمَعُ)
অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। (৭৬:২)	فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا	শ্রোতা, শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন	سَمِيعٌ
বল আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। (৭২:১)	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا	কান পেতে শোনা, মনোনিবেশ করা	اسْتَمَعَ - يَسْتَمِعُ
আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন। (৪৩:৪০)	أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ	শোনানো, কানে দেওয়া	أَسْمَعُ - يُسْمِعُ
তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক। (৫২:৩৮)	فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	শ্রোতা, শ্রবণকারী	مُسْتَمِعٌ
তুমি শুনাতে সক্ষম নন যারা কবরে আছে। (৩৫:২২)	وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ	উৎকর্ণকারী, কর্ণগতকারী	مُسْمِعٌ
শোন, না শোনার মত। (৪:৪৬)	وَأَسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ	শ্রবণযোগ্য, শ্রবণীয়	مُسْمِعٌ
এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। (৫:৭১)	ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ	বধির হওয়া	صَمَّ - يُصِمُّ
অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (৪৭:২৩)	فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ	বধির বানানো	أَصَمَّ - يُصِمُّ
আমাদের কর্ণে আছে বোঝা (১৪:৩৭)	وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ	বধিরতা, শ্রবণহীনতা	وَقْرٌ

অধ্যায়-৬

আর চোখসমূহের উপর রয়েছে একটি পর্দা। (২:৭)	وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ	দৃষ্টিশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, চোখ	بَصَرٌ جَ أَبْصَارٌ
এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। (৭:২০১)	فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ	দৃষ্টিসম্পন্ন, বুঝমান; স্পষ্ট ২৭:১৩; উজ্জ্বল ১০:৬৭	مُبْصِرٌ (مُبْصِرَةٌ) (ج) مُبْصِرُونَ
অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। (১২:৯৬)	فَارْتَدَّ بِصِيرًا	পর্যবেক্ষক, দ্রষ্টা	بَصِيرٌ
এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (২৯:৩৮)	وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ	চক্ষুগ্ধান, দর্শনকারী, বুঝমান	مُسْتَبْصِرٌ (ج) مُسْتَبْصِرُونَ
এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (৭:১০৮)	فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ لِّلنَّاطِرِينَ	দর্শক, প্রত্যক্ষকারী	نَاطِرٌ (نَاطِرَةٌ) (ج) نَاطِرُونَ
আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। (৪১:৪৪)	وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى	অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি	عَمًى (عَمِي - يَعْمَى)
নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (৭:৬৪)	إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ	মনের দিক দিয়ে অন্ধ, ভ্রান্ত	عَمِي (ج) عَمُونَ
আর চোখসমূহের উপর রয়েছে একটি পর্দা। (২:৭)	وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ	পর্দা, আবরণ, অন্তরাল, ঢাকনা	غِشَاوَةٌ
এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (৫০:২২)	فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ	পর্দা, আবরণ, অন্তরাল	غِطَاءٌ
তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (৩৩:৫৩)	فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ	পর্দা, আবরণ, আড়াল	حِجَابٍ

	حِجَابٍ		
যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (১৮:৯০)	لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا	আবরণ, পর্দা, আচ্ছাদন	سِتْرٌ
তারা বলে, আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত। (৪১:৫)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ	পর্দা, আবরণ, ঢাকনা	كِنٌ (ج) اَكِنَّةٌ
বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। (২:৭)	وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	শাস্তি, সাজা, দণ্ড	عَذَابٌ
নিশ্চয় তিনি শক্তিদধর, কঠোর শাস্তিদাতা। (৪০:২২)	اِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ	শাস্তি, প্রতিশোধ	عِقَابٌ
তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। (৫:৩৮)	جَزَاءٌۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًاۗ مِّنَ اللّٰهِ	দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি/ দৃষ্টান্ত	نَكَالٌ
আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৪:৮৪)	وَاللّٰهُ اَشَدُّۢ بَأْسًاۙ وَّ اَشَدُّ تَنْكِیْلًا	শাস্তি, বদলা	تَنْكِیْلٌ
অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। (২২:৪৪)	فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ	শাস্তি, অস্বীকৃতির পরিণাম	نَكِيْرٌ
তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব। (২:৫৯)	فَاَنْزَلْنَا عَلٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا	শাস্তি, বিপদ	رِجْزٌ
যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (২৫:৬৮)	وَمَنْ يَفْعَلْۙ ذٰلِكَ يَلْقَۙ اٰثَمًا	কঠোর শাস্তি	اٰثَمٌ
আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (৭৪:১৭)	سَاُرْهِقُهُۥ صَعُوْدًا	অত্যন্ত কষ্টকর, কঠিন শাস্তি/ জাহান্নামের	صَعُوْدٌ

		একটি পর্বত	
আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২:৭)	وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	বড়, ভয়ংকর; শ্রেষ্ঠ; সুমহান, সম্মানিত ৪৩:৩১	عَظِيمٌ
বলে দাও, এত দুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। (২:২১৯)	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ	বড়, মহা; গুরুজন, নেতা ৩৩:৬৭; মহান, শ্রেষ্ঠ	كَبِيرٌ (ج) كُبْرَاءُ
আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً	বড়; ভীষণ; মহাপাপ ৪:৩১	كَبِيرَةٌ (ج) كِبَائِرٌ
আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে। (৭১:২২)	وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا	অনেক বড়, বিশাল	كَبِيرٌ
আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً	ছোট, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ	صَغِيرٌ، صَغِيرَةٌ
আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। (২:৮)	وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ	মানুষ, মানুষজাতি	النَّاسُ
কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৫৫:৭৪)	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ	মানুষ, মানব জাতি	إِنْسٌ (ج) أَنْسٌ
আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি। (৫০:১৬)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ	মানুষ	الْإِنْسَانُ
আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। (২৫:৪৯)	وَنُسِقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَناسِيَّ كَثِيرًا	মানুষ, মানব জাতি	إِنْسِيٌّ (ج) أَناسِيٌّ

এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (৩০:২০)	ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ	মানুষ	بَشَرٌ
আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (৫১:৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	জ্বীনজাতি	جِنَّ
অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জ্বীন ও মানুষ দ্বারা একযোগে ভর্তি করব। (১১:১১৯)	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ	জ্বীন; পাগলামি ৭:১৮৪	جِنَّةٌ
এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে। (৫৫:১৫)	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ	জ্বীন; বড় সাপ ২৭:১০	جَانٌّ
জনৈক দৈত্য-জিন বলল। (২৭:৩৯)	قَالَ عِقرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ	শক্তিশালী জ্বীন	عِقرِيْتُ
আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন। (২:৩০)	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ	ফেরেশতা	مَلَكٌ (ج) مَلَائِكَةٌ
আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। (২:৮)	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ	বলা, কথা বলা; বর্ণনা করা; মন্তব্য করা	قَالَ - يَقُولُ (قَوْلٌ، قِيلٌ)
এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত। (৬:১১১)	وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى	কথা বলা, কথোপকথন করা	كَلَّمَ - يُكَلِّمُ (تَكَلَّمَ)
আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। (৭৮:৩৮)	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ	কথা বলা	تَكَلَّمَ - يَتَكَلَّمُ
সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (৯৯:৪)	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا	কথা বলা, বর্ণনা করা, জানানো	حَدَّثَ - يُحَدِّثُ
সে যে কথাই উচ্চারণ করে। (৫০:১৮)	مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ	বলা, উচ্চারণ করা	لَفِظَ - يَلْفِظُ

তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৩৭:৯২)	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ	কথা বলা	نَطَقَ - يَنْطِقُ
যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি। (৪:১৬৪)	قَدْ فَصَّصْنَا هُمْ عَلَيْكَ	বর্ণনা করা; পদাঙ্ক অনুসরণ করা ২৮:১১	فَصَّ - يَفْصُصُ
তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেগুলো বল না। (১৬:১১৬)	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ	বর্ণনা করা, বলা, ব্যক্ত করা	وَصَفَّ - يَصِفُ (وَصَفَّ)
পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। (১১:৩৭)	وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا	সম্বোধন করা, কথা বলা, বাদানুবাদ করা	خَاطَبَ - يُخَاطَبُ (خِطَابًا)
অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল। (১৮:৩৪)	فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ	সংলাপ করা, তর্কাতর্কি করা	حَاوَرَ - يُحَاوِرُ
অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন।	فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ	কথা, বাণী, বাক্য	كَلِمَةً (ج) كَلِمَاتٌ، كَلِمٌ
তারা আল্লাহর কথাকে পরিবর্তন করতে চায়। (৪৮:১৫)	يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ	কথা, ওহি	كَلَامٌ
অতঃপর খাওয়া শেষে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। (৩৩:৫৩)	فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ	কথা; সংবাদ ৫৩:৫৯; কাহিনী ৫১:২৪; স্বপ্ন	حَدِيثٌ (ج) أَحَادِيثٌ
তাদের মধ্য থেকে একজন বলল। (১২:১০)	قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ	বক্তা, উক্তিকারী	قَائِلٌ

অধ্যায়-৭

তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। (২:৯)	يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا	ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা	خَادِعٌ - يُخَادِعُ
পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়। (৮:৬২)	وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ	ধোঁকা দেয়া	خَدَعٌ - يَخْدَعُ
এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণিত করেছে। (৫৭:১৪)	وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورِ	প্রতারণিত করা, ধোঁকা দেওয়া	عَزَّ - يَعُزُّ (عَزُورٌ)
যারা মনে বিশ্বাস ঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। (৪:১০৭)	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ	বিশ্বাস ঘাতকতা করা, প্রতারণা করা	إِخْتَانٌ - يَخْتَانُ
তারা আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে। (৮:৭১)	خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ	বিশ্বাস ঘাতকতা করা, আত্মসাৎ করা	خَانَ - يَخُونُ
আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। (৩:১৬১)	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ	প্রতারণা করা; বাঁধা ৬৯:৩০	كْتُمٌ - يَكْتُمُ
অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারণিত করে। (৪:১৪২)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ	প্রবঞ্চনাকারী, বিশ্বাসঘাতক	خَادِعٌ
এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণিত শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারণিত না করে। (৩১:৩৩)	وَلَا يَعُزُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورِ	ধোঁকাবাজ, শঠ, প্রতারণিত	عَزُّونٌ
কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩১:৩২)	وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُفْرًا	প্রতারণিত, প্রবঞ্চক	كُفْرًا
আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (৪:১০৫)	وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا	বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী, আত্মসাৎকারী,	خَائِنَةٌ، خَائِنُونَ، خَوَانٌ

তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে। (৮:৫৮)	وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً	বিশ্বাস ঘাতকতা	خِيَانَةٌ
তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পরস্পরের মাঝে ধোঁকাস্বরূপ ব্যবহার করো না। (১৬:৯৪)	وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ	মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা	دَخَلٌ
অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। (২:৯)	وَمَا يَجِدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ	নিজ; ব্যক্তি ৫:৩২; আত্মা ৩১:২৮	نَفْسٌ (ج) أَنْفُسٌ
অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম। (৬৬:১২)	فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا	রুহ, আত্মা; ওহী; জিবরীল ২৬:১৯৩	رُوحٌ
অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (২:৯)	وَمَا يَشْعُرُونَ	বুঝা, অনুভব করা, টের পাওয়া	شَعَرَ - يَشْعُرُ
তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই। (১১:৯১)	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ	বুঝতে পারা, উপলব্ধি করা	فَقَهُ - يَفْقَهُ
অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত। (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ	বুঝতে পারা, বোধসম্পন্ন হওয়া	عَقَلَ - يَعْقِلُ
অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন। (৩:৫২)	فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ	টের পাওয়া, বুঝতে পারা, অনুভব করা	أَحَسَّ - يُحِسُّ
তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত। (২:১০)	فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ	রোগ, অসুস্থতা	مَرَضٌ
যখন আমি রোগাক্রান্ত হই। (২৬:৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ	অসুস্থ হওয়া	مَرِضٌ - يَمْرُضُ

এবং অসুস্থের উপর নেই কোন চাপ। (৪৮:১৭)	وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ	অসুস্থ	مَرِيضٌ (ج) مَرَضَى
অতঃপর বলল আমি পীড়িত। (৩৭:৮৯)	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ	অসুস্থ, পীড়িত	سَقِيمٌ
যে পর্যন্ত মরণপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। (১২:৮৫)	حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ	মুমূর্ষু, মরণাপন্ন	حَرَضٌ
সেটা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। (১৭:৮২)	هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ	আরোগ্য, পথ্য	شِفَاءٌ
তিনিই আরোগ্য দান করেন। (২৬:৮০)	فَهُوَ يَشْفِينِ	সুস্থ করা	شَفَى - يَشْفِي
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্নকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। (৩:৪৯)	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ	সুস্থ করা, নিষ্কলুষ করা	أَبْرَأَ - يُبْرِئُ
এবং বলা হবে, কে বাড়বে? (৭৫:২৭)	وَقِيلَ مَنْ سَاقٍ	বাড়ফুঁক কারী, চিকিৎসক	سَاقٍ
আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। (২:১০)	فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا	বাড়িয়ে দেয়া	زَادَ - يَزِيدُ (زِيَادَةٌ، مَزِيدٌ)
যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অধিক করেছেন। (৭:৮৬)	إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ	বৃদ্ধি করা, অধিক করা	كَثَّرَ - يُكثِّرُ
অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (৮৯:১২)	فَأَكثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ	বেশি করা, অধিক করা	أَكثَرَ - يُكثِّرُ
দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। (২:২৭৬)	وَيُزِّي الصَّدَقَاتِ	বর্ধিত করা, বাড়িয়ে দেয়া	أَزَّى - يُزِّي
অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ- বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন (২:২৪৫)	فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا	দ্বিগুণ দেওয়া, বহুগুণ বাড়িয়ে	ضَاعَفَ -

	كثيرة	দেয়া	يُضَاعِفُ
এবং পুরস্কার বর্ধিতরূপে দিবেন। (৬৫:৫)	وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا	বাড়িয়ে দেওয়া, বড় করা	أَعْظَمَ - يُعْظِمُ
এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প (৮:৪৪)	وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ	কম করা, কম দেয়া, হ্রাস করা	قَلَّلَ - يُقَلِّلُ
তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই (৪:১০১)	فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ	হ্রাস করা, কমানো	قَصَرَ - يُقْصِرُ
অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না। (৭:২০২)	ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ	কম করা, ক্ষান্ত হওয়া	أَقْصَرَ - يُقْصِرُ
তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৪৭:৩৫)	وَلَنْ يَزِيدَكُمْ أَعْمَالَكُمْ	কম করা, কমিয়ে দেওয়া, হ্রাস করা	وَزَّرَ - يَزِيدُ
তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। (৫২:২১)	وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ	কমানো, হ্রাস করা, কম দেয়া	أَلَتْ - يَأْلِتُ
যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না। (৪৯:১৪)	وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتَنُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا	কমানো, হ্রাস করা	لَاتَ - يَلِيتُ
বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। (২:২৮২)	وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا	কমানো, কম দেয়া, ক্ষতি করা	بَخَسَ - يَبْخَسُ (بَخْسًا)
এবং তার বয়স হ্রাস পায় না (৩৫:১১)	وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ	নাকচ করা, কমানো, ক্ষতি করা	نَقَصَ - يُنْقِصُ (نَقْصًا)
ওজনে কম দিয়ো না। (৫৫:৯)	وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ	ক্ষতিগ্রস্ত করা, কম দেয়া	أَخْسَرَ - يُخْسِرُ

বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব। (২:১০)	وَهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ	যন্ত্রণাদায়ক, মর্মান্তিক	أَلِيمٌ
আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে। (৭:১৬৫)	وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِّنٍ	প্রচণ্ড, যন্ত্রণাদায়ক	بَيِّنٌ
তাদের মিথ্যাচারের দরুণ। (২:১০)	بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ	হওয়া, থাকা	كَانَ - يَكُونُ
অতএব মহিমা আল্লাহরই যখন তোমরা বিকেল প্রাপ্ত হও এবং যখন তোমরা ভোরে পৌঁছাও। (৩০:১৭)	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُمْضُونَ	হওয়া, সন্ধ্যা করা, সন্ধ্যায় প্রবেশ করা	أَمْسَى - يُمْسِي
তাদের ভোর হয়েছিল অনিবার্য শাস্তিতে। (৫৪:৩৮)	صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ	সকাল করা, সকালে হওয়া	صَبَحَ - يُصْبِحُ
অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। (৫:৩১)	فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ	হওয়া, সকালে হওয়া	أَصْبَحَ - يُصْبِحُ
যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায়। (১৬:৫৮)	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا	হওয়া; চলতে থাকা ৪২:৩৩	ظَلَّ - يَظَلُّ
তারা বলতে লাগলঃ আল্লাহর কসম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না। (১২:৮৫)	قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ	করতে থাকা	فَتَى - يَفْتَأُ
আমরা কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। (৫:২৪)	إِنَّا لَن نَّذْخُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا	করতে থাকা, চলতে থাকা	مَا دَامَ
আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না। (১১:১১৮)	وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ	চলতে থাকা, ক্ষান্ত না হওয়া	مَا زَالَ - لَا يَزَالُ
অতএব আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না (১২:৮০)	فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ	ক্ষান্ত হওয়া, পরিত্যাগ করা	بَرِحَ - يَبْرَحُ

অধ্যায়-৮

তাদের মিথ্যাচারের দরুণ। (২:১০)	بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ	মিথ্যা বলা, মিথ্যা হওয়া, মিথ্যা মনে করা	كَذَبَ-يَكْذِبُ (كَذِبٌ)
হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (২৬: ৪৫)	فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ	মিথ্যা রটানো; বিমুখ করা ৪৬:২২	أَفَكَ- يَأْفِكُ (إفكٌ)
তারা কি বলে? সে তা রচনা করে এনেছেন। (১১:৩৫)	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ	মিথ্যা উদ্ভাবন করা, মিথ্যা রচনা করা, অপবাদ দেয়া	اِفْتَرَى- يَفْتَرِي (اِفْتِرَاءٌ)
সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত। (৬৯:৪৪)	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ	বানিয়ে বলা, মিথ্যা রচনা করা	تَقَوَّلَ- يَتَقَوَّلُ
বললেন, শীঘ্রই আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ। (২৭:২৭)	قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ	সত্য বলা	صَدَقَ- يَصْدُقُ (صِدْقٌ)
আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। (২:১১)	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা	أَفْسَدَ- يُفْسِدُ
আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না। (২:৬০)	وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	অন্যায়, দাংগা- হাংগামা সৃষ্টি করা	عَتَى- يَعْتَى
ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। (১৮:৯৪)	يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী	مُفْسِدٌ (ج) مُفْسِدُونَ
দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৮:৭৩)	فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ	বিপর্যয়, বিবাদ, অনিষ্ট	فَسَادٌ (فَسَدٌ- يُفْسِدُ)

মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দাও (২:২২৪)	وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ	মিটমাট করা, সংশোধন করা, আপোষ করা, শান্তিচুক্তি করা	أَصْلَحَ - يُصْلِحُ (إِصْلَاحٌ)
বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন। (২:২২০)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ	সংস্কারক; সৎকর্মশীল ১১:১১৭	مُصْلِحٌ (ج) مُصْلِحُونَ
দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। (২:১১)	لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	পৃথিবী; ভূপৃষ্ঠ; মাটি, দেশ	أَرْضٌ
যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও জমিনে ও যা কিছু এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে আর যা রয়েছে মাটির নিচে সে-সবই তাঁর। (২০:৬)	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى	মাটি, পাতাল, রসাতল	ثَرَى
আকাশকে ছাদ স্বরূপ। (২:২২)	وَالسَّمَاءَ بِنَاءً	আকাশ	سَّمَاءٌ (ج) سَمَاوَاتٌ
কসম কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশের। (৫১:৭)	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ	কক্ষপথ	حُبُوكِ (ج) حُبُوكٌ
প্রত্যেকেই কক্ষপথে বিচরণ করে। (২১:৩৩)	كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	আকাশ, কক্ষপথ	فَلَكَ
তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! (২:১৩)	قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ	নির্বোধ, বোকা, মূর্খ, অজ্ঞ	سَفِيهَةٌ (ج) سُفَهَاءٌ
এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে। (২৫:৬৩)	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ	মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞ	جَاهِلٌ (ج) جَاهِلُونَ
নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (৩৩:৭২)	إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا	নিরেট মূর্খ, অতিশয় বোকা	جَهُولٌ
তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর। (২:৭৮)	وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ	নিরক্ষর, আরব জাতি	أُمِّيٌّ (ج) أُمِّيُونَ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। (৩৫:২৮)	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	বিদ্বান, জ্ঞানী, দক্ষ, বিজ্ঞ	عَالِمٌ (ج) عَالِمُونَ، عُلَمَاءُ
নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। (৭:১০৯)	إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ	বিজ্ঞ, দক্ষ, জ্ঞানী, জ্ঞাত	عَلِيمٌ، عَلَّامٌ
এবং তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ। (৬:১৮)	وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ	পূর্ণজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞ, জ্ঞানী	حَبِيرٌ
নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (২:৩২)	إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ	প্রজ্ঞাময়, বিচারক,	حَكِيمٌ
আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। (৫:৪৪)	يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ	ইহুদী আলেম, পাদ্রী, পণ্ডিত	حَبِيرٌ (ج) أَحْبَارٌ
এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম রয়েছে। (৫:৮২)	ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ	পণ্ডিত, ধর্মযাজক	قِسِيَسِينَ (ج) قِسِيَسُونَ
প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (২:১৩)	إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ	জানা	عَلِمٌ - يَعْلَمُ
কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। (৪:১১)	لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا	জানা	دَرَى - يَدْرِي
অতঃপর যদি জানা যায় তারা উভয়ই পাপে লিপ্ত হয়েছে। (৫:১০৭)	فَإِنْ عَثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	অবহিত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া	عَثَرَ - يَعْتَرُ
আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন। (৫:১৩)	وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ	অবগত হওয়া; উঁকি দিয়ে দেখা	اطَّلَعَ - يَطَّلِعُ

যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ। (৩:৬৬)	تُحَاجُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ	জ্ঞান, শিক্ষা, তথ্য	عِلْمٌ
তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (১৮:৯১)	كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا	জ্ঞান, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা	خُبْرٌ
এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা। (৩৮:২০)	وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ	প্রজ্ঞা, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারশক্তি	حِكْمَةٌ
আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি। (৭:৬৬)	إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ	নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা	سَفَاهَةٌ، سَفَاهَةٌ (سَفَاهَةٌ - يَسْفَهُهُ)
তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে। (৬:৫৪)	مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ	মূর্খতা, বোকামি, আহাম্মকি, বর্বরতা	جَهَالَةٌ (جَهْلٌ - يَجْهَلُ)، جَاهِلِيَّةٌ
আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। (২:১৪)	وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا	সাক্ষাৎ করা; দেখতে পাওয়া	لَقِيَ - يَلْقَى
সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। (৭০:৪২)	حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ	সম্মুখীন হওয়া, সাক্ষাৎ করা	لَاقَى - يُلَاقِي (لِقَاءٌ)
যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। (৮:৪১)	يَوْمَ التَّلَاقِ	সম্মুখীন হওয়া, মুখোমুখি হওয়া	التَّلَاقِ - يَلْتَقِي
যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (৪০:১৫)	لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ	সাক্ষাৎ	تَلَاقٍ
যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের। (২:৪৬)	الَّذِينَ يَطْمَنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ	মুখোমুখি, সাক্ষাৎকারী	مُلَاقٍ ج مُلَاقُونَ
যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি	أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا	মুখোমুখি,	لَاقٍ

দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান। (২৮:৬১)	فَهُوَ لَاقِيهِ	সাক্ষাৎকারী	
তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। (১৫:৪৭)	إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ	একে অপরের মুখোমুখি, সামনাসামনি	مُتَقَابِلِينَ (ج) مُتَقَابِلُونَ
আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। (২:১৪)	وَإِذَا حَلُّوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ	একান্তে বসা; অতীত হওয়া ২:১৪১	حَلَا- يَخْلُو
অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। (১২:৮০)	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا	নির্জনে বসা, একাগ্রতা অবলম্বন করা	خَلَصَ- يَخْلُصُ
আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। (২:১৪)	وَإِذَا حَلُّوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ	শয়তান ৪:১১৭; জ্বিন ২১:৪২; ইবলিস ১৯:৪৪	شَيْطَانٌ (ج) شَيَاطِينُ
আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র। (২:১৪)	إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ	উপহাসকারী, বিদ্রূপকারী	مُسْتَهْزِئُونَ (ج) مُسْتَهْزِئُونَ
এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (৩৯:৫৬)	وَإِنْ كُنْتُمْ لَمِنَ السَّٰخِرِينَ	উপহাসকারী, বিদ্রূপকারী	سَٰخِرٌ (ج) سَٰخِرُونَ

অধ্যায়-৯

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। (২:১৫)	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ	উপহাস করা, উপহাস্য বানানো	إِسْتَهْزَأَ-يَسْتَهْزِئُ
কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে (৪৯:১১)	لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ	ঠাট্টা করা, উপহাস করা,	سَحَرَ-يَسْحَرُ
তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে। (৩৭:১৪)	وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ	ঠাট্টা করতে চাওয়া, উপহাস করা,	إِسْتَسْخَرَ- يَسْتَسْخِرُ
এটা এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে। (৪৫:৩৫)	ذُلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا	উপহাস, বিদ্রূপ	هُزُوًا
আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম। (৩৮:৬৩)	أَخَذْنَاَهُمْ سِحْرِيًّا	উপহাসের বস্তু	سِحْرِيًّا
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২:১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	অবকাশ দেয়া; বিস্তৃত করা (১৯:৩); প্রসারিত করা	مَدَّ-يَمُدُّ (مَدُّ)
আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৮:৭৯)	فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ	অবকাশ দেওয়া, ছাড় দেওয়া	أَنْظَرَ-يُنْظِرُ
কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি। (৩:১৭৮)	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّيهِمْ	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	أَمَلَى-يُمَلِّي
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	مَهَلٌ-يُمَهِّلُ
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ	فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ	সুযোগ দেওয়া,	أَمْهَلٌ-يُمْهِّلُ

দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	رُوَيْدًا	অবকাশ দান	
তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন। (৭:১১১)	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ	অবকাশ দেয়া, মূলতবি রাখা, বিলম্ব করা	أَرْجِهَ - يُرْجِهْ
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২:১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	সীমালঙ্ঘন, অবাধ্যতা	طُغْيَانٌ (طَغَى - يَطْغَى)
সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল। (৯১:১১)	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا	অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন, পাপ	طَاغِيَةٌ، طَغَوَى
পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। (৫:২)	وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ	সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি	عُدْوَانٌ، عَدُوٌّ (عَدَا - يَعْدُو)
তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৮:১৪)	لَقَدْ فُلْنَا إِذًا شَطَطًا	সীমাতিরিক্ত, বাড়াবাড়ি	شَطَطٌ
যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। (১৮:২৮)	وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا	বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন	فُرُطٌ (فَرَطَ - يَفْرُطُ)
এবং তার সীমা অতিক্রম করে। (৪:১৪)	وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ	সীমালঙ্ঘন করা	تَعَدَّى - يَتَعَدَّى
এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। (২৫:২১)	وَعَتَوْنَا عُنُوتًا كَبِيرًا	বাড়াবাড়ি করা, বিদ্রোহ করা	عُنُوتٌ (عَتَا - يَعْتُو)
তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। (৫০:২৭)	قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ	সীমালঙ্ঘন করানো,	أَطْعَى - يُطْعِي
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে। (২:১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	উদ্বাস্ত হয়ে ঘোরা, অন্ধের মত ঘোরা	عِمَةٌ - يَعْمَهُ

তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। (৫:২৬)	يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ	উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করা	تَاهَ - يَتِيهُ
ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে-সে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। (৬:৭১)	كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ	হতভম্ব, পেরেশান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়	حَيْرَانٌ
তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? (২৬:২২৫)	أَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ	ভ্রমণে ঘোরা, ভ্রমণেই হয়ে ছুটাছুটি করা	هَامٌ - يَهيمُ
তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। (২:১৬)	أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ	ক্রয় করা; বিনিময় করা	اشْتَرَى - يَشْتَرِي
যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয়। (৪:৭৪)	الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ	বিক্রয় করা; ক্রয় করা	شَرَى - يَشْرِي
তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। (২:২৮২)	وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ	কেনাবেচা করা	تَبَاعَ - يَتَبَاعُ
সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। (৯:১১১)	فَاسْتَبَشِرُوا ببيعِكُمْ الَّذِي بَاعْتُمْ بِهِ	লেনদেন করা; আনুগত্যের শপথ করা ৪৮:১০	بَاعَ - يَبِيعُ
কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান করা। (২:২৮২)	إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ	নগদ লেনদেন করা, আদান প্রদান করা	أَدَارَ - يُدِيرُ
বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি। (২:১৬)	فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ	লাভজনক হওয়া	رَبِحَ - يَرْبِحُ
নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে (১০:৪৫)	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ	ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া	خَسِرَ - يَخْسِرُ

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। (১০৩:২)	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حُسْرٍ	ক্ষতি, ধ্বংস, লোকসান, সর্বনাশ	حُسْرٌ، حُسَارٌ، حُسْرَانٌ، تَحْسِيرٌ
ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। (২:২৭)	أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ	ক্ষতিগ্রস্ত	خَاسِرٌ (خَاسِرَةٌ) خَاسِرُونَ
বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি। (২:১৬)	فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ	ব্যবসা	تِجَارَةٌ
বেচাকেনা বন্ধ কর। (৬২:৯)	وَدَرُوا الْبَيْعَ	বেচাকেনা	بَيْعٌ
তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো। (২:১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	সাদৃশ্য, উদাহরণ	مَثَلٌ (ج) أَمْثَالٌ
যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি। (৮৯:৮)	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ	সাদৃশ্যপূর্ণ, একই, মত	مِثْلٌ (ج) أَمْثَالٌ
এবং আগুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬:৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	অনুরূপ, সাদৃশ্যযুক্ত; রূপক, দ্ব্যর্থ বোধক (৩:৭)	مُتَشَابِهٌ (ج) (مُتَشَابِهَاتٌ)
এবং আগুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬:৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	সাদৃশ্যপূর্ণ	مُشْتَبِهٌ
এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৩৮:৫৮)	وَأَحْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ	অনুরূপ, সমরূপ	شَكْلٌ
এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (২০:৫৩)	فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى	ভিন্ন, বৈসাদৃশ্যপূর্ণ	شَتَّى (ج) شَتَّى

তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। (১৬:৬৯)	يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ	বিভিন্ন, নানারকম	مُخْتَلِفٌ (ج) مُخْتَلِفُونَ
--	--	---------------------	---------------------------------

অধ্যায়-১০

তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালানো। (২:১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	আগুন জ্বালানো	اسْتَوْقَدَ - يَسْتَوْقِدُ
তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। (৫:৬৪)	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ	আগুন জ্বালানো	أَوْقَدَ - يُوقِدُ
তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৫৬:৭১)	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ	আগুন জ্বালানো	أُورَى - يُورِي
যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে। (৮১:১২)	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ	আগুন জ্বালানো	سَعَرَ - يُسَعِّرُ
যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে। (৮১:৬)	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ	আগুন ধরিয়ে দেয়া/ ভর্তি করা যেন উপচে পড়ে	سَجَّرَ - يُسَجِّرُ
অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (৯২:১৪)	فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى	দাউ দাউ করে জ্বলা, প্রজ্জ্বলিত হওয়া	تَلَظَّى - يَتَلَظَّى
তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৮৮:৪)	تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً	দহনশীল, উত্তপ্ত আগুন, অগ্নিগর্ভ	حَامِيَةٌ
এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০৪:৬)	نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ	প্রজ্জ্বলিত	مُوقَدَةٌ

আল্লাহ তা নির্বাচিত করে দেন। (৫:৬৪)	أَطْفَأَهَا اللَّهُ	নিভিয়ে দেয়া	أَطْفَأَ-يُطْفِئُ
যখনই নির্বাচিত হল। (১৭:৯৭)	كُلَّمَا حَبَّتْ	নিভে যাওয়া	حَبًا-يَحْبُو
শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাচিত অগ্নি। (২১:১৫)	حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ	নির্বাচিত, স্তিমিত	حَامِدٌ ج حَامِدُونَ
তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো। (২:১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	আগুন; জাহান্নাম ২২:৭২	نَارٌ
কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। (৭০:১৫)	كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَطٰٓئِلٌ	লেলিহান শিখা, জ্বলন্ত আগুন,	لَطٰٓئِلٌ
আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে। (৫৫:১৫)	وَحَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ	অগ্নিশিখা	مَّارِجٌ
তাকে অচিরেই নিষ্ক্ষেপ করা হবে স্ফুলিঙ্গ সম্পন্ন অগ্নিতে। (১১১:৩)	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ هَبٍ	অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ	هَبٌ
তোমাদিগের উপরে পাঠানো হবে আগুনের শিখা। (৫৫:৩৫)	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ	স্ফুলিঙ্গ, শিখা	شَوَاظٌ
এটা নিষ্ক্ষেপ করবে অট্টালিকাসম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। (৭৭:৩২)	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ	অগ্নিশিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,	شَرَرٌ
অতঃপর স্কুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের। (১০০:২)	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, স্কুরাঘাতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি	قَدْحٌ
আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (৩:১৮১)	ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ	ভস্মকারী, দগ্ধকারী, প্রজ্জ্বলনকারী	حَرِيقٌ

যখন তার চারদিক আলোকিত হলো। (২:১৭)	فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ	আলোকিত করা	أَضَاءَ - يُضِيءُ
পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে। (৩৯:৬৯)	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	আলোকিত হওয়া	أَشْرَقَ - يُشْرِقُ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়। (৭৪:৩৪)	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ	আলোকময় হওয়া	أَسْفَرَ - يُسْفِرُ
আর রাত্রিকে যখন বিগত হয়ে যায়। (৮১:১৭)	وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ	অন্ধকার দূর হওয়া, অন্ধকার হওয়া	عَسْعَسَ - يُعَسِّسُ
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। (২:২০)	وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا	অন্ধকার হওয়া	أَظْلَمَ - يُظْلِمُ
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্য্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৭৯:২৯)	وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا	আঁধারময় করা	أَعْطَشَ - يُعْطِشُ
আল্লাহ আলোকে উঠিয়ে নিলেন। (২:১৭)	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	নিয়ে যাওয়া; যাওয়া ২০:৯৭, চলে যাওয়া;	ذَهَبَ - يَذْهَبُ (ذَهَابٌ)
অতঃপর সে গৃহে গেল। (৫১:২৬)	فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ	চুপিসারে প্রবেশ করা, যাওয়া	رَأَى - يَرُوعُ
সে বললঃ আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম। (৩৭:৯৯)	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي	গমনকারী, গমনশীল	ذَاهِبٌ
যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। (৫:২)	أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا	গমনেচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী	أَمٌّ (ج) آمُونَ
এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন। (৮৯:১২)	وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا	আসা; পৌঁছা ১০:৪৯; নিয়ে আসা ৬:১৬০; সম্পাদন করা ১৮:৭১	جَاءَ - يَجِيءُ

যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। (৬১:৬)	يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ	আসা ; নিয়ে আসা ২৬:৮৯	أَتَى - يَأْتِي
এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয়। (২৮:৫৭)	يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ	আনা, নিয়ে আসা	جَبَى - يَجْبِي
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (১০২:২)	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	সাক্ষাৎ করা, যাওয়া, আসা	زَارَ - يَزُورُ
যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। (১২:৮২)	كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا	সামনে আসা; অভিমুখী হওয়া ২৮:৩১	أَقْبَلَ - يُقْبِلُ
কেয়ামত অবশ্যই আসন্ন। (১৫:৮৫)	وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ	আসন্ন, আগত, আগমনকারী	آتٍ، آتِيَةٌ
তারা যখন তাদের উপত্যকা আগমনকারী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (৪৬:২৪)	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمَطِّرٌ	আগমনকারী, আগন্তক, আগত	مُسْتَقْبِلٌ
শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। (৮৬:১)	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ	রাতে আগমনকারী	طَارِقٌ
আল্লাহ আলোকে উঠিয়ে নিলেন। (২:১৭)	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	আলো	نُورٌ
অথবা আকাশের বৃষ্টির মত যাতে থাকে আঁধার। (২:১৯)	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ	অন্ধকার	ظُلْمَةٌ (ج) ظُلُمَاتٌ
তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। (১০:২৭)	كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ فِطْرًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا	অন্ধকার	مُظْلِمٌ
আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা। (১০:২৬)	وَلَا يَرَهُمْ قَتَرٌ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ	ধূলা, মলিনতা	قَتَرٌ، قَتَرَةٌ
সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّوْكَ	অন্ধকারাচ্ছন্ন,	عَسَقٌ، غَاسِقٌ

অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন। (১৭:৭৮)	الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ	অন্ধকার	
এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। (২:১৭)	وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ	ছেড়ে দেওয়া	تَرَكَ - يَتْرُكُ
এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৭৪:৫)	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	দূরে থাকা; আজেবাজে বকা ২৩:৬৭	هَجَرَ - يَهْجُرُ (هَجْرٌ)
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। (২:২৭৮)	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا	পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া	وَذَرَ/وَذَرَ - يَذِرُ
এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। (১৮:৪৯)	لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا	বাদ দেওয়া, পেছনে ফেলা, ছেড়ে দেয়া	عَادَرَ - يُعَادِرُ
তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (৯:৫)	فَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ	ছেড়ে দেয়া, খালি করা	حَلَّى - يُحَلِّي
আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি। (৯৩:৩)	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা	وَدَّعَ - يُودِّعُ
যখন দশ মাসের গর্ভবতী উল্ভীসমূহ উপেক্ষিত হবে। (৮১:৪)	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	উপেক্ষা করা, ছেড়ে দেয়া	عَطَّلَ - يُعَطِّلُ
আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন। (৩:১৬০)	وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ	পরিত্যাগ করা, সহায়তা না করা	خَذَلَ - يَخْذُلُ
আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। (১১:৫৩)	وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ	বর্জনকারী	تَارَكَ
শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। (২৫:২৯)	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا	প্রয়োজনের সময় ত্যাগ করে যে	خَذُولٌ
আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা প্রত্যাবর্তন করত না (৯৮:১)	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ	বর্জনকারী, ক্ষান্ত, নিরস্ত	مُنْفَكٌ (ج)

	أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ		مُنْفَكُونَ
--	---	--	-------------

অধ্যায়-১১

ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (২:১৭)	لَا يُبْصِرُونَ	দেখা, অনুধাবন করা	أَبْصَرَ - يُبْصِرُ
সে বললঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। (২০:৯৬)	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ	দেখা, অনুধাবন করা	بَصُرَ - يَبْصُرُ
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। (৬:৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا	দৃষ্টিগোচর হওয়া ; মনে করা; মত দেয়া; বিবেচনা করা	رَأَى - يَرَى (رَأَى)
তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। (২৮:২৯)	آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا	দেখা, আঁচ করতে পারা	آنَسَ - يَأْنِسُ
অথচ তোমরা দেখছিলেন। (২:৫০)	وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ	তাকানো, লক্ষ্য করা, প্রত্যক্ষ করা	نَظَرَ - يَنْظُرُ (نَظَرَ)
যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল। (২৬:৬১)	فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعَانَ	একে অপরকে দেখা	تَرَأَى - يَتَرَأَى
এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন। (২:৭৩)	وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ	দেখানো; অবগত করা	أَرَى - يُرَى
একে অপরকে দেখতে পাবে। (৭০:১১)	يُبْصِرُونَهُمْ	দেখানো, প্রদর্শন করা	بَصَرَ - يُبْصِرُ (تَبْصِيرًا)

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৩:৩৬)	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ	অন্ধ হওয়া, না দেখা, উদাসীন থাকা	عَشَا - يَعْشُو
ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (৪৭:২৩)	وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ	অন্ধ করে দেয়া	أَعْمَى - يُعْمِي
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২:১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা	رَجَعَ - يَرْجِعُ (رَجَعُ، رُجِعِي، مَرْجِعُ)
যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। (২:২৩০)	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا	প্রত্যাহার করে নেওয়া, পুনরায় ফেরত আসা	تَرَاجَعَ - يَتَرَاجَعُ
যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি। (৭:৮৯)	إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ	ফিরে আসা, আগের অবস্থায় ফেরত যাওয়া	عَادَ - يُعْوِدُ
সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (৮৪:১৪)	إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ	ফিরে আসা	حَارَ - يَحُورُ
যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায্যনুগ পস্থায় মীমাংসা করে দিবে। (৪৯:৯)	فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ	প্রত্যাবর্তন করা	فاءَ - يَفِيءُ
তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২৯:২১)	وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ	উলটে যাওয়া, ফিরে আসা, ঘুরা	قَلَبَ - يَقْلِبُ
তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত। (৮৩:৩১)	وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ	প্রত্যাবর্তন করা; হওয়া ৭:১১৯	انْقَلَبَ - يَنْقَلِبُ
কিসে তাদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? (২:১৪২)	مَا وَلَاَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا	ফিরানো; ফিরে যাওয়া; পালানো, ৪৮:২২	وَلَّى - يُؤَلِّي

শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে। (৪২:৫৩)	إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	ফিরে যাওয়া, যাওয়া	صَارَ - يَصِيرُ
আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। (৭:১৫৬)	إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ	ফিরে আসা; ইহুদী হওয়া ৬:১৪৬	هَادٍ - يَهْدِي
চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে। (৪০:১৩)	وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ	প্রত্যাবর্তন করা	أَنَابَ - يُنِيبُ
অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (২:১৯৯)	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ	প্রত্যাবর্তন করা; প্রবাহিত করা, ঢেলে দেয়া ৭:৫০; লিগু হওয়া, রত হওয়া ১০:৬১	أَفَاضَ - يُفِيضُ
তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। (২৮:৩১)	وَلَىٰ مُدْبِرًا وَمَا يُعِيبُ	পিছন ফেরা, ফিরে চাওয়া	عَقَبَ - يُعِيبُ
তিনিই সৃষ্টিকে সূচনা করেছেন অতঃপর তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (১০:৪)	إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	ফিরিয়ে আনা, পুনরাবৃত্তি ঘটানো	أَعَادَ - يُعِيدُ
অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম। (২৮:১৩)	فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ	ফিরিয়ে দেয়া; প্রতিরোধ করা; জবাব দেয়া	رَدَّ - يَرُدُّ (رَدٌّ, مَرْدٌ)
সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। (১২:৯৬)	أَلْفَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ بَصِيرًا	পূর্বাভাসায় ফেরত আসা; পিছন ফেরা ১৮:৬৪; ফিরে যাওয়া	ارْتَدَّتْ - يَرْتَدُّ
নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (৮৮:২৫)	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ	প্রত্যাবর্তন	إِيَابٌ
অথবা আকাশের বৃষ্টির মত। (২:১৯)	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ	বৃষ্টি, প্রবল বর্ষণ	صَيْبٌ

তোমাদের কোন গোনাহ নেই যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। (৪:১০২)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّن مَّطَرٍ	বৃষ্টি, জলধারা, অবোরধারা	مَطَرٌ
যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। (২:২৬৫)	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ	প্রবলবর্ষণ	وَابِلٌ
যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। (২:২৬৫)	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ	ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টি,	طَلٌّ
অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। (২৪:৪৩)	فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ	বৃষ্টি	وَدْقٌ
তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন (৪২:২৮)	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ	বৃষ্টি	غَيْثٌ
যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। (২:১৯)	فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ	বজ্রধ্বনি	رَعْدٌ
অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন। (৪:১৫৩)	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ	বজ্রাঘাত; বজ্রধ্বনি, বিকট শব্দ	صَاعِقَةٌ ج صَوَاعِقُ
যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। (২:১৯)	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ	বিজলী	بَرْقٌ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২:১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	রাখা; করা; সৃষ্টি করা ৬:১; নির্মাণ করা; পরিণত করা; ধার্য করা ১৮:৯৪; নির্ধারণ করা ১৬:৫৭; স্থাপন করা ৫৭:২৭; নিযুক্ত করা	جَعَلَ - يَجْعَلُ
আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। (২:৩০)	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ	পরিকল্পক, স্রষ্টা, স্থাপক,	جَاعِلٌ (ج)

	حَلِيفَةً	মনোনীতকারী, পরিণতকারী	جَاعِلُونَ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২:১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	ভয়; সতর্কতা, সাবধানতা ৬৩:৪	حَذَرَ (حَذِرَ - يَحْذِرُ)
আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (৪:৮৩)	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحَوْفِ أَدَاعَوْا بِهِ	ভয়, আশঙ্কা, অনিষ্টের আশঙ্কা	خَوْفٌ، خِيفَةٌ (خَافَ - يَخَافُ)
কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন। (১৬:৪৭)	أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ	ভয়, ভীতি প্রদর্শন	تَخَوُّفٌ
তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। (৪:৭৭)	إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ	ভয়, আতঙ্ক, আশংকা, সমীহ	خَشْيَةٌ (خَشِيَ - يَخْشَى)
তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত। (২১:৯০)	وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا	ভয়, আশঙ্কা, সমীহ	رَهَبٌ (رَهَبَ - يُرَهَبُ)
নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। (৫৯:১৩)	لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ	ভয়, আশঙ্কা, সমীহ	رَهَبٌ، رَهْبَةٌ
এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (২৭:৮৯)	وَهُمْ مِّنْ فِرْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ	অস্থিরতা, ভীতি, ত্রাস	فِرْعٌ (فِرَعٌ - يَفِرْعُ)
যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর।	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ	ভয় পাওয়া, দুরদুর করা	وَجِلٌ - يَوْجِلُ

(৮:২)			
এবং তাদের ভয়ে আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়তে। (১৮:১৮)	وَلَمَلِئَتْ مِنْهُمْ رُعبًا	ভয়, আতঙ্ক	رُعبٌ
অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন। (১১:৭৪)	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ	ভয়, শঙ্কা	رُوعٌ
তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিশ্চয়ের আশঙ্কা কর। (৩:২৮)	إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ	ভয়; আল্লাহভীতি ৩:১০২	تُقَاةٌ
মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। (৫৯:১৮)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ	ভয় করা; আল্লাহভীতি অর্জন করা; আত্মরক্ষা করা; এড়িয়ে চলা	اتَّقَى - يَتَّقِي
তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলো। (৫৮:১৩)	أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ	ভীত হওয়া, আতঙ্কিত হওয়া	أَشْفَقُ - يُشْفِقُ
মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। (১১:৭০)	وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	ভয় পাওয়া, আশঙ্কা করা	أَوْجَسَ - يُوجِسُ
অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৯:৫৬)	وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ	বিচ্ছেদের আশঙ্কা করা, ভয় করা	فَرَقَ - يَفْرُقُ

অধ্যায়-১২

মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২:১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	মৃত্যু	مَوْتٌ، مَوْتَةٌ
তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আশ্বাদন করাতাম। (১৭:৭৫)	إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ	মৃত্যু, পরকাল	مَمَاتٌ
এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে। (২২:৫৮)	ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا	মারা যাওয়া	مَاتَ - يَمُوتُ
এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। (৫৩:৪৪)	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا	মৃত্যু ঘটানো, মরণ দেওয়া	أَمَاتَ - يُمِيتُ
আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। (১৬:৭০)	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ	মৃত্যু দান করা, জীবনকাল পূর্ণ করা	تَوَفَّى - يَتَوَفَّى
আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো। (৩:৫৫)	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ امْتُتِنَاكَ	পূর্ণকারী, মৃত্যুদানকারী	مُتَوَفِّئًا
কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিস্পাণ, এরপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন। (২:২৮)	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ	মৃত	مَيِّتٌ جَ أَمْوَاتٌ، مَوْتَى
তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন (৬:৯৫)	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ	মৃত; নশ্বর	مَيِّتٌ (ج) مَيِّتُونَ
এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। (২১:৩)	وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ	জীবিত; প্রাণবন্ত; চিরজীবী	حَيٌّ (ج) أَحْيَاءٌ

কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিস্পাণ, এরপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন। (২:২৮)	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ	জীবিত করা; জীবন দান করা, সঞ্জীবিত করা	أَحْيَى - يُحْيِي
অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। (২:২৫৯)	فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ	পুনরুত্থান ঘটানো; প্রেরণ করা ৩:১৬৪	بَعَثَ - يَبْعَثُ (بَعَثَ)
এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (৮০:২২)	ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشُرُهُ	পুনর্জীবিত করা, সজিব করা	أَنْشَرُ - يُنْشِرُ
এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। (৩৫:৯)	كَذَلِكَ النُّشُورُ	পুনরুত্থান	نُشُورٌ
নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। (৪১:৩)	إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمُوتَى	জীবন দানকারী	مُحْيٍ
যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন (৬৭:২)	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ	জীবন, প্রাণ, ইহজীবন	حَيَاةٌ
এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। (৮:৪২)	وَيُحْيِي مَنْ حَيٍّ عَن بَيْنَةٍ	বেঁচে থাকা	حَيٍّ - يُحْيِي
পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন (২৯:৬৪)	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ	আসল জীবন	حَيَوَانٌ
আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (৬:১৬২)	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	জীবন, বেঁচে থাকা	مَحْيَا

অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (২:১৯)	وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ	পরিবেষ্টনকারী, নিয়ন্ত্রক	مُحِيطٌ، مُحِيطَةٌ
যার বেষ্টিতনী তাদের কে পরিবেষ্টিত করে থাকবে। (১৮:২৯)	أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	ঘিরে রাখা; আয়ত্তে নেয়া	أَحَاطَ - يُحِيطُ
আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। (৩৯:৭৫)	وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	পরিবেষ্টনকারী, প্রদক্ষিণকারী	حَافٍ (ج) حَافُونَ
এ দুটিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি। (১৮:৩২)	وَحَقَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ	ঘিরে রাখা, পরিবেষ্টিত করা	حَفَّ - يُحِفُّ
আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৩৯:৪৮)	وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ	ঘিরে নেয়া,	حَاقَ - يَحِيقُ
আমার রহমত সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে আছে। (৭:১৫৬)	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ	ঘিরে রাখা, পরিবেষ্টিত করা	وَسِعَ - يَسِعُ
বিদ্যুতালোক আলোক যেন তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়। (২:২০)	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ	প্রায়, উপক্রম হওয়া	كَادَ - يَكَادُ
বিদ্যুতালোক আলোক যেন তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয়। (২:২০)	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ	কেড়ে নেয়া, হরণ করা	خَطَفَ - يَخْطِفُ (خَطْفَةً)
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। (৩:২৫)	وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ	কেড়ে নেয়া; টেনে বের করা	نَزَعَ - يَنْزِعُ
আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি। (৩৬:৩৭)	نَسَلْخُ مِنْهُ النَّهَارَ	টেনে বের করা, চামড়া ছিলে আনা	سَلَخَ - يَسْلَخُ
আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। (২২:৭৩)	وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ	ছিনিয়ে নেওয়া	سَلَبَ - يَسْلُبُ

ভীত-সঙ্কল্প ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছেঁ মেরে নিয়ে যায়। (৮:২৬)	تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ	ছেঁ মেরে নেয়া, ছিনিয়ে নেয়া	تَخَطَّفَ - يَتَخَطَّفُ
যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। (২:২০)	كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ	হাটা, এগিয়ে যাওয়া, চলা	مَشَى - يَمْشِي (مَشَى)
দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (১৮:৬০)	لَا أَبْرِحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا	গমন করা, চলা, অতিক্রম করা	مَضَى - يَمْضِي (مَضَى)
এবং পর্বতমালা হবে চলমান। (৫২:১০)	وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا	চলমান হওয়া; সফর করা ৬:১১	سَارَ - يَسِيرُ (سِيرَ)
... অতএব তারা নগরসমূহে বিচরণ করত (৫০:৩৬)	فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ	বিচরণ করা, তন্ন তন্ন করে খোঁজা	نَقَّبَ - يُنَقِّبُ
অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে। (৬৮:২৩)	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ	চলা, চলে যাওয়া	انطلق - ينطلق
এবং আপন পালনকর্তার উম্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। (১৬:৬৯)	فَاسْأَلِكِ رَبِّكَ دُلًّا	চলা, অনুসরণ করা; প্রবেশ করানো ৭৪:৪২;	سَلَكَ - يَسْلُكُ
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। (২:২০)	وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا	দাঁড়ানো	قَامَ - يُقِيمُ (قِيَامٌ)
এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭:২৪)	وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَعْلُونَ	দাড় করানো, থামানো	وَقَفَ - يَقِفُ
যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। (৫৮:১১)	وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا	উঁচু হওয়া, উঠে দাঁড়ানো	نَشَرَ - يَنْشُرُ

যখন তাদের সবচেয়ে ইতর লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। (৯১:১২)	إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا	উঠা, দাঁড়ানো, পুনরুত্থিত হওয়া	انْبَعَثَ - يَنْبَعِثُ (انْبَعَاثٌ)
যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন। (৩:৩৯)	وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ	দাঁড়ানো; অটল; প্রতিষ্ঠিত ৩:১১৩	قَائِمٌ (قَائِمَةٌ) (ج) قَائِمُونَ
স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬:৬৮)	فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى	বসা, বসে থাকা	قَعَدَ - يَقْعُدُ (قُعُودٌ)

অধ্যায়-৬৩

যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। (২:২০)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ	চাওয়া, ইচ্ছা করা	شَاءَ - يَشَاءُ
তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অশ্বেষণ কর। (৪:৯৪)	تَبَتَّعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	কামনা করা, সন্ধান করা	ابْتَغَى - يَبْتَغِي (ابْتِغَاءٌ)
অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। (৪:১২৭)	وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ	আশা করা, মনোনিবেশ করা, ৯৪:৮; অনীহ হওয়া, ২:১৩০	رَغِبَ - يَرْغَبُ (رَغْبٌ)
এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (৪৩:৭১)	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ	চাওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা	اشْتَهَى - يَشْتَهِي
আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا	ইচ্ছা করা, চাওয়া, মনস্থ	أَرَادَ - يُرِيدُ

প্রস্তুত করতো। (৯:৪৬)	لَهُ عُدَّةٌ	করা	
তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। (৪:১২৯)	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ	আকাঙ্ক্ষা করা, লোভ করা	حَرَصَ - يَحْرَصُ
এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে তোমরা দাবী কর। (৪১:৩১)	وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ	দাবী করা; চাওয়া	ادَّعى - يدَّعو
আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল। (২:২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	প্রত্যেক, সকল	كُلٌّ
তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। (২:২৯)	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا	সকলে, একত্রে, সব, সম্মিলিত	جَمِيعٌ (ج) أَجْمَعُونَ
এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও। (২৬:৩৯)	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ	একত্র, মিলিত	مُجْتَمِعٌ
এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (৮৯:১৯)	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا	সবটুকু, পুরোটা	لَمٌّ
অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। (২:২৬০)	ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا	অংশ বিশেষ, টুকরো, খণ্ড	جُزْءٌ
অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। (২১:৫৮)	فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا	চূর্ণবিচূর্ণ, টুকরো, অংশ	جُذَاذٌ (ج) جُذَاذٌ
তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর। (২:৮৫)	أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ	কতক, কিছু, কোন, কেউ	بَعْضٌ
যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। (১৫:৯১)	الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ	খন্ড খন্ড	عِصَّةٌ (ج) عِصِيٌّ

	عَضِينَ		
তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (২৬:৬৩)	فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ	ভিন্নাংশ, খণ্ড, টুকরা, অংশ	فِرْقٌ
একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। (৪:১১)	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ	অংশ; সৌভাগ্য ২৮:৭৯	حَظٌّ
আখেরাতে তাদের কেন অংশ নেই। (৩:৭৭)	أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ	অংশ, প্রাপ্য, ভাগ	خَلَاقٌ
আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে। (১১:১১৪)	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفًا مِنَ اللَّيْلِ	প্রথমাংশ; নিকটবর্তী; সময় ৬৭:২৭	رُفَةٌ (ج) رُفٌ
পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে। (৪:৭)	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ	অংশ	نَصِيبٌ
আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। (৪:৮৫)	وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا	অংশ	كِفْلٌ
তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (২৬:১৮৭)	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ	টুকরা, অংশ	كِسْفٌ (ج) كِسْفٌ
অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। (২৩:৫৩)	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا	খণ্ড, টুকরা	زُبُرَةٌ (ج) زُبُرٌ، زُبُرٌ
এবং যমিনে বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্র রয়েছে। (১৩:৪)	وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ	টুকরা, খণ্ড, অংশ	قِطْعٌ، قِطْعَةٌ (ج) قِطْعٌ
অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا	পাপের শাস্তি,	ذُنُوبٌ

তাই, যা ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। (৫১:৫৯)	مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ	প্রাপ্য, অংশ	
তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে। (১৬:৯২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا	টুকরা টুকরা, খণ্ড খণ্ড	نِكْتٌ (ج) أَنْكَاثٌ
হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (৩৮:১৬)	رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ	আমলনামা, প্রাপ্য, অংশ, রিজিক	قِطٌّ

অধ্যায়-১৪

আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাসীল। (২:২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	কিছু	شَيْءٌ (ج) أَشْيَاءٌ
আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাসীল। (২:২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	ক্ষমতাসীল, শক্তিবান	قَدِيرٌ
তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩:৪২)	فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ	ক্ষমতাসীল	مُّقْتَدِرٌ (ج) مُّقْتَدِرُونَ
আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (২৩:৯৫)	وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ	সক্ষম, ক্ষমতাবান	قَادِرٌ (ج) قَادِرُونَ
এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। (২৭:৩৯)	وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ	শক্তিশালী, সামর্থবান	قَوِيٌّ
আপনি তাদের শাসক নন। (৮৮:২২)	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ	তত্ত্বাবধায়ক, শাসক	مُصَيِّرٌ

আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন। (৩৯:৩৭)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ	পরাক্রমশালী; সম্মানিত ১১:৯১; শাসক ১২:৩০; জোরদার	عَزِيزٌ (ج) أَعِزَّةٌ
বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। (৭:১২৭)	وَإِنَّا فَوقَهُمْ قَاهِرُونَ	প্রবল, শক্তিশালী, বিজয়ী	قَاهِرٌ، قَهَّارٌ (ج) قَاهِرُونَ
এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (৪৩:১৩)	وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ	শৃঙ্খলা বদ্ধকারী, বশীভূতকারী	مُقْرِنٌ (ج) مُقْرِنُونَ
যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। (৩:১৬০)	إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	বিজয়ী, প্রভাবশালী	غَالِبٌ (ج) غَالِبُونَ
আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। (৯:২)	وَاعْلَمُوا أَنكُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ	পরাভূতকারী, অক্ষমকারী	مُعْجِزٌ (ج) مُعْجِزُونَ
আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (৯:১৮)	اللَّهُ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	দূর্বলকারী, অক্ষমকারী	مُوهِنٌ
এবং যারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ করতে দৌড়াদৌড়ি করে। (২২:৫১)	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ	অক্ষম, পরাজিত	مُعَاجِزٌ (ج) مُعَاجِزَعَنَ
আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (৫৪:১০)	أَيُّ مَعْلُوبٍ فَانْتَصِرَ	পরাজিত, বশীভূত	مَعْلُوبٌ
এবং আমরা অক্ষম নই। (৫৬:৬০)	وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ	পশ্চাদ্বর্তী, পরাজিত	مَسْبُوقٌ (ج) مَسْبُوقُونَ
এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা	جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ	পরাজিত, অপারগ	مَهْزُومٌ

পরাজিত হবে। (৩৮:১১)	مِنَ الْأَحْزَابِ		
অতঃপর লটারী (সুরতি) করলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (৩৭:১৪১)	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ	ব্যর্থ, বাতিল, স্থানচ্যুত, পরাজিত	مُدْحَضٌ (ج) مُدْحَضُونَ
দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই। (৯:৯১)	لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ	দুর্বল, অক্ষম, ক্ষমতাহীন, কমজোর	ضَعِيفٌ (ج) ضُعَفَاءٌ، ضِعَافٌ
তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। (৪:৯৭)	قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ	দুর্বল, নির্যাতিত, নিগৃহীত	مُسْتَضْعَفٌ (ج) مُسْتَضْعَفُونَ
বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। (৩:১২৩)	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدْلَةٌ	দুর্বল; অপমানিত	ذَلِيلٌ (ج) أَدْلَةٌ
হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন। (২:২১)	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	সৃষ্টিকরা, গঠন করা, রূপ দেয়া, রচনা করা	خَلَقَ - يَخْلُقُ (خَلَقَ)
কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (৫৭:২২)	إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا	সৃষ্টি করা	بَرَأً - يَبْرَأُ
আমি এক মুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৬:৭৯)	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا	সৃষ্টি করা	فَطَرَ - يَفْطُرُ
তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন। (১১:৬১)	هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ	সৃষ্টি করা, তৈরি করা,	أَنْشَأَ - يُنْشِئُ

		গঠন করা	(إِنشَاءً)
আর আমি সৃষ্টি করেছি দোষখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। (৭:১৭৯)	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِئِ وَالْإِنْسِ	সৃষ্টি করা; বিস্তার করা ৪২:১১	ذَرَأَ - يَذْرَأُ
আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর নির্দেশ করিনি। (৫৭:২৭)	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	উদ্ভাবন করা, প্রবর্তন করা	ابْتَدَعَ - يَبْتَدِعُ
তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ্ এর পরে কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন। (৬৫:১)	لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا	নতুনভাবে সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা, ঘটানো	أَحْدَثَ - يُحْدِثُ
যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা করে দিয়েছেন। (২:২২)	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا	বিছানা, আসন, বিস্তৃত	فِرَاشٌ (ج) فُرُشٌ
আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা। (৭৮:৬)	أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا	বিছানা, বিস্তৃত; অবস্থানস্থল ৩:১২	مِهَادٌ
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা। (৭১:১৯)	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا	বিছানা, বিস্তৃত, সমান	بِسَاطٌ
তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। (৩২:১৬)	تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ	শয্যা	مَضْجَعٌ (ج) مَضَاجِعُ
তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। (১৮:৩১)	مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ	সিংহাসন, মসনদ	أَرِيكَةٌ (ج) أَرَائِكُ
এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৪৩:৩৪)	وَلِيُبَيِّتَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ	খাট, সিংহাসন	سُرِيرٌ (ج) سُرُرٌ

এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। (১২:১০০)	وَرَفَعَ أَبْوَابِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا	সিংহাসন; ছাদ ২২:৪৫; আল্লাহর আরশ ১৩:২	عَرْشٌ (ج) عُرُوشٌ
আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। (৩৮:৩৪)	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا	সিংহাসন; আল্লাহর কুরসি ২:২৫৫	كُرْسِيٌّ
এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। (২:২২)	وَالسَّمَاءَ بِنَاءً	ছাদ, চালা	بِنَاءٌ
আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি। (২১:৩২)	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهًُا مَّحْفُوظًا	ছাদ, ছাউনি, চালা	سَفْفٌ (ج) سَفُوفٌ
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিদ্যস্ত করেছেন। (৭৯:২৮)	رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا	উচ্চতা, ছাদ	سَمَكٌ
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। (২:২২)	فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ	বের করা, বহিষ্কার করা, প্রকাশ করা	أَخْرَجَ - يُخْرِجُ (إِخْرَاجٌ)
এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। (১৮:৮২)	وَيَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُمَا	বের করে নেয়া, নির্গত করা	اسْتَخْرَجَ - يَسْتَخْرِجُ
আপনার হাত আপনার বগলে তুকিয়ে দিন। (২৭:১২)	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ	প্রবেশ করানো	أَدْخَلَ - يُدْخِلُ
আল্লাহ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্য দাখিল করে দেন। (২২:৬১)	وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ	প্রবেশ করানো	أَوْلَجَ - يُؤَلِّجُ
অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। (২:২২)	فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا	সমকক্ষ, সমতুল্য	نِدٌّ (ج) أَنْدَادٌ
আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ	অংশীদার	شَرِيكٌ (ج) شُرَكَاءُ

একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে। (৩৯:২৯)	شُرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ		
এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (১১২:৪)	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ	সমতুল্য, মতো, অনুরূপ	كُفُوًا
শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। (৩৮:২৪)	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ	মিশ্রণকারী, অংশীদার, শরীক	خَلِيطٌ (ج) خُطَاءٌ

অধ্যায়-৪৫

তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (২:২৩)	فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ	কুর'আনের সূরা	سُورَةٌ (ج) سُورٌ
সেসব সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া। (২:২৩)	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ	ডাকা, আহ্বান করা,	دَعَا - يَدْعُو (دُعَاءٌ)
যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললেন (৩:৩৯)	فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ	আহ্বান করা; ঘোষণা করা	نَادَى - يُنَادِي (نِدَاءٌ)
সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল। (৬৮:২১)	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	ডাকাডাকি করা	تَنَادَى - يَتَنَادَى (تِنَادٍ)
অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন (৩০:২৫)	ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ	ডাক, আহ্বান; প্রার্থনা ২:১৮৬	دَعْوَةٌ

সেখানে তাদের প্রার্থনা হল ‘পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ’। (১০:১০)	دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ	প্রার্থনা; আর্তনাদ ২১:১৫	دَعْوَى
এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৩৩:৪৬)	وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا	আহ্বায়ক, আহ্বানকারী	دَاعٍ
হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে। (৩:১৯৩)	رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا	ঘোষক, আহ্বানকারী	مُنَادٍ
সেসব সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া। (২:২৩)	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ	সাহায্যকারী, সাক্ষী ২৪:৪; উপস্থিত ২:১৩০; শহীদ ৩:১৪০	شُهَدَاءُ ج شُهَدَاءُ
এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪:৪৫)	وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا	সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক	نَاصِرٌ، نَصِيرٌ (ج) نَاصِرُونَ، أَنْصَارٌ
এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। (২০:২৯)	وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي	সাহায্যকারী, মন্ত্রী	وَزِيرٌ
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (৮:৯)	أَيُّ مُمِدِّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِلِينَ	সাহায্যকারী, সাহায্যদাতা	مُمِدٌّ
এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (১৮:৫১)	وَمَا كُنْتَ تُتَّخَذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا	বাহু, শক্তি, সাহায্যকারী	عَضُدٌ
এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। (৩৪:২২)	وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ	সাহায্যকারী, রক্ষাকারী	ظَهِيرٌ
অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে	فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا	সহকারী, সাহায্যকারী	رِدْءٌ

আমাকে সমর্থন জানাবে। (২৮:৩৪)	يُصَدِّقُنِي		
তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। (১৯:৮১)	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا	সাহায্যকারী, শক্তি	عِزٌّ (عَزَّ - يَعِزُّ)
তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (১৭:৬৯)	ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا	সাহায্যকারী, অনুসারী, সহকারী	تَبِيعٌ
আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। (১৪:২২)	مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ	উদ্ধারকারী; আর্তনাদ	مُصْرِخٌ، صَرِيحٌ
তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (১২:১৮)	وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ	সাহায্যের আধার, ভরসাস্থল	مُسْتَعَانٌ
এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১৩:১১)	وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ	সাহায্যকারী, রক্ষক	وَالٍ
যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (২:২৩)	إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ	সত্যবাদী	صَادِقٌ (ج) صَادِقُونَ (صَادِقَاتٌ)
আর তার জননী একজন ওলী। (৫:৭৫)	وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ	সত্যবাদী, পূণ্যবান	صِدِّيقٌ (صِدِّيقَةٌ) (ج) صِدِّيقُونَ
যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৯:৪৩)	حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ	মিথ্যাবাদী	كَاذِبٌ، كَاذِبَةٌ (ج) كَاذِبُونَ
বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। (৫৪:২৫)	بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ	মিথ্যাবাদী	كَذَّابٌ

তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের উপর। (২৬:২২২)	تَنْزِيلٌ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ	চরম মিথ্যুক	آفَاكٌ
তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (১১:৫০)	إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ	মিথ্যা রচয়িতা, অপবাদদাতা	مُفْتَرٍ (ج) مُفْتَرُونَ
আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না। (২:২৪)	فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا	করা, সম্পাদন করা, ঘটানো	فَعَلٌ - يَفْعَلُ (فَعَلَةٌ، فَعْلٌ)
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে। (১৮:৮৮)	وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا	করা, কাজ করা	عَمِلٌ - يَعْمَلُ (عَمَلٌ (ج) أَعْمَالٌ)
যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব। (৪৫:২১)	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ	করা, উপার্জন করা	اجْتَرَحَ - يَجْتَرِحُ
তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। (৫:৬৩)	لَيَسَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ	করা; নির্মাণ করা ১১:৩৮; তৈরি করা	صَنَعَ - يَصْنَعُ (صُنْعٌ)
আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। (৪৮:১১)	شَعَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا	কাজ করা, ব্যস্ত থাকা	شَعَلَ - يَشْعَلُ (شُعْلٌ)
আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব। (১৮:২৩)	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا	কর্তা, সংঘটক	فَاعِلٌ، فَعَالٌ (ج) فَاعِلُونَ
হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। (৬:১৩৫)	يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ	আমলকারী, পালনকারী, কর্মী, পরিশ্রমী	عَامِلٌ (عَامِلَةٌ) (ج) عَامِلُونَ
তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে। (৬:১১৩)	وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيُفْتَرُوا مَا هُمْ مُفْتَرُونَ	অর্জনকারী, উপার্জনকারী	مُفْتَرٌ (ج) مُفْتَرُونَ

অতএব, যখন অবসর হন তখন সাধনা করুন (৯৪-৭)	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ	অবসর হওয়া, খালি হওয়া,	فَرَغَ - يَفْرُغُ
তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২:২৪)	فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ	জ্বালানী	وَقُودٌ
সেগুলো দোযখের ইন্ধন। (২১:৯৮)	حَصَبُ جَهَنَّمَ	ইন্ধন, জ্বালানী, কাষ্ঠ	حَصَبٌ
আর যারা অন্যাযকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (৭২:১৫)	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا	ইন্ধন, জ্বালানী, কাষ্ঠ	حَطَبٌ
তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। (৬৩:৪)	كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ	কাঠ	خَشْبٌ (ج) خُشْبٌ
অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি। (২৮:২৯)	أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ	জ্বলন্ত কয়লা, জ্বলন্ত অঙ্গার	جَذْوَةٌ
সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জালিয়ে আনতে পারব। (২০:১০)	لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ	জ্বলন্ত অঙ্গার, আগুনের শিখা	قَبَسٌ
তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। (২:২৪)	فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ	পাথর	حِجَارَةٌ (ج) حَجَرٌ
এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। (৮৯:৯)	وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ	বড় পাথর	صَخْرٌ، صَخْرَةٌ
অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। (২:২৬৪)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	মসৃণ পাথর	صَفْوَانٌ
যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের	أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	প্রস্তুত করা	أَعَدَّ - يُعِدُّ

জন্য। (২:২৪)			
আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৮:২৯)	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا	প্রস্তুত করা, তৈরি করা	أَعْتَدَ - يُعْتَدُ
আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (৯:৪৬)	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً	প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, পাথেয়	عُدَّةٌ
সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (৫০:১৮)	مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ	প্রস্তুত, উপস্থিত, স্থাপিত	عَتِيدٌ
এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। (৮৮:১৪)	وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ	স্থাপিত, রক্ষিত	مَوْضُوعَةٌ

অধ্যায়-১৬

এবং সুসংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে ও সতকর্ম করেছে। (২:২৫)	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	ভালো কাজ	صَالِحَةٌ (ج) صَالِحَاتٌ
সমান নয় ভাল ও মন্দ। (৪১:৩৪)	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ	ভাল কাজ; পুণ্য ১৬:৩০; উত্তম ৩৩:২১	حَسَنَةٌ (ج) حَسَنَاتٌ
আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার। (২১:৭৩)	وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ	ভাল কাজ; উত্তম	خَيْرَةٌ (ج) خَيْرَاتٌ
আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও। (৭:১৯৯)	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ	সৎকর্ম; সুবিদিত, পরিচিত	عُرْفٌ
তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও। (২:৪৪)	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ	সততা, কল্যাণ, পুণ্য	بِرٌّ (بِرٌّ - يَبِرُّ)

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের। (৩:১০৪)	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	সৎকর্ম; উত্তম; পরিচিত	مَعْرُوفٌ، مَعْرُوفَةٌ
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১:৮)	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	আল্লাহভীতি, ধার্মিকতা	تَقْوَى
এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। (১৩:২৩)	وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ	ভাল কাজ করা, সৎকর্মশীল হওয়া	صَلَحٌ-يُصْلِحُ
হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে (২:৮১)	بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً	পাপ; বিপদ, দূর্ভাগ্য ৪:৭৯; মন্দ ৪:৮৫	سَيِّئَةٍ، سَيِّئَةٌ (ج) سَيِّئَاتٌ
নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। (৩৯:৫৩)	إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا	পাপ, অপরাধ, দোষ,	ذَنْبٌ (ج) ذُنُوبٌ
আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। (৫:২৯)	إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ	অন্যায়, গুনাহ, পাপ, অপরাধ	إِثْمٌ
আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার। (১১:৩৫)	قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيْ إِجْرَامِي	পাপ, অপরাধ	إِجْرَامٌ (أَجْرَمَ- يُجْرِمُ)
নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। (১৭:৩১)	إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا	ভুল, পাপ	خِطْئٌ
তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। (৭১:২৫)	مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا	ভুল, পাপ	خَطِيئَةٌ (ج) خَطِيئَاتٌ، خَطَايَا

তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। (৪:১২৮)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	পাপ, ক্ষতি, অপরাধ, দোষারোপ	جُنَاحٌ
নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪:২)	إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا	মন্দ, পাপ	حُوبٌ
এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। (৩:১০৪)	وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ	অন্যায়; মন্দ; অজ্ঞাত; জঘন্য	مُنْكَرٌ (ج) مُنْكَرُونَ
তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। (৫৬:৪৬)	وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنِثِ الْعَظِيمِ	পাপাচার, অপরাধ, কসম ভঙ্গ	حَنِثٌ
যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। (৬:১২১)	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ	পাপ, অন্যায়, অপকর্ম	فِسْقٌ، فُسُوقٌ (فَسَقٌ - يَفْسُقُ)
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১:৮)	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	পাপ, অন্যায়, দুষ্কৃতি	فُجُورٌ (فَجَرَ - يَفْجُرُ)
এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। (৪:২৫)	ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ	কষ্ট, পাপ, ব্যভিচার	عَنَتٌ
আর যে অসৎকর্ম করে, তা তার উপরই বর্তাবে। (৪১:৪৬)	وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا	অন্যায় করা, পাপকাজ করা	أَسَاءَ - يُسِيءُ
তাদের জন্য বেহেশতের। (২:২৫)	أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ	বেহেশত; বাগান	جَنَّةٌ (ج) جَنَّاتٌ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। (২৭:৬০)	فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ	বাগান	حَدِيقَةٌ (ج) حَدَائِقٌ
তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে।	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বাগান, উদ্যান,	رَوْضَةٌ (ج)

(৩০:১৫)		বাগিচা	رَوْضَاتُ
তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১৮:১০৭)	كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا	বেহেশত, জান্নাতের সর্বোত্তম স্তর	الْفِرْدَوْسُ
হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। (২৫:৬৫)	رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ	জাহান্নাম, দোজখ	جَهَنَّمَ
তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৭৯:৩৯)	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ	জাহান্নাম, তীর আগুন	جَحِيمٌ
অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। (৫৪:৪৮)	ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ	জাহান্নাম, দোযখ	سَقَرٌ
একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৪২:৭)	فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ	জাহান্নাম; তীরভাবে জ্বলন্ত আগুন; প্রজ্জ্বলিত শিখা	سَعِيرٌ
তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০১:৯)	فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ	জাহান্নামের অতল গহ্বর	هَاوِيَةٌ
সে অবশ্যই নিষ্কিণ্ড হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (১০৪:৪)	لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ	জাহান্নাম; পিষ্টকারী, চূর্ণকারী	حُطَمَةٌ
তার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (২:২৫)	تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	প্রবাহিত হওয়া, বয়ে চলা	جَرَى - يَجْرِي
অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। (১৩:১৭)	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا	প্রবাহিত হওয়া	سَالَ - يَسِيلُ
অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। (৭:১৬০)	فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	প্রবাহিত হওয়া	انْبَجَسَ - يَنْبَجِسُ

অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। (২:৬০)	فَانْفَجَرْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	প্রবাহিত হওয়া	انْفَجَرَ - يَنْفَجِرُ
পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয় (২:৭৪)	وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ	প্রবাহিত হওয়া	تَفَجَّرَ - يَتَفَجَّرُ
আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪:১২)	وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ	প্রবাহিত করা	أَسَالَ - يُسِيلُ
যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। (১৭:৯০)	حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا	প্রবাহিত করা	فَجَّرَ - يُفَجِّرُ (تَفَجِيرٌ)
তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। (২:৩০)	قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ	ঝরানো, প্রবাহিত করা	سَفَكَ - يَسْفِكُ
তিনি পাশাপাশি দুই দরিয় প্রবাহিত করেছেন। (৫৫:১৯)	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ	প্রবাহিত করা, মিশিয়ে দেয়া, ছেড়ে দেয়া	مَرَجَ - يَمْرُجُ
তার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (২:২৫)	بَحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	নদী, ঝর্ণা	نَهْرٌ (ج) أَنْهَارٌ
অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। (১৩:১৭)	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا	নদী, হ্রদ, স্রোতধারা; উপত্যকা ১৪:৩৭	وَادٍ (ج) أَوْدِيَةٌ
তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। (১৯:২৪)	قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا	ঝরণা	سَرِيٌّ
যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ	فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً	গভীর জলাশয়, পুকুর	لُجَّةٌ

গভীর জলাশয়। (২৭:৪৪) সেখানে থাকবে প্রবাহমান বর্ণা। (৮৮:১২)	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	প্রস্রবণ, বর্ণা	عَيْنٌ (ج) عِيُونٌ
এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি বরণা প্রবাহিত করে দিন। (১৭:৯০)	وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا	বরণা, ফোয়ারা, প্রস্রবণ	يَبُوعٌ (ج) يَبَائِعٌ
সেখানে আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। (৫৫:৬৬)	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ	উচ্ছসিত, উদ্বেলিত উচ্ছলিত বরণা	نَضَّاخَةٌ
এবং তাদের দুজনকে এক অবস্থানযোগ্য বর্ণা বিশিষ্ট উঁচু স্থানে আশ্রয় দিয়েছিলাম। (২৩:৫০)	وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ دَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ	বর্ণা, প্রস্রবণ, প্রবাহমান পানি	مَعِينٌ
তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (৮৩:২৭)	وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ	তাসনীম; স্বর্গীয় জলপ্রপাত	تَسْنِيمٌ
নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। (১০৮:১)	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ	হাউজে কাউসার; জান্নাতের পানির হাউজ	الْكَوْثَرَ
আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি। (২:৫০)	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ	সমুদ্র	بَحْرًا (ج) بِحَارًا، أَبْحُرًا
এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জত করল। (২০:৭৮)	فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا عَشِي	সমুদ্র, জলাশয়	يَمٌّ
স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। (৬:৫৯)	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	স্থল	بَرٌّ

অধ্যায়-১৭

এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। (২:২৫)	وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ	পবিত্র, পরিশুদ্ধ	مُطَهَّرٌ (مُطَهَّرَةٌ) (ج) مُطَهَّرُونَ
এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি। (২৫:৪৮)	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا	পবিত্রতম, অতিবিশুদ্ধ, বিশুদ্ধতর,	طَهُورٌ
যখন তিনি তাঁর প্রভুর কাছে এসেছিলেন বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে। (৩৭:৮৪)	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ	বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ	سَلِيمٌ
এবং পরিশোধিত মধুর নহর। (৪৭:১৫)	وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى	পবিত্র, পরিশোধিত	مُصَفًّى
সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। (২-৫৭)	كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ	পবিত্র; উত্তম	طَيِّبٌ (طَيِّبَةٌ) (ج) طَيِّبُونَ (طَيِّبَاتٌ)
তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। (২০:১২)	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	পবিত্র ঘোষিত, পবিত্র	مُقَدَّسٌ، مُقَدَّسَةٌ
এবং পবিত্র রুহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। (২:৮৭)	وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ	পবিত্র, নিষ্কলুষ	قُدُسٌ، قُدُوسٌ
এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। (২:২৩২)	ذَلِكُمْ أَرْزَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ	পবিত্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ	رِزْقِي، رِزْقِيَّةٌ
তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। (২৪:২১)	مَا رَزَىٰ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَبَدًا	পবিত্র হওয়া	رِزَا-يُرِزُّو (رِزَاةٌ)
যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের	وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ	পবিত্র হওয়া, শোধিত হওয়া	تَزَكَّى-يَتَزَكَّى،

জন্যেই। (৩৫:১৮)	لِنَفْسِهِ		بِرَّكَى
নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত। (৩:১৭৯)	حَتَّى يَمَيِّزَ الْحَيْثُ مِنَ الطَّيِّبِ	অপবিত্র, অশ্লীল, কুকর্ম, খারাপ, দুষ্কর্মা,	حَيْثُ (حَيْثَةٌ) (ج) حَيْثُونَ (حَيْثَاتُ) (حَبَائِثُ)
এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। (৫:৯০)	وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ	পাপ, অপবিত্রতা, নোংরা; শাস্তি ৭:৭১; কলুষতা	رِجْسٌ
মুশরিকরা তো অপবিত্র। (৯:২৮)	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ	নাপাক, অপবিত্র	نَجَسٌ
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। (৭:৫৮)	وَالَّذِي حُبْتُ لَا يُخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	অপবিত্র হওয়া অশ্লীল হওয়া, অনুর্বর হওয়া	حُبْتُ - يُحِبُّ
এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (৯১:১০)	وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّاهَا	কলুষিত করা, দূষিত করা	دَسَّى - يُدَسِّي
আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২:২৫)	وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ	চিরঞ্জীব, অমর	خَالِدٌ (ج) خَالِدُونَ
আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। (২১:৩৪)	جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخَالِدَ	অমরত্ব, চিরস্থায়ী, শাস্বত,	خَالِدٌ
এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (২৬:১২৯)	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ	চিরঞ্জীব হওয়া, চিরকাল থাকা, অনন্তকাল থাকা	خَالِدٌ - يَخْلُدُ (خُلُودٌ)
হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল	رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ	চিরস্থায়ী, অনন্তকাল	عَدْنٌ

বসবাসের জালাতে। (৪০:৮)	عَدَنٍ		
ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (৩৭:৯)	وَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ	চিরস্থায়ী, বিরামহীন	وَاصِبٌ
তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। (৪:১২২)	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا	সর্বদা, প্রতিনিয়ত, অনন্তকাল	أَبَدًا
বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন। (২৮:৭২)	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	স্থায়ী, চিরন্তন	سَرْمَدٌ
তথায় তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্য। (৯:২১)	هُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ	স্থায়ী	مُّقِيمٌ
তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। (৫৪:২)	وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ	চলমান, অবিরাম	مُّسْتَمِرٌّ
এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে। (১৪:৩৩)	وَسَحَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ	বিরামহীন	دَائِبٌ (ج) دَائِبُونَ
তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। (১৩:৩৫)	أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا	চিরস্থায়ী	دَائِمٌ (ج) دَائِمُونَ
এবং রাজত্বের যা ধ্বংস হবে না। (২০:১২০)	وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى	বিনষ্ট হওয়া, ক্ষয় হওয়া, ধ্বংস হওয়া	بَلِيٍّ - يَبْلَى
আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৬৯:২৯)	هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ	বিলীন হওয়া, ধ্বংস হওয়া; মারা যাওয়া ৪:১৭৬	هَلَكٌ - يَهْلِكُ

সে বলল -- আমি মনে করি না যে এসব কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে। (১৮:৩৫)	قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	بَادَ-يَبِيدُ
তাদের চক্রান্ত হবে ব্যর্থ। (৩৫:১০)	وَمَكْرُؤٌ وَاكْرَمٌ هُوَ يُبْوَرُ	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	بَارَ-يُبْوَرُ
সেজন্য তোমাকে এ থেকে সে যেন না ফেরায় যে এতে বিশ্বাস করে না আর যে তার কামনার অনুবর্তী হয়, পাছে তুমি ধ্বংস হয়ে যাও। (২০:১৬)	فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى	ধ্বংস হওয়া, পতন ঘটা	رَدَى-يَرْدَى
আর তার ধনসম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না যখন সে অধঃপাতে পড়বে। (৯২:১১)	وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى	ধ্বংস হওয়া, পতন ঘটা	تَرَدَّى-يَتَرَدَّى
আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (১৭:৮১)	وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	বিলুপ্ত হওয়া, নির্মূল হওয়া	زَهَقَ-يَزْهَقُ
আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। (২৮:৮৮)	كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ	ধ্বংসশীল, নশ্বর	هَالِكٌ (ج) هَالِكُونَ
ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (৫৫:২৬)	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ	ধ্বংসশীল, নশ্বর	فَانٍ
নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল (১৭:৮১)	إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا	ধ্বংসশীল, বিলীয়মান	زَاهِقٌ، زَهُوقٌ
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। (২:২৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	লজ্জাবোধ করা; বাঁচিয়ে রাখা ২৮:৪	اسْتَحْيَى - يَسْتَحْيِي (اسْتَحْيَاءً)
মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই। (৪:১৭২)	لَنْ يَسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ	লজ্জা পাওয়া, অপমানবোধ করা	اسْتَنْكَفَ - يَسْتَنْكَفُ

আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। (২:২৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	উদাহরণ দেয়া; আঘাত করা ৪৭:২৭, ভ্রমণ করা ৩:১৫৬ সিল মারা ২:৬১	ضَرْبٌ - يَضْرِبُ (ضَرْبٌ)
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। (২:২৬)	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنََّّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ	সত্য, সঠিক; উপযুক্ত ২:২৮২; প্রাপ্য ৬:১৪১; দাবী;	حَقٌّ
দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৭৮:৩৮)	لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا	সঠিক, সত্য	صَوَابٌ
বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। (১৭:৮১)	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	মিথ্যা, অনর্থক, নষ্ট, অকার্যকর	بَاطِلٌ
তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল। (৪২:১৬)	حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ	বাতিল	دَاحِضَةٌ
ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (১১:৬৫)	ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ	মিথ্যা, অসত্য, অলীক	مَكْدُوبٌ
তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। (৫৮:২)	وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا	মিথ্যা কথা, বানোয়াট	زُورٌ
এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৩৮:৭)	إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ	মনগড়া কথা, কাল্পনিক	اِخْتِلَاقٌ
সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত। (৬৯:৪৪)	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ	কথা, গল্প, কল্পকাহিনী	أَقْوَالٍ (ج) أَقْوَابِلُ

	الأَقَاوِيلِ		
তারা বলে - সেকেলে গালগল্প! (১৬:২৪)	قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ	উপকথা, কিসসা-কাহিনী, রূপকথা	أَسْطُورَةٌ (ج) أَسَاطِيرُ
তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস। (১৩:১১)	قُلْ فَأَنُوتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ	মনগড়া কথা, কৃত্রিম, উদ্ভাবিত	مُفْتَرَى (ج) (مُفْتَرِيَاتٍ)
জারজ সন্তানকে স্বামীর গুঁরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না। (৬০:১২)	وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ	অপবাদ, দুর্নাম, বদনাম	بُهْتَانٌ

অধ্যায়-১৮

এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। (২:২৬)	يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا	অনেক, প্রচুর, অসংখ্য	كَثِيرٌ، كَثِيرَةٌ
যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। (৫:১০০)	وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ	আধিক্য, প্রাচুর্য,	كَثْرَةٌ
সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। (৯০:৬)	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا	প্রচুর, অনেক	لُبْدَةٌ (ج) لُبْدٌ
এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (৮৯:২০)	وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا	প্রচুর, অধিক, মাত্রাতীত	جَمٌّ
আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। (৭২:১৬)	وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَدَقًا	পর্যাপ্ত, প্রচুর,	عَدَقٌ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ	বিশালতা, প্রাচুর্যতা	بَسْطَةً

ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। (২:২৪৭)	وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ		
এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। (২:৩৫)	وَكُلًّا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمْ	প্রচুর পরিমাণে, পর্যাপ্ত, তৃপ্তিভরে	رَعْدٌ
তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন। (৭১:১১)	يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا	প্রচুর, অবোরধারা	مِدْرَارٌ
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। (৭৮:১৪)	وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا	প্রচুর, অধিক, প্রবাহমান	ثَجَّاجٌ
তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (৫৪:১১)	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ	প্রবল, অবোরধারা	مُنْهَمِرٌ
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। (২:৭৯)	هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا	সামান্য, অল্প	قَلِيلٌ (قَلِيلَةٌ) (ج) قَلِيلُونَ
তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (১২:৪২)	فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ	কতিপয়, তিন থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা	بِضْعٌ
এবং আমরা অপরিাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। (১২:৮৮)	وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ	অল্প, অপরিাপ্ত, সামান্য, নগণ্য	مُزْجَاةٌ
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। (৭:৫৮)	وَالَّذِي حَبَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	সামান্য, কিঞ্চিৎ, নূনতম	نَكِدٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না। (৪:৪০)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	গুঁড়ি পিঁপড়া, কণা	ذَرَّةٌ

তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৪:৫৩)	فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا	খেজুরের আঁটির খাঁজ পরিমাণ	نَقِيرٌ
আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। (৪:৭৭)	وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا	সূতা, খেজুরের আঁটির আঁশ পরিমাণ	فَتِيلٌ
তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (৩৫:১৩)	الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ	খেজুরের আঁটির আবরণ পরিমাণ	قِطْمِيرٌ
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে। (২:২৭)	الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	ভঙ্গ করা, খুলে ফেলা	نَفْضٌ - يَنْفُضُ (نَفْضٌ)
অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৪৩:৫০)	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ	শপথ ভঙ্গ করা, ভেঙে ফেলা, টুকরা করা, খণ্ড করা	نَكَثَ - يَنْكُثُ
তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। (৩৮:৪৪)	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَخْنُثْ	শপথ ভাঙ্গা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	خِنْثٌ - يَخْنُثُ
তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। (২০:৮৭)	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا	বিপরীত করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	أَخْلَفَ - يُخْلِفُ
অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। (১৪:৪৭)	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, বিপরীতকারী	مُخْلِفٌ
আমাদের জন্য তোমার পরওয়াদারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। (৭:১৩৪)	ادْعُ لَنَا رَبَّنَا بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ	প্রতিশ্রুতি দেয়া, ওয়াদা করা; আদেশ দেয়া ২:১২৫	عَاهَدَ - يَعْهَدُ

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। (৩৩:২৩)	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ	প্রতিশ্রুতিদেয়া, অঙ্গীকারকরা	عَاهَدَ-يُعَاهِدُ
আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ। (৪:৩৩)	وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ	অঙ্গীকারকরা	عَقَدَ-يُعَقِدُ
এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। (৫:৭)	وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ	প্রতিজ্ঞা করা, চুক্তি করা	وَاثَقَ-يُوثِقُ
কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। (৫:৮৯)	وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاِيْمَانَ	পণ করা, মজবুত করা, বাঁধা	عَقَدَ-يُعَقِدُ
তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি। (২০:৮০)	وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ	প্রতিশ্রুতি দেয়া, প্রতিজ্ঞা করা, চুক্তি করা	وَاعَدَ-يُواعِدُ
এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। (৮:৪২)	وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاحتلقتُمْ فِي الْميعَادِ	পরস্পরে ওয়াদা করা, পরস্পরে চুক্তি করা	تَوَاعَدَ-يَتَوَاعَدُ
তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। (২৪:৩৩)	فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا	দাসের চুক্তিপত্রে মুক্তিপণের পরিমাণ লেখা	كَاتَبَ-يُكَاتِبُ
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে। (২:১৭)	الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, চুক্তি	عَهْدٌ
যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে। (২৮:৬১)	أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ	প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, চুক্তি	وَعَدَ (وَعَدًا-) يَعِدُ
যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا	চুক্তি, প্রতিজ্ঞা	مِيثَاقٌ، مَوْثِقٌ

পরস্পর খুনাখুনি করবে না (২:৮৪)	تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ		
মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। (৫:১)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ	চুক্তি, প্রতিশ্রুতি	عَقْدٌ (ج) عُقُودٌ
তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। (৯:১০)	لَا يَرْفُؤُونَ فِي مَوْءِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً	সুরক্ষা চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি	ذِمَّةٌ
বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার বোঝা (ওয়াদা) গ্রহণ করে নিয়েছ?' (৩:৮১)	قَالَ أَفَرَزْتُمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكُمْ إِصْرِي	ওয়াদা, বোঝা	إِصْرٌ
তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। (২০:৮৭)	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا	প্রতিশ্রুতি; প্রতিশ্রুত	مَوْعِدٌ، مَوْعِدَةٌ، مِيعَادٌ
এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের। (৮৫:২)	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ	প্রতিশ্রুত	مَوْعُودٌ
এবং যে সম্পর্ক আল্লাহ গড়তে বলেছেন তারা তা ছিন্ন করে। ২:২৭	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ	কেটে ফেলা, আলাদা করা; অতিক্রম করা, পথ মাড়ানো ৯:১২১	قَطَعَ-يُقَطِّعُ
যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। ১২:৩১	فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ	টুকরা টুকরা করা; বিভক্ত করা	قَطَعَ-يُقَطِّعُ
বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে। ৬:৯৪	لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ	কেটে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া; বিভক্ত করা	تَقَطَّعَ-يَتَقَطَّعُ
আর সে তাঁর জামা পেছনের দিক থেকে ছিড়ে ফেললো (১২:২৫)	وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ	ছিড়ে ফেলা, ফেড়ে ফেলা	قَدَّ-يُقَدُّ

এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ২:২৭	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	যুক্ত করা	أَوْصَلَ-يُوصِلُ
যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব ৫২:২১	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	মিলিত করা, যুক্ত করা	أَلْحَقُ-يُلْحِقُ
আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেন তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। ৩:১৭০	وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ	সম্পৃক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া	لَحِقَ-يُلْحِقُ
আর প্রীতি সঞ্চয় করেছেন তাদের অন্তরে। ৮:৬৩	وَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ	মিলন ঘটানো, ভালোবাসা সৃষ্টি করা	أَلَّفَ-يُؤَلِّفُ

অধ্যায়-১৯

এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ২:২৭	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	আদেশ করা, অনুপ্রাণিত করা	أَمَرَ-يَأْمُرُ (أَمْرٌ ج) (أُمُورٌ)
তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। ১৯:৩১	وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا	ওসিয়ত করা, নির্দেশ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া	أَوْصَى-يُوصِي
ও উপদেশ দেয় দয়ার। ৯০:১৭	وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	পরস্পরে পরামর্শ করা, সদোপদেশ	تَوَاصَى- يَتَوَاصَى

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। ৫:১	إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ	দেওয়া আদেশ করা; মীমাংসা করা ৪:৫৮; বিচার করা;	حَكَمَ-يُحْكِمُ (حُكْمًا)
আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন। ২৪:৩৬	فِي بُيُوتٍ أَدَانَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ	নির্দেশ দেয়া; অনুমতি দেয়া ৭৮:৩৮	أَدَانَ-يُأَدِّنُ (إِدْنًا)
তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি। ৭:২২	وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ	নিষেধ করা, বাধা দেয়া	نَهَى-يَنْهَى
তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। ৫:৭৯	كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ	পরস্পরে নিষেধ করা	تَنَاهَى-يَتَنَاهَى
তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। ২:২৯	ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ	মনোযোগ দেয়া; উপরে উঠা ৭:৫৪; স্থির হওয়া ১১:৪৪; সমকক্ষ হওয়া ৩৯:৯; পূর্ণতা লাভ করা ২৮:১৪	اسْتَوَى-يَسْتَوِي
বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। ২:২৯	فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ	পূর্ণাংগ করা, যথাযথ করা; সমান করা ৯১:১৪	سَوَّى-يُسَوِّي
এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন। ২২:৫২	ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ	মজবুত করা, সুদৃঢ় করা	أَحْكَمَ-يُحْكِمُ

এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। ২৭:৮৮	صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ	মজবুত করা, সুদৃঢ় করা	أَتَقَنَ - يُتَقَنُ
আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। ২:৩০	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত; অনুসৃত	خَلِيفَةٌ (ج) خَلَائِفٌ، خُلَفَاءُ
তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে। ১৩:১১	لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ	একের পর এক, অনুসরণকারী	مُعَقِّبَةٌ (ج) مُعَقِّبَاتٌ
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব অবতরণকারী হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। ৮:৯	أَنِّي مُدِّدٌكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ	অনুগামী, ক্রমাগত অবতরণকারী	مُرَدِّفٌ (ج) مُرَدِّفُونَ
তাকে অনুসরণ করবে দ্বিতীয় ফুৎকার। ৭৯:৭	تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ	অনুগামী, পরবর্তী	رَادِفَةٌ
এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন। ৬:১৩৩	وَيَسْتَخْلِفُ مَن بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ	স্থলাভিষিক্ত করা, প্রতিনিধি বানানো	اسْتَخْلَفَ - يَسْتَخْلِفُ
এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। ৫৭:৭	وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلِفِينَ فِيهِ	স্থলাভিষিক্ত, অনুসৃত, প্রতিনিধি	مُسْتَخْلِفٌ (ج) مُسْتَخْلِفُونَ
তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ। ৭:১৬৯	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ	উত্তরাধিকারী, পরবর্তী, পশ্চাত্বর্তী	خَلْفٌ
আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। ৭:১৪২	وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي	প্রতিনিধি হওয়া; অনুসরণ করা, পরে আসা	خَلَفَ - يَخْلُفُ
এবং তার পরে রসূল পাঠিয়েছি।	وَقَفَّيْنَا مِّن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ	পশ্চাতে পাঠানো,	قَفَّيَ - يُقَفِّي

২:৮৭		ক্রমাঙ্ঘয়ে প্রেরণ করা, অনুসরণ করানো	
এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না। ২:২৬২	ثُمَّ لَا يْتَبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَدَىٰ	অনুগত বানানো, অনুগামী বানানো	أَتَّبِعُ - يُتَّبَعُ
এবং তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। ২৫:৬২	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً	অনুক্রমণশীল, পরিবর্তনশীল, পর্যায়ক্রমে	خِلْفَةٌ
এরপর আমি ক্রমাঙ্ঘয়ে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। ২৩:৪৪	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ	একের পর এক, ক্রমাঙ্ঘয়ে	تَتْرَىٰ
অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি। ২:৩০	وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ	গুণকীর্তন করা, পবিত্রতা ঘোষণা করা	سَبَّحَ - يُسَبِّحُ (تَسْبِيحٌ)
যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন। ৩৭:১৪৩	فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ	গুণকীর্তনকারী	مُسَبِّحٌ (ج) مُسَبِّحُونَ
এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। (২:১৮৫)	وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ	বড়ত্ব ঘোষণা করা	كَبَّرَ - يُكَبِّرُ (تَكْبِيرٌ)
এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। ২:৩০	وَنُقَدِّسُ لَكَ	পবিত্রতা ঘোষণা করা	قَدَّسَ - يُقَدِّسُ
হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। ৩৪:১০	يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ	গুণকীর্তন করতে থাকা, প্রত্যাবর্তন করা	أَوَّبَ - يُؤَوِّبُ
আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। ২:৩১	وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا	শেখানো, জানানো; প্রশিক্ষণ দেয়া	عَلَّمَ - يُعَلِّمُ
যা তাদের ক্ষতি করে এবং	وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا	শেখা	تَعَلَّمَ - يَتَعَلَّمُ

উপকার না করে, তারা তাই শিখে। ২:১০২	يَنْفَعُهُمْ		
অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। ৭:১৬৯	وَدَرَسُوا مَا فِيهِ	পড়া, পাঠ করা, অধ্যয়ন করা	دَرَسَ - يَدْرُسُ (دِرَاسَةً)
তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। ৯:১২২	فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ	জ্ঞান অর্জন করা, বিজ্ঞ হওয়া, পাণ্ডিত্য অর্জন করা	تَفَقَّهَ - يَتَفَقَّهُ
অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ- শিখানো কথা বলে। ৪৪:১৪	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّمَّنْ جَنُّونَ	শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত	مُعَلِّمٌ
তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। ২:৩১	ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ	উপস্থাপন করা, পেশ করা, প্রদর্শন করা	عَرَضَ - يَعْرِضُ (عَرْضٌ)
এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। ২৬:৯১	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ	প্রকাশ করা, দেখানো	بَرَّزَ - يُبَرِّزُ
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। ৮১:১৩	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ	উপস্থিত করা, পেশ করা, উপনীত করা	أَحْضَرَ - يُحْضِرُ
আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। ২:৩১	فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ	জানানো, অবহিত করা	أَنْبَأَ - يُنَبِّئُ
আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। ৯:৯৪	قَدْ نَبَّأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ	অবহিত করা	نَبَّأَ - يُنَبِّئُ
বল, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ	অবহিত করা, জানানো	أَدْرَى - يُدْرِي

পড়তাম না, আর না তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। ১০:১	عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ		
আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। ৩:১৭৯	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ	অবগত করা, জানানো	أَطَّلَعُ - يُطْلِعُ
এমনিভাবে আমি তাদের প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। ১৮:২১	وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	অবহিত করা, প্রকাশ করা করা,	أَعْتَرَ - يُعْتَرُ
অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ৪৭:৬	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَها هُمْ	চেনানো, জানানো	عَرَفَ - يُعْرِفُ

অধ্যায়-২০

তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ। ২:৩২	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا	মহান, পূতপবিত্র, নিষ্কলুষ	سُبْحَانَ
অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক। ২৩:১১৬	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ	সুউচ্চ, শীর্ষ	تَعَالَى
বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৭-৫৪)	تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ	সুমহান হওয়া, বরকতপূর্ণ হওয়া	تَبَارَكَ
আমি সেসব বিষয় জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! (২:৩৩)	وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ	প্রকাশ করা, বিকাশ ঘটানো, জাহির করা	أَبْدَى - يُبْدِي
আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (১৬:১৯)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ	ঘোষণা করা, প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা	أَعْلَنَ - يُعْلِنُ
তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন	لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ	প্রকাশ করা,	جَلَّى - يُجَلِّي

নির্ধারিত সময়ে। ৭:১৮৭		উদ্ভাসিত করা	
তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। ৭২:২৬	عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا	প্রকাশ করা; জয়ী বানানো 8৮:২৮; দুপুর করা ৩০:১৮	أَظْهَرَ - يُظْهِرُ
এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা করা হবে? ১০০:১০	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ	প্রকাশ করা, একত্র করা	حَصَّلَ - يُحْصِلُ
তাঁর সাথে উঁচুস্বরে কথা বলো না (৪৯:২)	وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ	উচ্চস্বরে কথা বলা, প্রকাশ করা	جَهَرَ - يَجْهَرُ (جَهْرٌ)
অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিবে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় (১৫:৯৪)	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ	প্রচার করা, ঘোষণা করা	صَدَعَ - يَصْدَعُ
আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (৪-৮৩)	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ	রটিয়ে দেয়া, প্রচার করা, ছড়ানো	أَذَاعَ - يُذِيعُ
আর তোমরা নামাযে আওয়াজ চড়া করো না এবং এতে নিঃশব্দও হয়ো না (১৭:১১০)	وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تُخَافَتُمْ بِهَا	ফিসফিস করা, অনুচ্চ কণ্ঠে বলা	خَافَتَ - يُخَافِتُ
তখন তারা বেরিয়ে পড়ল, আর তারা ফিসফিস করতে থাকল (৬৮:২৩)	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ	ফিসফিস করা, কানাকানি করা	تَخَافَتَ - يَتَخَفَتُ
ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত। (৪০:২৮)	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ	গোপন করা	كَتَمَ - يَكْتُمُ
তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন।	وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ	গোপন করা	أَكَنَّ - يُكِنُّ

(২৭:৭৪) আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (১৬:১৯)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ	গোপন করা	أَسْرًا - يُسْرًا (إِسْرَارًا)
আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। (৭:৩৩)	إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ	গোপন থাকা, সুপ্ত থাকা, অস্পষ্ট থাকা	بَطَّنَ - يَبْطُنُ
আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। (২:২৭১)	وَأِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	গোপন করা, লুকিয়ে রাখা	أَخْفَى - يُخْفِي
আর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়। (১১:২৮)	فَعَمَّيْتُمْ عَلَيْكُمْ	গোপন রাখা, অগোচরে রাখা, দূর্বোধ্য বানানো	عَمَى - يُعَمِّي
তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। (৪:১০৮)	يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ	লুকাতে চাওয়া, গোপন রাখতে চাওয়া	اسْتَحْفَى - يَسْتَحْفِي
তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। (৪১:২২)	وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ	আবৃত করা, গোপন করা, আড়াল করা	اسْتَتَرَ - يَسْتَتِرُ
এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। (২:৩৪)	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ	সিজদা করা; সালাত আদায় করা, ইবাদাত করা	سَجَدَ - يَسْجُدُ (سُجُودًا)
তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোয়ার, (দুনিয়ার সাথে)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ	সিজদাকারী	سَاجِدٌ (ج)

সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী। (৯:১১২)	الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ		سُجِّدٌ، سَاجِدُونَ
সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (২:৩৪)	أَبِيَّ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ	মানতে অস্বীকার করা	أَبِيَّ - يَأْبَى
এবং দলগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন দল এর কিছু বিষয় অস্বীকার করে। (১৩:৩৬)	وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ	অস্বীকার করা, চিনতে না পারা, নিষিদ্ধ করা	أَنْكَرَ - يُنْكِرُ
তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। (২৭:১৪)	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا	অস্বীকার করা, অগ্রাহ্য করা, না মানা	جَحَدَ - يَجْحَدُ
তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। (২:৮৪)	ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ	স্বীকার করা; স্থিতিশীল করা ২২:৫	أَقْرَرَّ - يُقَرِّرُ
আর অন্যরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে (৯:১০২)	وَأَخْرُوجُوا اعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ	স্বীকার করা	اعْتَرَفَ - يَعْتَرِفُ
সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (২:৩৪)	أَبِيَّ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ	অহংকার করা, সম্পর্ক দেখানো	اسْتَكْبَرَ - يَسْتَكْبِرُ (اسْتِكْبَارًا)
বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। (৭:১৩)	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ	নিজেকে বড় মনে করা, অহংকার করা	تَكَبَّرَ - يَتَكَبَّرُ
এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৪০:৭৫)	وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ	ঔদ্ধত্য করা	مَرَحَ - يَمْرَحُ

			(مَرَحٌ)
অতঃপর সে দস্তভরে পরিবার- পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৭৫:৩৩)	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى	দস্তভরে চলা	تَمَطَّى - يَتَمَطَّى
আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না। (২৭:৩১)	أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ	বড়ত্ব প্রদর্শন করা; আধিপত্য বিস্তার করা; প্রবল হওয়া ২৩:৯১	عَلَا - يَعْلُو (عُلُوٌّ)
আমি অনেক জনপদ ধবংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। (২৮:৫৮)	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرْتُمُوعِيشَتَهَا	গর্ব করা, অতি উৎফুল্ল হওয়া	بَطَرٌ - يَبْطُرُ (بَطْرٌ)
নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই বড়ত্ব। (৪৫:৩৭)	وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	গর্ব, বড়ত্ব	كِبْرٌ، كِبْرِيَاءٌ
পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। (৫৫:৭৮)	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	শীর্ষ মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব	جَلَالٌ
এবং আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। (৭২:৩)	وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا	শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, শান, মর্যাদা	جَدٌّ
তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না। (৭১:১৩)	مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا	মর্যাদা, সম্মান, বড়ত্ব	وَقَارٌ
ফলে তারা জিনদের আত্মস্মরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭২:৬)	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	অন্যায়; দাবী	رَهَقٌ
তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ	পারস্পরিক অহংকার, গর্ব, বড়াই	تَفَاخُرٌ

নয়। (৫৭:২০)			
যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি। (৫৭:১৬)	أَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ	বিনয়ী হওয়া, ভীত হওয়া	خَشَعَ - يَخْشَعُ (خُشُوعٌ)
অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। (২২:৫৪)	فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ	বিনয়ী হওয়া, নত হওয়া	أُخْبِتَ - يُخْبِتُ
তবে কথাবার্তায় তোমরা কোমল হয়ো না। (৩৩:৩২)	فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ	অবনত করা, ক্ষীণ করা, অনুচ্চ করা	خَضَعَ - يَخْضَعُ
অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না ? (৬:৪৩)	فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا	মিনতি করা, অনুনয় করা	تَضَرَّعَ - يَتَضَرَّعُ (تَضَرُّعٌ)
কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনুতিও করল না। (২৩:৭৬)	فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ	বিনত হওয়া, নত হওয়া, দুর্বল হওয়া	اسْتَكَانَ - يَسْتَكِينُ

অধ্যায়-২৪

এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক। (২:৩৫)	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ	বসবাস করা; বিশ্রাম নেয়া ২৭:৮৬	سَكَنَ - يَسْكُنُ
নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। (৪:১৯)	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ	জীবন যাপন করা, সঙ্গী হওয়া	عَاشَرَ - يُعَاشِرُ
শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। (৭:৯২)	الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا	থাকা, বাস করা	عَنِ - يَعْنِي
আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। (৩৯:৭৪)	نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ	বসতি স্থাপন করা, আশ্রয়	تَبَوَّأُوا - يَتَبَوَّأُونَ

	نَشَاءُ	নেয়া	
তাদের একজন বললঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? (১৮:১৯)	قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ	অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা	لَبِثٌ - يَلْبِثُ
তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর। (২০:১০)	إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا	অবস্থান করা, বাস করা; অপেক্ষা করা, দেরি করা	مَكَثٌ - يَمْكُثُ (مُكْثٌ)
এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক। (২:৩৫)	وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا	খাওয়া, ভক্ষণ করা, সেবন করা	أَكَلَ - يَأْكُلُ (أَكَلٌ)
আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। (৬:১৩৮)	لَّا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بَرَعْمِهِمْ	আহার করা, খাওয়া	طَعِمَ - يَطْعَمُ
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে। (৫:৮৯)	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ	খাওয়ানো, খেতে দেয়া	أَطْعَمَ - يُطْعِمُ (إِطْعَامٌ)
অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইল। (১৮:৭৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا	খেতে চাওয়া, খানা চাওয়া	اسْتَطْعَمَ - يَسْتَطْعِمُ
কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৩৭:৬৬)	فَأَنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ	ভক্ষক, ভোজনকারী, খাদক	أَكَلَ (ج) أَكَلُونَ, أَكَّالٌ (ج) أَكَّالُونَ
বলুন, যা কিছু ওহী আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে। (৬:১৪৫)	قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ	ভক্ষক, ভোজনকারী	طَاعِمٌ

কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। (২:৩৫)	وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ	নিকটবর্তী হওয়া, কাছাকাছি আসা	قَرَبَ - يُقْرَبُ
মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী। (২১:১)	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ	নিকটবর্তী হওয়া	اقْتَرَبَ - يُقْتَرَبُ
কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৩:৫৭)	أَزِفَتِ الْأَرْفُفُ	ঘনিয়ে আসা, নিকটবর্তী হওয়া	أَزِفَ - يَأْزِفُ
অতঃপর নিকটবর্তী হল ও বুলে গেল। (৫৩:৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى	ঝুঁকা, কাছাকাছি হওয়া	تَدَلَّى - يَتَدَلَّى
অতঃপর নিকটবর্তী হল ও বুলে গেল। (৫৩:৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى	নিকটবর্তী হওয়া, কাছে আসা	دَنَا - يَدْنُو
এটি দ্বারা আমার ছাগলপালকে নিকটে রাখি। (২০:১৮)	وَأَهْسُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي	আশেপাশে থাকা, নিকটে থাকা	وَلِيَ - يَلِي
জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে খোদাতীরুদের অদূরে। (৫০:৩১)	وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ	নিকটবর্তী করা, কাছে আনা	أَزَلَفَ - يُزَلَفُ
সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বললঃ তোমরা আহাির করছ না কেন? (৫১:২৭)	فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ	নিকটবর্তী করা; কুরবানী করা ৫:২৭	قَرَّبَ - يُقَرَّبُ
তোমরা কিরাপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন করেছো। (৪:২১)	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ	নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্যে আসা	أَفْضَى - يُفْضِي
বলুন, হয়তো, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (২৭:৭২)	قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ	পরপর আসা, অনুসরণ করা, হাতের কাছে আসা	رَدَفَ - يَرْدِفُ
তোমার হাত তোমার বগলের দিকে টেনে নাও (২০:২২)	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى	কাছে টানা, মিলানো	ضَمَّ - يَضُمُّ

	جَنَاحِكَ		
আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে (৩৩:৫১)	وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ	দূরে রাখা, অপসারণ করা	عَزَلَ-يَعْرِلُ
মাসিকের সময় নারীদের থেকে পৃথক হও। (২:২২২)	فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ	পৃথক হওয়া	اعْتَرَلَ-يَعْتَرِلُ
এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। (১৬-৩৬)	وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ	দূরে থাকা, পরিত্যাগ করা	اجْتَنَبَ-يَجْتَنِبُ
আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে। (৮৭-১১)	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى	দূরে থাকা, পরিত্যাগ করা	تَجَنَّبَ-يَتَجَنَّبُ
এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (১৪-৩৫)	وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ	দূরে রাখা, রক্ষা করা	جَنَبَ-يَجْنُبُ
এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাতীরা ব্যক্তিকে। (৯২-১৭)	وَسِيِّجْنِبُهَا الْأَتَقَى	দূরে রাখা, রক্ষা করা	جَنَبَ-يُجْنِبُ
আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। (৩৪-১৯)	بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا	দূরত্ব বাড়ানো, দীর্ঘ করে দেয়া	بَاعَدَ-يُبَاعِدُ
অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (১৯:২২)	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا	দূরে যাওয়া, সরে পড়া	انْتَبَدَ-يَنْتَبِدُ
তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। (৬:২৬)	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ	দূরে যাওয়া, সরে পড়া	نَأَى-يَنْأَى
অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (২:৩৫)	فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ	অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী, অন্যায়কারী	ظَالِمٌ (ظَالِمَةٌ), ظُلُومٌ، ظَلَامٌ (ج) ظَالِمُونَ
আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (৭২:১৫)	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا	বেইনসাফকারী, অন্যায়কারী	قَاسِطٌ (ج)

	لِحِجَّتِهِمْ حَطْبًا		فَاسِطُونَ
সে তোমার দুশ্চাটিকে নিজের দুশ্চাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। (৩৮:২৪)	لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ	অন্যায় করা, অবিচার করা, সীমালঙ্ঘন করা, অত্যাচার করা	ظَلَمَ - يَظْلِمُ (ظَلَمَ)
না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন (২৪:৫০)	أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ	জুলুম করা, অবিচার করা, অন্যায় করা	خَافَ - يَحِيفُ
অতঃপর সে জুলুম ও আত্মসাত এর আশঙ্কা করবে না। (২০:১১২)	فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا	আত্মসাত, অবিচার	هَضَمَ
এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (৫৩:২২)	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ	অন্যায়, অসংগত, অন্যায়	ضِيزَىٰ
সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (১৮:৭৯)	يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا	ছিনিয়ে নেওয়া, জোরপূর্বক নেওয়া	غَصَبٌ
তোমরা ন্যায্য ওজন কায়ম কর (৫৫:৯)	وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ	ন্যায়সঙ্গত, যথাযথ	قِسْطٌ
নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (৪৯:৯)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ	ইনসাফকারী, ন্যায়বিচারক	مُقْسِطٌ (ج) مُقْسِطُونَ
আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযভাবে পূরণ করতে পারবে না। (৪:৩)	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ	ইনসাফ করা, ন্যায়বিচার করা	أَقْسَطَ - يُقْسِطُ
অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্থলিত করেছিল। (২:৩৬)	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا	পদস্থলিত করা	أَزَلَ - يُزِلُّ
অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিস্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার	فَإِنْ زَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا	পদস্থলন ঘটা, পিছলে পড়া	زَلَ - يَزِلُّ

পরেও যদি তোমরা পদস্থলিত হও। (২:২০৯)	جَاءَتْكُمْ الْبَيْنَاتُ		
শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। (৩:১৫৫)	إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا	পদস্থলন কামনা করা	اسْتَزَلَّ - يَسْتَزِلُّ
ইউসুফ (আঃ) বললেন, সেই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। (১২:২৬)	قَالَ هِيَ رَاوَدْنِي عَنْ نَفْسِي	ফুসলানো, সম্মত করার চেষ্টা করা	رَاوَدَ - يُرَاوِدُ
অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। (৭:২২)	فَدَلَّاهُمَا بِعُرُورٍ	টোপ ফেলা, আকৃষ্ট করা	دَلَّى - يُدَلِّي
এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। (২:৩৬)	وَقُلْنَا اهْبِطُوا	নীচে নামা, অবতরণ করা	هَبَطَ - يَهْبِطُ
অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। (৪১:৩০)	ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ	অবতরণ করা, নাযিল হওয়া	تَنَزَّلَ - يَتَنَزَّلُ
অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে, পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। (১৩:৩১)	أَوْ نَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ	নেমে আসা, আপতিত হওয়া; হজের ইহরাম খুলে মুক্ত হওয়া ৫:২; খুলে দেয়া ২০:২৭	حَلَّ - يَحُلُّ
এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। (৫৭:৪)	وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا	উপরে উঠা, আরোহণ করা	عَرَجَ - يَعْرُجُ
অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন। (১৭:৯৩)	أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ	আরোহণ করা, চড়া	رَقَىٰ - يَرْقَىٰ (رُقِيَ)

থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি বুলিয়ে। (৩৮:১০)	فَلْيَرْتَفِعُوا فِي الْأَسْبَابِ	আরোহণ করা	ارْتَفَعُوا - يَرْتَفِعُونَ
তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য। (৩৫:১০)	إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ	আরোহণ করা, উপরে ওঠা	صَعَدَ - يَصْعَدُ
আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি। (৩:১৫৩)	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ	আরোহণ করা, উপরে ওঠা	أَصْعَدَ - يُصْعِدُ
যেন সে সবগে আকাশে আরোহণ করছে। (৬:১২৫)	كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ	আরোহণ করা, উপরে উঠা	تَصَعَّدَ - يَتَصَعَّدُ (يَصْعَدُ)
যখন তারা প্রাচীর ডিপীয়ে এবাদত খানায় প্রবেশ করেছিল (৩৮:২১)	إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ	উপরে উঠা, বেয়ে উঠা	تَسَوَّرَ - يَتَسَوَّرُ

অধ্যায়-২২

তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু রূপে। (২:৩৬)	بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	শত্রু	عَدُوٌّ (ج) أَعْدَاءٌ
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮:৩)	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ	শত্রু, বিদেষী, দুশমন	شَانِئٌ
তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (১৯:৮২)	سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا	বিপক্ষ, বিপরীত	ضِدٌّ
মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। (৩:২৮)	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِ	বন্ধু; রক্ষক ৬:১৪; নৈকট্যপ্রাপ্ত ১০:৬২; অভিভাবক ২:২৮২; উত্তরাধিকারী	وَلِيٌّ (ج) أَوْلِيَاءٌ

যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না। (৪৪:৪১)	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَن مَّوْلَىٰ شَيْئًا	১৯:৬ বন্ধু; মনিব, প্রভু ২২:৭৮; বংশীয় ১৯:৫; ওয়ারিশ ৪:৩৩	مَوْلَىٰ (ج) مَوَالٍ
যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (২৪:৬১)	أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ	বন্ধু, বান্ধব, সুহৃদ, পরমবন্ধু	صَدِيقٌ
বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে। (৪৩:৬৭)	الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ	خَلِيلٌ (ج) أَخِلَاءٌ
অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। (৬৯:৩৫)	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ	অন্তরঙ্গ বন্ধু; উত্তম পানি ২২:১৯	حَمِيمٌ
আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম। (৪১:২৫)	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ	বন্ধু, সহচর	قَرِينٌ (ج) قُرَنَاءٌ
অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে। (৪৩:৫৩)	أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ	সহচর, সঙ্গী	مُقْتَرِنٌ (ج) مُقْتَرِنُونَ
এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। (৯:১৬)	وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا	অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ	وَلِيَّةٌ
তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। (৩:১১৮)	لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ	অন্তরঙ্গ বন্ধু; অভ্যন্তর ভাগ ৫৫:৫৪	بَطَانَةٌ (ج) بَطَائِنٌ
আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৪:৬৯)	وَحَسَنَ أَوْلِيَاكَ رَفِيقًا	বন্ধু, সাথী	رَفِيقٌ

কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী। (২২:১৩)	لَيْئَسَ الْمَوْتَىٰ وَلَيْئَسَ الْعَشِيرُ	ঘনিষ্ঠ, সাথী	عَشِيرٌ
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২:৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	নির্দিষ্ট সময়কাল বা আবাসস্থল; বাসস্থান, নিবাস ২৫:৭৬	مُسْتَقَرٌّ
কত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল। (৩৮:৫৬)	فَيْئَسَ الْمِهَادُ	বাসস্থান	مِهَادٌ
তাদের বাসস্থান জাহান্নাম (৪৭:১২)	وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ	অবস্থানস্থল, বাসস্থান, ঠিকানা	مَثْوًى
তাদের জন্য জান্নাত আশ্রয়স্থল। (৩২:১৯)	فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ	আশ্রয়স্থল, ঠিকানা, বাসস্থান	مَأْوًى
আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম বাসস্থান। (১০:৯৩)	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ	আশ্রয়, বাসস্থান, বসতি	مَبُوءًا
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২:৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	ভোগ্যসামগ্রী, মালামাল, সম্পত্তি, পুঁজি	مَتَاعٌ (ج) أَمْتِعَةٌ
তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর। (৪:৯৪)	تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	সম্পদ, সামগ্রী	عَرَضٌ
তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯:৭৪)	هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِيًّا	আসবাবপত্র, সামগ্রী	أَثَاثٌ، أَثَاثَةٌ
এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল। (১২:৫৯)	وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ	মালামাল, আসবাবপত্র, পাথেয়	جَهَّازٌ
এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পন্যমূল্য ফেরত দেয়া	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ	মূলধন, পুঁজি, সামগ্রী, আসবাবপত্র	بِضَاعَةً

হয়েছে। (১২:৬৫)	إِيَّاهُمْ		
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (২:১৯৭)	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى	পাথেয়	زَادٌ
আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে। (৪৩:৩২)	نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	জীবিকা, জীবনসামগ্রী, আহার্য	مَعِيشَةٌ (ج) مَعَايِشٌ
এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না। (১০৭:৭)	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ	নিত্য ব্যবহার্য বস্তু	مَاعُونَ
অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। (২:৩৭)	فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ	গ্রহণ করা; অভ্যর্থনা জানানো, সাক্ষাত করা ২১:১০৩	تَلَقَىٰ - يَتَلَقَىٰ
যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (৫০:১৭)	إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ	গ্রহণকারী	مُتَلَقٍ
যাতে এটিকে তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (৬৯:১২)	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ	গ্রহণ করা, বুঝা, মনে রাখা	وَعَى - يَعِي
যাতে এটিকে তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (৬৯:১২)	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ	মনোযোগী, গ্রহণকারী	وَاعِيَةٌ
অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করণাভরে) লক্ষ্য করলেন। (২:৩৭)	فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ	তওবা কবুল করা ; তওবা করা, ফিরে আসা ২৫:৭১	تَابَ - يَتُوبُ (تَوْبٌ، تَوْبَةٌ)

নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (২:৩৭)	إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ	বার বার তওবা কবুলকারী; বার বার তওবাকারী ২:২২২	تَوَّابٌ
তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী। (৬৬:৫)	أَنْ يُدَلَّهٖ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِّنْكُمْ مُّسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ	তওবাকারী, অনুতপ্ত, পরিতপ্ত	تَائِبٌ (تَائِبَةٌ) (ج) تَائِبُونَ (تَائِبَاتٌ)
সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩৮:৩০)	إِنَّهُ أَوَّابٌ	তাওবাকারী, প্রত্যাবর্তনকারী	أَوَّابٌ (ج) أَوَّابُونَ
তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে। (৩৯:৮)	دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ	প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী	مُنِيبٌ (ج) مُنِيبُونَ

অধ্যায়-২৩

তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে। (২:৩৮)	فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ	অনুসরণ করা; আনুগত্য করা	تَبِعَ-يَتَّبِعُ
আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। (১২:১০৮)	أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي	অনুসরণ করা, অনুগমন করা	اتَّبَعَ-يَتَّبِعُ (اتِّبَاعٌ)
অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। (৬:৯০)	فَبِهَدَاهُمْ افْتَدِهْ	অনুসরণ করা	افْتَدَى-يَفْتَدِي
আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন। (৬:১১৬)	وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ	আনুগত্য করা, মেনে চলা	أَطَاعَ-يُطِيعُ
তার উপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (২:৩৮)	فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	দুঃখ পাওয়া, চিন্তিত হওয়া	حَزَنَ-يَحْزَنُ (حَزْنٌ)

এখন আমি কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব। (৭:৯৩)	فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ	আক্ষেপ করা, নিরাশ হওয়া	آسَىٰ - يُؤْسِي
অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না। (১২:৬৯)	فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	দুঃখিত হওয়া, ব্যথিত হওয়া, বিমর্ষ হওয়া	إِبْتِئَاسٌ - يَبْتَئِسُ
তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। (১২:৮৬)	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	দুঃখ, বিষাদ, ব্যথা, শোক, চিন্তা	حُزْنٌ
অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। (৩:১৫৩)	فَأَنبَأَكُمْ عَمَّا بِهِمْ لِكَيْلًا تَحْزِنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ	দুঃখ, শোক, বিষন্নতা	عَمٌّ
সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (১৮:৬)	إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا	দুঃখ, খেদ, আফসোস	أَسَفٌ
তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। (১২:৮৬)	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	আক্ষেপ, দুঃখ, চিন্তা, পরিতাপ	بَثٌّ
এই কানাঘুসা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার দেয়ার জন্যে। (৫৮:১০)	إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا	ব্যথিত করা, দুঃখ দেয়া, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা	حَزَنٌ - يَحْزُنُ
আর কেউ কেউ প্রাণের ভয় করছিল। (৩:১৫৪)	وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ	উদ্ভিন্ন করা	أَهَمَّ - يُهِمُّ
এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (৭৬:১১)	وَأَلْقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا	সুখ	سُرُورٌ
নিশ্চয় খোদাভীরুরা থাকবে	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ	অনুগ্রহ, সুখ,	نَعِيمٌ

জান্নাতে ও নেয়ামতে। (৫২:১৭)	وَنَعِيمٍ	আনন্দ; বিলাসসামগ্রী	
যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয়। (৩:১৮৮)	الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أْتَوْا	আনন্দ করা, ফুর্তি করা	فَرِحَ - يَفْرَحُ
তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে। (৩০:১৫)	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বিনোদনে রাখা, সুখী বানানো, স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া	حَبَّرَ - يُحْبَرُ
তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর। (৪:৪)	فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	সুখকর হওয়া, সুখপ্রদ হওয়া, উপভোগ্য হওয়া	طَابَ - يَطِيبُ
সুতরাং আমার উপর শত্রুদের আর আনন্দিত করিও না। (৭:১৫০)	فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ	বিরোধীকে খুশী করা	أَشْمَتَ - يُشْمِتُ
যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (৫৭:২০)	كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ	চমকৃত করা; খুশি করা, সন্তুষ্ট করা	أَعْجَبَ - يُعْجِبُ
গাঢ় বর্ণের যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। (২:৬৯)	فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاطِرِينَ	আনন্দ দেয়া, চমকৃত করা	سَرَّ - يَسُرُّ (سُرُورٌ)
আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (২:৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	মিথ্যা প্রতিপন্ন করা; মিথ্যাচার করা; অবিশ্বাস করা	كَذَّبَ - يُكَذِّبُ (تَكْذِيبٌ, كِذَابٌ)
এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (১৬:৩৬)	فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ	মিথ্যাচারী, মিথ্যারোপকারী	مُكَذِّبٌ (ج) مُكَذِّبُونَ
না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার	بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ	সত্যায়ন করা, সত্য সাব্যস্ত করা	صَدَّقَ - يُصَدِّقُ

করেছেন। (৩৭:৩৭)	الْمُرْسَلِينَ		(تَصْدِيقٌ)
যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী। (৫:৪৮)	مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ	সত্যায়নকারী; বিশ্বাসী ৩৭:৫২	مُصَدِّقٌ (ج) مُصَدِّقُونَ
আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (২:৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	নিদর্শন, চিহ্ন, আয়াত, উপদেশ	آيَةٌ (ج) آيَاتٌ
অতএব, আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও। (৩০:৫০)	فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ	নিদর্শন, পদাঙ্ক, চিহ্ন, প্রভাব, অবদান	آثَرٌ (ج) آثَارٌ
বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। (৪৭:১৮)	فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا	আলামত, লক্ষণ, চিহ্ন	شَرَطٌ (ج) أَشْرَاطٌ
এবং তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারা ও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৬:১৬)	وَعَلَامَاتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ	আলামত, চিহ্ন, নিদর্শন, স্মারক	عَلَامَةٌ (ج) عَلَامَاتٌ
নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন, প্রতীক	شَعِيرَةٌ (ج) شَعَائِرٌ
আর আল্লাহ কে স্মরণ কর সম্মানিত নিদর্শন এর নিকট। (২:১৯৮)	فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন, প্রতীক	مَشْعَرٌ
আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। (৭:৪৮)	وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ	নিশানা, নিদর্শন, চিহ্ন, নমুনা	سِيمًا
তরাই হবে জাহান্নামবাসী। (২:৩৯)	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ	অধিবাসী, অধিকারী, সহচর, সহযাত্রী	صَاحِبٌ (ج) أَصْحَابٌ

এবং এর অধিবাসীদের ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। (২:১২৬)	وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ	পরিবার; সম্প্রদায়, জাতি; বাসিন্দা; অধিকারী	أَهْلًا
ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (৩:১১)	كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ	পরিবার; গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি	آلٌ
বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি। (২:৪০)	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ	স্মরণ করা, বর্ণনা করা, উল্লেখ করা	ذَكَرٌ - يَذْكُرُ (ذِكْرٌ)
অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে। (৭৯:৩৫)	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى	স্মরণ করা, উপদেশ গ্রহণ করা	تَذَكَّرٌ - يَتَذَكَّرُ (يَذْكُرُ)
দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলে। (১২:৪৫)	وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ	স্মরণ হওয়া; চিন্তাভাবনা করা	إِدَّكَرٌ - يَدَّكِرُ
যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। (১০:৭১)	إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ	উপদেশ দেয়া, স্মরণ করানো	ذَكَرٌ - يُذَكِّرُ (تَذَكِيرٌ)
উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন। (৮৭:৯)	فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى	উপদেশ; সতর্কবাণী; স্মরণ	ذِكْرَى، تَذَكِيرَةٌ
যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১:১১৪)	ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ	জিকিরকারী, স্মরণকারী	ذَّاكِرٌ (ج) ذَّاكِرُونَ (ذَّاكِرَاتٌ)

অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। (৮৮:২১)	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ	উপদেশদাতা, নসিহতকারী	مُذَكِّرٌ
আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫৪:১৫)	وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ	স্মরণকারী, চিন্তাশীল	مُذَكِّرٌ
মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (৭৬:১)	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا	আলোচিত, উল্লেখ্য	مَذْكُورٌ
অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। (১৮:৬১)	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا	ভুলে যাওয়া	نَسِيَا - يَنْسِي
যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে। (২২:২)	يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ	ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া,	ذَهَلٌ - يَذْهَبُ
তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। (১২:৮২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ	ভোলানো, বিস্মৃত করা	أَنْسَى - يُنْسِي
তিনি বললেনঃ হয়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম। (১৯:২৩)	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا	বিস্মৃত, স্মৃতিভ্রষ্ট	نَسِيٌّ
আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (১৯:৬৪)	وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا	আত্মভোলা, ভুলো	نَسِيٌّ

তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (১৯:২৩)	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا	বিস্মৃত, স্মৃতিভ্রষ্ট	مَنْسِيًّا
--	--	-----------------------	------------

অধ্যায়-২৪

তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা। (২:৪০)	وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ	পূর্ণ করা, পুরাপুরি দেয়া	أَوْفَى - يُوفِي
এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৫৩:৩৭)	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى	পূর্ণ করা	وَفَّى - يُوفِي
যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরো মাপ চায় (৮৩-২)	الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ	পূর্ণ করে নেয়া, পূর্ণ চাওয়া	إِسْتَوْفَى - يَسْتَوْفِي
তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। (৯:৪)	فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ	সমাপন করা, পরিপূর্ণ করা	أَتَمَّ - يُتِمُّ
আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম। (৫:৩)	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	পূর্ণ করে দেওয়া	أَكْمَلَ - يُكْمِلُ
আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। (৬:১১৫)	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	পূর্ণ হওয়া, পূর্ণতা পাওয়া, সমাপ্ত হওয়া	تَمَّ - يَتِمُّ
এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী। (২-১৭৭)	وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا	পূর্ণকারী	مُوفٍ (ج) مُوفُونَ

আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্রও কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১-১০৯)	وَإِنَّا لَمُؤْتِفُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ	পূর্ণকারী	مُؤْتِفٍ (ج) مُؤْتِفُونَ
অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে। (৬:১৫৪)	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ	পূর্ণকারী, পরিপূরক, পরিপূর্ণকারী	مُتِمِّمٌ
মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (২৬:১৮১)	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ	যারা পরিমাপে কম দেয়, ক্ষতিকারক	مُخْسِرٌ (ج) مُخْسِرُونَ
দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম করে (৮৩:১)	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ	মাপে কমদাতা	مُطَفِّفٌ (ج) مُطَفِّفُونَ
আর আমার আয়াত অল্প মূল্যে বেচে দিওনা। (২:৪১)	وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا	মূল্য, দর	ثَمَنٌ
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না। (২:৪২)	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ	মিশ্রিত করা; সন্দেহযুক্ত করা ৬:৯	لَبَسٌ - يَلْبَسُ
আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। (৯:১০২)	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ حَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى	মিশ্রিত করা	حَلَطٌ - يَحْلُطُ
আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই।	وَإِن تُخَالطُوهُمْ فَأِخْوَانُكُمْ	মিলেমিশে থাকা, মিলানো, একাত্ম হওয়া	خَالِطٌ - يُخَالِطُ

(২:২২০)	অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়। (১৮:৪৫)	فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا	সংমিশ্রণ, মিশ্রিত করা, মিলিয়ে দেওয়া	اِخْتَلَطَ - يَخْتَلِطُ
এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (২-৪৩)	وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ	রুকু করা, মাথা নোয়ানো, নত হওয়া	رَكَعَ - يَرْكَعُ	
সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমন্ডল অবনমিত হবে। (২০:১১১)	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ	অবনত হওয়া, ঝোঁকা, বিনীত হওয়া	عَنَى - يَعْنُو	
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও। (১৭:২৪)	وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ	অবনমিত করা, ডানা বিছিয়ে দেয়া, সদয় হওয়া	حَفِضَ - يَحْفِضُ	
মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে। (২৪:৩১)	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ	অবনত করা, অনুচ্চ করা	عَضَّ - يَعْضُ	
যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (১৬:৪৮)	يَتَّقِيًا زَلًّا عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ	ঢলে পড়া, ঝুঁকে পড়া/ ফেরত যাওয়া	تَقَيَّأَ - يَتَّقِيًا	
এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (২-৪৩)	وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ	রুকুকারী	رَكَعَ (ج) رَاكِعُونَ، رَكَعٌ	
তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (২৬:৪)	فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ	বিনয়ী, অবনত, বিনম্র, আল্লাহভীরু	خَاضِعٌ (ج) خَاضِعُونَ	
যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে।	وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ	নতশির, অধঃমুখী, উল্টামুখী	نَاكِسٌ (ج)	

(৩২:১২)	نَاكِسُونَ رَهُمُ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ		
অথচ তোমরা কি তাব পাঠ কর? (২-৪৪)	وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ	পাঠ করা, আবৃত্তি করা	تَلَا - يَتْلُو (تِلَاوَةٌ)
পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬:১)	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ	পড়া, পাঠ করা, আবৃত্তি করা	قَرَأَ - يَقْرَأُ (قُرْآنٌ)
অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৭৩:৪)	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا	স্পষ্ট ও সুমধুরভাবে আবৃত্তি করা; সুবিন্যস্ত করা, পর্যায়ক্রমে দেয়া ২৫:৩২	رَتَّلَ - يُرْتِّلُ (تَرْتِيلٌ)
অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের। (৩৭:৩)	فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا	আবৃত্তিকারী	تَالِيَةٌ (ج) تَالِيَاتٌ
আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না। (৮৭:৬)	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى	পড়ানো, পড়িয়ে দেওয়া	أَقْرَأَ - يُقْرِئُ
ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। (২-৪৫)	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ	ধৈর্য্যধারণ করা, সহ্য করা	صَبَرَ - يَصْبِرُ (صَبْرٌ)
আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। (২০:১৩২)	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا	অবিচল থাকা, সহিষ্ণু হওয়া	اصْطَبَرَ - يَصْطَبِرُ
মূসা বললেনঃ আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন। (১৮:৬৯)	قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا	ধৈর্য্যশীল	صَابِرٌ (صَابِرَةٌ), صَبَّارٌ (ج)

			صَابِرُونَ، (صَابِرَاتٌ)
যারা রাগ সংবরণ করে। (৩:১৩৪)	وَالْكَاطِمِينَ الْعَيْظَ	সংবরণকারী, সংযমী, সহিষ্ণু	كَاطِمٌ (ج) كَاطِمُونَ
তিনি সংবরণকারী ছিলেন। (১২:৮৪)	فَهُوَ كَاطِمٌ	সংবরণকারী	كَاطِمٌ
যখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ভারাক্রান্ত হয়ে (৬৮-৪৮)	إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ	সংযত, আত্মনিয়ন্ত্রিত	مَكْظُومٌ
ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (১১:৭৫)	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ	ধৈর্যশীল	حَلِيمٌ
এখন তো আমাদের ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি-সবই আমাদের জন্যে সমান আমাদের রেহাই নেই। (১৪:২১)	سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ	অস্থির হওয়া, ব্যাকুল হওয়া, কাতর হওয়া	جَزَعٌ - يَجْزَعُ
যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হতাশ করে। (৭০:২০)	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا	অস্থির, ব্যাকুল, কাতর	جَزُوعٌ
মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে (৭০-১৯)	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا	অস্থিরমনা	هَلُوعٌ
আর ভোর হতেই মুসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। (২৮:১০)	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعًا	শূন্যহৃদয়, অধৈর্য, অধীরা	فَارِعٌ
কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। (২-৪৫)	وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَىٰ الْخَاشِعِينَ	বিনয়ী, অবনত, বিনয়, ভয়াবনত, আল্লাহভীরু	خَاشِعٌ، خَاشِعَةٌ (ج) خَاشِعُونَ، خُشَعٌ

			حَاشِعَاتٌ
এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। (২২:৩৪)	وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ	বিনয়ী, অবনত,	مُحِبَّتٌ ج مُحْسِنُونَ
কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৩৯:৭২)	فَيْئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ	দাস্তিক, অহংকারী	مُتَكَبِّرٌ (ج) مُتَكَبِّرُونَ
তখন ওরা দস্তের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি। (৩১:৭)	وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا	অহংকারী, দাস্তিক,	مُسْتَكْبِرٌ
বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাস্তিক। (৫৪:২৫)	بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ	দাস্তিক, গর্বিত, অহংকারী	أَشِرٌ
নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাস্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৩১:১৮)	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ	অহংকারী, আত্মাভিমानी	مُخْتَالٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাস্তিক-গর্বিতজনকে। (৪:৩৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا	দাস্তিক, অহংকারী	فَخُورٌ
পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৯:১৪)	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَمَ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا	উদ্ধত, অত্যাচারী, পরাক্রমশালী, জবরদস্তিকারী	جَبَّارٌ (ج) جَبَّارُونَ

অধ্যায়-২৫

যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের। (২-৪৬)	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُؤَلَّفُو رَبِّهِمْ	মনে করা, ধারণা করা; নিশ্চিত জানা; আন্দাজ করা, সন্দেহ করা	ظَنَّ - يَظُنُّ (ظَنَّ) (ج) ظُنُونٌ
---	--	--	--

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। (২৩:৫৫)	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ	ধারণা করা, মনে করা; হিসাব করা ২:২৮৪	حَسِبَ - يَحْسَبُ
আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। (৩৯:৪৭)	وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ	ধারণা করা, মনে করা, হিসাব করা	اِحْتَسَبَ - يَحْتَسِبُ
তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (৪৩:২০)	إِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ	অনুমান করা, আন্দাজ করা	خَرَصَ - يَخْرُصُ
যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। (৪৮:৬)	الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ	ধারণাকারী	ظَانٌّ (ج) ظَانُونَ
অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (৫১:১০)	فُتِلَ الْخَرَّاصُونَ	কল্পনা প্রবণ, অনুমানকারী	خَرَّاصٌ (ج) خَرَّاصُونَ
এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২:৪৬)	وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	প্রত্যাবর্তনশীল	رَاجِعٌ (ج) رَاجِعُونَ
আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (২৬:৫০)	إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ	প্রত্যাবর্তনকারী	مُنْقَلِبٌ
কিন্তু তোমরা পুনরায় পুনর্বস্থায় ফিরে যাবে। (৪৪:১৫)	إِنَّكُمْ عَائِدُونَ	প্রত্যাবর্তনকারী	عَائِدٌ
আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর। (২-৪৭)	وَأَيُّ فَضْلَتِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ	প্রাধান্য দেয়া, শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া, মর্যাদা দেয়া	فَضَّلَ - يُفَضِّلُ (تَفَضَّلَ)
সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। (২৩:২৪)	يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ	শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা	تَفَضَّلَ - يَتَفَضَّلُ
বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। (৮৭:১৬)	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	প্রাধান্য দেওয়া, শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া	أَثَرَ - يُؤْثِرُ
তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন। (১৭:৪০)	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ	মনোনীত করা	أَصْفَى - يُصْفِي

আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না। (২-৪৮)	وَأْتُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا	উপকারে আসা; প্রতিদান দেয়া ৫৩:৩১; পারিশ্রমিক দেয়া	جَزَى - يَجْزِي
তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কখনও কাজে আসবে না। (৩-১০)	لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ	কাজে আসা; প্রতিরোধ করা ১২:৬৭; যথেষ্ট হওয়া ৮০:৩৭; অভাবমুক্ত করা ৯৩:৮, প্রাচুর্য দেয়া	أَغْنَى - يُغْنِي
এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। (৩১-৩৩)	وَلَا وَدُّهُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا	উপকারী, উপকারকারী, বিনিময় দাতা	جَارٍ
তোমরা এখন আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? (৪০:৪৭)	فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ	অন্যের জায়গা নেয়া, নিবৃত্তকারী	مُعْنٍ (ج) مُعْنُونَ
এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না। (২-৪৮)	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ	কবুল করা, মেনে নেয়া, গ্রহণ করা	قَبِلَ - يَقْبَلُ (قَبُولٌ)
আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি। (৪৬:১৬)	أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا	কবুল করা, গ্রহণ করা	تَقَبَّلَ - يَتَقَبَّلُ
পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। (৪০:৩)	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ	কবুলকারী, গ্রহিতা	قَابِلٌ
এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না। (২-৪৮)	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ	সুপারিশ	شَفَاعَةٌ (شَفَعٌ - يَشْفَعُ)

অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (২৬:১০০)	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ	সুপারিশকারী	شَافِعٌ، شَفِيعٌ (ج) شُفَعَاءُ
কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না। (২:৪৮)	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ	নেয়া, ধরা, গ্রহণ করা, পাকড়াও করা	أَخَذَ-يَأْخُذُ (أَخَذُ، أَخَذَةٌ)
হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। (২:২৮৬)	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	নেয়া, ধরা, গ্রহণ করা, পাকড়াও করা	أَخَذَ-يُؤَاخِذُ
অতঃপর মুসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়স্তা করতে চাইলেন। (২৮:১৯)	فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا	পাকড়াও করা, শক্তি প্রয়োগ করা	بَطِشَ-يَبْطِشُ (بَطِشٌ، بَطِشَةٌ)
পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন নয়। (১১:৫৬)	مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا	ধারণকারী, পাকড়াওকারী, গ্রহণকারী	آخِذٌ (ج) آخِذُونَ
কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না। (২:৪৮)	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ	ক্ষতিপূরণ; সমতা ৫:৯৫; ইনসাফ, সুবিচার ৪:৫৮	عَدْلٌ (عَدَلٌ- يَعْدِلُ)
অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপন গ্রহণ করা হবে না। (৫৭:১৫)	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ	মুক্তিপন; ফিদয়া, জরিমানা	فِدْيَةٌ
এবং রক্ত বিনিময় সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে। (৪:৯২)	وَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ	রক্তমূল্য	دِيَةٌ
আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ	রক্ষা করা, মুক্ত করা, বাঁচিয়ে দেয়া	نَجَّى-يُنَجِّي

কবল থেকে। (২-৪৯)			
অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে। (২:৫০)	فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	রক্ষা করা	أَنْجَى - يُنَجِّي
আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন। (৩৯:১৯)	أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ	উদ্ধার করা, মুক্ত করা	أَنْقَذَ - يُنْقِذُ
তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৮:২৫)	نَجَّوْتِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	মুক্তি পাওয়া	نَجَّى - يُنَجِّو (نَجَاةً)
আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তোমার স্ত্রী ব্যতীত। (২৯:৩৩)	إِنَّا مُنَجِّوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ	রক্ষাকারী	مُنَجِّجٌ (ج) مُنَجِّوْنَ
আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (১৩:৩৪)	وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ	রক্ষাকারী	وَاقٍ
যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিলঃ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। (১২:৪২)	وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ادْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ	মুক্তিপ্রাপ্ত	نَاجٍ
তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত। (২:৪৯)	يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ	কষ্ট দেয়া, যন্ত্রণা দেয়া	سَامًا - يَسُومُ
যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত। (৪:১০৪)	إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ	কষ্ট ভোগ করা, ভোগান্তি পোহানো	أَلَمًا - يَأْلَمُ
নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। (৩৩:৫৩)	إِنَّ دُلُوكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ	কষ্ট দেয়া, বিরক্ত করা; শাস্তি দেয়া ৪:১৬	أَذَى - يُؤْذِي
আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। (২:২২০)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ	কষ্টে ফেলা, কষ্ট দেয়া	أَعْنَتٌ - يُعْنِتُ

তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত। (২:৪৯)	يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ	জঘন্য, নিকৃষ্ট, মন্দ; নিকৃষ্ট; দোষ; বিপদ	سُوءٌ
অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। (৩০:১০)	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَى	জঘন্য, মন্দ, নিকৃষ্ট	سُوْأَى
আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব। (২২:৭২)	قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِّنْ ذَلِكُمْ	নিকৃষ্ট, মন্দ, ক্ষতি	شُرٌّ
আর তারা সেখানে হবে বিকৃত-বীভৎস (২৩:১০৪)	وَهُمْ فِيهَا كَالْحِوْنِ	বীভৎস, কুৎসিত, বিকৃত	كَالِحٌ (ج) كَالِحُونَ
তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। (৩:২৬)	بِيَدِكَ الْخَيْرُ	উত্তম, ভালো; সম্পদ ২:১৮০	خَيْرٌ (ج) أَحْيَاؤُ
তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (১৮:২)	أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا	উত্তম, ভাল, সুন্দর	حَسَنٌ
অতএব পরম গুদাসীন্দের সাথে ওদের ত্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন। (১৫:৮৫)	فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ	উত্তম, কল্যাণকর, সুন্দর, শোভনীয়	جَمِيلٌ
তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত। (২-৪৯)	يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ	জবাই করা, গণহত্যা করা	ذَبَحٌ - يُذَبِّحُ
কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। (২৭:২১)	أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	জবাই করা, কুরবানী করা	ذَبَحٌ - يُذَبِّحُ
কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ। (৫:৩)	إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ	জবাই করা	ذَكَّى - يُذَكِّي
অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (১০৮:২)	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ	কুরবানী করা; উট জবাই করা	نَحْرٌ - يَنْحَرُ

এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। (২:৪৯)	وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ	নারী, নারী জাতি; স্ত্রীগণ ৪:১২৯	نِسَاءٌ
নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল। (১২:৩০)	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ	কয়েকজন নারী, কিছুসংখ্যক মহিলা	نِسْوَةٌ
যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়। (৪:১২৪)	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى	কন্যা, নারী, স্ত্রী জাতি	أُنْثَى (ج) إِنْثَى
আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। (২৭:২৩)	إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ	নারী; স্ত্রী ১৯:৮	امْرَأَةً
সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। (২:২৮২)	وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ	পুরুষ, ব্যক্তি	رِجَالٌ (ج) رِجَالٌ
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী। (১৬:৯৭)	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى	পুরুষ	ذَكَرٌ (ج) ذُكُورٌ، ذُكْرَانٌ
তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে। (৭০:৩৮)	أَيُّطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ	ব্যক্তি, একজন	امْرُؤٌ
জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। (৮:২৪)	وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	ব্যক্তি, একজন	مَرْءٌ

অধ্যায়-২৬

তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। (২-৪৯)	وَفِي ذُلِّكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ	পরীক্ষা, পরীক্ষার বস্তু, বিপদ	بَلَاءٌ (بَلَاءٌ-يَبْلُو)
আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। (৮:২৮)	وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ	পরীক্ষা; বিপদ; শক্তি; বিভেদ, বিশৃঙ্খলা	فِتْنَةٌ، فُتُونٌ (فِتْنٌ-يُفْتِنُ)
যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন। (২:১২৪)	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ	পরীক্ষা করা, যাচাই করা	إِبْتَلَىٰ-يَبْتَلِي
মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। (৬০:১০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ	পরীক্ষা করা	إِمْتَحَنَ-يَمْتَحِنُ
যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। (৮:১৭)	وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا	ভাল কিছু করার সুযোগ দেয়া/ দান করা	أَبْلَى-يُبْلِي
তাদের কাউকেই তোমরা তার (আল্লাহর) সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (৩৭-১৬২)	مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ	বিপদগ্রস্তকারী, ফেতনাবাজ, পরীক্ষক	فَاعِلٌ (ج) فَاعِلُونَ
এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী। (২৩:৩০)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ	যে পরীক্ষা করে	مُبْتَلٍ (ج) مُبْتَلُونَ
আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি। (২:৫০)	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ	বিভক্ত করা, পৃথক করা	فَرَقَ-يُفْرِقُ (فَرَقٌ)
নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে। (৬:১৫৯)	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ	পৃথক পৃথক করা, খণ্ড খণ্ড করা	فَرَّقَ-يُفْرِقُ

			(تَفْرِيقٌ)
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম। (২১:৩০)	أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا	পৃথক করা, আলাদা করা	فَتَقٌ - يَفْتُقُ
নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত। (৩:১৭৯)	حَتَّى يَمَيِّرَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ	পৃথক করা	مَارَ - يَمَيِّرُ
অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব। (১০:২৮)	فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ	পৃথক করা, বিচ্ছেদ ঘটানো	زَيَّلَ - يُزَيِّلُ
হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৩৬:৫৯)	وَأَمَّا زُورًا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ	আলাদা হওয়া, বিভক্ত হওয়া	إِمْتَارَ - يَمَيِّرُ
যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শক্তি দিতাম। (৪৮:২৫)	لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا	পৃথক থাকা, দূরে থাকা, সরে যাওয়া	تَزَيَّلَ - يَتَزَيَّلُ
যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। (৪:১৩০)	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَّ مِّن سَعَتِهِ	পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া	تَفَرَّقَ - يَتَفَرَّقُ
তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়। (৩২:১৬)	تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا	পৃথক হওয়া, উঠে পড়া	تَجَافَى - يَتَجَافَى
তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। (২২:৭৩)	لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ	একত্র হওয়া, জড়ো হওয়া, জোটবদ্ধ হওয়া	اجْتَمَعَ - يَجْتَمِعُ
তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু	إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ	একত্র করা, দলবদ্ধ করা,	جَمَعَ - يَجْمَعُ

সাজ-সরঞ্জাম। (৩:১৭৩)		সম্বয় করা	(جَمَعُ)
অতএব, তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর। (২০:৬৪)	فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ	একত্র করা, জমা করা	أَجْمَعُ - يُجْمَعُ
সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল। (৭৯:২৩)	فَحَشَرَ فَنَادَى	একত্র করা, সমবেত করা	حَشَرَ - يَحْشُرُ (حَشْرًا)
এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে। (৮৪:১৭)	وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ	একত্র করা, আচ্ছন্ন করা, ঢেকে নেয়া	وَسَقَ - يَسْقُ
এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে। (২:৫০)	وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	ডুবিয়ে দেয়া, নিমজ্জিত করা	أَغْرَقَ - يُغْرِقُ
এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল। (১০:৯০)	حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ	ডুবা, নিমজ্জন	عَرَقُ
এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (১১:৪৩)	وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ	যাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে	مُغْرِقٌ (ج) مُغْرِقُونَ
অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। (২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ	সাব্যস্ত করা, গ্রহণ করা, মনোনীত করা	اتَّخَذَ - يَتَّخِذُ (اتِّخَاذًا)
এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (১৮:৫১)	وَمَا كُنْتُمْ تُتَّخَذُونَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا	সাব্যস্তকারী, গ্রহণকারী	مُتَّخِذٌ (ج) مُتَّخِذُونَ (مُتَّخِذَاتٌ)
তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (২:৫২)	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ	ক্ষমা করা, মাফ করা; বৃদ্ধি করা ৭:৯৫	عَفَا - يَعْفُو (عَفْوًا)
এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৩:১৩৫)	وَمَنْ يَعْفُرْ الذُّنُوبَ	ক্ষমা করা, পাপ মোচন করা,	عَفَرَ - يَعْفُرُ

		অনুকম্পা করা	(عُفْرَانٌ، مَغْفِرَةٌ)
তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন। (৮-২৯)	وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ	মোচন করা, গোপন করা, ঢেকে দেয়া	كَفَّرَ-يُكَفِّرُ
আর বলতে থাক-‘আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও’। (২:৫৮)	وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ	ক্ষমা, তওবা	حِطَّةً
আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। (১৮:৮৬)	فُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ	শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ নেয়া	عَذَّبَ-يُعَذِّبُ
আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (১৬:১২৬)	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا	শাস্তি দেওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ করা	عَاقَبَ-يُعَاقِبُ
আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৫:৯৫)	وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ	প্রতিশোধ নেওয়া, শাস্তি দেয়া	انْتَقَمَ-يَنْتَقِمُ (انْتِقَامٌ)
তোমারা কি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবে? (৫:৫৯)	هَلْ تَنْتَقِمُونَ مِنَّا	অপছন্দ করা, প্রতিশোধ নেওয়া	نَقِمَ-يَنْقِمُ
আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি। (২-৫৩)	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ	সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী	فُرْقَانٌ
আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ। (২:৫৪)	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ	জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী, দল, লোকজন, অনুসারী	قَوْمٌ
তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। (২:৬০)	فَدَعَلِمَ كُلُّ أَنْسٍ مَشْرِبُهُمْ	গোত্র	أَنْسٌ

আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে। (৭:১৬০)	وَقَطَعْنَا لَهُمْ آثَنِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَّمًا	নাতি, নাতনী/ বনী ইসরাইলের গোত্র	أَسْبَاطٌ
এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (৩৫:২৪)	وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ	জাতি; দল ৩:১০৪; জাতধর্ম ৪৩:৩৩; সময় ১১:৮	أُمَّةٌ (ج) أُمَّمٌ
তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (২৬:১৮৪)	خَلَقَكُمْ وَالْحَيَلَةَ الْأُولِينَ	সৃষ্টি, জাতি	حَيَلَةٌ
এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	সম্প্রদায়, গোত্র, উম্মত, জাতি, গোষ্ঠী, বংশ	شُعْبٌ (ج) شُعُوبٌ
এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	গোত্র	قَبِيلَةٌ (ج) قَبَائِلٌ
এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। (২৮:৪)	وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا	দল, গোষ্ঠী, জাতি	شِيَعَةٌ (ج) شِيَعٌ, أَشْيَاعٌ
তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। (৭০:১৩)	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ	স্বজাতি, গোষ্ঠী, বংশ	فَصِيلَةٌ
আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২৬:২১৪)	وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ	ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়স্বজন	عَشِيرَةٌ
হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়। (৬:১৩০)	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ	সম্প্রদায়, জাতি	مَعْشَرٌ
কাজেই এখন তওবা কর স্বীয়	فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارئِكُمْ	সৃষ্টিকর্তা	بَارئٌ

স্রষ্টার প্রতি। (২:৫৪)			
আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৩৮:৭১)	إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ	সৃষ্টিকর্তা, রূপকার	خَالِقٌ، خَالِئٌ (ج) خَالِقُونَ
হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা (১২:১০১)	فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা	فَاطِرٌ
তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা। (৬:১০১)	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, প্রবর্তক	بَدِيعٌ
না আমি সৃষ্টি করেছি? (৫৬:৭২)	أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ	রচনাকারী, সৃষ্টিকারী	مُنشِئٌ (ج) مُنشِئُونَ
তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে। (৫৬:৬২)	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ	সৃষ্টি, সৃজন, সৃষ্টি করা	نَشْأَةٌ

অধ্যায়-২৭

নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও। (২:৫৪)	فَاقتُلُوا أَنْفُسَكُمْ	হত্যা করা; ধ্বংস করা ৮০:১৭	قَتَلَ-يَقْتُلُ (قَتَلَ)
সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে (৭:১২৭)	قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ	গণহত্যা করা	قَتَلَ-يَقْتُلُ (تَقْتِيلٌ)
যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। (৩:১৫২)	إِذْ تَحْسَبُوهُمْ بِأَذْنِهِ	হত্যা করা, নিখর বানানো	حَسَّ-يَحْسُ
অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। (৭:৭৭)	فَعَقَرُوا النَّاقَةَ	হত্যা করা, পায়ের রগ কেটে	عَقَرَ-يَعْقِرُ

আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করেছি। (২-৫৭)	وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ	দেয়া ছায়া দেয়া	ظَلَّلَ - يُظَلِّلُ
অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন। (২৮:২৪)	ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ	ছায়া	ظِلٌّ (ج) ظِلَالٌ
যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। (৭৭:৩১)	لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ	শীতল ছায়া, ছায়াযুক্ত	ظَلِيلٌ
আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে শামিয়ানার মত। (৭:১৭১)	وَإِذْ نَفَعْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ	ছায়াচ্ছন্ন, শামিয়ানা	ظِلَّةٌ (ج) ظُلٌّ
আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করেছি। (২-৫৭)	وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ	মেঘমালা	عَمَامٌ
এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে। (৭:৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا	টেনে আনা মেঘ, মেঘ	سَحَابٌ
তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন? (৫৬:৬৯)	أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ	মেঘ, বৃষ্টিভরা মেঘ	مُزْنٌ
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। (৭৮:১৪)	وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا	বৃষ্টিভরা মেঘ/ মেঘে চাপ সৃষ্টিকারী বায়ু	مُعْصِرَةٌ (ج) مُعْصِرَاتٌ
তারা যখন শান্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল। (৪৬:২৪)	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ	বিস্তারশীল মেঘ, সম্প্রসারণশীল	عَارِضٌ
আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে। (২:৫৮)	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ	প্রবেশ করা; অন্তর্ভুক্ত হওয়া ৮৯:২৯; সহবাস করা ৪:২৩	دَخَلَ - يَدْخُلُ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭:৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ	প্রবেশ করা, অনুপ্রবেশ করা,	وَجَحٍ - يَلِجُ

	الْحَيَاطِ	অন্তর্নিহিত হওয়া	
অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। (১১৩:৩)	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	প্রবেশ করা, সমাগত হওয়া	وَقَبٌ - يِقْبُ
অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (৯০:১১)	فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ	টুকে পড়া, প্রবেশ করা, অতিক্রম করা	افْتَحَمَ - يَفْتَحِمُ
অতঃপর তারা টুকে গেল ঘরের আনাচে কানাচে (১৭:৫)	فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ	টুকে পড়া, সন্ধান করা	جَاسَ - يَجُوسُ
অতঃপর তদ্বারা বাহিনী ভেদ করে যায় (১০০:৫)	فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا	মাঝখানে টুকে পড়া	وَسَطَ - يَسِطُ
তাদেরকে বলা হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (৬৬:১০)	وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ	প্রবেশকারী, দখলকারী	دَاخِلٌ (ج) دَاخِلُونَ
এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। (৩৮:৫৯)	هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ	প্রবেশকারী, প্রবেশমান	مُقْتَحِمٌ
অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন। (২৮:২১)	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا	বের হওয়া, প্রস্থান করা	خَرَجَ - يَخْرُجُ (خُرُوجٌ)
সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? (৬:১২২)	كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا	বহির্গমনকারী	خَارِجٌ
তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে। (২:৫৮)	ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ	শহর, গ্রাম, এলাকা, নগরী	قَرْيَةٌ (ج) قُرَى
এবং এই ভূমিতে আপনি স্বাধীন। (৯০:২)	وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ	শহর, গ্রাম, ভূমি	بَلَدٌ (ج) بِلَادٌ
আমি এই নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (২৭:৯১)	أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ	শহর, গ্রাম, ভূমি	بَلَدَةٌ

এবং শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। (৩৬:১৯)	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ	মদীনা, শহর, নগর	مَدِينَةٌ
তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, অতঃপর নিশ্চয়ই, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা তোমরা চেয়েছিলে। (২:৬১)	اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ	শহর, নগর, গ্রাম	مِصْرٌ

দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক। (২:৫৮)	وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا	দরজা	بَابٌ (ج) أَبْوَابٌ
অতঃপর যালেমরা কথা পাটে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। (২:৫৯)	فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ	পরিবর্তন করা, বিনিময় করা	بَدَّلَ - يُبَدِّلُ (تَبْدِيلٌ)
অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যেন, তাদের পালনকর্তা পরিবর্তন করে দেন এর চাইতেও উত্তম ও ঘনিষ্ঠতর একটি সন্তান। (১৮:৮১)	فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا	বিনিময়ে দেয়া, বদলে দেয়া	أَبَدَّلَ - يُبَدِّلُ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (১৩:১১)	إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ	পরিবর্তন করা	غَيَّرَ - يُغَيِّرُ
অতঃপর তারা বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা জানে। (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ	পরিবর্তন করা, বিকৃত করা	حَرَّفَ - يُحَرِّفُ
আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম। (৩৬-৬৭)	وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ	বিকৃত করা, আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া	مَسَخَ - يَمَسِّحُ

আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। (২৪:৪৪)	يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ	উলটে দেওয়া, পরিবর্তন করা	قَلْبٌ - يُقَلِّبُ
তারা কখনো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (১৭:৫৬)	فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا	পরিবর্তন, স্থানান্তর, রদবদল	حَوْلٌ، تَحْوِيلٌ
তাতে আছে বিশুদ্ধ পানির নহর এবং দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। (৪৭:১৫)	فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ	পরিবর্তন হওয়া	تَغَيَّرَ - يَتَغَيَّرُ
সে বলল, তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা বদলাতে চাও, সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? (২:৬১)	قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ	বদল চাওয়া, বিকল্প চাওয়া	اسْتَبَدَلَ - يَسْتَبْدِلُ (اسْتَبْدَالٌ)
যে কেউ ঈমানের সাথে কুফরকে পরিবর্তন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২:১০৮)	وَمَنْ يَتَّبِدْ لِكُفْرٍ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ	বিনিময় করা, বদল করা, পরিবর্তন করা	تَبَدَّلَ - يَتَبَدَّلُ
জালিমদের জন্য কতইনা নিকৃষ্ট বিনিময়। (১৮:৫০)	بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا	পরিবর্তন, বিনিময়, বদল	بَدَلٌ
তঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নাই। (১৮:২৭)	لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ	পরিবর্তনকারী, রূপান্তরকারী	مُبَدِّلٌ
এটি এই জন্য যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না, সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই তা পরিবর্তিত করে	ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا	পরিবর্তনকারী, রূপান্তরকারক	مُغَيِّرٌ

দেয়। (৮:৫৩)	بِأَنْفُسِهِمْ		
আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল। (২:৬০)	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ	পানি চাওয়া, বৃষ্টি চাওয়া	اسْتَسْقَىٰ - يَسْتَسْقِي
অতঃপর তিনি তাদের পানি পান করালেন। (২৮:২৪)	فَسَقَىٰ لَهُمَا	পানি পান করানো; সেচ দেয়া ২:৭১	سَقَى - يَسْقِي (سُقِيَ، سَقَايَةً)
যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দক্ষ করবে। (১৮:২৯)	وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاتُوا مِمَّا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ	পানি দিয়ে সাহায্য করা, ফরিয়াদ কবুল করা	أَعَاتٌ - يُعَيْتُ
তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। (৭২:১৬)	لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا	পানি দেয়া, পান পান করানো	أَسْقَى - يُسْقِي
এবং তার উপর বর্ষণ করলাম পোড়া-মাটির কাঁকর স্তরের উপর স্তর। (১১:৮২)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ	বর্ষণ করা, বৃষ্টিবর্ষণ করা	أَمْطَرَ - يُمِطِرُ
এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে (৪৬:২৪)	قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا	বর্ষণকারী, বৃষ্টিদাতা	مُطِرٌ
তখন আমি বললাম, স্বীয় লাঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। (২:৬০)	فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ	লাঠি	عَصَا (ج) عِصِيٌّ
মাটির প্রাণী তার লাঠি খেতে থাকে। (৩৪:১৪)	دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ	লাঠি	مِنْسَأَةٌ
প্রত্যেক লোকসকল তাদের পানি পানের স্থান চিনে নিলো। (২:৬০)	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ	পানি পানের স্থান	مَشْرَبٌ (ج)

	مَشْرَبُهُمْ		مَشَارِبُ
এবং সেটা অতীব নিকৃষ্ট অবতরণস্থল। (১১:৯৮)	وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ	অবতরণস্থল, জলাশয়ের ঘাট; তৃষগর্ত ১৯:৭৬	وَرْدٌ
এবং সেটা অতীব নিকৃষ্ট অবতরণস্থল। (১১:৯৮)	وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ	অবতরণস্থল, জলাশয়ের ঘাট	مَوْزُودٌ

অধ্যায়-২৮

আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর। (২:৬০)	كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ	পান করা	شَرِبَ-يَشْرَبُ (شُرِبَ)
টোকে গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। (১৪:১৭)	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ	টোকে টোকে গেলা, কষ্ট করে পান করা	يَتَجَرَّعُ-يَتَجَرَّعُ
কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত করা হয়েছিল। (২:৯৩)	وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ	পান করানো, সিঞ্চিত করা	أُشْرِبُ-يُشْرِبُ
এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্দিষ্ট এক দিনের। (২৬:১৫৫)	وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ	পান করার পালা, পানের সময়	شَرِبٌ
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। (৪৭:১৫)	خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى	পানকারী	شَارِبٌ (ج) شَارِبُونَ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫:৫)	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ	ভক্ষিত, ভোজ্য, খাদ্য	مَا كُؤُلٌ

	مَا أَكُولِ		
কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্ত্রসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়। (২:৬১)	فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ	উৎপন্নকরা	أُنْبِتَ - يُنْبِتُ
আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২৩:২০)	تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلَّا كِلَيْنِ	জন্মানো, গজানো, অঙ্কুরিত হওয়া	نَبَتَ - يَنْبِتُ

তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। (২:৬১)	فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ	চাওয়া, কামনা করা; জানতে চাওয়া, প্রশ্ন করা ২:১৮৬	سَأَلَ - يَسْأَلُ (سُؤْلٌ، سُؤَالٌ)
তারা জান্নাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৭৪:৪০)	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ	পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা	تَسَاءَلُوا - يَتَسَاءَلُونَ
আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? (৩৭:১১)	فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا	জানতে চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা, ব্যাখ্যা চাওয়া, সমাধান চাওয়া	اسْتَفْتَى - يَسْتَفْتِي
আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? (১০:৫৩)	وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ	সংবাদ জানতে চাওয়া	اسْتَنْبَأَ - يَسْتَنْبِئُ
তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল। (২৭:৫৬)	كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ	সাড়া, উত্তর, জবাব	جَوَابٌ
বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন। (২৭:৬২)	أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ	উত্তর দেয়া, সাড়া দেয়া	أَجَابَ - يُجِيبُ
তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম। (২১:৭৬)	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ	সাড়া দেয়া; আনুগত্য করা	اسْتَجَابَ -

		৪২:১৬	يَسْتَجِيبُ
আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (১১:৬১)	إِنَّ رَّبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ	সাড়া দানকারী, কবুলকারী	مُجِيبٌ
এবং তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা। (২:৬১)	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ	অপমান, লাঞ্ছনা	ذِلَّةٌ
যারা অপরাধ করছে, অতিসত্ত্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর আপত্তি হবে লাঞ্ছনা। (৬:১২৪)	سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ	লাঞ্ছনা, অপমান, তুচ্ছতা, গঞ্জনা	صَغَارٌ
সে অপমান সহ্য করে তাকে আগলে রাখবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। (১৬:৫৯)	أَيْمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ	লাঞ্ছনা, অপমান, বেইজ্জতি	هُونٌ
তাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা। (৫:৩৩)	هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا	অপমান, লাঞ্ছনা, ধিক্কার, হেনস্থা	خِزْيٌ
নিশ্চয়ই যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। (৪:১৩৯)	فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا	ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, শক্তি	عِزَّةٌ
এবং তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা। (২:৬১)	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ	দারিদ্র্য	مَسْكَنَةٌ
শয়তান তোমাদেরকে অভাব দারিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (২:২৬৮)	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ	দারিদ্রতা, দারিদ্র, দৈন্য	فَقْرٌ
আর যদি তোমরা দারিদ্রতার আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। (৯:২৮)	وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ	অভাব, দারিদ্র্য, দারিদ্রতা, নিঃস্বতা	عَيْلَةٌ
সন্তানদেরকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করো না। (৬:১৫১)	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ	দারিদ্র, অভাব	إِمْلَاقٌ

	إِمْلَاقٍ		
যারা স্বচ্ছলতায় ও দুরাবস্থার সময় ব্যয় করে। (৩:১৩৪)	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	দুরাবস্থা, অসুবিধা, সংকট	ضَرَاءٌ
এবং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (৫৯:৯)	وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ	চরম অভাব, স্বতন্ত্র চাহিদা, ক্ষুধা, দৈন্য	خَصَاصَةٌ
অথবা ধূলি-ধুসরিত মিসকীনকে। (৯০:১৬)	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ	নিঃস্বতা, ধূলি ধুসরিত অবস্থা	مَتْرَبَةٌ
যারা স্বচ্ছলতায় ও দুরাবস্থার সময় ব্যয় করে। (৩:১৩৪)	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	সচ্ছলতা	سَرَاءٌ
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী। (২৪:২২)	أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ	প্রাচুর্য, প্রশস্ততা	سَعَةٌ
তাকে সুখভোগ করতে দেই দুঃখ কষ্টের পরে। (১১:১০)	أَذِقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ	অনুগ্রহ, স্বচ্ছলতা	نَعْمَاءٌ
যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত দেখবে। (২:২৮০)	وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ	স্বচ্ছলতা, সহজসাধ্যতা	مَيْسَرَةٌ
তারা আল্লাহর রোযানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। (২:৬১)	وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ	অর্জন করা, উপযুক্ত হওয়া, প্রত্যাবর্তন করা	بَاءٌ-يَبُوءُ
ভাল যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। (৪:৭৯)	مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ	আপতিত হওয়া, পৌঁছা, পেয়ে বসা, অর্জন করা	أَصَابٌ-يُصِيبُ
নিশ্চয়ই তাদের যা স্পর্শ করবে তাকেও তা স্পর্শ করবে। (১১:৮১)	إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ	স্পর্শকারী, আক্রান্তকারী	مُصِيبٌ

তারা আল্লাহর রোযানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। (২:৬১)	وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ	ক্রোধ, রাগ	غَضَبٌ (غَضِبَ - يَغْضَبُ)
যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে। (৩:১৩৪)	وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	রাগ, রোষ, ক্রোধ	غَيْظٌ (غَاطَ - يَغِيظُ)
যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে। (৩:১৬২)	كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ	অসন্তুষ্টি, নাখোশ, অসন্তোষ, ক্ষোভ, ক্রোধ	سَخَطٌ (سَخَطَ - يَسْخَطُ)
এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। (৪৭:২৮)	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسَخَطَ اللَّهُ	বিরক্ত করা, রাগানো, রুগ্ন করা	أَسَخَطَ - يُسَخِطُ
যখন আমাকে ক্ষুদ্র করল তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। (৪৩:৫৫)	فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم	মর্মজ্বালা বাড়ানো, ক্ষুদ্র করা, মর্মান্বিত করা	آسَفَ - يُؤْسِفُ
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হল। (৯৮:৮)	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	সন্তুষ্ট হওয়া	رَضِيَ - يَرْضَى (رِضْوَانٌ)
তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে। (৯:৮)	يُرِضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ	তুষ্ট করা, সন্তুষ্ট করা	أَرْضَى - يُرِضِي
তারা ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। (২:২৬৫)	يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ	সন্তুষ্টি	مَرْضَاتٌ

অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে। (৬৯:২১)	فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ	সন্তুষ্টচিত্ত, আত্মতুষ্ট, সন্তুষ্ট, খুশি, সুখী	رَاضِيَةٌ
এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। (২:৬১)	وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ	পয়গম্বর, দূত	نَبِيٍّ (ج) نَبِيُونَ ، أَنْبِيَاءُ
তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। (৯:১২৮)	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ	পয়গম্বর, বার্তাবাহক, দূত	رَسُولٌ (ج) رُسُلٌ
তারা বলেঃ আপনি প্রেরিত হননি। (১৩:৪৩)	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا	প্রেরিত	مُرْسَلٌ (ج) مُرْسَلُونَ (مُرْسَلَاتٌ)
তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। (২:৬১)	ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ	অবাধ্যতা করা	عَصَى - يَعْصِي (عِصْيَانٌ، مَعْصِيَةٌ)
নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাক্ষিতদের অন্তর্ভুক্ত। (৫৮:২০)	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ	বিরোধিতা করা	حَادًّا - يُحَادُّ
যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (২৪:৬৩)	فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ	বিরোধিতা করা, মতবিরোধ করা	خَالَفَ - يُخَالِفُ (خِلَافٌ)

	أَلَيْمٌ		
যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো। (৪:৩৪)	وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ	অবাধ্যতা, বিদ্রোহ, অমান্যতা	نُشُوزٌ
এবং তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (২৫:৬০)	وَزَادَهُمْ نُفُورًا	দ্বेष, দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা	نُفُورٌ
তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে। (৩৩:৩১)	وَمَنْ يَفْتَنُكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ	অনুগত হওয়া; একাগ্রচিত্ত হওয়া	فَتَنٌ - يَفْتَنُ
তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছাল, যার তাদের মূর্তিগুলোর নিকট অবস্থান করছিল। (৭:১৩৮)	فَأْتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ	অবস্থান করা, নিবেদন করা	عَكَفٌ - يَعْكُفُ
তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে। (৪৭:২১)	طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ	আনুগত্য, বশ্যতা	طَاعَةٌ

অধ্যায়-২৯

তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। (২:৬১)	ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ	সীমালংঘন করা	إِعْتَدَى - يَعْتَدِي
অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে। (৭৯:৩৭)	فَأَمَّا مَنْ طَعَى	অবাধ্য হওয়া, সীমালংঘন করা, বিদ্রোহী হওয়া	طَعَى - يَطْعَى
হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। (৪:১৭১)	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ	বাড়াবাড়ি করা, সীমালংঘন করা, অতিরঞ্জিত করা	غَلَا - يَغْلُو
অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার	فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا	সীমালংঘন করা,	أَشْطَ - يُشِطُّ

করুন, বাড়াবাড়ি করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (৩৮:২২)	تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ	অতিরঞ্জিত করা, সীমা ছাড়ানো	
যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করত। (৪২:২৭)	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْأَرْضِ	সীমালঙ্ঘন করা, বিদ্রোহ করা; কামনা করা ৯:৪৭	بَعَى - يَبْعِي
এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম। (২:৬৩)	وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ	উঁচু করা, উপরে উঠানো, মর্ষাদা দেয়া	رَفَعَ - يَرْفَعُ
আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে। (৭:১৭১)	نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ	উত্তোলন করা, তুলে ধরা	نَتَقَ - يَنْتَقِي
আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই। (২:২৫৯)	وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا حَمًا	উঁচু করা, দাঁড় করানো, কাঠামো তৈরি করা	أَنشَرَ - يُنشِرُ
তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে। (২:৬৩)	خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ	দৃঢ়তা, শক্তি	قُوَّةٌ (ج) فُؤَى
হে আমাদের রব! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা দিওনা, যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নাই। (২:২৮৬)	رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	সাধ্য, ক্ষমতা, সামর্থ্য	طَاقَةٌ
তিনি মহাশক্তিশালী। (১৩:১৩)	هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ	কৌশল, কঠোর শক্তি, প্রচণ্ড শক্তি	مِحَالٌ
আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাসালী। (৫১:৪৭)	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ	শক্তি, বল, সাহায্য	أَيْدٍ
তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। (২০:৩১)	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي	শক্তি, বল, সক্ষমতা	أَزْرٌ

সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। (৫৩:৬)	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ	শক্তি, ক্ষমতা, বল, দৃঢ়তা	مِرَّةٌ
তাদের কারণে তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। (২৯:৩৩)	وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا	শক্তি, ক্ষমতা, সক্ষমতা, মনোবল	ذَرْعٌ
অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল। (৫১:৩৯)	فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ	ক্ষমতা, সাহায্য, খুঁটি	رُكْنٌ
তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। (২:৬৪)	ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ	বিমুখ হওয়া দায়িত্ব নেয়া ২৪:১১; বন্ধু বানানো ৫:৫৬	تَوَلَّىٰ - يَتَوَلَّىٰ
অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (৩২:৩০)	فَاعْرَضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُّنتَظِرُونَ	বিমুখ হওয়া, মুখ ফিরানো, অবজ্ঞা করা	أَعْرَضَ - يُعْرِضُ (إِعْرَاضٌ)
সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল। (৭০:১৭)	تَدْعُو مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ	পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, পিছু হটা, বিমুখ হওয়া	أَدْبَرَ - يُدْبِرُ (إِدْبَارٌ)
অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। (৩১-১৮)	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ	মুখ ফিরানো, মুখ ঘুরানো	صَعَّرَ - يُصَعِّرُ
আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং এড়িয়ে চলে। (৬:১৫৭)	كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا	পাশ কেটে যাওয়া, পার্শ্ববরণ করা	صَدَفَ - يَصْدِفُ
জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট হতে লুকাতে পারে। (১১:৫)	أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ	পার্শ্ব ফেরা, বাঁকা হওয়া, ভাজ করা	ثَنَى - يَثْنِي
তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়। (৬৩-৫)	لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ	বাঁকা করা, হেলানো	لَوَّى - يَلْوِي
আমি আমার মুখ ফিরালাম এমন একজনের দিকে যিনি যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ	মুখ করা	وَجَّهَ - يُوجِّهُ

করেছেন। (৬:৭৯)	وَالْأَرْضَ		
যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৮:২২)	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	মুখ করা, মুখ ফিরানো, অভিমুখী হওয়া	تَوَجَّهَ- يَتَوَجَّهُ
কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধবংস হয়ে যেতে। (২:৬৪)	فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ	অনুগ্রহ, দয়া; মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ৭:৩৯	فَضْلٌ
যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। (১৬:১৮)	وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا	অনুগ্রহ, দান, কৃপা	نِعْمَةٌ (ج) أَنْعَمَ ، نِعَمٌ
অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৩:৫৫)	فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ	অনুগ্রহ, দান করুণা, সম্পদ, নেয়ামত	آيَاءُ
তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। (১১:৭৩)	رَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَيْكُمْ	বরকত, আশীর্বাদ, প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত	بَرَكَاتٌ (ج) بَرَكَاتٌ
কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধবংস হয়ে যেতে। (২:৬৪)	فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ	দয়া, অনুকম্পা	رَحْمَةٌ (رَحِمَ- يَرْحَمُ)
পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (৯০:১৭)	وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ	দয়া, অনুগ্রহ	رُحْمٌ، مَرَحِمَةٌ
আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। (৫৭:২৭)	وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً	কোমলতা, মমতা, মায়া	رَأْفَةٌ

এবং নিজের পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। (১৯:১৩)	وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَرِكَاءَ	কোমলতা, স্নেহ মমতা, ভালোবাসা, অনুরাগ, আগ্রহ	حَنَانٌ
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (১২:৮৭)	وَلَا تَيَاسُوا مِن رَّوْحِ اللّٰهِ	অনুগ্রহ, দয়া; স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ৫৬:৮৯	رَوْحٌ
এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। (৩৩:৬৮)	وَالْعَنُتَهُم لَعْنًا كَبِيرًا	অভিশাপ, বদ দু'আ, লানত	لَعْنَةٌ، لَعْنٌ (لَعْنٌ - يَلْعَنُ)
সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের ও। (২:১৫৯)	أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ	অভিশাপকারী	لَا عِنتَ (ج) لَا عِنُونَ
আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (২:৬৫)	فَعُلْنَا لَهُمْ كُفُورًا يَّزِيدًا خَاسِئِينَ	ধিকৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অক্ষম	خَاسِئِينَ (ج) خَاسِئُونَ
এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (২৫:৬৯)	وَيَخُذُ فِيهِ مَهَانًا	লাঞ্ছিত	مُهَانٌ
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। (৭:১৮)	قَالَ اٰخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا	ঘৃণিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত	مَذْمُومٌ
আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিস্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (২৭:৩৭)	وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا اَذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ	হেয়, লাঞ্ছিত, তুচ্ছ, অপমানিত	صَاغِرٌ (ج) صَاغِرُونَ
বল, হ্যাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিত। (৩৭:১৮)	قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ	অপমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত	دَاخِرٌ (ج) دَاخِرُونَ

তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম। (২০:১৩৪)	فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَتُخْزَىٰ	লাঞ্ছিত হওয়া, ধিকৃত হওয়া, লাজ্জিত হওয়া	خَزِيٍّ-يُخْزَىٰ
তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম। (২০:১৩৪)	فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذِلَّ وَتُخْزَىٰ	অপমানিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া	ذَلٌّ-يَذِلُّ (ذُلٌّ)
তিনি বলবেনঃ তোমরা এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক। (২৩:১০৮)	قَالَ احْسَبُوا فِيهَا	লাঞ্ছিত হওয়া, অপদস্থ হওয়া	حَسِيٍّ-يُحْسَأُ
অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৩২:৮)	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ	তুচ্ছ, হীন, নীচ	مَهِينٌ
কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে পেছনে ফেলে রেখেছ। (১১:৯২)	أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا	পশ্চাতে নিষ্কিণ্ড বস্তু, তুচ্ছবস্তু, ফেলনা	ظَهْرِيٌّ
আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (২:৯০)	وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ	অপমানজনক, লাঞ্ছনাদায়ক	مُهِينٌ
এবং ধন-ভান্ডার ও সম্মানজনক স্থান। (২৬:৫৮)	وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ	সম্মানিত, মহান, দানশীল	كَرِيمٌ (ج) كِرَامٌ
ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত। (৩:৪৫)	وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ	সম্মানিত	وَجِيهَةٌ
বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২১:২৬)	بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ	সম্মানিত	مُكْرَمٌ (ج) مُكْرَمُونَ
এটা লিখিত আছে সম্মানিত। (৮০:১৩)	فِي صُحُفٍ مُكْرَمَةٍ	সম্মানিত	مُكْرَمَةٌ
সম্মানিত কোরআনের শপথ। (৫০:১)	وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ	মহান, সম্মানিত	مَجِيدٌ

এবং আল্লাহতীরুদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। (২:৬৬)	وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ	উপদেশ	مَوْعِظَةٌ (وَعِظًا - يَعِظُ)
এবং আমার উপদেশ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না। (১১:৩৪)	وَلَا يَنْفَعُكُمُ نُصْحِي	নসীহত, উপদেশ	نُصْحٌ (نَصَحَ - يَنْصَحُ)
তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (২৬:১৩৬)	سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ	উপদেশদাতা	وَاعِظٌ (ج) وَاعِظُونَ
আমি তোমাদের বিশ্বস্ত উপদেশদাতা। (৭:৬৮)	وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ	নসীহতকারী, উপদেশদাতা	نَاصِحٌ (ج) نَاصِحُونَ

অধ্যায়-৩০

আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২:৬৭)	قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ	আশ্রয় চাওয়া	عَادَ - يُعُوذُ (مَعَاذُ)
আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে। (৯:৬)	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ	আশ্রয় চাওয়া, প্রতিবেশী হতে চাওয়া	اسْتَجَارَ - يَسْتَجِيرُ
যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (৪১:৩৬)	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ	আশ্রয় প্রার্থনা করা, পানাহ চাওয়া	اسْتَعَاذَ - يَسْتَعِذُّ
তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিপ্লেষণ করা হয়। (২:৬৮)	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ	ব্যাখ্যা করা, স্পষ্ট করা	بَيَّنَّ - يُبَيِّنُ

আমি শ্রেষ্ঠ, এই ব্যক্তি থেকে, যে তুচ্ছ এবং কথা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৪৩:৫২)	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ	স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা	أَبَانَ - يُبِينُ
যতক্ষণ না তাদের জন্য স্পষ্ট হয় যে, এটি সত্য। (৪১:৫৩)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَوَاقِ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي الْأَسْبَابِ	স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া	تَبَيَّنَ - يَتَبَيَّنُ
আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি-যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (৬:৫৫)	وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ	স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া	اسْتَبَانَ - يَسْتَبِينُ
দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি অতঃপর তারা বিমুখ হচ্ছে। (৬:৪৬)	انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ	বিশদবিবরণ দেওয়া; পরিবর্তন করা ২:১৬৪	صَرَّفَ - يُصَرِّفُ (تَصْرِيفٌ)
আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌঁছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। (৭:৫২)	وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ	পৃথক পৃথক করে বলা, ব্যাখ্যা করা, বিস্তারিত বলা	فَصَّلَ - يُفَصِّلُ (تَفْصِيلٌ)
আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (১২:৪৩)	أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ	ব্যাখ্যা বিশারদ হওয়া, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া	عَبَّرَ - يَعْبُرُ
আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (১২:৪৩)	أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ	সমাধান দেওয়া, উত্তর দেওয়া, ব্যাখ্যা দেওয়া	أَفْتَى - يُفْتِي
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়। (২:৬৮)	لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ	বৃদ্ধ	فَارِضٌ
আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৮:২৩)	وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ	বৃদ্ধ, বুড়ো, বর্ষীয়ান,	شَيْخٌ (ج) شَيْوخٌ

অতএব, তোমরা কিরাপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিব বৃদ্ধ। (৭৩:১৭)	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا	বয়স্কব্যক্তি বৃদ্ধ, শুভ্রকেশী, প্রবীণ	شَيْبٌ
সে বলল হায়! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। (১১:৭২)	قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا	অকর্মণ্য অক্ষম বৃদ্ধা, বয়স্কা নারী	عَجُوزٌ
কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না, এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; যা লিখিত আছে কিতাবে তা ছাড়া। (৩৫:১১)	وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ	দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্ত, দীর্ঘজীবী	مُعَمَّرٌ
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়। (২:৬৮)	لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ	অল্পবয়সী, বালিকা, কুমারী	بِكْرٌ (ج) أَبْكَارٌ
আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৯:১২)	وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا	শিশুবাচ্চা, শিশু, শৈশব	صَبِيٌّ
সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২:২৪)	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ هُمْ	বালক, ভৃত্য, ছেলে	غِلْمَانٌ (ج) غِلْمَانٌ
সে বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি। (২৬:১৮)	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا	শিশু; সন্তান; কিশোর সেবক ৫৬:১৭	وَلِيدٌ (ج) وِلْدَانٌ
মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। (২:২৩৩)	لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا	সন্তান; বংশধর; ছেলে ১২:২১	وَلَدٌ (ج) أَوْلَادٌ
তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا	শিশু, বাচ্চা, নাবালেগ	طِفْلٌ (ج) أَطْفَالٌ

শিশুরূপে। (৪০:৬৭)	এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। (৩১:৩৩)	وَإِحْشَوْا يَوْمًا لَا يُجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا	শিশু, নবজাতক, সন্তান	مَوْلُودٌ
এই দুইয়ের মধ্যবয়সী। (২:৬৮)	আর তিনি লোকদের সাথে কথা বলবেন দোলনায় এবং বার্ষিক্যকালে। (৩-৪৬)	عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ	মধ্যবয়সী	عَوَانٌ
অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর। (৪০:৬৭)	আর তিনি লোকদের সাথে কথা বলবেন দোলনায় এবং বার্ষিক্যকালে। (৩-৪৬)	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا	প্রাপ্তবয়স্ক, প্রৌড়	كَهْلٌ
তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? (২:৬৯)	অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর। (৪০:৬৭)	ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ	সাবালকত্ব; পূর্ণযৌবন; পূর্ণশক্তি	أَشُدُّ
আল্লাহর দীন এর চাইতে উত্তম দীন আর কার হতে পারে? (২:১৩৮)	তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? (২:৬৯)	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا	রঙ	لَوْنٌ (ج) أَلْوَانٌ
নিশ্চয়ই গরুটি আমাদের অনুরূপ। (২:৭০)	আল্লাহর দীন এর চাইতে উত্তম দীন আর কার হতে পারে? (২:১৩৮)	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً	রঙ, চিত্রকলা, ধর্মমত, দীন	صِبْغَةٌ
অথচ তাদেরকে ধাঁধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। (৪:১৫৭)	নিশ্চয়ই গরুটি আমাদের অনুরূপ। (২:৭০)	إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا	অনুরূপ হওয়া	تَشَابَهُ-يَتَشَابَهُ
এরা অনুকরণ করে পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার মত। (৯:৩০)	অথচ তাদেরকে ধাঁধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। (৪:১৫৭)	وَلَكِنْ شِبْهَهُ هُمْ	অনুরূপ করা, সদৃশ করা	شِبْهَهُ-يُشْبِهُهُ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	এরা অনুকরণ করে পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার মত। (৯:৩০)	يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ	অনুরূপ করা, অনুকরণ করা	ضَاهَاءً-يُضَاهِي
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	ব্যবহৃত, পালিত, বশীভূত	ذُلُولٌ (ج) ذُلٌّ

যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	চাষকরা, লাঙল দেয়া; উড়ানো ১০০:৪; চালনা করা	أَثَارٌ - يُثِيرُ
তোমরা কি দেখেছ যে বীজ তোমরা বপন কর? (৫৬:৬৩)	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ	ফসল ফলানো, বীজ বপন করা	حَرَثٌ - يَحْرُثُ
তিনি বললেন তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ করবে। (১২:৪৭)	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا	চাষাবাদ করা, ফসল ফলানো	زَرْعٌ - يَزْرَعُ
চাষীকে অভিভূত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। (৪৮:২৯)	يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ	চাষী, কৃষক	زَارِعٌ (ج) زُرَّاعٌ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	ক্ষেত, শস্যক্ষেত্র, ফসল	حَرْثٌ
যেটি নিষ্ফলক, নিখুঁত। (২:৭১)	مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا	নিষ্ফলক, ত্রুটিমুক্ত; অপণীয় ৪:৯২	مُسَلَّمَةٌ
যেটি নিষ্ফলক, নিখুঁত। (২:৭১)	مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا	দাগ, দোষ, খুঁত	شِيَةٌ
তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না (৬৭:৩)	مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ	অসামঞ্জস্যতা, গরমিল	تَفَاوُتٌ
যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। (২:৭২)	إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا	একে অন্যকে দোষারোপ করা, দোষ চাপানো	تَدَارَأٌ (إِدْرَأٌ) - يَتَدَارَأُ
আল্লাহ প্রকাশকারী যা তোমরা গোপন করছিলে। (২:৭২)	وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ	বাহিরকারী, প্রকাশকারী	مُخْرِجٌ
শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا	টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে যে	نَازِعَةٌ (ج)

(৭৯:১)			نَارِعَاتُ
যা চামড়া খসিয়ে দিবে (৭০:১৬)	نَزَاعَةً لِّلسَّوَىٰ	যা চামড়া তুলে ফেলে	نَزَاعَةٌ
এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। (১৭:৮০)	وَأُخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ	নিষ্কাশিত, বহিস্কৃত, বিনিঃসৃত	مُخْرَجٌ (ج) مُخْرَجُونَ
সম্মান জনক স্থান। (৪-৩১)	مُدْخَلًا كَرِيمًا	প্রবিষ্ট, প্রবেশপথ	مُدْخَلٌ

অধ্যায়-৩৫

অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। (২:৭৪)	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ	শক্ত হওয়া, কঠিন হওয়া, পাষণ হওয়া	قَسًا-يَفْسُو
পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। (২:৭৪)	كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	কঠিনতা, কাঠিন্য	قَسْوَةٌ
তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। (৯:১২৩)	وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً	কঠোরতা, দৃঢ়তা, রুঢ়তা, নির্দয়তা	غِلْظَةٌ
যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং শক্ত হৃদয়। (২২:৫৩)	فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ	শক্ত, পাষণ	قَاسِيَةٌ
জেনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (৫:৯৮)	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ	কঠিন, কঠোর; শক্তিশালী, মজবুত; প্রবল, ভীষণ, প্রচণ্ড	شَدِيدٌ (ج) شِدَادٌ، أَشَدَّاءُ
তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন। (৬৯:১০)	فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةً	প্রচণ্ড, ভীষণ; বাড়ন্ত, বর্ধনশীল স্ফীত ১৩:১৭	رَابٍ، رَابِيَةٌ

কসম নির্মমভাবে (কাফিরদের রূহ) উৎপাটনকারীদের। (৭৯:১)	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا	প্রচণ্ড, ভীষণ, নির্মম	غَرْقٌ
তিনি বললেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (১১:৭৭)	وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ	সঙ্কটপূর্ণ, বিপদসংকুল, ভীষণ কঠিন	عَصِيبٌ
অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠোর পাকড়াও করেছি। (৭৩:১৬)	فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً	ভীষণ, কঠোর	وَبِيلاً
ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্জাবায়ুতে। (৬৯:৬)	فَأَهْلِكُوا بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	অবাধ্য, প্রচণ্ড, অশিষ্ট, ভীষণ	عَاتِيَةٍ
তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে। (১৬:৩৮)	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ	কঠোর, পাকাপোক্ত, শক্ত, জোর	جَهْدٌ
আর প্রতিজ্ঞাগুলো ভঙ্গ করো না সেগুলোর পাকাপাকির পরে (১৬:৯১)	وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا	পাকাপোক্ত, মজবুত, জোর	تَوْكِيدٌ
এবং নিশ্চয়ই এদের মাঝে এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়। (২:৭৪)	وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ	বিদীর্ণ হওয়া	نَشَقٌّ - يَنْشَقُّ، يَشَقُّ
কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (৫৪:১)	أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ	ফেটে যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া	إِنْشَقٌّ - يَنْشَقُّ
এতে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে। (১৯:৯০)	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ	বিদীর্ণ হওয়া, ভেঙে পড়া	تَفَطَّرٌ - يَتَفَطَّرُ
সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৩০:৪৩)	يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ	বিভক্ত হওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া; টুকরো হওয়া; মাথাব্যথা করা,	تَصَدَّعٌ - يَتَصَدَّعُ (يَصَّدَعُ)

		মাথাধরা ৫৬:১৯	
যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৮২:১)	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ	বিদীর্ণ হওয়া	انْفَطَرَ - يَنْفَطِرُ
ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (৬৭:৮)	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْعَيْظِ	ফেটে পড়া, ছিন্নভিন্ন করা	تَمَيَّزَ - يَتَمَيَّزُ
ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (২৬:৬৩)	فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ	বিদীর্ণ হওয়া, চিরে যাওয়া	انْفَلَقَ - يَنْفَلِقُ
এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (৮০:২৬)	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا	চিরে ফেলা, বিদীর্ণ করা; কষ্ট দেয়া, কঠোরতা করা ২৮:২৭	شَقَّ - يَشُقُّ (شَقًّا)
যখন আকাশ ফাটল সৃষ্টি করা হবে। (৭৭:৯)	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ	বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা, ফাঁক করা	فَرَجَّ - يَفْرُجُ
তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (৫৯:২১)	لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ	চৌচির, বিদীর্ণমান	مُتَصَدِّعٌ
এবং বিদীর্ণমান পৃথিবীর। (৮৬:১২)	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ	বিদীর্ণ, ফাটল	صَدَعٌ
আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৬৩:৭)	فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ	ফাটল, ক্রটি, চিড়	فُطُورٌ
সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৭৩:১৮)	السَّمَاءِ مُنْفَطِرٍ بِهِ	বিদীর্ণ	مُنْفَطِرٌ
আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (২:৭৪)	وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِمَا تَعْمَلُونَ	বেখেয়াল, উদাসীন	عَافٍ (ج) عَافِلُونَ (عَافِلَاتٌ)

কাফেররা চায়, যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে উদাসীন হও, তাহলে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে। (৪:১০২)	وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً	গাফেল হওয়া, উদাসীন হওয়া	عَقْلٌ - يَغْفُلُ (عَقْلَةٌ)
যারা তাদের স্বলাত সম্বন্ধে উদাসীন। (১০৭:৫)	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	উদাসীন, অন্যমনস্ক, অমনোযোগী	سَاهٍ (ج) سَاهُونَ
আপনি তার অনুসরণ করবেন না যার অন্তর কে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি। (১৮:২৮)	وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَحْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا	গাফেল করা, উদাসীন বানানো	أَعْفَلٌ - يُعْفَلُ
ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপ্ত থাকুক (১৫:৩)	ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ	উদাসীন বানানো, গাফেল করা	أَلْهَى - يُلْهِى
আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন (৮০:১০)	فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى	উদাসীন হওয়া, অনীহ হওয়া	تَلَهَّى - يَتَلَهَّى
তাদের অন্তরসমূহ উদাসীন (২১:৩)	لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ	উদাস, অন্যমনস্ক	لَاهِيَةً
আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৮০:৬)	فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى	কথার প্রতি উদগ্রীব হওয়া, মনোনিবেশ করা	تَصَدَّى - يَتَصَدَّى
আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব। ২৫:২৩	وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ	মনোনিবেশ করা, আসা, ফেরা	قَدِمَ - يَقْدِمُ
তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? (২:৭৫)	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ	আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা	طَمِعَ - يَطْمَعُ (طَمَعٌ)

আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। (২৮:৮৬)	وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ	আশা করা, কামনা করা	رَجَا-يَرْجُو
তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৬২:৬)	فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ	আশা করা, কামনা করা	تَمَى-يَتَمَّى
যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (৩০:১২)	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ	নিরাশ হওয়া, নিষ্পূহ হওয়া, হতভম্ব হওয়া	أَبْلَسَ-يُبْلِسُ
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (৩৯:৫৩)	لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া	قَنَطَ-يَقْنَطُ
আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। ৫:৩	الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া	يَئَسَ-يَيْئَسُ
অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পরামর্শের জন্যে একান্তে বসল। (১২:৮০)	فَلَمَّا اسْتِئْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া	اسْتِئْأَسَ- يَسْتِئْأَسُ
তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত। (২:৭৫)	وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ	দল	فَرِيقٌ
তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। (৩:১৫৫)	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ	দল, বাহিনী	جَمَعَ
তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ, যেন দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে। (৯:১২২)	مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ	ভিন্নদল, বিভাগ, সম্প্রদায়, জামাত, অংশ	فِرْقَةٌ
নিশ্চয় এরা ক্ষুদ্র একটি দল। (২৬:৫৪)	إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ	ক্ষুদ্র দল, বাহিনী, জামাত	شِرْذِمَةٌ

নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা নিয়ে এসেছিল, তারা তোমাদেরই একটি দল। (২৪:১১)	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ	দল, সংঘ, সম্প্রদায়, জাতি,	عُصْبَةٌ
আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯:৯)	وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا	দল, শ্রেণী, জামাত,	طَائِفَةٌ
কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল। (৮:১৯)	وَلَنْ تُغْنِيَّ عَنْكُمْ فِئْتُمَا شَيْئًا	দল, জামাত, বাহিনী, সম্প্রদায়	فِيئَةٌ
আপনার পরিবার না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাত করতাম। (১১:৯১)	وَأَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجْمْنَاكَ	পরিবার, সম্প্রদায়, দল	رَهْطٌ
বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল শ্রবণ করেছে। (৭২:১)	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ	কাফেলা, দল, জামাত	نَفَرٌ، نَفِيرٌ
একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। (৫৬:১৩)	ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ	দল, জামাত, কাফেলা, অনেক	ثُلَّةٌ
আর যখন আল্লাহ তা'আলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দন্ডায়মান হল, তখন সকলে তার কাছে ভিড় জমাল। (৭২:১৯)	وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا	ভিড়	لِيَدَّةٌ (ج) لِيَدٌ
শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৩৬:৬২)	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا	প্রকাণ্ড দল, জাতি, সৃষ্টি	جِبِلٌّ، جِبَلَةٌ
অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের	فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ	মিশ্রিত দল	لَفِيفٌ

কে দলে দলে উপস্থিত করা হবে। (১৭:১০৪)	جِنْنَا بِكُمْ لَفِيْقًا		
পৃথক পৃথক কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৪:৭১)	فَانْفِرُوا نُبَاتٍ اَوْ اِنْفِرُوا جَمِيْعًا	পৃথক পৃথক, আলাদা	نُبَاتٌ (ج)
কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩৯:৭১)	وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا	দল, জামাতবদ্ধ	زُمَرَةٌ (ج)
ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে। ৭০:৩৭	عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِيْنٍ	দলে দলে, সারিবদ্ধ	عَزِيْنٌ (ج)
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (২৩:৫৩)	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ	দল, সম্প্রদায়, বাহিনী	حِزْبٌ (ج) اَحْزَابٌ
এই একটিদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। (৩৮:৫৯)	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ	দল, জামাত, বাহিনী, বহর, দলে দলে	فَوْجٌ (ج)
রহমান ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? (৬৭:২০)	اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ	সৈন্য, বাহিনী	جُنْدٌ (ج)
তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। (১০৫:৩)	وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طِيْرًا اَبَابِيْلَ	ঝাঁক	اَبَابِيْلٌ
যা আল্লাহ তোমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। (২:৭৬)	بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ	খুলে দেয়া, উন্মোচন করা; মীমাংসা করা ৩৪:২৬; জয়ী করা	فَتَحَ-يَفْتَحُ (فَتْحٌ)

তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না। (৭:৪০)	لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ	খোলা, উন্মুক্ত করা	فَتَحَ - يُفْتَحُ
এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল (১২:২৩)	وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ	বন্ধ করা	عَلَقَ - يُعَلِّقُ
স্থায়ী বসবাসের জাম্বাত; তাদের জন্যে দরজাগুলো খোলা রয়েছে। (৩৮:৫০)	جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةً لَهُمْ الْأَبْوَابُ	খোলা, উন্মুক্ত	مُفْتَحَةٌ
এক কিতাব যা তার সম্মুখীন হবে উন্মোচিত হয়ে (১৭:১৩)	كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا	উন্মুক্ত, খোলা	مَنْشُورٌ
তাদের দেয়া হোক উন্মুক্ত গ্রন্থ (৭৪:৫২)	يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً	উন্মুক্ত, প্রকাশিত	مُنشَرَةٌ
বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। (৫-৬৪)	بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ	উন্মুক্ত, প্রসারিত	مَبْسُوطَةٌ
যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে। (১৩-১৪)	كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ	প্রসারী, প্রসারণকারী	بَاسِطٌ
তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (১০৪:৮)	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ	আবদ্ধ, বেষ্টিত	مُؤَصَّدَةٌ
আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। (৫- ৬৪)	يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ	আবদ্ধ, বাঁধা	مَغْلُوبَةٌ

অধ্যায়-৩২

তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। (২:৭৬)	لِيَحْجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ	ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা	حَاجَّ - يُحَاجُّ
তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে। (৪০:৪৭)	يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ	ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা	تَحَاجَّ - يَتَحَاجُّ
অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে।	فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ	ঝগড়া করা, বিতর্ক করা	نَازَعٌ - يُنَازِعُ

(২২:৬৭)			
এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে চল পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়ো না। (৮:৪৬)	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا	ঝগড়া করা, বিতর্ক করা; একে অন্যকে দেয়া ৫২:২৩	تَنَازَعٌ-يَتَنَازَعُ
তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। (৪২:১০)	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ	মতভেদ করা, বিরোধ করা	اخْتَلَفَ-يُخْتَلِفُ (اخْتِلَافٌ)
তারা বলল-হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি বাকবিতণ্ডা করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। (১১:৩২)	قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا	ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা	جَادَلَ-يُجَادِلُ (جِدَالٌ)
এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। (২২:১৯)	هَذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَيْبٍ	ঝগড়া করা, পক্ষ নেয়া, বিপক্ষে যাওয়া	اخْتَصَمَ-يُخْتَصِمُ (يَخْتَصِمُ)
অতএব, তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। (৪:৬৫)	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা, তর্কাতর্কি করা	شَجَرَ-يَشْجُرُ
সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবেন না। (১৮:২২)	فَلَا تَمَارٍ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا	তর্ক করা, তর্কবিতর্ক করা, সংলাপ করা	مَارَى-يُمَارِي (مِرَاءٌ)
আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। (২:১৩৭)	وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ	বিরোধ, মতভেদ, তর্কাতর্কি	شِقَاقٌ (شِقَاقٌ- يُشَاقُّ)
মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক ঝগড়াটে। (১৮:৫৪)	وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جِدَلًا	ঝগড়াকারী, ঝগড়াটে, ঝগড়াছিলে	جَدَلٌ
বরং সে অধিকতর ঝগড়াটে।	وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ	শত্রুতা, কলহ,	خِصَامٌ

(২:২০৪)		বাগড়া	
নিশ্চয়ই এটা বাস্তব সত্য, জাহান্নামীদের এই পারস্পারিক বাকবিতণ্ডা। (৩৮:৬৪)	إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ	পরস্পর বাগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা	تَخَاصُّمٌ
আল্লাহ তোমাদের উভয়ের সংলাপ শুনেন। (৫৮:১)	وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوُرُكُمَا	সংলাপ, বাদানুবাদ	تَخَاوُرٌ
তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। (২:৭৮)	وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا	আশা, কল্পনা, মিথ্যা আশা	أُمِّيَّةٌ (ج) الْأَمَانِيُّ
ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপ্ত থাকুক। (১৫:৩)	يَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ	আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, প্রত্যাশা	أَمَلٌ
এবং নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে। (৭০:৪০)	وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ	প্রবৃত্তি, কামনা	هَوَىٰ (ج) أَهْوَاءٌ
তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। (৭:৮১)	إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ	কামনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি	شَهْوَةٌ (ج) شَهَوَاتٌ
তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে আমাদের কাছে ছিলে প্রত্যাশিত। (১১:৬২)	قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا	প্রত্যাশিত, অভীষ্ট, উদ্দিষ্ট	مَرْجُوٌّ
অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে। (২:৭৯)	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ	ধ্বংস; দূর্ভাগ্য; ধিক!	وَيْلٌ
এবং সেগুলোকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে। (২:১১৪)	وَسَعَىٰ فِي خَرَابٍ	খারাপ, নষ্ট, ধ্বংস	خَرَابٌ
আর যারা কাফের, তাদের জন্যে ধিক্কার এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। (৪৭:৮)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَاهُمْ	ধ্বংস, পতন, সর্বনাশ, ধিক্কার	تَعَسٌ
তারা ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি	وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ	ধ্বংস, বিলুপ্তি,	تَتْبِيبٌ

করেনি। (১১:১০১)		বিনাশ	
এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (৭১:২৮)	وَلَا تَرِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا	ধ্বংস, বিনাশ	تَبَارًا
নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসে নিষ্ফেপ করো না। (২:১৯৫)	وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ	ধ্বংস, সর্বনাশ, মৃত্যুর কারণ	تَهْلُكَةٌ
তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (২৫:১৩)	دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا	ধ্বংস, মরণ, বিনাশ, বিলুপ্তি	ثُبُورًا
এবং তাদের কণ্ঠকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে দিয়েছে। (১৪:২৮)	وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ	ধ্বংস, বিলুপ্তি	بَاءٌ (ج) بُورٌ؛ بَوَارًا
আমরা তাঁর পরিবারের মেয়ে ফেলা প্রত্যক্ষ করিনি, আর নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী। (২৭:৪৯)	مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ	ধ্বংস, বিলুপ্ত, বিনাশ	مَهْلِكًا
আর তা জুদী পর্বতে ভিড়ল এবং বলে দেয়া হল, সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী নিপাত যাক (১১:৪৪)	وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	ধ্বংস, নিপাত, দূর	بُعْدًا (بَعْدَ- يَبْعَدُ)
অতঃপর, জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের প্রতি -- 'দূর হা' (৬৭:১১)	فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ	দূর	سُحْقًا
অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে। (২:৭৯)	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ	লেখা; লিখে দেয়া; ভাগ্য নির্ধারণ করা; অবধারিত করা ৫:৩২	كُتِبَ-يَكْتُبُ
তারা বলে, এগুলো তো পূর্বের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। (২৫:৫)	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ	লিখানো, লিখে নেওয়া	اُكْتُبَ-يَكْتُبُ

	اَكْتَتَبَهَا		
আপনি এটি আপনার ডান হাত দ্বারা রচনা করেননি। (২৯:৪৮)	وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ	লেখা, রচনা করা, আঁকা	حَطَّ-يُحِطُّ
শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে। (৬৮:১)	وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ	লেখা, লিপিবদ্ধ করা	سَطَرَ-يَسْطُرُ
তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৪৫:২৯)	إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	অনুলিপি করা, কপি করা, হুবহু লিখে রাখা	اسْتَنْسَخَ-يَسْتَنْسِخُ
তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (২:৭৯)	وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ	উপার্জন করা; করা	كَسَبَ-يَكْسِبُ
সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। (২:২৮৬)	لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ	অর্জন করা, উপার্জন করা; করা	اِكْتَسَبَ-يَكْتَسِبُ
এবং যে ভাল কিছু অর্জন করবে সেখানে আমি তার জন্য ভালকে বৃদ্ধি করে দিব। (৪২:২৩)	وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا	অর্জন করা, কামানো	اِفْتَرَى-يَفْتَرِي
এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় অর্জন কর। (৬:৬০)	وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ	অর্জন করা	جَرَحَ-يَجْرَحُ
যারা খারাপ উপার্জন করেছে। (৪৫:২১)	الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ	উপার্জন করা	اِجْتَرَحَ-يَجْتَرِحُ
কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। (৩:৯২)	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ	অর্জন করা; অন্তর্ভুক্ত করা ৭:৪৯; পৌছো ২২:৩৭	نَالَ-يَنَالُ (نَيْلٌ، نَيْلَةٌ)
তারা বলেঃ আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগণতি কয়েকদিন। (২:৮০)	وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً	স্পর্শ করা	مَسَّ-يَمَسُّ (مَسٌّ، مَسَّسٌ)
যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহজে স্পর্শ	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া; অনুসন্ধান করা ৭২:৮	لَمَسَ-يَلْمَسُ

করত। (৬:৭)			
কোন জিন ও মানুষ পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি। (৫৫:৫৬)	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া	طَمِثٌ - يَطْمِثُ
তারা বলেঃ আগুন আমাদের কাছে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। (২:৮০)	وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً	হাতেগোনা, নির্দিষ্ট	مَعْدُودٌ، مَعْدُودَةٌ (ج) مَعْدُودَاتٌ
তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিযিক। (৩৭:৪১)	أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ	নির্দিষ্ট, সুবিদিত, নির্ধারিত, জানা	مَعْلُومٌ (ج) (مَعْلُومَاتٌ)
পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (২:৮৩)	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ	এতীম	يَتِيمٌ (ج) يَتَامَىٰ
পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (২:৮৩)	وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ	অভাবী	مَسْكِينٌ (ج) مَسَاكِينٌ
কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়। (৪:১৩৫)	إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا	দরিদ্র	فَقِيرٌ (ج) فُقَرَاءٌ
এবং কৃপণ এর উপর তাঁর সাধ্যানুযায়ী। (২:২৩৬)	وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ	কৃপণ, অস্বচ্ছল	مُقْتِرٌ
তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯৩:৮)	وَوَجَدَكَ غَائِبًا فَأَغَايَ	অভাবী, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব	غَائِلٌ
তাহলে তুমি নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে থাকবে। (১৭:২৯)	فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا	ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল, অনুতপ্ত, অক্ষম	مَحْسُورٌ

এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। (২২:২৮)	وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ	অভাবগ্রস্থ, বিপদাপন্ন, ক্ষুধার্ত	بَائِسٌ
স্বচ্ছল এর উপর তাঁর সাধ্যানুযায়ী। (২:২৩৬)	عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ	স্বচ্ছল; সম্প্রসারণকারী ৫১:৪৭	مُوسِعٌ (ج) مُوسِعُونَ
তারা বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী। (৩:১৮১)	قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ	ধনী, অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী	عَنِّي (ج) أَغْنِيَاءُ
এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা আতর্নাদ করে উঠবে। (২৩:৬৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ	বিলাসী, শৌখিন, ঐশ্বর্যশালী	مُتْرَفٌ (ج) مُتْرَفُونَ
এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে না। (২:৮৪)	وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ	ঘর, বাড়ি, বাসস্থান; শহর, অঞ্চল	دَارٌ (ج) دِيَارٌ
অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার। (১০৬:৩)	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ	ঘর, গৃহ, বাড়ি	بَيْتٌ (ج) بُيُوتٌ
নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসগৃহে ছিল একটি নিদর্শন। (৩৪:১৫)	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ	বাসস্থান, বাসগৃহ, আবাসগৃহ	مَسْكِنٌ (ج) مَسَاكِينُ

অধ্যায়-৩৩

আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। (২:৮৫)	وَإِنْ يَأْتُوكُمُ اسْرَىٰ تَفَادُوهُمْ	বন্দি, আটক, কয়েদি	أَسِيرٌ (ج) أُسْرَىٰ، أَسَارَىٰ
তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ।	تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا	আটক করা, বন্দী করা,	أَسْرًا-يَأْسِرُ

(৩৩:২৬)		শ্রেফতার করা	
এই যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৬-২২)	أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ	দাস বানানো	عَبَدًا-يُعَبَّدُ
স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় (২:২৭৮)	الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ	স্বাধীন, মুক্ত, আজাদ	حُرٌّ
এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। (৪-৯২)	وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ	মুক্ত করা, আজাদ করা, মুক্তি দেয়া	تَحْرِيرٌ
তা হচ্ছে দাসমুক্তি। (৯০-১৩)	فَكَ رَقَبَةٍ	মুক্ত করা, আজাদ করা, ছাড়ানো	فَكَ
আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। (২:৮৫)	وَإِنْ يَأْتِيكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ	মুক্তিপণ নেয়া	فَادَى-يُفَادِي (فِدَاءٌ)
আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। (৩৭:১০৭)	وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ	মুক্তিপণ দেয়া, বিনিময় দেয়া	فَدَى-يُفَدِي
অবশ্যই এটি দ্বারা তারা মুক্তিপণ দিতে চাইবে কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে। (৩৯:৪৭)	لَا فَتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	মুক্তিপণ দিতে চাওয়া	اِفْتَدَى-يُفْتَدِي
তাদের বহিস্কার করা তোমাদের জন্যে অবৈধ। (২:৮৫)	مُحْرَمًا عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ	নিষিদ্ধ, অবৈধ, নাজায়েয	مُحْرَمٌ، مُحْرَمَةٌ
বল, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে রিজিক দিয়েছেন সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? (১০:৫৯)	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا	নিষিদ্ধ, অবৈধ; সম্মানিত, পবিত্র ৫:৯৭	حَرَامٌ (ج) حُرْمٌ

তারা বলে এসব চতুর্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। (৬:১৩৮)	قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثٌ حِجْرٌ	নিষিদ্ধ; বাধা;, জ্ঞান, বুদ্ধি ৮৯:৫	حِجْرٌ
তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী। (৫:৪২)	سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ	হারাম, কালোটাকা, অবৈধ সম্পদ	سُحْتٌ
যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়। (৫৬:৩৩)	لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ	নিষিদ্ধ, বারণযোগ্য	مَمْنُوعَةٌ
এটা হালাল এবং ওটা হারাম। (১৬:১১৬)	هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ	বৈধ, অনিষিদ্ধ	حِلٌّ ، حَلَالٌ

কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। (২:৮৫)	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ	দাঁড়ানো, পুনরুত্থান, কিয়ামত	الْقِيَامَةِ
আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৬৯:৩)	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ	অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য	الْحَاقَّةُ
অতএব এদের শাস্তি লঘু হবে না। (২:৮৬)	فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ	লাঘব করা, হ্রাস করা, স্বল্প ভার করা, ছাড় দেয়া	خَفَّفُ - يُخَفَّفُ (مُخَفَّفِينَ)
তাদের থেকে আযাব হ্রাস করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৪৩:৭৫)	لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْتَلُونَ	কমানো, হ্রাস করা, দুর্বল করা	فَتْرٌ - يُفْتَرُ
আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট মোজেযা দান করেছি। (২:৮৭)	وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ	সুস্পষ্ট নিদর্শন, প্রমাণ	بَيِّنَاتٍ (ج)
তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল। (৪২:১৬)	حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ	প্রমাণ, দলিল, যুক্তি	حُجَّةٌ
তোমাদের রব্ব এর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে	قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن	প্রমাণ, দলিল, যুক্তি	بُرْهَانٌ

গেছে। (৪:১৭৪)	رَبِّكُمْ		
সূর্যকে এর উপরে নির্দেশক বানিয়েছি (২৫:৪৫)	جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا	দিশারী, নিদর্শন, প্রমাণ	دَلِيلٌ
যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি। (২:৮৭)	بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ	পছন্দ করা, কামনা করা	هَوَىٰ-يَهْوَىٰ
তারা চায় যদি তুমি আপোষকামী হও, তবে তারাও আপোষকারী হবে। (৬৮:৯)	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	কামনা করা, চাওয়া, ভালোবাসা	وَدٌّ-يُودُّ (وُدٌّ)
তারা বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচার করে। (৫৮:২২)	يُؤَادُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	বন্ধুত্ব করা, অন্তরঙ্গ বানানো	وَادٌّ-يُؤَادٍ
আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (৩:১৪৮)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ভালোবাসা, পছন্দ করা	أَحَبٌّ-يُحِبُّ
তারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে পছন্দ করল। (৪১:১৭)	فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ	পছন্দ করা, ভালো মনে করা, অবলম্বন করা	اسْتَحَبَّ- يَسْتَحِبُّ
যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (২৪:৫৫)	الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا	পছন্দ করা, অনুমতি দেওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া	ارْتَضَىٰ-يَرْضَىٰ
তিনি ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন (৪৯:৭)	حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ	অনুরক্ত বানানো, পছন্দনীয় করা	حَبَّبٌ-يُحِبِّبُ
এবং কুফরকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করে দিয়েছেন (৪৯:৭)	وَكْرَهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ	অপছন্দ বানানো, ঘণিত বানানো	كَرَهُ-يُكَرَهُ
তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেনি এবং তাচ্ছিল্য ও করেনি। (৯৩:৩)	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	ঘৃণা করা, তুচ্ছ ভাবা, তাচ্ছিল্য করা, অখুশি হওয়া	قَلَىٰ-يَقْلَىٰ

এবং হয়ত তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (২:২১৬)	وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	অপছন্দ করা	كَرِهَ-يَكْرَهُ
এবং তাদের অধিকাংশ সতাকে অপছন্দ করে। (২৩:৭০)	وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ	অপছন্দকারী, ঘৃণাকারী, বিমুখ	كَارِهٌ (ج) كَارِهُونَ
সে বলল আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (২৬:১৬৮)	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ	ঘৃণাকারী, অখুশি	قَالٍ (ج) قَالُونَ
অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। (২:৮৯)	فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ	চেনা	عَرَفَ-يَعْرِفُ
তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	একে অপরকে চিনা, পরস্পরে পরিচিত হওয়া	تَعَارَفَ-يَتَعَارَفُ
তিনি সন্ধিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। (১১:৬৯)	نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	চিনতে না পারা, সন্দেহজনক হওয়া	نَكَرَ-يُنَكِّرُ
তিনি বললেন "তার সিংহাসনখানা পরিবর্তিত করে দাও" (২৭:৪১)	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا	আকৃতি পরিবর্তন করা, ছদ্মবেশ করা	نَكَّرَ-يُنَكِّرُ
তারা তাকে চিনল না (১২:৫৮)	وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ	না চেনা; অস্বীকারকারী ১৬:২২	مُنْكَرٌ (مُنْكَرَةٌ) (ج) مُنْكَرُونَ
তোমাদের ঈমান কতই না নিকৃষ্ট নির্দেশ দেয়। (২:৯৩)	بِسْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ	কতই না নিকৃষ্ট!	بِئْسَ
তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।	أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ	মন্দ হওয়া, নিকৃষ্ট	سَاءٌ-يَسُوءُ

(১৬:৫৯)		হওয়া; বিষণ্ণ হওয়া ৩:১২০	(سَوْءٌ)
কতই না উত্তম! বান্দা। (৩৮:৪৪)	نِعْمَ الْعَبْدُ	কতই না উত্তম!	نِعْمَ
আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৪:৬৯)	وَحَسَنَ أَوْلِيكَ رَفِيقًا	সুন্দর হওয়া, উত্তম হওয়া	حَسَنٌ - يَحْسُنُ
বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে- অন্য লোকদের বাদ দিয়ে। (২:৯৪)	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ	একতরফা, খাঁটি, বিশুদ্ধ	خَالِصٌ (خَالِصَةٌ)
যারা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে জুলুম করেছে। (৮:২৫)	الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً	বিশেষত, বিশেষভাবে, বৈশিষ্ট্য	خَاصَّةٌ
কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে।)২:৯৫ (وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ	সামনে পাঠানো, আগে করা	قَدَّمَ - يُقَدِّمُ
সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল। (১০:৩০)	هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ	অতীতে করা, পূর্বে করা	أَسْلَفَ - يُسْلِفُ
আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে অধিক লোভী দেখবেন। (২:৯৬)	وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ	পাওয়া	وَجَدَ - يَجِدُ
বরং আমরা অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছি। (২:১৭০)	بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا	পাওয়া	أَلْفَى - يُلْفِي
এমনকি মুশরিকদের চাইতেও। (২:৯৬)	وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا	অংশীদার করা, শরীক করা	أَشْرَكَ - يُشْرِكُ
নিশ্চইয় শিরক করা বড় জুলুম। (৩১:১৩)	إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ	অংশীবাদ, বহুত্ববাদ	شِرْكٌ

মুশরিকদের কাছে কঠিন মনে হয় যেদিকে তুমি তাদের আহবান করছ। (৪২:১৩)	كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ	মুশরিক, আল্লাহর সঙ্গে শিরককারী, অংশীবাদী	مُشْرِكٌ (مُشْرِكَةٌ) (ج) مُشْرِكُونَ (مُشْرِكَاتٌ)
তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়। (২:৯৬)	يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	বয়স দেয়া, আয়ু দেওয়া, দীর্ঘজীবী করা	عَمَّرَ - يُعَمَّرُ
এটি তাদের আযাব থেকে দূরে সরতে পারবেনা। (২:৯৬)	وَمَا هُوَ بِمُزْحَجِهِ مِنَ الْعَذَابِ	দূরকারী, অপসারণকারী	مُزْحَجٌ
আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। (৬:১৭)	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ	উন্মোচক অপসারণকারী	كَاشَفٌ (كَاشِفَةٌ) (ج) كَاشِفُونَ (كَاشِفَاتٌ)
ছুড়ে ফেলল একটি দল যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল। (২:১০১)	نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	নিষ্ক্ষেপ করা, ছুড়ে ফেলা	نَبَذَ - يَنْبِذُ
অতঃপর সে লাঠি নিষ্ক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (২৬:৩২)	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ	নিষ্ক্ষেপ করা; রাখা ১২:৯৩; দেয়া ৭৩:৫; ঢেলে দেয়া ২০:৩৯; স্থাপন করা ১৬:১৫	أَلْقَى - يُلْقِي
এরপর তা সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপ করো (২০:৩৯)	فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ	নিষ্ক্ষেপ করা, ছুড়ে মারা; আঘাত হানা ২১:১৮	قَدَفَ - يَقْدِفُ
আর তুমি মাটির মুষ্টি নিষ্ক্ষেপ করনি, যখন তা নিষ্ক্ষেপ করেছিলে,	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ	নিষ্ক্ষেপ করা. ছুড়ে মারা; অপবাদ	رَمَى - يَرْمِي

বরং তা নিষ্ফেপ করেছিলেন আল্লাহ। (৮:১৭)	وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ	দেওয়া ৪:১১২	
হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে (১২:৯)	اقتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا	ফেলে আসা, নিষ্ফেপ করা	طَرَحَ - يَطْرَحُ
তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে ভূমিস্মাৎ করেছেন। (৫৩:৫৩)	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ	ভূমিস্মাৎ করা, আছাড় মারা	أَهْوَى - يُهْوِي
তারা তো তাদের দৃষ্টিতেই আপনাকে আছাড় মারতে চায় (৬৮:৫১)	وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزِلُّونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ	আছড়ে ফেলা, পিছলে ফেলে দেয়া	أَزْلَقَ - يُزْلِقُ
এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের মুখ উপড়ে অগ্নিতে নিষ্ফেপ করা হবে। (২৭:৯০)	وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ	উল্টে ফেলা, উপুড় করে ফেলা	كَبَّ - يَكْبُ
অতঃপর তাতে তাদের উপুড় করে ফেলা হবে এবং অপরাধীদেরও। (২৬:৯৪)	فَكُبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ	অধোমুখী করে ফেলা, উপুড় করে ফেলা	كَبَّبَ - يُكَبِّبُ
আপনার ভাই বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। (১১:৯১)	وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ	পাথর ছুঁড়ে মারা	رَجَمَ - يَرْجِمُ (رَجْمًا)
সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষিপণাস্ত্রবৎ করেছি। (৬৭:৫)	وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ	নিষ্ফেপের বস্তু; পাথর, ক্ষেপনাস্ত্র, উল্কা	رُجُومٌ
যদি তুমি বিরত না হও, হে নূহ, তবে তুমি নিশ্চিত প্রস্তরাঘাতপ্রাপ্ত হবেই (২৬:১১৬)	لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ	প্রস্তর নিষ্ফিষ্ট, বিতাড়িত	مَرْجُومٌ (ج) مَرْجُومُونَ
আপনি তাদেরকে দেখতেন ভূপাতিত (৬৯:৭)	فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ	নিষ্ফিষ্ট, ভূপাতিত, পড়ে থাকা	صَرِيعٌ (ج) صَرْعَىٰ
অথবা আমরা নিষ্ফেপ করছি। (৭:১১৫)	وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ	নিষ্ফেপকারী; উপস্থাপক,	مُلْقٍ (ج) مُلْفُونَ

	المُلْقِينَ	পেশকারী	(مُلْقِيَاتُ)
--	-------------	---------	---------------

অধ্যায়-৩৪

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। (২:১০২)	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ	রাজত্ব; কর্তৃত্ব; সার্বভৌমত্ব; অধিকার, ক্ষমতা	مُلْكٌ
আমি এরূপ ভাবেই ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম। (৬-৭৫)	وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	রাজ্য ব্যবস্থাপনা; রাজত্ব, কর্তৃত্ব	مَلَكَوتٌ
আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। (১৪:২২)	وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ	প্রতাপ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, দলীল	سُلْطَانٌ
এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব সত্য আল্লাহর। (১৮:৪৪)	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ	রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব, অধিকার, কর্তৃত্ব	وَلَايَةٌ
তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। (২:১০২)	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ	জাদু	سِحْرٌ (سِحْرٌ - يَسْحُرُ)
এবং বলল জাদুকর নাহয় পাগল। (৫১:৩৯)	وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ	জাদুকর	سَاحِرٌ (ج) سَاحِرُونَ, سِحْرَةٌ
তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকর কে উপস্থিত করে।	يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ	বিজ্ঞ জাদুকর,	سَحَّارٌ

(২৬:৩৭) তোমরা তো এক যাদুগ্রন্থ ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (১৭:৪৭)	تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا	জাদুগ্রন্থ	مَسْحُورٌ
তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রন্থদের একজন। (২৬:১৮৫)	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ	জাদুগ্রন্থ, মায়ামুক্ত	مُسْحَرٌ (ج) مُسْحَرُونَ
তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। (২:১০২)	وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ	ক্ষতিকারক, অনিষ্টকারী	ضَارٌّ (ج) ضَارُونَ
আমি তোমাদের কোন ক্ষতি কিংবা পথ দেখানোর মালিক নই।(৭২:২১)	إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا	ক্ষতি করা	ضَرٌّ - يَضُرُّ (ضَرٌّ)
কোন লেখক ও সাক্ষীর অনিষ্টকারী নাই। (২:২৮২)	وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ	ক্ষতি করা; বিপদে ফেলা	ضَارٌّ - يُضَارُّ (ضِرَارٌ)
সেদিন কোন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি উপকারে আসবে না। (২৬:৮৮)	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ	উপকার করা	نَفَعٌ - يَنْفَعُ (نَفْعٌ)
হে মুমিন গণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না। (২:১০৪)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا	রাখাল; অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ২৩:৮	رَاعٍ (ج) رِعَاءٌ، رَاعُونَ
তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। (২০:৫৪)	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ	পশু চরানো; তত্ত্বাবধান করা, যত্ন নেয়া ৫৭:২৭	رَعَى - يَرْعَى (رِعَاعَةٌ)
সেখান থেকে তোমরা পান কর এবং সেখান থেকেই উদ্ভিদ হয়, যেখানে তোমরা চরতে দাও। (১৬:১০)	لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ	চরানো, চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া	أَسَامٌ - يُسِيمٌ

এবং যিনি চারণভূমি বের করেন। (৮৭:৪)	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ	চারণভূমি; ঘাস, লতাপাতা	مَرْعَىٰ
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। (২:১০৫)	وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ	একান্ত বানানো, বিশেষিত করা, স্বাতন্ত্র্য বানানো	اخْتَصَّ - يَخْتَصُّ
তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা রাখেননি। (২২:৭৮)	هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ	পছন্দ করা, মনোনীত করা; নিয়ে আসা	اجْتَبَى - يَجْتَبِي
নিশ্চয়ই আমি তাদের একনিষ্ঠ করেছিলাম বিশেষভাবে পরকালের স্মরণ দ্বারা। (৩৮:৪৬)	إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ	একনিষ্ঠ বানানো, বেছে নেয়া, বিশুদ্ধ করা	أَخْلَصَ - يُخْلِصُ
এবং বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস আমি তাকে আমার জন্য মনোনীত করবো। (১২:৫৪)	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي	একান্ত বানানো, পছন্দ করা, মনোনীত করা	اسْتَخْلَصَ - يَسْتَخْلِصُ
আমি তোমাকে নিজের জন্য পছন্দমতো গড়ে নিয়েছি। (২০:৪১)	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي	পছন্দমতো গড়া, মনোনীত করা, পছন্দ করা	اصْطَنَعَ - يَصْطَنِعُ
আর মূসা বেছে নিলেন তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। (৭:১৫৫)	وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা	اخْتَارَ - يَخْتِيرُ
আর ফল-মূল তারা যা পছন্দ করে। (৫৬:২০)	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা	تَخَيَّرَ - يَتَخَيَّرُونَ
হে মারইয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন। ৩:৪২	يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা	اصْطَفَى - يَصْطَفِي

আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও উত্তম। (৩৮:৪৭)	وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ	মনোনীত, নির্বাচিত	مُصْطَفَىٰ (ج) مُصْطَفُونَ
আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। (২:১০৬)	مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا	রহিত করা ২:১০৬ ; দূর করা, মুছে দেওয়া ২২:৫২	نَسَخَ - يَنْسَخُ
তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বेषবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। (২:১০৯)	حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ	হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা	حَسَدٌ (حَسَدٌ - يَحْسُدُ)
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (১১৩:৫)	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	হিংসুক, বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর	حَاسِدٌ
তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। (২:১০৯)	فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ	উপেক্ষা করা	صَفَحَ - يَصْفَحُ (صَفَحٌ)
এবং তাদের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩৩:৪৮)	وَدَعِ أَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ	বিদায় করা, ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা	وَدَعَ - يَدَعُ
হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীল। (২:১১৩)	بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ	আত্মসমর্পণ করা	أَسْلَمَ - يُسْلِمُ (إِسْلَامٌ)
হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (২:২০৮)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً	ইসলাম	سِلْمٌ
এবং তারা ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেনা সত্য ধর্ম কে। (৯:২৯)	وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ	ধর্ম গ্রহণ করা, মেনে চলা	دَانَ - يَدِينُ
এবং আমরা তাঁর নিকট	وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ	মুসলিম, অনুগত,	مُسْلِمٌ، مُسْلِمَةٌ

আত্মসমর্পণকারী। (২:১৩৩) বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী। (৩৭:২৬)	بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ	আত্মসমর্পণকারী শান্তিকামী, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত	مُسْتَسْلِمٌ (ج) مُسْتَسْلِمُونَ
তার চাইতে বড় যালেম আর কে যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় (২:১১৪)	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ	নিষেধ করা, বাধা দেয়া; রক্ষা করা	مَنَعَ-يَمْنَعُ
তরাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে। ৪৮:২৫	هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	বাধা দেওয়া, বিরত রাখা; মুখ ফিরিয়ে নেয়া ৬৩:৫	صَدَّ-يَصُدُّ (صَدٌّ، صَدُودٌ)
তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। ২:২৩২	فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ	বাধা দেওয়া, বারণ করা	عَضَلَ-يَعْضُلُ
তার চাইতে বড় যালেম আর কে যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় (২:১১৪)	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ	মসজিদ, সিজদার স্থান	مَسْجِدٌ (ج) مَسَاجِدُ
তবে বিধবস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	هَؤُلَاءِ مِتَّ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	আশ্রম, মঠ	صَوْمَعَةٌ (ج) صَوَامِعُ
তবে বিধবস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	هَؤُلَاءِ مِتَّ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	গির্জা	بَيْعَةٌ (ج) بِيَعٌ

তবে বিধবস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	هَدِّمْتُمْ صَوَامِعَ وَبِيَعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدَ	ইহুদিদের উপাসনালয়	صَلَوَاتٍ
এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে। (২:১১৪)	وَسَعَىٰ فِي خِرَابِهَا	চেষ্টা করা; ছুটাছুটি করা, দ্রুত চলা ২০:২০	سَعَىٰ-يَسْعَىٰ (سَعَىٰ)
যে আশ্রাণ চেষ্টা করে, সে তো নিজের জন্যেই আশ্রাণ চেষ্টা করে। (২৯:৬)	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	আশ্রাণ চেষ্টা করা, শক্তি ব্যয় করা, যুদ্ধ করা	جَاهَدَ-يُجَاهِدُ (جِهَادٌ)
অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। (২:১১৪)	أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ	ভীত, যারা ভয় করে	خَائِفٌ (ج) خَائِفُونَ
তুমি কাফেরদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। (৪২:২২)	تَرَىٰ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ	ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত,	مُشْفِقٌ (ج) مُشْفِقُونَ
এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে ২৩:৬০	وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ	ভীত, শঙ্কিত	وَجَلٌ (وَجَلَةٌ) (ج) وَجَلُونَ
সেদিন অনেক হৃদয় বিচলিত হবে। (৭৯:৮)	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ	বেগবান, বিচলিত, কম্পমান, চঞ্চল	وَاجِفَةٌ

অধ্যায়-৩৫

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। (২:১১৫)	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	পূর্ব, সূর্যোদয়ের স্থান	مَشْرِقٌ (ج) مَشَارِقُ
যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও	لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ	পূর্বদিকস্থ, পূর্বমুখী	شَرْقِيَّةٌ، شَرْقِيٌّ

নয়। (২৪:৩৫)			
পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। (২:১১৫)	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	পশ্চিম, সূর্যাস্থের স্থান	مَغْرِبٌ (ج) مَعَارِبُ
যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। (২৪:৩৫)	لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ	পশ্চিমা, পশ্চিমমুখী	غَرْبِيَّةٌ، غَرْبِيَّةٌ
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (২:১১৫)	إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	সর্বব্যাপী; বিস্তৃত, ব্যাপক, প্রশস্ত ২৯:৫৬	وَاسِعٌ، وَاسِعَةٌ
সুতরাং অবশ্যই তার জন্য সংকীর্ণ জীবন। (২০:১২৪)	فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا	সংকীর্ণ, সঙ্কটাপন্ন, দুরাবস্থাপন্ন	ضَنْكٌ
তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন। (৬:১২৫)	يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	ضَيْقٌ
এবং তাতে তোমার মন সংকীর্ণ হবে। (১১:১২)	وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	ضَائِقٌ
সবই তার অনুগত। (২:১১৬)	كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ	অনুগত, নিষ্ঠাবান, একাগ্রচিত্ত	قَانِتٌ (ج) قَانِتُونَ (قَانِتَاتٌ)
আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর উপসনাকারী হয়ে থাকব। (২৬:৭১)	فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ	উপাসনাকারী; অবস্থানকারী ২:১৮৭	عَاكِفٌ (ج) عَاكِفُونَ
তারা দুজন বলল আমরা সদিচ্ছায় এসেছি। (৪১:১১)	قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ	অনুগত, সদিচ্ছায়	طَائِعٌ (ج) طَائِعُونَ
এবং সত্য তাদের পক্ষে হলে, তার কাছে তারা বিনীত হয়ে আসে। (২৪:৪৯)	وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ	অনুগত, বিনীত, বশ্যতা স্বীকারকারী	مُذْعِنٌ (ج) مُذْعِنُونَ
নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (১৯:৪৪)	إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ	অবাধ্য	عَصِيًّا

	عَصِيًّا		
এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের। (২২:৩)	وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ	বড়াইকারী, অবাধ্য, বিদ্রোহী	مَارِدٌ، مَرِيدٌ
নিশ্চয়ই সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (৭৪:১৬)	إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا	বিরুদ্ধাচরণকারী, বিরুদ্ধবাদী, জেদী	عَنِيدٌ
অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। (২:১৭৩)	فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	সীমালঙ্ঘনকারী, বিদ্রোহী	بَاغٍ
অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। (২:১৭৩)	فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	সীমালঙ্ঘনকারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী, জালিম	عَادٍ (ج) عَادُونَ
যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। (৫০:২৫)	مَنَاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ	সীমালঙ্ঘনকারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী, জালিম	مُعْتَدٍ (ج) مُعْتَدُونَ
বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৩৭:৩০)	بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ	অবাধ্য, পাপাচারী, উদ্ধত, বিদ্রোহী	طَاغٍ (ج) طَاغُونَ
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (২:১১৭)	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ	সিদ্ধান্ত নেয়া, মনস্থ করা; বিচার করা ৪:৬৫; পূর্ণ করা ৩৩:২৩; শেষ করা ৪৩:৭৭	قَضَىٰ - يَقْضِي
এবং যিনি পরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন। (৮৭:৩)	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ	পরিমিত করা; নির্ধারিত করা, ধার্য করা ১৫:৬০; মনঃস্থির করা	قَدَّرَ - يُقَدِّرُ (تَقْدِيرٌ)

এতে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। (৪৪:৪)	فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ	৭৪:১৮ নির্ধারিত করা	أَفْرَقَ - يُفْرَقُ
নাবীর উপর আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তার জন্য, এতে নাবীর কোন সমস্যা নেই। (৩৩:৩৮)	مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ	ফরজ করা, আবশ্যিক করা, অবধারিত করা, ধার্য করা	فَرَضَ - يُفْرَضُ
যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (২:১১৭)	وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ	কাজ, নির্দেশ, বিষয়, কথা, শাস্তি, ফয়সালা	أَمْرٌ (ج) أُمُورٌ
আল্লাহ কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়ত দিবে। (৩:৭৯)	يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ	আদেশ, আইন, বিচার, প্রজ্ঞা, দণ্ডদেশ	حُكْمٌ
নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। (২:১১৯)	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	প্রেরণ করা, পাঠানো	أَرْسَلَ - يُرْسَلُ
এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রতি প্রেরণকারী। (২৭:৩৫)	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ	প্রেরক, প্রেরণকারী	مُرْسِلَةٌ (مُرْسِلَةٌ) (ج) مُرْسِلُونَ
হে রসূল, পৌছে দাও যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি তাঁর পয়গাম পৌছালে না। (৫:৬৭)	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ	রিসালাত, নবুওয়াত, পয়গাম, বার্তা, সংবাদ	رِسَالَةٌ (ج) رِسَالَاتٌ
যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের	حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ	ধর্ম, মতবাদ,	مِلَّةٌ

অনুসরণ করেন। (২:১২০)		জীবনব্যবস্থা	
তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। (২:১২৪)	قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا	নেতা; পথপ্রদর্শক ১১:১৭; রাজপথ ১৫:৭৯; লাওহে মাহফুজ ৩৬:১২	إِمَامٌ (ج) أَيْمَةٌ
আমরা আমাদের নেতাদের কথা অনুসরণ করেছিলাম। (৩৩:৬৭)	إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا	সর্দার, নেতা, মালিক, স্বামী	سَيِّدٌ (ج) سَادَةٌ
মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয়দের দেখনি? (২:২৪৬)	أَمْ تَرَى إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى	নেতা, নেতৃস্থানীয়, সর্দার	مَلَأٌ
আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। (৫:১২)	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا	সর্দার, দলপতি, নেতা	نَقِيبٌ
সে সেখানে মান্যবর, বিশ্বাসভাজন। (৮১:২১)	مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ	মান্যবর, অনুসৃত	مُطَاعٌ
তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী না। (২:১৪৫)	وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قَبْلَتَهُمْ	অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর	تَابِعٌ (ج) تَابِعُونَ
নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। (১৪:২১)	إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا	অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর	تَبِعٌ
এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদেরই পদাংকের অনুসারী। (৪৩:২৩)	وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ	অনুসরণকারী, মুজাদী, অনুসারী	مُقْتَدٍ (ج) مُقْتَدُونَ
আমি ঘরটিকে মানুষের জন্য করেছিলাম তীর্থস্থান ও নিরাপদ। (২:১২৫)	جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا	মিলনস্থল, তীর্থস্থান	مَثَابَةٌ
দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি শেষ করবো না। (১৮:৬০)	لَا أَبْرِحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ	মিলনস্থল, মোহনা	مَجْمَعٌ

আমি ঘরটিকে মানুষের জন্য করেছিলাম তীর্থস্থান ও নিরাপদ। (২:১২৫)	جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا	নিরাপত্তা, শান্তি, অভয়, স্বস্তি	أَمْنٌ، أَمْنَةٌ
তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা, এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান কর। (৪:৯০)	فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ	শান্তি; নিরাপত্তা; অভিবাদন	سَلَامٌ، سَلَامٌ، سَلَامٌ
সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (২৭:৮৯)	وَهُمْ مِّنْ فَرَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ	নিরাপদ, নিঃশঙ্ক, অভয়	آمِنٌ (آمِنَةٌ) (ج) آمِنُونَ
অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত অটল স্থানে স্থাপিত করেছি। (২৩:১৩)	ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ	সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, অটল	مَكِينٌ
এবং তাদের ডাকা হত সিজদার জন্য যখন তারা সুস্থ-সবল ছিল। (৬৮:৪৩)	وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ	নিরাপদ, সুস্থ, সবল, সক্ষম, সুস্থির	سَالِمٌ (ج) سَالِمُونَ
নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শান্তি থেকে নিঃশঙ্ক না। (৭০:২৮)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ	নিঃশঙ্ক বস্তু, নিরাপদ, সংরক্ষিত	مَأْمُونٌ
অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। (৯:৬)	ثُمَّ أُنزِلْنَاهُ بِمَاءٍ مَّائِنَةٍ	আশ্রয়কেন্দ্র, ভরসাস্থল, নিরাপদ স্থান	مَأْمِنٌ
আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও। (২:১২৫)	وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى	স্থান, অবস্থানস্থল; বাসস্থান; অবস্থান	مَقَامٌ
তোমাদের জন্য কোন অবস্থানস্থল নেই, অতএব তোমারা ফিরে যাও। (৩৩:১৩)	لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا	অবস্থানস্থল, বাসস্থান, অবস্থান	مُقَامٌ، مُقَامَةٌ
বাতাস তাকে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে ফেললো। (২২:৩১)	تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ	স্থান, জায়গা, বাসস্থান	مَكَانٌ، مَكَانَةٌ

আল্লাহ্ ইতিমধ্যে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আর হুনাইনের দিনেও (৯:২৫)	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	স্থান, জায়গা, যুদ্ধক্ষেত্র, বাসস্থান	مَوَاطِنٌ (ج) مَوَاطِنٌ
যুদ্ধের অবস্থান। (৩:১২১)	مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ	অবস্থান, আসন, বসার স্থান	مَقَعَدٌ (ج) مَقَاعِدُ
কালামগুলো তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। (৪:৪৬)	يُحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ	স্থান, জায়গা	مَوَاضِعٌ (ج) مَوَاضِعُ
না, আমি কিন্তু শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানের। (৫৬:৭৫)	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ	ঘটনাস্থল, পতনস্থল, অস্ত্রাচল	مَوْقِعٌ (ج) مَوَاقِعُ
আর তার জন্য নির্ধারিত করেছেন অবস্থানসমূহ। (১০:৫)	وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ	অবতরণস্থল, কক্ষপথসমূহ, মঞ্জিল	مَنْزِلٌ (ج) مَنْازِلُ
পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল। (২৮:৩০)	نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ	স্থান, ভূমি	بُقْعَةٌ

অধ্যায়-৩৬

আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার। (২:১২৫)	وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ	পবিত্র করা	طَهَّرَ - يُطَهِّرُ (تَطَهَّرُ)
আর এ জন্য আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করতে চান। (৩:১৪১)	وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا	বিশুদ্ধ করা, খাটি করা, পরিশোধন করা	مَحَّصَ - يُمَحِّصُ

তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও সংশোধিত করতে পার। (৩:১০৩)	حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا	সংশোধিত করা, আত্মশুদ্ধি করা, পবিত্র করা; নিষ্কলুষ ভাবা ৫৩:৩২	زَكَّى - يُزَكِّي
এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্রকারী। (৩:৫৫)	وَمُطَهِّرَكُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী	مُطَهِّرٌ
আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য। (২:১২৫)	وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ	তাওয়াফকারী, প্রদক্ষিণকারী; বিপদ ৬৮:১৯	طَائِفٌ (ج) طَائِفُونَ
তোমরা একে অপরের কাছে বিচরণশীল। (২৪:৫৮)	طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	বিচরণশীল, যে ঘুরে ফিরে আসে	طَوَّافٌ (ج) طَوَّافُونَ
তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। ৫৫:৪৪	يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ	প্রদক্ষিণ করা; বিচরণ করা; আপতিত হওয়া ৬৮:১৯	طَافٌ - يَطُوفُ
এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে। (২২:২৯)	وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	তাওয়াফ করা, প্রদক্ষিণ করা	تَطَوَّفَ - يَتَطَوَّفُ (يَطُوفُ)
বললেনঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব। (২:১২৬)	قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا	উপভোগ করানো, ভোগ করতে দেয়া	مَتَّعَ - يَمْتَعُ
এবং অল্প উপভোগ করে নাও নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।	وَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ	ভোগ করা, উপভোগ করা	مَتَّعَ - يَمْتَعُ

(৭৭:৪৬)	مُجْرِمُونَ		
অতঃপর তাকে বাধ্য করবো আগুনের শাস্তির দিকে। (২:১২৬)	ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ	বাধ্য করা	اضْطَرَّ - يَضْطَرُّ
তুমি কি মানুষকে বাধ্য করবে ? (১০:৯৯)	أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ كَارِهُِونَ	শক্তি খাটানো, বাধ্য করা	أَكْرَهَ - يُكْرِهُ (إِكْرَاهًا)
আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্যতামূলক করে দিতে পারি? (১১:২৮)	أَنْزَلْنَاهُمْ مَوْلَاهُمْ وَانْتُمْ لَهَا كَارِهُِونَ	আবশ্যিক করা, বাধ্যতামূলক করা; অবিচ্ছেদ্য করা	الزَّمَّ - يَلْزِمُ
কে বিপদগ্রস্থের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে? (২৭:৬২)	أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ	ক্ষতিগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, নিরুপায়	مُضْطَرَّ
সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (২:১২৬)	وَبِئْسَ الْمَصِيرُ	গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مَصِيرٌ
নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ। (২৬:২২৭)	وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ	প্রত্যাবর্তনস্থল, গন্তব্য	مُنْقَلَبٌ
যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। (২৮:৮৫)	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ	প্রত্যাবর্তনস্থল	مَعَادٌ
আল্লাহ, তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (৪৭:১৯)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ	প্রত্যাবর্তনস্থল, ঘূর্ণনকেন্দ্র	مُتَقَلَّبٌ
এবং তাঁর দিকেই তওবারস্থল। (১৩:৩০)	وَأِلَيْهِ مَتَابٌ	প্রত্যাবর্তনস্থল, তওবাস্থল	مَتَابٌ
নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা আগমনস্থলে।	إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا	গন্তব্য, আগমনস্থল	مَأْتِيًا

(১৯:৬১)	যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বাগৃহের ভিত্তি উত্তোলন করছিল। (২:১২৭)	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ	ভিত্তি, মূল; বয়স্ক নারী, যৌবনোত্তীর্ণ ২৪:৬০	قَاعِدَةٌ (ج) قَوَاعِدُ
এবং আমাদের ইবাদতের পস্থা দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। (২:১২৮)	وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا	ইবাদাতের পস্থা	مَنَسِكٌ (ج) مَنَاسِكُ	
আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি বিধি-বিধান দিয়েছি, তারা সে বিধান পালনকারী। (২২:৬৭)	لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ	বিধান পালনকারী	نَاسِكٌ	
এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও (২:১৩২)	وَوَصَّيْنَا بِنَاهُ إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبَ	অসিয়ত করা, নির্দেশ দেয়া, পরামর্শ দেয়া	وَصَّى - يُوصِي (تَوْصِيَةٌ)	
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। (৪:১২)	وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ	ওসিয়ত, উপদেশ, নসীহত, নির্দেশ	وَصِيَّةٌ	
যদি কেউ ওসিয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا	ওসিয়তকারী, পরামর্শদাতা	مُوصٍ	
তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? (২:১৩৩)	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ	উপস্থিত হওয়া, বিদ্যমান হওয়া, আসা, পৌঁছা	حَضَرَ - يَحْضُرُ	
সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে। (৩-৩০)	يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ حَيْرٍ مُّحْضَرًا	হাজির, উপস্থাপিত	مُحْضَرٌ (ج) مُحْضَرُونَ	
এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (৫৪-২৮)	كُلُّ شَرِبٍ مُّحْتَضَرٌ	হাজির, উপস্থাপিত	مُحْتَضَرٌ	

তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ- পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (২:১৩৩)	قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا	উপাস্য, মাবুদ, আরাধ্য	إِلَٰهَةٌ (ج) آهَةٌ
যে অস্বীকার করবে মিথ্যা উপাস্যের এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ় রজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না। (২:২৫৬)	فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	মিথ্যা উপাস্য	طَاغُوتٌ
আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইব্রাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। (২:১৩৫)	قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا	একনিষ্ঠ, সৎপরায়ণ, আল্লাহমুখী	حَنِيفٌ (ج) حُنَفَاءُ
তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। (২:১৩৭)	فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ	যথেষ্ট হওয়া	كَفَىٰ - يَكْفِي
হে নাবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে। (৮:৬৪)	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	যথেষ্ট	حَسْبُ
আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? (৩৯:৩৬)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ	যথেষ্ট, রক্ষাকারী	كَافٍ
এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (২:১৩৯)	وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ	একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত	مُخْلِصٌ (ج) مُخْلِصُونَ

তাদের মধ্য থেকে আপনার মনোনীত বান্দারা ছাড়া। (৩৮:৮৩)	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ	মনোনীত, আত্মনিষ্ঠ, সংযত	مُخْلِصٌ (ج) مُخْلِصُونَ
তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? (২:১৪০)	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ	সাক্ষ্য; প্রমাণ; প্রকাশ্য, চাক্ষুষ, উপস্থিত	شَهَادَةٌ (ج) شَهَادَاتٌ
আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। ৬৩:১	قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ	সাক্ষ্য দেয়া; সাক্ষী হওয়া; প্রত্যক্ষ করা ২:১৮৫; উপস্থিত থাকা ২২:২৮	شَهِدَ-يَشْهَدُ
তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলাম, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (৭:১৭২)	وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا	সাক্ষী বানানো, উপস্থিত করা, হাজির করা	أَشْهَدَ-يُشْهَدُ
সাক্ষী দিতে বল তোমাদের মধ্য থেকে দুজন পুরুষকে। (২:২৮২)	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ	সাক্ষ্য দিতে বলা, সাক্ষী বানানো	اسْتَشْهَدَ- يَسْتَشْهِدُ
এবং সাক্ষ্য দিয়েছে বানী ইসরাইলের মধ্য থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা তার উপর এবং ঈমান এনেছে আত তোমরা অহংকার করছ। (৪৬:১০)	وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَرَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ	সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, উপস্থিত	شَاهِدٌ (ج) شُهُودٌ، أَشْهَادٌ
আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি। (২:১৪৩)	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	মধ্যপন্থী	وَسَطٌ
এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (২৫:৬৭)	وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا	মধ্যপন্থা, সমতা, ন্যায়সঙ্গত	قَوَامٌ

অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। (৩১:৩২)	فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ	মধ্যপন্থী	مُقْتَصِدٌ مُقْتَصِدَةٌ
সরলপথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্রপথও রয়েছে। ১৬:৯	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ	সরল	قَصْدًا-يُقْصِدُ (قَصْدٌ)
আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম (২:১৪৩)	وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا	কিবলা, সালাতে মুখ করার দিক	قِبْلَةً
যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। (২:১৪৩)	إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ	গোড়ালি, পিছন; বংশধর ৪৩:২৮	عَقِبْتُ (ج) أَعْقَابٌ
আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। (২:১৪৩)	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ	নষ্ট করে দেয়া	أَضَاعَ-يُضِيعُ
অতঃপর আল্লাহ তাদের কাজগুলোকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। (৩৩:১৯)	فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ	নষ্ট করা, ব্যর্থ করা, নিষ্ফল করা, ধ্বংস করা	أَحْبَطَ-يُحْبِطُ
হে ঈমানদারগন খোটা এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলো নষ্ট করে দিওনা। (২:২৬৪)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى	রহিত করা, নষ্ট করা, মিথ্যা প্রমাণিত করা	أَبْطُلَ-يُبْطِلُ
আর তারা তর্ক করত মিথ্যার ভিত্তিতে তদ্বারা সত্যকে পরাভূত করতে (৪০:৫)	وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ	ব্যর্থ করে দেয়া, রদ করা	أُدْحِضَ-يُدْحِضُ
এরাই তারা যাদের আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে গেছে। (৩:২২)	أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتِ	নস্যাৎ হওয়া, নষ্ট হওয়া, ব্যর্থ হওয়া,	حَبِطَ-يَحْبِطُ

	أَعْمَاهُمْ	নিষ্ফল হওয়া	
এবং বাতিল হয়ে গেল যা তারা করত। (৭:১১৮)	وَبَطَلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	নিষ্ফল হওয়া, নষ্ট হওয়া	بَطَلٌ - يَبْطُلُ
যেদিন কিয়ামত সংগঠিত হবে সেদিন অকার্যকারীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৪৫:২৭)	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَحْسُرُ الْمُبْطِلُونَ	অনর্থকারী, অকার্যকারী	مُبْطِلٌ (ج) مُبْطِلُونَ

অধ্যায়-৩৭

আমি দেখেছি তোমার চেহেরা আকাশের দিকে ঘুরে যাওয়া। (২:১৪৪)	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ	ঘূর্ণন, প্রত্যাবর্তন, চলাফেরা, বিচরণ	تَقَلُّبٌ (تَقَلَّبَ - يَتَقَلَّبُ)
অতএব, তোমার চেহেরা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। (২:১৪৪)	فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	দিক, অভিমুখ	شَطْرٌ
পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখকরা সংকর্ম নয়। (২:১৭৭)	لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ	অভিমুখ, দিক, পক্ষ, সম্মুখগতি, মোকাবেলার শক্তি	قِبَلٌ
যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৮:২২)	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	অভিমুখ, দিক, পক্ষ	تِلْقَاءٌ
প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। (২:১৪৮)	وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُؤْتِيهَا	লক্ষ্য, দিক	وِجْهَةٌ

প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। (২:১৪৮)	وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُؤَلِّيهَا	মুখকারী, অভিমুখী	مُؤَلِّ
যা থেকে তোমরা বিমুখতা প্রদর্শনকারী। (৩৮:৬৮)	أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ	বিমুখ, বিমুখতা প্রদর্শনকারী, অবজ্ঞাকারী	مُعْرِضٌ (ج) مُعْرِضُونَ
তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (২৭-১০)	وَأَيُّ مُدْبِرًا وَمَا يُعْقِبُ	পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী, পলায়নপর	مُدْبِرٌ (ج) مُدْبِرُونَ
ভালো কাজের প্রতিযোগিতা কর। (২:১৪৮)	فَاسْتَبِقُوا الْحَيَاتِ	ধাবিত হওয়া, প্রতিযোগিতা করা	اسْتَبَقَ - يَسْتَبِقُ
দৌড়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। (৫৭:২১)	سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ	দৌড়াদৌড়ি করা, প্রতিযোগিতা করা	سَابِقٌ - يُسَابِقُ
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩:২৬)	وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ	প্রতিযোগিতা করা, আগ্রহী হওয়া	تَنَافَسَ - يَتَنَافَسُ
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩:২৬)	وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ	আগ্রহী, উদ্যোগী, প্রতিযোগী, আকাঙ্ক্ষী	مُتَنَافِسٌ (ج) مُتَنَافِسُونَ
এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। (২:১৫৫)	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ	ক্ষুধা	جُوعٌ (جَاعٌ - يَجُوعُ)
অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার	أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي	ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ	مَسْعَبَةٍ

খাওয়ানো। (৯০:১৪)	مَسْعَبَةٌ		
এবং আল্লাহর রাস্তায় ক্ষুধার জ্বালা নেই। (৯:১২০)	وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	তীব্র ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা	مَحْمَصَةٌ
এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। (২:১৫৫)	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ	সম্পদ	مَالٌ (ج) أَمْوَالٌ
এর নিচে ছিল তাদের দুজনের পুঞ্জীভূত সম্পদ। (১৮:৮২)	وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا	পুঞ্জীভূত সম্পদ, ভাণ্ডার, স্তূপ	كَنْزٌ (ج) كُنُوزٌ
এবং বিলাসদ্রব্য তাতে তারা আনন্দ পেত। (৪৪:২৭)	وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ	বিলাসদ্রব্য, বিলাস সামগ্রী	نَعْمَةٌ
তোমাদের মধ্যে যাদের সম্পদ সামর্থ্য নেই কোন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার। (৪:২৫)	وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ	সম্পদ, ধন, আয়	طَوْلٌ
যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে (২:১৫৬)	الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمُ مُصِيبَةٌ	বিপদ	مُصِيبَةٌ
আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৩৭:৭৬)	وَجَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ	বিপদ, বিভীষিকা, দুশ্চিন্তা	كَرْبٌ
কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে ১৩:৩১	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا	বিপদ, বিপর্যয়; করাঘাতকারী	قَارِعَةٌ ১০১:১

	قَارِعَةٌ		
অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। ৭৯:৩৪	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ	বিপর্যয়, বিপদ, সঙ্কট, সর্বগ্রাসী	طَامَّةٌ
তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহর আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে ১২:১০৭	أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ	আচ্ছন্নকারী, বিপদ, সর্বগ্রাসী আবরণ	غَاشِيَةٌ (ج) غَوَاشٍ
তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে (৭৫:২৫)	تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ	বিপর্যয়, মেরুদণ্ড ভাঙ্গা বিপদ	فَاقِرَةٌ
বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিজতর। (৫৪:৪৬)	بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةِ أَذَاهُ وَأَمْرٌ	মহাবিপদ, বিভীষিকা	أَذَاهُ
আর যখন মানুষকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, আমাকে ডাকতে থাকে। (১০:১২)	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا	ক্ষতি, অনিষ্ট, বিপদ	ضُرٌّ
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না। (৩-১১৮)	لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا	ক্ষতি, বিপর্যয়	حَبَالٌ
আর তোমাদের দুর্দিনের প্রতীক্ষা করে (৯:৯৮)	وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابُّ	দুর্দিন, বিপর্যয়, দুর্বিপাক	دَائِرَةٌ (ج) دَوَابُّ
আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি (৫২:৩০)	نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَبِّبِ الْمُنُونِ	দুর্ঘটনা, মৃত্যু	مُنُونٌ
সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা উমরাহ পালন করে, তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (২:১৫৮)	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا	হজ্ব করা	حَجٌّ-يُحْجُّ (حِجٌّ)
হজ্জে কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। (২:১৯৭)	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ	হজ্ব	حِجٌّ

তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে। (৯:১৯)	أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	হাজী, হজ্জ পালনকারী	حَاجُّ
সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ পালন করে, তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (২:১৫৮)	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا	উমরা করা	اعْتَمَرَ - يَعْتَمِرُ
এবং আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরাহ পালন করো। (২:১৯৬)	وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ	উমরা	عُمْرَةٌ
এবং যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করবে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বত্ত্ব। (২:১৫৮)	وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ	স্বেচ্ছায় করা, অতিরিক্ত করা	تَطَوَّعَ - يَتَطَوَّعُ
বল, তোমরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ব্যয় কর, তোমাদের থেকে কবুল করা হবেনা। (৯:৫৩)	قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ	স্বেচ্ছা, সদিচ্ছা	طَوْعٌ
মুমিনদের মধ্যে যারা বেশি বেশি ছদকাকারী। (৯:৭৯)	الْمُطَوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	স্বেচ্ছায় দানকারী, নফল সদকাকারী	مُطَوَّعٌ (ج) مُطَوَّعُونَ
তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। ৩৩:৫	وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ	ইচ্ছা করে কিছু করা, স্বেচ্ছায় করা	تَعَمَّدَ - يَتَعَمَّدُ
যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে। (৪-৯৩)	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا	ইচ্ছাপূর্বক, স্বেচ্ছাচারী	مُتَعَمِّدٌ

বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয়। (৪:১৯)	لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا	বলপূর্বক, বল প্রয়োগে, বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছায়	كَرِهًا
এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (২:১৬৪)	وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ	নৌকা	فُلُكُ
অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম। (২৯:১৫)	فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ	নৌকা, জাহাজ	سَفِينَةً
আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। (৬৯:১১)	حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ	নৌযান, প্রবাহমান	جَارِيَةً (ج) جَارِيَاتٍ جَوَارٍ

অধ্যায়-৩৮

এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রাণী। (২:১৬৪)	وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ	ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা, বিস্তার করা	بَثَّ - يَبِثُّ
তিনি তার রহমত ছড়িয়ে দেন। (৪২:২৮)	وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ	ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা,	نَشَرَ - يَنْشُرُ (نَشْرًا)
সুতরাং যখন স্বলাত সমাপ্ত হয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। (৬২:১০)	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ	ছড়িয়ে পড়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া,	انْتَشَرَ - يَنْتَشِرُ
যখন নক্ষত্রসমূহ ছিটকে পড়বে। (৮২:২)	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ	বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছড়িয়ে পড়া	انْتَثَرَ - يَنْتَثِرُ
সেখানে ভেড়া দুকে পড়েছিল রাতের বেলা (২১:৭৮)	نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمٌ	এদিক সেদিক যাওয়া, ছড়িয়ে	نَفَسَ - يَنْفُسُ

তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস (১৮:৪৫)	تَذْرُوهُ الرِّيحَ	পড়া উড়িয়ে দেয়া, বিক্ষিপ্ত করা	ذَرَا-يَذْرُو (ذَرُو)
আমরা নিশ্চয়ই এটিকে ছিন্নভিন্ন করে ছিটিয়ে দেব সাগরে (২০:৯৭)	لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا	বিক্ষিপ্ত করা, উড়িয়ে দেয়া, ছিটিয়ে দেয়া	نَسَفَ-يَنْسِفُ (نَسَفُ)
কসম উড়িয়ে নেওয়া ঝঞ্ঝাবায়ুর (৫১:১)	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا	যা উড়িয়ে নেয়	ذَارِيذَةٌ (ج) ذَارِيَاتٌ
মেঘবিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ। (৭৭-৩)	وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا	বিস্তারক, বিস্তারকারী	نَاشِرَةٌ (ج) نَاشِرَاتٌ
যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল। (৫৪-৭)	كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ	ছড়িয়ে পড়া, বিক্ষিপ্ত	مُنْتَشِرٌ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। (১০১:৪)	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ	বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, ছিন্নভিন্ন	مَبْثُوثٌ, مَبْثُوثَةٌ
অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা। (৫৬:৬)	فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا	বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, উড়ন্ত	مُنْبَثٌ
অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপে করে দেব। (২৫:২৩)	فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مُنثُورًا	বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো	مُنثُورٌ
বাতাসের গতি পরিবর্তনের মাঝে (২:১৬৪)	وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	বাতাস; গন্ধ ১২:৯৪; শক্তি, প্রভাব ৮:৪৬	رِيحٌ (ج) رِيَّاحٌ
আমি পানিবাহী বায়ু প্রেরন করি। (১৫:২২)	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ	পানিবাহী, বৃষ্টি বহনকারী/ পরাগায়নকারী, গর্ভসঞ্চারী	لَوَاقِحٌ (ج) لَوَاقِحٌ

অতঃপর তোমাদের উপর বাতাস থেকে তুফান প্রেরন করবেন। (১৭:৬৯)	فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু, ঝড় তুফান	قَاصِفٌ
অতঃপর আপতিত হবে এক অগ্নিবৃষ্টি অতপর তা জ্বলে যাবে। (২:২৬৬)	فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ	ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিবৃষ্টি	إِعْصَارٌ
তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষা ঝটিকা বায়ু প্রেরন করবেন। (১৭:৬৮)	يُرْسِلْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا	প্রস্তরবর্ষা ঝটিকা বায়ু	حَاصِبٌ
উত্তপ্তবায়ু ও গরম পানির মধ্যে। (৫৬:৪২)	فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ	উত্তপ্ত বায়ু, গরম বাতাস, লুহাওয়া,	سَمُومٌ
এগুলোর উপর আসল দুর্যোগপূর্ণ বাতাস। (১০:২২)	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	ঝঞ্ঝাবায়ু, তুফান, ঘূর্ণিঝড়,	عَاصِفٌ، عَاصِفَةٌ (ج) عَاصِفَاتٌ
অতঃপর তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ু দ্বারা। (৬৯:৬)	فَأَهْلِكُوا بَرِيحٍ صَّرَصِرٍ عَاتِيَةٍ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু	صَّرَصِرٌ
এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে। (২:১৬৪)	وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	আয়ত্বাধীন, অনুগত; আজ্ঞাধীন	مُسَخَّرٌ (ج) (مُسَخَّرَاتٌ)
যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। (৪৩:৩২)	لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيًّا	সেবক, কর্মী	سُحْرِيٌّ
এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। (১৩:২)	وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ	অনুগত বানানো, সেবায় নিয়োজিত করা	سَخَّرَ - يُسَخِّرُ

আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি এদের মধ্যে কিছু তাদের বাহন এবং কিছু তারা ভক্ষণ করে। (৩৬:৭২)	وَدَلَّلْنَاهَا هُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ	অধীন করা, অসহায় বানানো; আয়ত্বাধীন করা	دَلَّلٌ - يُدَلِّلُ (تَذِيلٌ)
তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। (২:১৬৫)	يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ	ভালোবাসা	حُبٌّ
আমি তোমার প্রতি মুহাব্বত সঞ্চরিত করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে। (২০:৩৯)	وَأَلَقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي	প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ, আসক্তি	مَحَبَّةٌ
এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (৩০:২১)	وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً	বন্ধুত্ব, হৃদয়তা, অন্তরঙ্গতা	مَوَدَّةٌ
যেদিন থাকবেনা কোন লেনদেন এবং না কোন বন্ধুত্ব আর না কোন সুপারিশ। (২:২৫৪)	يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ	বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; মাবে, অভ্যন্তর ৩০:৪৮	حُلَّةٌ (ج) خِلَالٌ
তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। (৩:১১৮)	قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ	ঘৃণা, শত্রুতা, হিংসা, অসন্তুষ্টি	بَغْضَاءٌ
কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। (৫:৮)	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا	শত্রুতা, বিদ্বেষ, দুশমনি	شَنَا ن
অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চরিত করে দিয়েছি। (৫:১৪)	فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	শত্রুতা, বৈরিতা, দুশমনি	عَدَاوَةٌ
যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? (৪৭:২৯)	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُدْعَاهُمْ	হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ	ضِعْرٌ (ج) أَضْعَانٌ

	يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعَانَهُمْ		
যা তার মধ্যে প্রকাশ্য কিংবা গোপন এবং পাপাচারিতা ও শত্রুতা। (৭:৩৩)	مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ	বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্রোহ, জুলুম	بَغْيٍ
তাদের অন্তরসমূহে যা সংকীর্ণতা ছিল তা আমরা মিটিয়ে দেব (১৫:৪৭)	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ	বিদ্বেষ, তিক্ততা, ঘৃণা	غِلٍّ
তোমরা যাদের সাথে শত্রুতা পোষণকরো। (৬০:৭)	الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ	শত্রুতা করা, দুশমনি করা	عَادَى-يُعَادِي
তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। (২:১৬৭)	فَنَنْتَبِرًا مِنْهُمْ كَمَا تَنْتَبِرُونَ مِنَّا	দায়িত্বমুক্ত হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া	تَنْتَبِرًا-يَنْتَبِرُونَ
নিশ্চয়ই আমি দায়মুক্ত তা থেকে যার তোমরা ইবাদত কর। (৪৩:২৬)	إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ	দায়মুক্তি, ছাড়পত্র	بَرَاءٌ، بَرَاءَةٌ
যদি আমাদের জন্য আবার পালা আসতো?! (২:১৬৭)	لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً	এক বার, আরেক বার, আবার	كَرَّةً
আমি তোমাদের আরেকবার বের করবো। (২০:৫৫)	نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ	একবার, বার, দফা	تَارَةً
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা একবার অথবা দুইবার বিপর্যস্ত হচ্ছে? (৯:১২৬)	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ	বার, দফা, কিস্তি, পর্ব, একবার, বহুবার, বারংবার	مَرَّةً (ج) مَرَّاتٍ
এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। (২:১৬৭)	كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ	অনুতাপ, আক্ষেপ, আফসোস, দুঃখ, ক্ষোভ	حَسْرَةٌ (ج) حَسَرَاتٍ

তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। (৩৪:৩৩)	وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ	অনুতাপ, অনুশোচনা, পরিতাপ	نَدَامَةٌ
অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। (৫:৩১)	فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ	অনুতপ্ত, অনুশোচনাকারী	نَادِمٌ (ج) نَادِمُونَ
এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। (২:১৬৮)	وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ	পদাংক	خُطُوَةٌ (ج) خُطُوَاتٌ
সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক। (২:১৬৯)	إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ	অশ্লীলতা, মন্দকাজ, অপকর্ম	فَحْشَاءٌ
যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলে তখন আল্লাহ কে স্মরণ করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। (৩:১৩৫)	إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ	অপকর্ম, অশ্লীলতা, ব্যভিচার,	فَاحِشَةٌ (ج) فَوَاحِشٌ
আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। (১৭:৩২)	وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ	ব্যভিচার	زَيْنَا (زَيْنَىٰ - يَزِينِي)
তোমাদের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা। (২৪:৩২)	وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ	কুকর্ম, ব্যভিচার	بِعَاءٌ
সেখানে কোন অসার কথা নেই আর না কোন অশ্লীলতা। (৫২:২৩)	لَا لَعْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ	অশ্লীলতা, অপকথা, কুকথা	تَأْتِيمٌ
তোমাদের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা, যদি তারা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। (২৪:৩২)	وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا	লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা, সন্ত্রম বাঁচানো	تَحَصُّنٌ
যে চিৎকার করছে যার সে কিছুই শুনতে পায়না। (২:১৭১)	الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ	চিৎকার করা, আর্তনাদ করা	نَعَقٌ - يَنْعِقُ

সেখানে তারা আত্নাদ করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (৩৫:৩৭)	وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ	আত্নাদ করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্যের চিৎকার করা	إِصْطَرَحَ - يَصْطَرِحُ
এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা আত্নাদ করবে। (২৩:৬৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ	আত্নাদ করা, বিলাপ করা	جَأْرًا - يَجْأَرُونَ
গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে তাঁর আত্নাদ করছে। (২৮:১৮)	الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ	আত্নাদ করা	اسْتَصْرَحَ - يَسْتَصْرِحُ
তাদের জন্য সেখানে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ও আত্নাদ (১১:১০৬)	هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ	আত্নাদ, দীর্ঘশ্বাস, কাতরকণ্ঠ	زَفِيرٌ
অতঃপর তাঁর স্ত্রী সামনে এলেন আত্নাদের সাথে (৫১:২৯)	فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ	আত্নাদ, চিৎকার	صَرَّةٌ
তাদের জন্য সেখানে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ও আত্নাদ (১১:১০৬)	هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ	আত্নাদ, গোঙানি, চিৎকার	شَهِيْقٌ
নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর মৃত প্রাণী কে হারাম করেছেন। (২:১৭৩)	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ	নিষিদ্ধ করা; সম্মানিত করা ২৭:৯১	حَرَّمَ - يُحْرِمُ
সকল পবিত্র বস্তু বৈধ করেছেন। (৭:১৫৭)	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	বৈধ করা; লজ্বন করা, অসম্মান করা ১৪:২৮	أَحَلَّ - يُحِلُّ
শিকার বৈধকারী হইয়ো না যখন তোমরা মুহরিম অবস্থায় থাক। (৫:১)	مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ	বৈধকারী	مُحِلٌّ
নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর মৃত প্রাণী কে হারাম করেছেন।	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ	মৃত প্রাণী, মৃত	مَيْتَةٌ

(২:১৭৩)			
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কষ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায়। (৫:৩)	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَالحَمُّ الخنزيرِ وَمَا أُهلٌ لغيرِ اللهِ بهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ	গলা টিপে মারা পশু, কষ্ঠরোধে মৃতপ্রাণী, ফাঁস দিয়ে মারা পশু প্রহারে নিহত, আঘাতে মৃত পতনে মরা পশু, ভূপাতিতপশু শিঙের আঘাতে নিহত প্রাণী	مُنْحَنِفَةٌ مَوْفُوذَةٌ مُتَرَدِّيَةٌ نَطِيحَةٌ
এবং যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (২:১৭৩)	وَمَا أَهلٌ بهِ لغيرِ اللهِ	উৎসর্গ করা, জবেহ করা	أهلٌ - يُهْلُ

অধ্যায়-৩৯

আর যারা কেতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। (২:১৭৬)	وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ	দূরবর্তী, চরম	بَعِيدٌ (بَعْدُ - يَبْعُدُ)
বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (২২:৩১)	تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ	দূরবর্তী, বহুদূর, দূরদূরান্ত	سَحِيقٌ
অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (১৯:২২)	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَاصِيًا	দূরবর্তী ব্যবধান, তফাৎ, দূরত্ব	قَاصِيٌ
তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা কোথায় হতে পারে? ২৩:৩৬	هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ	বহুদূর, অনেক দূর, সুদূরপর্যায়, অসম্ভব	هَيِّهَاتُ

তারা আসবে প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। (২২:২৭)	يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	দূরদূরান্ত, প্রত্যন্ত, গহীন,	عَمِيقٌ
নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৭:৫৬)	إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ	কাছে, নিকটে	قَرِيبٌ
আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। ৪০-১৮	وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ	আসন্ন, নিকটবর্তী	أَرْزَاقٌ
তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। (৩৪:৩৭)	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ	অধিক নিকটবর্তী, নৈকট্য, পদমর্যাদা	زُلْفَىٰ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২:১৭৩)	فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	ক্ষমাশীল	غَفُورٌ
পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। (৪০:৩)	غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ	ক্ষমাশীল	غَافِرٌ (ج) غَافِرُونَ
তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। (৩৮:৬৬)	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ	অতিশয় ক্ষমাশীল	غَفَّارٌ
নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৫৮:২)	وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ	ক্ষমাকারী, মার্জনাকারী	عَفُوفٌ
এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। (৩:১৩৪)	وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	ক্ষমাকারী, মাফকারী	عَافٍ (ج) عَافُونَ
আল্লাহ তাদের উপর আযাবদানকারী হবেন না যতক্ষণ তারা তাওবা করবে। (৮:৩৩)	وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	শাস্তিদাতা, আজাব দানকারী, দণ্ড প্রদানকারী	مُعَذِّبٌ (ج) مُعَذِّبُونَ

নিশ্চই আমি অপরাধীদের শাস্তিদাতা। (৩২:২২)	إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শাস্তিদাতা	مُنْتَقِمٌ (ج) مُنْتَقِمُونَ
আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম- মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। (২:১৭৭)	وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ	সাহায্যপ্রার্থী, প্রশ্নকারী	سَائِلٌ
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন (২২:৭৩)	ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ	প্রার্থনাকারী, অস্বেষী	طَالِبٌ
এবং খাওয়াও অভাবগ্রস্থ এবং ভিক্ষুকদের। (২২:৩৬)	وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ	ভিক্ষুক, সাহায্যপ্রার্থী	مُعْتَرٌّ
এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী। (২:১৭৭)	وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ	দুঃখ, অভাব, বিপদ; শক্তি ৫৭:২৫; শাস্তি ৪০:২৯; যুদ্ধ ৩৩:১৮	بَأْسٌ، بَأْسَاءٌ
যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (৫:৬৪)	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ	যুদ্ধ	حَرْبٌ
যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। (৩৩:২৫)	وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ	পরস্পরে হত্যা করা, যুদ্ধ বাঁধানো, যুদ্ধ লাগানো	قِتَالٌ
তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস এর বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৭৮)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ	কিসাস, সমহত্যা, হত্যার বদলায় হত্যা	قِصَاصٌ
তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ	নিহত ব্যক্তি	قَتِيلٌ (ج) قَتْلَىٰ

কিসাস এর বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৭৮)	فِي الْقَتْلَى		
এবং তার প্রাপ্য ভালভাবে আদায় করবে। ২:১৭৮	وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ	প্রাপ্য	أَدَاءٌ
তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। ২:২৮৩	فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ	আদায় করা, প্রাপ্য দেয়া	أَدَى-يُؤَدِّي
হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে। (২:১৭৯)	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ	বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি	لُبُّ (ج) أَلْبَابُ
তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে? (৫২:৩২)	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا	বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, বোধ	حِلْمٌ (ج) أَخْلَامٌ
নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (২০:৫৪)	إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ	জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা	نُهْيٌ
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১৫:৭৫)	إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ	চিন্তাশীল, নিরীক্ষণকারী	مُتَوَسِّمٌ (ج) مُتَوَسِّمُونَ
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের। (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا	পক্ষপাতিত্ব, পাপপ্রবণ	جَنَفٌ
যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে। (৫-৩)	فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ	পক্ষপাতিত্বকারী, অন্যাযপ্রবণ	مُتَجَانِفٌ
এইটিই বেশী সঙ্গত যেন তোমরা পক্ষপাতিত্ব না কর। (৪-৩)	ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا	পক্ষপাতিত্ব করা, পথচ্যুত হওয়া	عَالَ-يَعُولُ
তোমাদের উপর সিয়াম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৮৩)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ	রোজা, সিয়াম	صِيَامٌ
নিশ্চই আমি রহমানের জন্যে একটি	إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا	রোজা	صَوْمٌ

রোজা মানত করেছি। (১৯:২৬) তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (২:১৮৪)	فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ	রোজা রাখা	صَامَ - يَصُومُ
পুরুষ রোজাদার এবং নারী রোজাদার। (৩৩:৩৫)	وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ	রোজাদার, সিয়াম পালনকারী	صَائِمٌ (ج) صَائِمُونَ (صَائِمَاتُ)
ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬৬:৫)	عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا	রোজাদার মুসাফির, অনাহারে ভ্রমণকারী	سَائِحٌ (ج) سَائِحُونَ (سَائِحَاتُ)
অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে, অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। (২:১৮৪)	فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ	সফর, ভ্রমণ	سَفَرٌ (ج) أَسْفَارٌ
তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। (১৬:৮০)	تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ	ভ্রমণ, সফর, পর্যটন, যাত্রা	ظَعْنٌ
তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬:২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	সফর, পর্যটন, বাণিজ্যিক ভ্রমণ, কাফেলা	رِحْلَةٌ
সফরের অবস্থা ছাড়া। (৪:৪৩)	إِلَّا غَابِرِي سَبِيلٍ	মুসাফির, অতিক্রমকারী	غَابِرٌ (ج) غَابِرُونَ
আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট	وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ	সাধ্যাতীত হওয়া,	أَطَاقَ - يُطِيقُ

দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। (২:১৮৪)	فَدْيَةٌ طَعَامٍ مِسْكِينٍ	কষ্টকর হওয়া	
অতএব কুরআন থেকে যতটা তোমাদের জন্য সহজ ততটা পড়তে থাকো (৭৩:২০)	فَأَقْرَهُوْا مَا تَيْسَّرُ مِنْهُ الْقُرْآنِ	সহজ হওয়া, স্বচ্ছন্দ হওয়া	تَيْسَّرٌ - يَيْسَّرُ
যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজে পাওয়া যায়। (২:১৯৬)	فَإِنْ أُخْضِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَّرَ مِنَ الْهَدْْيِ	সহজ হওয়া, স্বচ্ছন্দ হওয়া	اسْتَيْسَّرَ - يَسْتَيْسِرُ
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান। (২:১৮৫)	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ	সহজতা	يُسْرٌ
আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। (৯২:৭)	فَسَنِّيْسِرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ	সহজ, সুসাধ্য, অনায়াস, স্বস্তি, শিথিলতা, মৃদুতা	يُسْرَىٰ
নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৯৪:৬)	إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	কষ্ট, দুর্দশা, অভাব	عُسْرٌ، عُسْرَةٌ
আমরা তার জন্য সুগম করে দেব কঠিনতর পথ। (৯২:১০)	فَسَنِّيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ	কঠিনতর, কষ্টকর	عُسْرَىٰ
তোমরা পৌছাতে পারতে না নিজেদের পরিশ্রম ছাড়া। (১৬:৭)	مَّ تَكُونُوا بِالْعِيبَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ	কষ্ট, পরিশ্রম	شِقٌّ
রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (২:১৮৭)	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ	সহবাস	رَفَثٌ
সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখেছেন তা কামনা কর। (২:১৮৭)	فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ	সহবাস করা	بَاشَرَ - يُبَاشِرُ

অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আলিঙ্গন করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। (৭:১৮৯)	فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا	ঢেকে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা, আলিঙ্গন করা, সহবাস করা	تَعَشَّى - يَتَعَشَّى
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। (৫৮:৩)	فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسًا	সহবাস করা	تَمَّاسٌ - يَتَمَّاسُ
অথবা যদি নারীদের সাথে সহবাস কর আর পানি না পেয়ে থাক তখন তায়ায়ুম করে নাও। (৪:৪৩)	أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا	সহবাস করা	لَامَسَ - يُلَامِسُ
তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। (২:১৮৭)	هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ	পোশাক	لِيَاسٍ
অথবা তাদের জামাকাপড় কিংবা একটি দাসকে মুক্তি দিবে। (৫:৮৯)	أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ	পোশাক, পরিচ্ছদ, পরিধেয়	كِسْوَةٌ
আমরা নাযিল করেছি তোমাদের জন্য পোশাক ও সাজসজ্জার বস্ত্র। (৭:২৬)	قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا	সৌন্দর্যের পোশাক, সাজসজ্জার বস্ত্র	رِيثٌ
জেনে রাখ, যখন তারা তাদের কাপড় দ্বারা আবৃত করে তখন ও তিনি জানেন তারা যা গোপন এবং যা প্রকাশ্য। (১১:৫)	أَلَا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ	কাপড়, পোশাক, জামা	ثَوْبٌ (ج) ثِيَابٌ
তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে আসলো। (১২:১৮)	وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ	কামিজ, কুর্তা, জামা	قَمِيصٌ

তোমাদের জন্যে দিয়েছেন পোশাক, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। (১৬:৮১)	وَجَعَلَ لَكُم سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُم	পোশাক-পরিচ্ছদ, জামা-কাপড়, পরিধেয় বস্ত্র	سِرَابِلٌ (ج) سَرَائِيلُ
এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলঙ্কার। ১৬:১৪	وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا	পরিধান করা, গায়ে দেয়া	لِبَسٍ - يَلْبَسُ
অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। ২৩:১৪	فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا	পরিধান করানো, পরানো	كَسَا - يَكْسُو
এখানে তোমার জন্য এই যে তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না (২০:১১৮)	إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى	বস্ত্রহীন হওয়া	عَرَى - يَعْرَى

অধ্যায়-৪০

যতক্ষণ না প্রকাশিত হয় কাল সূতা থেকে সাদা সূতা। (২:১৮৭)	حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ	সূতা	خَيْطٌ
তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে (১৬-৯২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ	সূতা	غَزْلٌ
এটি আল্লাহর সীমারেখা, অতএব এর কাছেও যেও না। (২:১৮৭)	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا	সীমারেখা, নির্দেশাবলী, ন্যায়ানুগ শাস্তি	حُدٌّ (ج) حُدُودٌ
শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (২:১৮৮)	وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ	কথা পাড়া; ঝুলিয়ে দেওয়া,	أَدَلٌّ - يُدَلُّ

		নামিয়ে দেওয়া ১২:১৯	
শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (২:১৮৮)	وَتُدَلُّوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ	বিচারক	حُكْمٌ (ج) حُكَّامٌ
তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৭:৮৭)	وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ	বিচারক	حَاكِمٌ (ج) حَاكِمُوْنَ، حُكَّامٌ
এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৬:৫৭)	وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ	বিচারক, মীমাংসাকারী	فَاصِلٌ (ج) فَاصِلُوْنَ
আর আপনি শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৭:৮৯)	وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ	বিচারক, মীমাংসাকারী	فَاتِحٌ (ج) فَاتِحُوْنَ
তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। ৩৪:২৬	وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ	শ্রেষ্ঠ বিচারক	فَتَّاحٌ
অতএব আপনি ফয়সালা করেদিন, যেহেতু আপনি ফয়সালাকারী। (২০:৭২)	فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ	কাজি, বিচারক, ফয়সালাকারী, মীমাংসাকারী,	قَاضٍ
হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। ৬৯:২৭	يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ	চূড়ান্ত ফয়সালা, মৃত্যু	قَاضِيَةً
তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (২৭:৩২)	مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ	চূড়ান্ত, কর্তনকারী, অকাট্য	قَاطِعَةً
তারা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:১৮৯)	يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهْلَةِ	চাঁদ, নতুন চাঁদ	اَهْلَةٌ (ج)
চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। (৩৬:৩৯)	وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مِنْ اَمَّاَزِلٍ	চাঁদ	قَمَرٌ
এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।	وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا	সূর্য	شَمْسٌ

(৭১:১৬) সে একটি তারকা দেখতে পেল। (৬-৭৬)	رَأَى كَوْكَبًا	নক্ষত্র	كَوْكَبٌ (ج) كَوَاكِبٌ
যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (৮১-২)	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ	নক্ষত্র; গুল্ম	نَجْمٌ (ج) نُجُومٌ
তিনি শিরা নক্ষত্রের মালিক। (৫৩-৪৯)	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى	লুক্কক তারা, শি'রা নক্ষত্র	الشَّعْرَى
এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। (২:১৯০)	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	যুদ্ধ করা	قَاتِلٌ - يُقَاتِلُ (قِتَالٌ)
সে আগে থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে। (৯:১০৭)	حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ	যুদ্ধ করা, লড়াই করা, অস্ত্রধারণ করা	حَارِبٌ - يُحَارِبُ
যদি আল্লাহ না চাইতেন তারা লড়াই করত না। (২:২৫৩)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا	পরস্পর লড়াই করা	اِقْتَتَلَ - يُقْتَتِلُ
আর তারা যদি থেমে যায়, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। (২:১৯২)	فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	বিরত হওয়া, থেমে যাওয়া	انْتَهَى - يَنْتَهِي
এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। (১১:৪৪)	وَيَا سَّمَاءُ أَقْلِعِي	বন্ধ করা, ক্ষান্ত হওয়া	أَقْلَعٌ - يُقْلَعُ
আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। (১৮:১০৯)	لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي	ফুরিয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হওয়া	نَفِدٌ - يَنْفَدُ (نَفَادٌ)
তোমার পালনকর্তার নিকট শেষ গন্তব্য। (৭৯:৪৪)	إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا	গন্তব্য, শেষপ্রান্ত	مُنْتَهَى
অতএব, তোমরা এখন কি বিরত হবে? (৫:৯১)	فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ	বর্জনকারী, যে বিরত থাকে	مُنْتَهٍ (ج) مُنْتَهُونَ

সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। (২:১৯৪)	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ	সম্মানিত, পবিত্র	حَرَمٌ
আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। (২:১৯৪)	وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ	সম্মানিত, পবিত্র	حُرْمَةٌ (ج) حُرْمَاتٌ
এবং তোমরা মাথা মুগুন করবেনা। (২:১৯৬)	وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ	চেঁছে ফেলা, মুগুন করা	حَلَقٌ - يَحْلِقُ
আল্লাহ চাইলে, তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (৪৮:২৭)	لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ	মাথা মুগুনকারী	مُحْلِقٌ (ج) مُحْلِقُونَ
মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (৪৮:২৭)	مُحْلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ	ছোটকারী, খাটকারী	مُقَصِّرٌ (ج) مُقَصِّرُونَ
যতক্ষণ না কোরবাণীর জন্য যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। (২:১৯৬)	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهُدْيِ مَحَلَّهُ	কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট স্থান	مَحَلٌّ
যতক্ষণ না কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। (২:১৯৬)	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهُدْيِ مَحَلَّهُ	পৌঁছা, পাওয়া	بَلَغٌ - يَبْلُغُ
যখন দেখলেন যে, তার দিকে তাদের হাত পৌঁছাচ্ছে না। (১১:৭০)	فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ	পৌঁছা; সংযুক্ত করা ১৩:২১	وَصَلَ - يَصِلُ
যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন। (২৮:২৩)	وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً	পৌঁছা, অবতরণ করা, পানির কাছে আসা	وَرَدٌ - يَرِدُ
কিন্তু সেটি তার পর্যন্ত পৌঁছে না। (১৩:১৪)	وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ	পৌঁছা; চূড়ান্তে উপনীত, অকাটা,	بَالِغٌ (بَالِغَةٌ)

		সুদৃঢ়	(ج) بِالْعُونَ
যতক্ষণ না কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। (২:১৯৬)	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ	কুরবানির পশু, উৎসর্গিত প্রাণী	هَدْيٍ
আর হাজ্জের কুরবানির জন্য উটকে আমি আল্লাহর নিদর্শনাবলি করেছি তোমাদের জন্য। (২২:৩৬)	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ	হাজ্জের কুরবানির জন্য উট বা গরু	بَدْنَةٌ (ج) بُدْنٌ
আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। (৩৭:১০৭)	وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ	জবাইয়ের পশু, উৎসর্গিত প্রাণী, জবাইযোগ্য	ذَبْحٍ
কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে (২:১৯৬)	أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ	অসুস্থতা; কষ্ট ২:২৬৪; প্রচণ্ডতা ৪:১০২;	أَذًى
বিপদ-আপদ বিহীন। (৪:৯৫)	غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ	ক্ষতি, অনিষ্ট, অক্ষমতা	ضَرَرٌ
শয়তান আমাকে স্পর্শ করেছে অশান্তি ও কষ্ট দ্বারা। (৩৮:৪১)	أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ	অশান্তি	نُصْبٌ
সুতরাং তার খেসারত সিয়াম দ্বারা, কিংবা দান দ্বারা কিংবা উৎসর্গ দ্বারা। (২:১৯৬)	فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ	দান	صَدَقَةٌ (ج) صَدَقَاتٌ
তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً	খরচাপাতি, ব্যয়, খরচ	نَفَقَةٌ (ج) نَفَقَاتٌ
সুতরাং তার খেসারত সিয়াম দ্বারা, কিংবা দান দ্বারা কিংবা উৎসর্গ দ্বারা। (২:১৯৬)	فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ	উৎসর্গ, কুরবানি; ইবাদতের বিধানাবলি	نُسْكَ
যা তারা ব্যয় করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য। (৯:৯৯)	مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ	নৈকট্য	قُرْبَةٌ (ج) قُرْبَاتٌ
তারা আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়ে আসবে যাকে	يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ	কুরবানী, উৎসর্গ, নৈকট্যার্থে,	قُرْبَانٌ

আগুন গ্রাস করে নেবে। (৩:১৮৩)	النَّارُ	নৈকট্যের আশায়	
এই হচ্ছে পূর্ণ দশ দিন। (২:১৯৬)	تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ	পূর্ণ	كَامِلٌ، كَامِلَةٌ
হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (২:২০৮)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً	সম্পূর্ণ, সবাই, পুরাপুরি	كَافَّةً

অধ্যায়-৪৫

এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। (২:১৯৬)	ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	বাসিন্দা, অবস্থানকারী, উপস্থিত, বিদ্যমান	حَاضِرٌ (حَاضِرَةٌ) (ج) حَاضِرُونَ
আর তুমি মাদইয়ান অধিবাসীদের মধ্যে ছিলে না। (২৮:৪৫)	وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ	অবস্থানকারী, বাসিন্দা, অধিবাসী	تَأْوِيًا
এবং নূহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (৭১:২৬)	وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا	গৃহবাসী, বাসিন্দা	دَيَّارٌ
তারা সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (৭৮:২৩)	لَا يَبْنِيَنَّ فِيهَا أَحْقَابًا	অবস্থানকারী, বাসিন্দা, বাসকারী, অধিবাসী	لَا يَبْنِيَنَّ لَا يَبْنُونَ
তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (১৮:৩)	مَا كَانَتْ فِيهِ أَبَدًا	অবস্থানকারী, বাসিন্দা	مَا كَانَتْ مَا كَانُونَ
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয়	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ	পাথেয় নেয়া	تَزَوَّدُوا - يَتَزَوَّدُونَ

হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (২:১৯৭)	التَّقْوَىٰ		
এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২:২০১)	وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ	রক্ষা করা, নিজেকে বাঁচানো, সামলে চলা	وَقَىٰ - يَقِي
বল, কে তোমাদের আল্লাহ হতে নিষ্কৃতি দিবে (৩৩:১৭)	قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ	রক্ষা করা, হেফাজত করা, বাচানো	عَصَمَ - يَعْصِمُ
বল, কে তোমাদের দিনে এবং রাতে হেফাজত করবে রহমান থেকে? (২১:৪২)	قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ	হেফাজত করা, রক্ষা করা, নিরাপদ রাখা	كَأَلًا - يَكْلَأُ
বলুনঃ আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ৭২:২২	قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ	আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা, প্রতিবেশী বানানো	أَجَارَ - يُجِيرُ
যেন তোমাদের বিপদের সময় রক্ষা করে। (২১:৮০)	لِيُخَصِّنْكُمْ مِّنْ أَسْكُنُكُمْ	রক্ষা করা, আত্মসংবরণ করা; বিয়ে দেয়া ৪:২৫	أَحْصَنَ - يُخَصِّنُ
তারা তাদের নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না এবং না আমার পক্ষ থেকে কোন সাহায্যকারীও পাবেনা। (২১:৪৩)	لَا يَسْتَتِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ	সঙ্গী বানানো, সঙ্গ দেওয়া, সাহায্য করা	أَصْحَبَ - يُصْحَبُ
আমি একে হেফাজত করেছি প্রত্যেক বিভাড়ািত শয়তান থেকে। (১৫:১৭)	وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ	রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা	حَفِظَ - يَحْفَظُ (حِفْظًا)
তারা তাদের স্বলাতের প্রতি যত্নশীল। (৬:৯২)	وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ	যত্নবান হওয়া, রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা	حَافِظًا - يُحَافِظُ
আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। (২২:৩৮)	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا	রক্ষা করা, প্রতিহত করা, দূর করা	دَافَعَ - يُدَافِعُ

আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২:২০২)	وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ	দ্রুত	سَرِيعٌ (ج) سِرَاعٌ
মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২১:৩৭)	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ	ত্বরাপ্রবণ, তরাশীল	عَجَلٌ
মানুষ তো খুবই শীঘ্রকারী। (১৭:১১)	وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا	ত্বরাপ্রবণ, তরাশীল	عَجُولٌ
তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। (৭:৫৪)	يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا	দ্রুত, ক্ষিপ্ত	حَثِيثٌ
তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। (৪:৬)	وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا	তাড়াতাড়ি, দ্রুত	بِدَارٌ
এবং দ্রুত তোমাদের কাছে চলে আসে। (৩:১২৫)	وَيَأْتِيكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ	তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাত	فَوْزٌ
আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২:২০২)	وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ	হিসাব, গণনা	حِسَابٌ، حُسْبَانٌ
আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। (২:২৮৪)	يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ	হিসাব নিকাশ করা,	حَاسِبٌ - يُحَاسِبُ
তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন। (৭২:২৮)	وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا	হিসাব করা, গণনা করা	أَخْصَى - يُخْصِي
যাতে তোমরা জানতে পারো বৎসরের গণনা (১০:৫)	لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ	গণনা, সংখ্যা	عَدَدٌ
বলুনঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। ১৮:২২	قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ	সংখ্যা; মেয়াদ, নির্ধারিত সময় ২:১৮৫; নারীদের	عِدَّةٌ

		ইদত ৬৫:১	
তোমরা যা গণনা কর তাতে হাজার বছর (১৪:৩৫)	أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ	গণ্য করা, গোনা, হিসাবকরা	عَدَّ-يُعَدُّ (عَدُّ)
যে সম্পদ জমা করেছে এবং তা গুনে গুনে রাখছে (১০৪:২)	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ	গুনে রাখা, গুনে গুনে রাখা	عَدَّدَ-يُعَدِّدُ
সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে তাদের উপরে কোন মেয়াদ পূর্ণ করবার থাকবে না (৩৩:৪৯)	فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا	গণনা করা, গুনে পূর্ণ করা	إِعْتَدَّ-يُعْتَدُّ
সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করুন গণনাকারীদের (২৩:১১৩)	فَأَسْأَلِ الْعَادِّينَ	গণনাকারী, হিসাবকারী	عَادُّ (ج) عَادُّونَ
দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে। ১৮:১২	أَيُّ الْحَزِينِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا	অধিক হিসাবী	أَحْصَى
হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (২১:৪৭)	وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ	হিসাবরক্ষক, গণনাকারী	حَاسِبٌ (ج) حَاسِبُونَ; حَسِيبٌ
যে তাড়াহুড়া করবে দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। (২:২০৩)	فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	তাড়াহুড়া করা	تَعَجَّلَ-يَتَعَجَّلُ
আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (২০:৮৪)	وَعَجَّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ	তাড়াহুড়া করা, তাড়াতাড়ি করা	عَجَّلَ-يُعَجِّلُ
যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (১৮:৫৮)	لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ	তাড়াতাড়ি দেয়া	عَجَّلَ-يُعَجِّلُ
হে মুসা, তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কে? (২০:৮৩)	وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ	তাড়াহুড়া করানো, তরা করতে বলা, দ্রুত করতে বলা	أَعْجَلَ-يُعَجِّلُ

তারা তোমার কাছে আযাব তাড়াতাড়ি কামনা করে। (২৯:৫৩)	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ	ত্বরা কামনা করা, শীঘ্রতা কামনা করা,	اسْتَعْجَلُ - يَسْتَعْجِلُ (اسْتَعْجَالُ)
আমি তাদেরকে ধ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। (২৩:৫৬)	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ	দৌড়ানো, ছুটে যাওয়া, দ্রুতগতিতে চলা	سَارِعٌ - يُسَارِعُ

অধ্যায়-৪২

আর যে লোক থেকে যাবে তাঁর উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। (২:২০৩)	وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ	পিছিয়ে পড়া; বিলম্বিত করা ২:২০৩	تَأَخَّرَ - يَتَأَخَّرُ
তাদের কাছ থেকে আযাবকে স্থগিত রাখি। ১১:৮	أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ	স্থগিত রাখা; অবকাশ দেয়া ৬৩:১০; রেখে যাওয়া, পিছে ফেলা ৮২:৫	أَخَّرَ - يَأْخِرُ
যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে না। (৭:৩৪)	فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً	বিলম্বিত করা, পিছিয়ে পড়া	اسْتَأْخَرَ - يَسْتَأْخِرُ
প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২:২০৪)	وَهُوَ أَلْدُّ الْخِصَامِ	ঝগড়াটে, কলহপ্রিয়	أَلْدُّ (ج) لُدُّ
বস্তুতঃ তারা হল এক বিবাদমান সম্প্রদায়। (৪৩:৫৮)	بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ	বিবাদমান পক্ষ, শত্রু, কলহপ্রবণ, ঝগড়াটে	خَصِيمٌ، خَصِيمٌ (ج) خَصِيمُونَ
তোমার কাছে কি দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে। (৩৮:২১)	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ	দাবীদার	خَصْمٌ

একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে। (৩৯:২৯)	رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ	পরস্পর বিরোধী, হিংসুক	مُتَشَاكِسٌ (ج) مُتَشَاكِسُونَ
এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। (২:২০৫)	وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ	ধ্বংস করা; মৃত্যু দেয়া ৪৫:২৪	أَهْلَكَ - يُهْلِكُ
প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (২৫:৩৯)	وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا	ধ্বংস করা, বিনাশ করা	تَبَّرَ - يُتَبِّرُ (تَبِيرًا)
তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে ধ্বংস করছিল। (৫৯:২)	يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ	নষ্ট করা, ধ্বংস করা, বিনাশ করা, খারাপ করা	أَخْرَبَ - يُخْرِبُ
তাদের রব তাদের উপর ধ্বংসলীলা চালায়। (৯১:১৪)	فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ	ধ্বংস করা, ধ্বংসলীলা চালানো,	دَمَدَمَ - يُدَمِّمُ
তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (২৭:৫১)	دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ	ধ্বংস করা, বিলুপ্ত করা, বিনাশ করা	دَمَرَ - يُدَمِّرُ (تَدْمِيرًا)
সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় অকেজোই করে দিয়েছিলে। (৩৭:৫৬)	قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُزِدِينِ	অকেজো করা, অচল করা, ধ্বংস করা	أَرَدَى - يُزِدِي
তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। (২০:৬১)	فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ	ধ্বংস করা, বিনাশ করা, বিলীন করা	أَسْحَتَ - يُسْحِتُ
আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি। (২১:১১)	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ	ধ্বংস করা, লগুভগু করা	قَصَمَ - يُقْصِمُ
অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে	أَوْ يُؤَيِّقُ بِمَا كَسَبُوا	ধ্বংস করা, বিনাশ	أُؤَيِّقُ - يُؤَيِّقُ

সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৪২:৩৪)	وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ	করা, বিলীন করা	
এরাই তারা যারা শাস্তিযোগ্য হয়েছে তাদের অর্জনের কারণে। (৬:৭০)	أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا	কোন কাজের শাস্তিস্বরূপ দেয়া	أُبْسِلٌ- يُبْسِلٌ
আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্বান গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, (২২:৪০)	وَأَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتُ صَوَامِعَ وَبِيَعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدٍ	ধ্বংস করা, বিধ্বস্ত করা, চুরমার করা, ভেঙে ফেলা, ভূমিস্মাৎ করা	هَدَمٌ- يُهَدِّمُ
পার্শ্ব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উন্মত্ত করে দেয়া হয়েছে। (২:২১২)	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	সুসজ্জিত করা, মোহনীয় করা	زَيَّنَ- يُزَيِّنُ
এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুসমায় ভরে উঠলো। (১০:২৪)	إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ	সজ্জিত হওয়া, অলঙ্কৃত হওয়া	زَيَّنَ- يُزَيِّنُ
বরং তোমরা নিজেরা একটা কথা সাজিয়েছ। ১২:১৮	بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا	বানিয়ে বলা, অতিরঞ্জিত করা, প্রলুব্ধ করা	سَوَّلَ- يُسَوِّلُ
এবং তাদেরকে পরিধান করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ। (৭৬-২১)	وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ	অলঙ্কৃত করা, সজ্জিত করা	حَلَّى- يُحَلِّي
তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে (২:২১৪)	مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا	প্রকম্পিত হওয়া, ভূমিকম্প	زَلَزَلَ- يُزَلِّزُ (زَلْزَالٌ، زَلْزَلَةٌ)
তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি	أَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ	প্রলয় সৃষ্টি হওয়া, তরঙ্গিত হওয়া,	مَارَ- يُمَوِّرُ

তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, যখন তা কাঁপতে থাকবে। (৬৭:১৬)	يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ	প্রকম্পিত হওয়া	(مُورٌ)
যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তপ। (৭৩:১৪)	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيًّا مَهِيًّا	কাঁপা, প্রকম্পিত হওয়া, ভূমিকম্প হওয়া	رَجْفٌ - يَرْجِفُ (رَجْفَةٌ)
যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী। (৫৬:৪)	إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا	কাঁপা, কম্পিত হওয়া	رَجٌّ - يَرْجُ (رَجٌّ)
যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, ৭৯:৬	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ	প্রকম্পনকারী	رَاحِفَةٌ
তাদের পশম খাড়া হয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। (৩৯:২৩)	تَفْشَعُرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ	পশম খাড়া হওয়া, শিউরে ওঠা, কেঁপে উঠা	أَفْشَعُرٌ - يَفْشَعُرُ
তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (২:২১৬)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ	অপছন্দনীয়	كُرْهُ
এ সবে মধ্য যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (১৭:৩৮)	كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا	ঘৃণিত, অপ্রিয়	مَكْرُوهٌ
তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই ঘৃণিত। (৬১:৩)	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	জঘন্য, বিরক্তিকর, ঘৃণিত	مَقْتٌ
যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। (২:২১৭)	حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا	সক্ষম হওয়া	اسْتَطَاعَ - يَسْتَطِيعُ
সে বলল, আফসোস আমি অক্ষম হলাম। (৫:৩১)	قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ	অক্ষম হওয়া, অপারগ হওয়া	عَجَزَ - يَعْجِزُ
আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই	أَفْعَيْتَنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ	অক্ষম হওয়া	عَيْيَ - يَعْيِي

ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি? (৫০:১৫)			
এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে। (২:২১৮)	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	হিজরত করা, স্বদেশ ত্যাগ করা	هَاجَرَ-يُهَاجِرُ
সে বলল, নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিপালকের দিকে একজন হিজরতকারী। (২৯:২৬)	وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي	হিজরতকারী, দেশত্যাগী	مُهَاجِرٌ (ج) مُهَاجِرُونَ (مُهَاجِرَاتٌ)
তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:২১৯)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ	জুয়া	مَيْسِرٌ
বল, এদুয়ের মাঝে আছে বড় ক্ষতি এবং কিছু উপকারিতা। (২:২১৯)	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ	উপকারিতা, লাভ	مَنْفَعَةٌ (ج) مَنَافِعُ
তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। (২৬:৫০)	قَالُوا لَا ضَيْرَ	ক্ষতি	ضَيْرٌ
অপরের অনিষ্টকারী না হয়ে। (৪:১২)	غَيْرَ مُضَارٍّ	ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী	مُضَارٌّ
আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে। (২:২১৯)	وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ	উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত	عَفْوٌ
এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। (১৭:৭৯)	نَافِلَةٌ لَّكَ	অতিরিক্ত	نَافِلَةٌ
যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। (২:২১৯)	وَلَعَلَّهُمْ تَتَفَكَّرُونَ	চিন্তাভাবনা করা	تَفَكَّرَ-يَتَفَكَّرُ
সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে। (৭৪:১৮)	إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ	চিন্তা করা	فَكَّرَ-يُفَكِّرُ
তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? (৪৭:২৪)	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ	চিন্তা করা, গভীরধ্যান করা	تَدَبَّرَ-يَتَدَبَّرُ

(إِدْبَرَ - يَدْبِرُ)

অধ্যায়-৪৩

আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। (২:২২১)	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ	বিয়ে করা	نَكَحَ - يَنْكِحُ (نِكَاح)
যদি নাবী চায় তাকে বিয়ে করতে। (৩৩:৫০)	إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا	বিয়ে করতে চাওয়া	اسْتَنْكَحَ - يَسْتَنْكِحُ
সে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে দিতে চাই। (২৮:২৭)	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ	বিয়ে দেয়া	أَنْكَحَ - يُنْكَحُ
আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের উপর কোন অসুবিধা না থাকে। (৩৩:৩৭)	زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ	বিয়ে দেয়া, জোড়া মিলানো	زَوَّجَ - يُزَوِّجُ
অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, সে তাঁর জন্য হালাল নয়। (২:২৩০)	فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَرَجٌ لَهُ	তালাক দেয়া	طَلَّقَ - يُطَلِّقُ
যদি তারা তালাকের সংকল্প করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী। (২:২২৭)	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ	طَلَّقَ
এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য কিছু ভরণ পোষণ। (২:২৪২)	وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ	তালাকপ্রাপ্ত নারী	مُطَلِّقَةٌ (ج) مُطَلَّقَاتٌ
আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে।	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ مَحِيضٍ	মাসিক, ঋতু	مَحِيضٌ

(২:২২২)	الْمَحِيضِ		
আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিকের সময়কাল পর্যন্ত। (২:২২৮)	وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ	মাসিকের সময়কাল, পবিত্রতা	قُرُوءٌ (ج) قُرُوءٌ
এবং তারা যাদের মাসিক হয়নি। (৬৫:৪)	وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ	মাসিক হওয়া, ঋতুস্রাব হওয়া	حَاضٍ - يَحِيضُ
তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। (২:২২২)	وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ	পবিত্র হওয়া	طَهَّرَ - يَطْهَرُ
যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে পবিত্রতা অর্জন করে নাও। (৫:৬)	وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا	পবিত্রতা অর্জন করা	تَطَهَّرَ - يَتَطَهَّرُ (يَطْهَرُ)
নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন। (২:২২২)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ	পবিত্রতা অবলম্বনকারী	مُتَطَهِّرٌ (ج) مُتَطَهِّرُونَ
আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (৯:১০৮)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী, আত্মশুদ্ধিকারী	مُطَهَّرٌ (ج) مُطَهَّرُونَ
এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। ৭৪:৫	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	পাপ, অপবিত্রতা, মূর্তি, মূর্তিপূজা	رُجْزٌ
আল্লাহর কাছে অজুহাত দিওনা। (২:২২৪)	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً	অজুহাত, প্রতিবন্ধকতা, ঢাল, লক্ষ্যবস্তু	عُرْضَةٌ
আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (১৮:৭৬)	قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا	ওজর, বাহানা, কৈফিয়ত, জবাবদিহি	عُذْرٌ، مَعْدِرَةٌ
যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (৭৫:১৫)	وَأُوْا أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ	ওজর, বাহানা, ছল, অজুহাত	مَعْدَارٌ (ج) مَعَاذِيرٌ

আল্লাহর কাছে তোমাদের শপথ এর ব্যাপারে অজুহাত দিওনা। (২:২২৪)	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ	শপথ; ডানদিক ৩৪:১৫	يَمِينٌ (ج) اَيْمَانٌ
নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ-যদি তোমরা জানতে। (৫৬:৭৬)	وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَيْعَلْمُونَ عَظِيمٌ	কসম, শপথ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, হলফ	قَسَمٌ
তোমরা যে মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। (২:২৭০)	نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ	মানত, উৎসর্গ	نَذْرٌ (ج) نُذُورٌ
তাদের কেউ কেউ তার সময় শেষ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। ৩৩:২৩	فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ	নির্ধারিত সময়/ দায়িত্ব, মানত	نَحْبٌ
তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না। (২:২২৫)	لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ	আজেবাজে, অনর্থক, বেহুদা	لَغْوٌ
সেখানে শুনবেনা কোন অনর্থক কথা। (৮৮:১১)	لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً	বকবকানি, অসার কথা	لَاغِيَةٌ
এবং এটা অহেতুক নয়। (৮৬:১৪)	وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ	মিছামিছি, খামাখা, বাজে কথা, কৌতুক, তামাশা	هَزْلٌ
অতঃপর তাদের ছেড়ে দিন তাদের বাজেকথা আর খেলাধুলার মধ্যে। (৬:৯১)	ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ	বাজেকথায় লিপ্ত হওয়া	حَوْضٌ
যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (২:২২৬)	لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	স্ত্রী ত্যাগের কসম করা, সহবাস না করার শপথ করা	آلٍ - يُؤْلِي
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদার অধিকারী, তারা যেন কসম না খায়। (২৪:২২)	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ	কসম করা, শপথ করা, হলফ করা	إِتْتَلَى - يَأْتَلِي

তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (৯:৫৬)	وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَمِنكُمْ	শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা, কসম করা	خَلَفَ-يَخْلِفُ
অতঃপর আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের দুজনের সাক্ষ্যর চাইতে অধিক সত্য। (৫:১০৭)	فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا	কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা	أَقْسَمَ-يُقْسِمُ
সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (৭:২১)	وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكَمَا لَمَنِ النَّاصِحِينَ	কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা	قَاسَمَ-يُقَاسِمُ
তারা বলল, শপথ কর আল্লাহর নামে। (২৭:৪৯)	قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ	পরস্পরে শপথ করা, অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া	تَقَاسَمَ- يَتَقَاسَمُ
আমি আল্লাহর উদ্দেশে একটি রোযা মানত করছি। (১৯:২৬)	إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا	মানত করা	نَذَرَ-يَنْذِرُ
আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ৬৬:২	قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ مَحَلَّةً أَيْمَانِكُمْ	শপথ প্রত্যাহার করা, কসম বাতিল করা	مَحَلَّةً
তুমি তার আনুগত্য করবেন না, যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। (৬৮:১০)	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ	অত্যধিক শপথকারী	حَلَّافٌ
যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (২:২২৬)	لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	অবকাশ	تَرْبُصٌ
এবং যদি অসুবিধায় থাকে তাহলে সহজতার দিকে তাকাবে। (২:২৮০)	وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ	অবকাশ, সুযোগ	نَظْرَةٌ

অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤْيَا	সুযোগ, অবকাশ; কিছু দিন	رُؤْيَا
কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (৩৮:১৫)	وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ	বিরতি, বিরাম	فَوَاقٍ
যদি তারা তালাকের সংকল্প করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শবণকারী এবং জ্ঞানী। (২:২২৭)	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	সংকল্প করা, মনস্থির করা, সিদ্ধান্ত নেয়া	عَزَمَ - يَعَزِمُ (عَزَمَ)
তারা কি কোন পরিকল্পনা করেছে? নিশ্চয়ই আমিই চূড়ান্ত পরিকল্পনাকারী। (৪৩:৭৯)	أَمْ أُنَبِّئُكُمْ أَمْراً فَإِنَّا مُنَبِّئُونَ	পরিকল্পনা করা, সংকল্প করা, চূড়ান্ত করা	أُنَبِّئُكُمْ - يُنَبِّئُكُمْ
আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করল। (৬৮:২৫)	وَعَدُوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ	আক্রোশ/ অস্বীকার/ নিবৃত্ত/ ফসল সংগ্রহ	حَرْدٌ
তারা কি কোন পরিকল্পনা করেছে? নিশ্চয়ই আমিই চূড়ান্ত পরিকল্পনাকারী। (৪৩:৭৯)	أَمْ أُنَبِّئُكُمْ أَمْراً فَإِنَّا مُنَبِّئُونَ	পরিকল্পনাকারী, সংকল্পকারী, চূড়ান্তকারী	مُنَبِّئُكُمْ (ج) مُنَبِّئُونَ
আর তালাকপ্রাপ্ত নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিকের সময়কাল পর্যন্ত। (২:২২৮)	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ	অপেক্ষা করা	تَرَبَّصْنَ - يَتَرَبَّصْنَ
তারা কি অপেক্ষা করছে? (১০:১১০)	فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ	অপেক্ষা করা	اِنْتَظِرَ - يَنْتَظِرُ
আমার কথার অপেক্ষা করেনি। (২০:৯৪)	وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي	অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা; মর্যাদা দেয়া, গ্রাহ্য করা ৯:৮	رَقِبَ - يَرْقُبُ
অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধুয়ায়	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ	অপেক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ করা	ارْتَقِبَ - يَرْتَقِبُ

ছেয়ে যাবে। (৪৪:১০)	بِدُخَانٍ مُّبِينٍ		
বল, তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৫২:৩১)	قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ	প্রতীক্ষমাণ, প্রত্যাশী, অপেক্ষাকারী	مُتَرَبِّصٌ (ج) مُتَرَبِّصُونَ
এবং বাকিরা প্রতিক্ষিত আল্লাহর আদেশের জন্য, হয়ত তাদের আযাব দিবেন হবে অথবা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। (৯:১০৬)	وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ	আশাশ্বিত, প্রতীক্ষিত, বিলম্বিত	مُرْجَى (ج) مُرْجُونَ
অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে। (৪৪:৫৯)	فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ	অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষমাণ	مُرتَقِبٌ (ج) مُرتَقِبُونَ
অপেক্ষা কর, আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। (১০:২০)	فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ	অপেক্ষাকারী, অপেক্ষমাণ	مُنْتَظِرٌ (ج) مُنْتَظِرُونَ
আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। (১৫:৩৭)	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ	অবকাশপ্রাপ্ত, সুযোগপ্রাপ্ত	مُنْظَرٌ (ج) مُنْظَرُونَ

অধ্যায়-৪৪

তাদের জন্য বৈধ নয়, আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা। (২:২২৮)	وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ	বৈধ হওয়া; আপত্তিত হওয়া;	حَلٍّ-يَحِلُّ
তাদের জন্য বৈধ নয়, আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা। (২:২২৮)	وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ	গর্ভ, জরায়ু, আত্মীয়তা	رَحِمٌ (ج) أَرْحَامٌ
এবং পুরুষের জন্য তাদের উপর	وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ	মর্যাদা, পর্যায়,	دَرَجَةٌ (ج)

মর্যাদা রয়েছে। (২:২২৮)		স্তর, ক্রম	دَرَجَاتٌ
নিশ্চয়ই তোমরা উন্নীত হবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে। (৮৪:১৯)	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ	স্তর, পর্যায়	طَبَقٌ
অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরে (৭১:১৪)	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا	পর্যায়, স্তর/ প্রকার/ অবস্থা/ আকৃতি	طَوْرًا (ج) أَطْوَارًا
অতঃপর ভালোভাবে রাখবে কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। (২:২২৯)	فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ	ধরে রাখা, আটকে রাখা; বিরত রাখা	إِمْسَاكُ (أَمْسَاكُ - يُمْسِكُ)
শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। (৪-৮৪)	عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِتَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا	নিবৃত্ত রাখা, টেনে ধরা	كَفَفَ - يَكْفِي
তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন। ৯:৪৬	فَتَبَطَّطَهُمْ	বিরত রাখা, নিরস্ত করা	تَبَطَّطَ - يَتَبَطَّطُ
তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে (আযাব) ঠেকিয়ে রাখছে? ১১:৮	لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ	বন্দি করা, আটকানো, বাধা দেয়া	حَبَسَ - يَحْبِسُ
যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। ২:১৯৬	فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ	আবদ্ধ করা, আটক করা	أَحْصَرَ - يُحْصِرُ
তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (৩৯:৩৮)	هَلْ هُنَّ مُّسِكَاتُ رَحْمَتِهِ	আটককারী, আবদ্ধকারী, বাধাদাতা	مُّسِكَاتُ (ج) (مُّسِكَاتُ)
অতঃপর ভালোভাবে রাখবে কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। (২:২২৯)	فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ	বিদায় দেয়া, ছেড়ে দেয়া	تَسْرِيحُ (سَرَّحَ - يُسَرِّحُ)

অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে। ৬৫:২	أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ	পৃথক করা, ছেড়ে দেয়া	فَارِقَ - يُفَارِقُ (فِرَاقٌ)
এবং তাদের বিদায় দিবে, উত্তম পন্থায়। (৩৩:৪৯)	وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا	বিচ্ছেদ করা, বন্ধনমুক্ত করা, বিদায় করা	سَرَاحٌ
তাদের পথ ছেড়ে দাও। (৯:৫)	فَاحْلُوا سَبِيلَهُمْ	খালি করা, মুক্ত করা	حَلَّى - يُحَلِّي
তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	পারস্পরিক সম্মতি	تَرَاضٍ (تَرَاضَى - يَتَرَاضَى)
তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে এতে তাদের উভয়ের কোন সমস্যা নাই। (৪:১২৮)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	নিষ্পত্তি, সন্ধি, শান্তিচুক্তি, আপোষ, মীমাংসা	صُلْحٌ
আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে। (২:২৩৩)	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ	দুধপান করানো	أَرْضَعُ - يُرْضِعُ
এবং তোমাদের স্তন্য দানকরা মায়ের দিক থেকে বোন। (৪:২৩)	وَأَحْوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ	স্তন্যদান করা, দুধপানের মেয়াদ	رِضَاعَةٌ
আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও। (২:২৩৩)	وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ	ধাত্রী নিযুক্ত করা, দুধপান করিয়ে নেওয়া	اسْتَرْضَعُ - يَسْتَرْضِعُ
পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম। (২৮:১২)	وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ	স্তন্যদানকারিণী, ধাত্রী, দুধমা	مُرْضِعَةٌ (ج) مَرَاضِعُ
তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	দুধ ছাড়ানো	فِصَالٌ

কারো উপরে সামর্থ্যের বাহিরে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। (২:২৩৩)	لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	চাপিয়ে দেয়া, দায়িত্ব দেয়া, ভার অর্পণ করা	كَلَّفَ-يُكَلِّفُ
হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। (২:২৮৫)	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	বোঝা চাপানো, বহন করানো, দায়িত্ব অর্পণ করা	حَمَّلَ-يُحْمِلُ
কারো উপরে সামর্থ্যের বাহিরে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। (২:২৩৩)	لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	সাধ্য, সামর্থ্য	وُسِعَ
তাদেরকে থাকতে দাও তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তোমরা যেভাবে থাকো। (৬৫:৬)	أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ	পাওনা, সাধ্য, সম্পদ, ধনসম্পদ	وُجِدٌ
আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। (২:২৩৩)	وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ	উত্তরাধিকারী	وَارِثٌ (ج) وَارِثُونَ، وَرِثَةٌ
অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। (৩৫:৩২)	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا	ওয়ারিস বানানো, উত্তরাধিকারী বানানো, মালিক বানানো	أَوْرَثَ-يُورِثُ
এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (৮৯:১৯)	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا	মিরাস, উত্তরাধিকার	تُرَاثٌ
আর আল্লাহ হচ্চেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। (৩:১৮০)	وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পত্তি, মিরাস, উত্তরাধিকার	مِيرَاثٌ (وَرِثٌ- يَرِثُ)
তাহলে দু'বছরের ভিতরেই	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ	পরামর্শ	تَشَاوُرٍ

নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ		
স্বলাত কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে। (৪২:৩৮)	وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ	পরামর্শ, মন্ত্রণা, মশোয়ারা	شُورَىٰ
এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। (৩:১৫৯)	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ	পরামর্শ করা, মশোয়ারা করা	شَاوِرٌ - يُشَاوِرُ
পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (৬৫:৬)	وَأْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ	পরামর্শ করা	اتَّمَرٌ - يُتَمَرُ
তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। (২:২৩৩)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ	প্রদান করা; বাঁচানো ৮:৪৩; মেনে নেয়া ৪:৬৫; অভিবাদন জানানো ২৪:২৭	سَلَّمَ - يُسَلِّمُ (تَسْلِيمًا)
কোন দোষ নেই, যদিও তোমরা ইংগিত কর। (২:২৩৫)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ	ইংগিত করা	عَرَّضٌ - يُعَرِّضُ
অতঃপর তিনি তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলেন। (১৯:২৯)	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ	ইশারা করা	أَشَارٌ - يُشِيرُ
তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না, ইশারা ছাড়া। (৩:৪১)	قَالَ آيَاتِكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا	ইশারা, আকার, ইঙ্গিত, সঙ্কেত	رَمْرٌ
কোন দোষ নেই, যদিও যা দ্বারা তোমরা বিয়ের প্রস্তাবের দিকে ইংগিত কর। (২:২৩৫)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ	বিয়ের প্রস্তাব	خِطْبَةٌ
অথবা বিয়ের চুক্তি যার হাতে সে	أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ	বন্ধন, চুক্তি;	عُقْدَةٌ (ج) عَقْدٌ

যদি ক্ষমা করে দেয়। (২:২৩৭)	عُقْدَةُ النِّكَاحِ	জড়তা, গিরা ২০:২৭	
তোমরা কাফেরদের সাথে বিবাহবন্ধন আঁকড়ে ধরে থেকো না। (৬০:১০)	وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ	রশি, বন্ধন, বিবাহবন্ধন, দাম্পত্য	عِصْمَةٌ (ج) عِصْمٌ
এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে। (২:২৩৬)	أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً	মোহর, আবশ্যিক	فَرِيضَةٌ
আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। (৪:৪)	وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	মোহরানা, বধুপণ, দেনমোহর, স্ত্রীপণ	صَدُقَةٌ (ج) صَدُقَاتٌ
সুতরাং যদি তোমরা ভয় করো, তাহলে হেঁটে কিংবা আরোহী হয়ে। (২:২৩৯)	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا	আরোহী	رَاكِبٌ (ج) رُكْبَانٌ
ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৩৬-৭২)	فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ	বাহনের পশু	رُكُوبٌ
তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। (৫৯-৬)	فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ	বাহন, আরোহণের উট	رِكَابٌ
সুতরাং যদি তোমরা ভয় করো, তাহলে হেঁটে কিংবা আরোহী হয়ে। (২:২৩৯)	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا	পদাতিক, পায়ে হাঁটা	رَاكِبٌ (ج) رِجَالٌ
এবং আক্রমণ করো তোমার অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য দ্বারা। (১৭:৬৪)	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرِجَالِكَ	পদাতিক সৈন্য, পদব্রজী বাহিনী, পদযাত্রী সৈন্যদল	رِجَالٌ
যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে। (২:২৪৫)	يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا	ধার দেয়া	أَقْرَضَ - يُفْرِضُ
যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।	إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ	ঋণ দেয়া, ঋণ গ্রহণ করা	تَدَايَيْنَ - يَتَدَايَيْنُ

(২:২৮২) এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (৭৩:২০)	وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	ঋণ, কর্জ, ধার, দেনা	قَرْضٌ
ওছিয়্যাতের পর, যা অসিয়ত করে গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। (৪:১১)	مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ	ঋণ, ধার, কর্জ, দেনা	ذَيْنٌ
নিশ্চয়ই সাদাকাসমূহ ফকিরদের জন্য ... এবং দাসমুক্তিতে আর ঋণগ্রস্তদের জন্য ... (৯:৬০)	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِينَ .	ঋণগ্রস্ত	عَارِمٌ (ج) عَارِمُونَ
আমরা তো নিশ্চিত ঋণভারে পড়লাম (৫৬:৬৬)	إِنَّا لَمُعْرَمُونَ	ঋণগ্রস্ত, জরিমানাদাতা	مُعْرَمٌ (ج) مُعْرَمُونَ
ফলে তারা ধারকর্জ করে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে (৬৮:৪৬)	فَهُمْ مِّن مَّعْرَمٍ مُثْقَلُونَ	জরিমানা, ক্ষতি, দেনা, ঋণ	مَعْرَمٌ

অধ্যায়-৪৫

আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২:২৪৫)	وَاللَّهُ يَفْبِضُ وَيَبْسُطُ وَالِيهِ تُرْجَعُونَ	সংকুচিত করা; গুটিয়ে রাখা; হস্তগত করা, ধরা	قَبْضٌ - يَفْبِضُ (قَبْضٌ، قَبْضَةٌ)
তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের উপর সংকীর্ণ করোনা। (৬৫:৬)	وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ	সংকীর্ণ করা, অপ্রশস্ত করা, অপ্রসন্ন করা	ضَيِّقٌ - يُضَيِّقُ
এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে (মনে) হয়েছিল সংকুচিত (৯:২৫)	وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبْتُمْ	সংকীর্ণ হওয়া	ضَاقٌ - يَضِيقُ (ضَيْقٌ)
এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও	وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ	প্রশস্ত হওয়া,	رَحْبٌ - يَرْحُبُ

তোমাদের কাছে (মনে) হয়েছিল সংকুচিত (৯:২৫)	بِمَا رَحَّبْتُمْ	সুপরিসর হওয়া	
অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। (৬:১২৫)	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ	উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা, সম্প্রসারণ করা	شَرَحَ - يَشْرَحُ
যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা করে দাও, তখন জায়গা করে দিয়ো (৫৮:১১)	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا	প্রশস্ত করা, জায়গা করে দেয়া	تَفَسَّحَ - يَتَفَسَّحُ
আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা করে দেবেন (৫৮:১১)	يُفْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ	স্থান প্রশস্ত করা, জায়গা দেওয়া, স্থান দেওয়া	فَسَحَ - يُفْسِحُ
তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে। (২:২৪৮)	إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ	সিন্দুক	تَابُوتٌ
তার (তালুতের) নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। (২-২৪৮)	إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ	প্রশান্তি, আরাম	سَكِينَةٌ
আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। (২-২৪৮)	وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ	অবশিষ্টাংশ	بَقِيَّةٌ
এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। ১৬:৯৬	وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ	অবশিষ্ট বস্তু, স্থায়ী	بَاقٍ (بَاقِيَةٌ) (ج) بَاقُونَ (بَاقِيَاتٌ)
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। (২-২৭৮)	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا	অবশিষ্ট থাকা, স্থায়ী থাকা	بَقِيَ - يَبْقَى

এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (৭৪-২৮)	لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ	অবশিষ্ট রাখা, স্থায়ী রাখা	أَبْقَى-يُبْقِي
সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। (২:২৪৮)	تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ	বহন করা; গর্ভধারন করা ৪১:৪৭; বোঝা চাপানো ২:২৮৫; আক্রমণ করা ৭:১৭৬	حَمَلَ-يَحْمِلُ
অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারামি উপরে নিয়ে আসে। (১৩-১৭)	فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَآبِيًا	বহন করে নিয়ে আসা; বহন করা ৪:১১২	اِخْتَمَلَ-يَخْتَمِلُ
(কিতাবে) এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না। (৫৩-৩৮)	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা বহন করা, ভার গ্রহণ করা	وَزَرَ-يَزِرُ
এমনকি যখন বায়ুরামি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। (৭-৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُفِنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	সহজে বহন করা, হালকা ভারে বহন করা	أَقْلَى-يُقْلَى
তালুত তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হল। (২:২৪৯)	فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ	রওনা হওয়া; প্রস্থান করা ১২:৯৪, মীমাংসা করা ৩২:২৫	فَصَلَ-يُفْصِلُ (فَصَلَ)
তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতে। (৩-১৫৪)	لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ	বের হওয়া; সামনে আসা, প্রকাশিত হওয়া ১৪:২১	بَرَزَ-يَبْرُزُ
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। (৯৯-৬)	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا	সামনে আসা, বেরিয়ে আসা	صَدَرَ-يَصْدُرُ
আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। (৯-১২২)	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ	বের হওয়া, বাইরে যাওয়া,	نَفَرَ-يَنْفِرُ

	لِيَنْفِرُوا كَافَّةً	সফর করা	
সে ব্যতীত যে হাতের আঁজলা ভরে (সামান্য খেয়ে) নেবে। (২-২৪৯)	إِلَّا مَنْ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ	আঁজলা ভরে নেয়া	اعْتَرَفَ-يَعْتَرِفُ
সে ব্যতীত যে হাতের আঁজলা ভরে (সামান্য খেয়ে) নেবে। (২-২৪৯)	إِلَّا مَنْ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ	এক আঁজলা	غُرْفَةً
ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে। (২-২৪৯)	كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ	পরাজিত করা, প্রবল হওয়া	غَلَبَ-يَغْلِبُ (غَلَبَ)
অতএব আল্লাহর হুকুমে তারা তাদের পরাজিত করল (২-২৫১)	فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ	পরাজিত করা, অপারগ করা	هَزَمَ-يَهْزِمُ
না আমরা যমিনে আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব, না তাঁকে পালিয়ে ফাঁকি দিতে পারব (৭২:১২)	لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا	অক্ষম করে দেওয়া, অপারগ করা, পরাজিত করা,	أَعْجَزَ-يُعْجِزُ
পরিশেষে যখন তোমরা তাদের পরাজিত করবে তখন মজবুত করে বাঁধবে (৪৭-৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ	পরাভূত করা, প্রবল হওয়া, হত্যা করা	أَثَخَنَ-يُثَخِّنُ
তাদের উপরে তিনি তোমাদের বিজয় দান করার পরে। (৪৮-২৪)	بَعْدَ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ	বিজয়ী করা, জয়ী বানানো	أَظْفَرَ-يُظْفِرُ
আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (২০-৬৪)	وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ	জয়ী হওয়া, কর্তৃত্ব লাভ করা	اسْتَعْلَىٰ-يَسْتَعْلِي
শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে। ৫৮:১৯	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ	বশীভূত করা, কর্তৃত্ব বিস্তার করা	اسْتَحْوَذَ-يَسْتَحْوِذُ
তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট	لَأَحْتَبِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا	বশীভূত করা, লাগাম পরানো,	اِحْتَنَكَ-

করে দেব। ১৭:৬২		ধ্বংস করা	يَحْتَبِكُ
আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। (২-২৫০)	ثَبَّتْ أَفْئَامَنَا	অবিচল রাখা, দৃঢ়পদ করা	ثَبَّتَ - يُثَبِّتُ (تَثْبِيتٌ)
পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৭৯: ৩২)	وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا	প্রোথিত করা, মজবুত করা	أَرْسَى - يُرْسِي
আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম। (১৮-১৪)	وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ	বাঁধা, দৃঢ় করা	رَبَطَ - يَرْبِطُ
আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। (২-২৫১)	وَأَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ	প্রতিহত; প্রতিরোধ; প্রদান, অর্পণ ৪:৬	دَفَعَ (دَفْعٌ - يُدْفَعُ)
এবং তাদের পশ্চাতে দূ'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে (২৮:২৩)	وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ	বিরত রাখা, আটকে রাখা	ذَادَ - يَذُودُ
কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৭০-২)	لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ	প্রতিহতকারী, দূরকারী	دَافِعٌ
ভালো কাজে নিষেধকারী (৫০:২৫)	مَنَاعٍ لِلْحَيْرِ	বাধা দানকারী, বারণকারী, নিষেধকারী	مَنَاعٌ، مَنَاعٌ
আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয়। ৩৩:১৮	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ	বাধাদাতা, প্রতিরোধকারী	مُعَوِّقٌ (ج) مُعَوِّقُونَ
যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। ১০:১০৭	وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ	বাধাদানকারী, রদকারী; ফেরতদাতা ২৮:৭; অর্পণকারী ১৬:৭১	رَادٌّ
আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই,	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ	চিরকায়ম,	قَيُّومٌ

তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (২-২৫৫)	الْقِيَوْمُ	সর্বস্বতার ধারক, অভিভাবক	
তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। (২-২৫৫)	لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ	তন্দ্রা	سِنَّةٌ
যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য। (৮-১১)	إِذْ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ	তন্দ্রা, বিমুনি, ঘুমঘুম ভাব, অবসাদ, শান্তি	نُعَاسٌ
তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। (২-২৫৫)	لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ	ঘুম	نَوْمٌ
তারা ঘুমন্ত ছিল। (৬৮-১১)	هُم نَائِمُونَ	ঘুমন্ত	نَائِمٌ (ج) نَائِمُونَ
তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। (১৮-১৮)	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ	ঘুমন্ত, নিদ্রিত, ঘুমকাতর	رَاقِدٌ (ج) رُقُودٌ
তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। (৭-৪)	فَجَاءَهَا بِأَسْنَاءِ بَيَاتًا أَوْ هُم قَائِلُونَ	দুপুরে নিদ্রামগ্ন, দুপুরে শোয়া ব্যক্তি	قَائِلٌ (ج) قَائِلُونَ
তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উখিত করল (৩৬:৫২)	قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا	নিদ্রা স্থল	مَرْقَدٌ
সুন্দরতর বিশ্রামস্থল (২৫:২৪)	أَحْسَنُ مَقِيلًا	বিশ্রামস্থল, মধ্যাহ্নশয্যা	مَقِيلٌ
তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত। (৫১-১৭)	كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ	ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, শয়ন করা	هَجَعَ-يَهْجَعُ
তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। (১৮-১৮)	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ	জাগ্রত, নিরুঁম, সজাগ, অনিদ্রা	يَقِظٌ (ج) أَيْقَاظٌ

رُفُودٌ

অধ্যায়-৪৬

আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। (২-২৫৫)	وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا	ক্লাস্ত করা, অবসন্ন করা, কষ্টকর হওয়া	آد-يُؤُودٌ
তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا أَثْقَلتْ دَعَا اللّٰهَ رَتْهُمَا	ভারাক্রান্ত করা, বোঝা চাপানো, ভারী মনে করা	أَثْقَلَ-يُثْقَلُ
যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (২৮-৭৬)	إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ	ভারাক্রান্ত করা, ভারে নুয়ে পড়া	نَاء-يُنُوءُ
যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। ৯৪:৩	الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ	ভারাক্রান্ত করা, ভেঙ্গে ফেলা	أَنْقَضَ-يُنْقِضُ
তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২-২৫৫)	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ	সুউচ্চ, সুমহান	عَلِيٌّ
তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত,মহোত্তম,সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১৩-১৯)	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, মহামহিয়ান, সুমহান	مُتَعَالٍ
সুউচ্চ জান্নাতে। ৬৯:২২	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ	সুউচ্চ; ক্ষমতাপর; উদ্ধত ২৩:৪৬; উপরিভাগ ১১:৮২	عَالٍ (عَالِيَةٍ) (ج) عَالِيْنَ
এটা নীচু করে দেবে,সমুন্নত করে দেবে। (৫৬-৩)	حَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ	উচ্চকারী, উন্নিতকারী	رَافِعٌ، رَافِعَةٌ
যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উর্ধ্বমুখী আঘাবে পরিচালিত	وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا	উর্ধ্বমুখী, কঠোর	صَعَدٌ

করবেন। ৭২:১৭			
অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। ৯৫:৫	ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ	নীচ; তলদেশ	سَافِلٌ (ج) سَافِلُونَ
আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না (১১-২৭)	وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِرَأْيِي الرَّأْيِ	সবচেয়ে হীন, নিচু জাত, অথর্ব, নিশ্চল	أَرْدَلٌ (ج) أَرْدَلُونَ، أَرَادِلُ
এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৫৬-৩)	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ	অবনতকারী	خَافِضَةٌ
সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	আঁকড়ে ধরা	اسْتَمْسَكَ - يَسْتَمْسِكُ
আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। (৩-১০৩)	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	আঁকড়ে ধরা, শক্ত করে ধরা, ধারণ করা	اعْتَصِمَ - يَعْتَصِمُ
আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে। (৭-১৭০)	وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ	ধরে রাখা, আঁকড়ে ধরা	مَسَّكَ - يُمَسِّكُ
আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (৪৩-২১)	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ	ধারণকারী, ধারক	مُسْتَمْسِكُ (ج) مُسْتَمْسِكُونَ
সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	হাতল	عُرْوَةٌ
সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	মজবুত	وُثْقَىٰ

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। (১৪-২৭)	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ	সুদৃঢ়, মজবুত, অটল	ثَابِتٌ
নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। (৭-১৮৩)	إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ	সুদৃঢ়, মজবুত, প্রচণ্ড	مَتِينٌ
কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপন্থ ও ঈমানদার, তারা তা মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (৪-১৬২)	لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ	সুদক্ষ, পণ্ডিত, পারদর্শী, সুগভীর, বিশেষজ্ঞ, বিচক্ষণ	رَاسِخٌ (ج) رَاسِخُونَ
যা ভাংবার নয়। (২-২৫৬)	لَا انْفِصَامَ لَهَا	খণ্ডন, ভাঙ্গন, ছিন্নতা	انْفِصَامٌ
অতঃপর যে কুফুরি করেছিল সে হতভম্ব হয়ে গেল। (২-২৫৮)	فَبِهَتَ الَّذِي كَفَرَ	হতভম্ব হওয়া; নিরুত্তর করা, হতভম্ব বানানো	بِهَتٌ-يَبْهَتُ
তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল। (২-২৫৯)	أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ	পাশ দিয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা; চলাচল করা	مَرٌّ-يَمُرُّ
তারপর তিনি যখন উহা পার হয়ে গেলেন। (২-২৪৯)	فَلَمَّا جَاوَزَهُ	অতিক্রম করা, পার হওয়া, মাফ করা	جَاوَزَ-يُجَاوِزُ
অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। (৯-২)	فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	পরিভ্রমণ করা, ঘুরে বেড়ানো	سَاحٌ-يَسِيحُ
আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয়। (৮৯-৪)	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ	গত হওয়া, রাত পোহানো	سَرَى-يَسْرِي
যদি তোমরা বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ। (৫৫-৩৩)	إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا	বের হয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা	نَفَذَ-يَنْفِذُ
যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? (২-২৫৯)	وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا	উপুড় হয়ে পড়ে থাকা	حَاوِيَةٌ

নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (২৯-১৭)	فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ	অধোমুখী, অধোবদন, উপুড়	جَائِمٌ (ج) جَائِمُونَ
উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে (৬৭:২২)	يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ	অধোমুখী	مُكِبٌّ
তাদের সংবাদ কি এদের কাছে আসেনি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামুদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? (৯-৭০)	أَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَأَمْمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ	উল্টোমুখী, বিধস্ত	مُؤْتَفِكَةٌ (ج) مُؤْتَفِكَاتٌ
এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি। (২-২৫৯)	فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشْرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ	পচে যাওয়া	تَسَنَّهٌ-يَتَسَنَّهْ
যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। (২-২৬০)	وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي	প্রশান্তি লাভ করা; আশংকামুক্ত হওয়া ৪:১০৩	إِطْمَأَنَّ-يَطْمَئِنُّ
হে প্রশান্ত মন। (৮৯-২৭)	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	প্রশান্ত; নিরাপদ	مُطْمَئِنٌّ (مُطْمَئِنَّةٌ)
অতঃপর সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। (২-২৬০)	فَصُرُّهُنَّ إِلَيْكَ	পোষ মানানো	صَارَ-يَصُورُ
অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দেও ... (২-২৬০)	ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ	পাহাড়	جَبَلٌ (ج) جِبَالٌ
বিশাল পর্বতসদৃশ। (২৬-৬৩)	كَالطُّودِ الْعَظِيمِ	পাহাড়	طَوْدٌ
সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৪২-৩২)	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ	পাহাড়	عَلَمٌ (ج) أَعْلَامٌ

তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা। (৩১-১০)	وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ	পাহাড়; সুস্থির, অনড় (৩৪:১৩)	رَاسٍ (ج) رَوَاسٍ (رَاسِيَاتٌ)
যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। (১৮-৯৬)	إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ	পাহাড়ের পার্শ্ব	صَدْفٌ
সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। (২-২৬৪)	كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ	লোক দেখানো, প্রদর্শন করা	رِثَاءٌ (رِثَاءَى- يُرَائِي)
অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। (২-২৬৪)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	মাটি	تُرَابٌ
আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (২৩-১২)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ	কাদামাটি	طِينٌ
আপনি তাকে পচা কদম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুদ্ধ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (১৫-৩৩)	خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	পচাকাদা, কদমাজ	حَمًا، حَمِيَّةٌ
আমি মানবকে পচা কদম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (১৫-২৬)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	শুকনো কাদা	صَلْصَالٌ
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। (৫৫-১৪)	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ	পোড়ামাটি	فَخَّازٌ
তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (৪-৪৩)	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا	মাটি; ভূপৃষ্ঠ, মাঠ ১৮:৪০	صَعِيدٌ
এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম। (১৫-৭৪)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ	শক্ত কাদামাটি, কঙ্কর	سِجِّيلٌ

অধ্যায়-৪৭

অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। (২-২৬৪)	فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا	মসৃণ, পরিষ্কার	صَلْدٌ
অতঃপর ভোর হতেই বিরান ভূমি (১৮:৪০)	فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلْفًا	পিচ্ছিল, বিরান	زَلْفٌ
অতঃপর তাকে মসৃণ সমতল করে ছাড়বেন (২০:১০৬)	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	মসৃণ, পরিষ্কার	صَفْصَفٌ
টিলায় অবস্থিত বাগানের মত উদহারন। (২-২৬৫)	كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ	উঁচুভূমি, টিলা	رَبْوَةٌ
তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (২০-১০৭)	لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا	টিলা, অসমতল, বন্ধুর	أَمْتٌ
অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। ৯০:১১	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ	গিরিপথ, পার্বত্য ঘাঁটি, উঁচু টিলা, প্রতিবন্ধকতা	عَقَبَةٌ
তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (২১-৯৬)	هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ	টিলা, উচ্চস্থান, মালভূমি	حَدَبٌ
তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ? (২৬-১২৮)	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ	টিলা, পাহাড়, উচ্চস্থান	رِيعٌ
সে বার্ধক্যে পৌছবে। (২-২৫৬)	أَصَابَهُ الْكِبَرُ	বার্ধক্য	كِبَرٌ
অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। (৩০-৫৪)	ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً	চুলের শুভ্রতা, বৃদ্ধদশা, বার্ধক্য,	شَيْبٌ، شَيْبَةٌ
তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। ৪:৬	وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا	বয়স হওয়া, বড় হওয়া, বালেগ	كِبَرٍ-يَكْبُرُ

	وَبَدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا	হওয়া	
বার্ধক্যে আমার মস্তক সুশুভ্র হয়েছে। (১৯-৪)	وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا	শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া, চুল পাকা, আগুন লাগা	اشْتَعَلَ-يَشْتَعِلُ
অতঃপর তা পুড়ে গেল। (২-২৫৬)	فَاخْتَرَقَتْ	পুড়ে যাওয়া, ভস্মীভূত হওয়া	اِخْتَرَقَ-يَخْتَرِقُ
আর তারা শীঘ্রই প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (৪-১০)	وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا	আগুনে প্রবেশ করা, দগ্ধ হওয়া, পোড়া	صَلَّى-يَصَلِي (صَلِيٌّ)
যতবার তাদের চামড়া পুরোপুরি পুড়ে যাবে। (৪-৫৬)	كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ	পোড়া, দগ্ধ হওয়া	نَضِجَ-يَنْضِجُ
তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৩৮-৫৯)	إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ	অগ্নিতে প্রবেশকারী, অগ্নিদগ্ধ	صَالٍ (ج) صَلُونَ
যদি না তোমরা তাতে চোখ বন্ধ করে নেও। (২-২৬৭)	إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ	চোখ বন্ধ করা	أَعْمَضَ-يُعْمِضُ
অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চনা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। (২-২৭৩)	يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ	যাঞ্চনা না করা, সংযম, হাত না পাতা	تَعَفَّفَ
এবং আহার করাও যে কিছু যাচ্ষণ করে না তাকে এবং যে যাচ্ষণ করে তাকে। (২২-৩৬)	وَأَطَعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ	অল্পেতুষ্ট, সংযমী, অভাবী	قَانِعٌ
তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। (২-২৭৩)	لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا	কাকুতি মিনতি, অনুনয় বিনয়, আর্জি	إِحْفَافٌ
আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (২-২৭৬)	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	সুদ	رِبَا
যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। (২-২৭৫)	الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ	মোহাবিষ্ট করা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো	تَخَبَّطَ-يَتَخَبَّطُ

যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে। (৬-৭১)	كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ	প্রবৃত্তিপরায়ণ বানাতে চাওয়া, পদস্বলন কামনা করা	اسْتَهْوَى - يَسْتَهْوِي
পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। (২-২৭৫)	فَلَهُ مَا سَلَفَ	অতীত হওয়া	سَلَفَ - يَسْلِفُ (سَلَفٌ)
পূর্বে যা ঘটেছে। (২০-৯৯)	مَا قَدْ سَبَقَ	আগে হওয়া, অগ্রগামী হওয়া,	سَبَقَ - يَسْبِقُ (سَبَقٌ)
বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে। (৬৯-২৪)	بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْحَالِيَةِ	গত, অতীত	حَالِيَةٌ
আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (২-২৭৫)	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	নির্মূল করা, নিশ্চিহ্ন করা	مَحَقٌ - يَمْحَقُ
আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন। (১৩-৩৯)	يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ	মুছে ফেলা, নিশ্চিহ্ন করা	مَحَا - يَمْحُو
আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে। (৪-৪৬)	أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا	নিশ্চিহ্ন করা, বিলুপ্ত করা, মুছে দেয়া	طَمَسَ - يَطْمِسُ
এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। (২:২৮২)	وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ	লেখক	كَاتِبٌ
লিপিকারের হস্তে। (৮০-১৫)	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	লেখক, লিপিকার	سَافِرٌ (ج) سَفَرَةٌ
যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়। ৭:১৫৭	الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ	লিখিত, রচিত	مَكْتُوبٌ

এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩-৯)	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ	লিখিত	مَرْقُومٌ
এবং লিখিত কিতাবের। (৫২-২)	وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ	লিপিবদ্ধ, লিখিত	مَّسْطُورٌ
ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪-৫৩)	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ	লিপিবদ্ধ, লিখিত	مُسْتَطَرٌّ
“আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (৭-১৫৪)	وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ	অনুলিপি, প্রতিলিপি, কপি, নুসখা	نُسخَةٌ
সে তা (লেখার বিষয়বস্তু) বলে দিতে অক্ষম হয়। (২-২৮২)	لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ	লেখানো, লিখিয়ে নেয়া	أَمَلٌ - يُمِلُّ
তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। (২-২৮৩)	فَالْيُودِ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ	আমানত রাখা, গচ্ছিত থাকা	أَتَمَّنَ - يَأْتَمُنُ
তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। (৩-৭৫)	مَنْ إِنْ تَأَمَّنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ	আমানত রাখা, বিশ্বাস করা; নিরাপদ থাকা ২:১৯৬	أَمِنَ - يَأْمِنُ
বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। (২৬-১৯৩)	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ	বিশ্বস্ত; নিরাপদ ৯৫:৩	أَمِينٌ
তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা। (২-২৮২)	وَلَا تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ	বিরক্ত হওয়া; ক্লান্ত হওয়া ৪১:৪৯	سَمِمٌ - يَسَامُ
এবং যদি কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। (২-২৮৩)	وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ	বন্ধকী বস্তু, বন্ধক হস্তগত, অধিকৃত, করায়ণ	رِهَانٌ (ج) رِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। (২-২৮৬)	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	ভুল করা	أَخْطَأٌ - يُخْطِئُ
যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে। (৪-৯২)	وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً	ভুলবশত	خَطَأً

যারা ক্রটি করলেও পরিহার করে বড় বড় অপরাধ এবং অশ্লীলতা (৫৩:৩২)	الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ	ছোটখাট ক্রটি	لَمَمٌ
--	--	--------------	--------

অধ্যায়-৪৮

আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। (৩:৫)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ	গোপন থাকা, লুকিয়ে থাকা, অজ্ঞাত থাকা	خَفِيَ - يَخْفَى (خُفِيَّةٌ)
আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কনাও। (১০-৬১)	وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ	অগোচরে যাওয়া, গোপন থাকা	عَزَبَ - يَعْزُبُ
অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আত্মদান করল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল। (৭-২২)	فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا	প্রকাশ পাওয়া, বুঝে আসা	بَدَا - يَبْدُو
নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। (৬-১৫১)	وَلَا تُفْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ	প্রকাশিত হওয়া; জয়ী হওয়া ৯:৮; আরোহণ করা ৪৩:৩৩	ظَهَرَ - يَظْهَرُ
শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৯২:২)	وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ	আলোকিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া; বিচ্ছুরণ ঘটানো	تَجَلَّىٰ - يَتَجَلَّىٰ
এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। (১২-৫১)	الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ	প্রকাশ হওয়া, প্রমাণ হওয়া	حَصْحَصَ - يُحْصِحُ
আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। (৩৩-৩৭)	وَكُفِّي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ	প্রকাশকারী, ফাঁসকারী	مُبْدِي

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে। (৩-৬)	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ	আকৃতি প্রদান করা, গঠন করা	صَوَّرَ-يُصَوِّرُ
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৮২-৮)	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ	গঠন করা, বিন্যস্ত করা, জোড়া দেয়া	رَكَّبَ-يُرَكِّبُ
তিনিই আল্লাহ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। (৫৯-২৪)	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	আকৃতিদাতা, রূপকর	مُصَوِّرٌ
তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট। (৩-৭)	مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ	সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, অবধারিত	مُحْكَمَةٌ (ج) مُحْكَمَاتٌ
তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (১৮-১৫)	لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ	সুস্পষ্ট বর্ণনা	بَيِّنٌ
আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছি। (২৪-৪৬)	لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ	স্পষ্টকারী, স্পষ্ট প্রকাশক	مُّبِينَةٌ (ج) مُّبِينَاتٌ
আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (৩৭-১১৭)	وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ	স্পষ্টকারী, স্পষ্ট প্রকাশক, সুস্পষ্ট	مُسْتَبِينَ
যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। (১০-৭১)	لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً	অস্পষ্টতা, ধাঁধা	غُمَّةً
আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (৩-৭)	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ	ব্যাখ্যা; বাস্তবায়ন ১২:১০০; পরিণতি ৪:৫৯	تَأْوِيلٌ
আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাখিল করেছি যেটি এমন যে তা	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ	সুস্পষ্ট ভাষা, বিশদ বিবরণ,	تَبْيَانٌ، بَيَانٌ

প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। (১৬-৮৯)	تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ	ব্যাখ্যা	
তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (২৫-৩৩)	جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا	ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিবরণ	تَفْسِيرٌ
হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেঃ এতে কোনই সন্দেহ নেই। (৩-৯)	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ	একত্রকারী, জমাকারী	جَامِعٌ
এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য। (৭-১১১)	وَأَرْسَلْنَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ	সমবেতকারী, সংগ্রাহক	حَاشِرٌ (ج) حَاشِرُونَ
উহা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে। (১১-১০৩)	ذَلِكَ يَوْمَ جَمْعٍ لَّهُ النَّاسِ	সমবেত, একত্রিত, সম্মিলিত	جَمْعٌ (ج) جَمْعُونَ
আর পক্ষীকুলকেও,যারা তার কাছে সমবেত হত। (৩৮-১৯)	وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً	সমবেত, একীভূত, দলবদ্ধ	مَحْشُورَةٌ
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একত্রিত ছিল, অতঃপর আমরা তদুভয়কে পৃথক করে দিয়েছি (২১:৩০)	السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا	সংযুক্ত	رَتْقٌ
... এবং তাদের অন্তরসমূহকে মিলিয়ে দিতে ... (৯:৬০)	وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ	মিলন ঘটানো, সংযোজিত	مُؤَلَّفَةٌ
মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ ৭৭:৪	فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا	পৃথককারী, পার্থক্যকারী, বন্টনকারী	فَارِقَةٌ (ج) فَارِقَاتٌ
আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (৭২-১১)	كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا	পৃথক, ছিন্ন, বিভক্ত	قِدْدٌ (ج) قِدْدٌ
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে ৯৯:৬	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا	বিচ্ছিন্নভাবে, পৃথক পৃথক, আলাদা	أَشْتَاتٌ (ج) أَشْتَاتٌ

বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। ১২:৬৭	وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ	পৃথক পৃথক, বিচ্ছিন্ন	مُتَفَرِّقٌ (مُتَفَرِّقَةٌ) (ج) مُتَفَرِّقُونَ
ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই ... (৩-১১)	كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ	স্বভাব, ধারা	ذَابٌ
এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। (৩৫-৪৩)	وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا	পস্থা, প্রথা, রীতিনীতি	سُنَّةٌ (ج) سُنَنٌ
প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। (১৭-৮৪)	كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ	অনুরূপ, পদ্ধতি, রীতিনীতি	شَاكِلَةٌ
আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৬৮-৪)	وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ	চরিত্র, সৃষ্টিগত স্বভাব, নীতি	خُلُقٌ
আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। (৩-১৩)	وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ	শক্তিশালী করা, শক্তি যোগানো, সাহায্য করা	أَيَّدَ-يُؤَيِّدُ
তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। (৩৬-১৪)	فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ	শক্তিশালী করা, সবল করা,	عَزَّزَ-يُعَزِّزُ
আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা ২৮:৩৫	قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ	শক্তিশালী করা; মজবুত করা; বাঁধা ৪৭:৪	شَدَّ-يَشُدُّ
অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। (৪৮:২৯)	فَأَزَّرَهُ فَأَشْتَعَلْطَ فَاَسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ	শক্তি যোগানো, শক্ত করা, দৃঢ় করা	أَزَّرَ-يُؤَزِّرُ
হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। (২৭-১৯)	رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ	শক্তি যোগান; সমবেত করা ৪১:১৯	أَوْزَعَ-يُوزِعُ

এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য। (৩-১৩)	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ	শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত	عِبْرَةٌ
তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্ৰাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। (১৩-৬)	قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ	দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, শাস্তির দৃষ্টান্ত	مَثَلَاتٌ
অতএব, হে চক্ষুস্বামন ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৫৯-২)	فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ	শিক্ষা নেয়া	اعْتَبِرْ - يَعْتَبِرُ
মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ	স্তূপ, বিপুল, অটেল	فِنْطَارٌ (ج) قَنَاطِيرُ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ঝরঝরা বালির স্তূপ (৭৩-১৪)	وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا	স্তূপ, বালির স্তূপ	كَثِيْبٌ
রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (৩-১৪)	وَالْمَنْطَرِ الْمُنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	স্তূপীকৃত	مُنْطَرَةٌ
অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। (২৪-৪৩)	ثُمَّ يَجْعَلُهُ رَكَامًا	পূঞ্জীভূত, স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত	رَكَامٌ
পূঞ্জীভূত মেঘ। (৫২-৪৪)	سَحَابٌ مَّرْكُومٌ	পূঞ্জীভূত	مَّرْكُومٌ
সমবেত স্তূপে পরিণত করেন। ৮:৩৭	فَيَرْكُمُهُ جَمِيْعًا	স্তূপ করা, পূঞ্জীভূত করা	رَكَمٌ - يَرْكُمُ

এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। (৩-৪৯)	وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ	সঞ্চয় করা, জমা করা	إِدَّخَرَ-يَدَّخِرُ
আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে। (৯-৩৪)	وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ	পুঞ্জীভূত করা, জমিয়ে রাখা	كَنْزٌ-يَكْنِزُ
রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (৩-১৪)	وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	স্বর্ণ	ذَهَبٌ
আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না। (৩-৭৫)	وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ	স্বর্ণমুদ্রা	دِينَارٌ
রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (৩-১৪)	وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	রৌপ্য	فِضَّةٌ
ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গনাগুণতি কয়েক দেবহাম। (১২-২০)	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ	রৌপ্যমুদ্রা	دِرْهَمٌ (ج) دَرَاهِمٌ
তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর। (১৮-১৯)	فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ	মুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা	وَرِقٌ
এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ	চিহ্নিত, নিশানায়ুক্ত	مُسَوَّمَةٌ

অধ্যায়-৪৯

আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (৩-১৪)	وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ	আশ্রয়স্থল, গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مَآبٌ
কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি? (৫০-৩৬)	هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ	আশ্রয়স্থল, পালানোর জায়গা	مَّحِيصٌ
চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (১৮-৩১)	نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَعًا	আশ্রয়স্থল, সাহায্যের স্থান, বিশ্রামস্থল	مُرْتَفَعٌ
তারা কোন আশ্রয়স্থল পেলে। (৯-৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً	আশ্রয়স্থল	مَلْجَأً
এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (৭২-২২)	وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُتَّحِدًا	আশ্রয়স্থল	مُتَّحِدٌ
কাজেই তুমি তাদের ভেবো না যে তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ। (৩-১৮৮)	فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَقَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ	নিরাপদ স্থান; সফলতা ৩৯:৬১	مَقَارَةٌ
যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (১৮-৫৮)	لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا	আশ্রয়স্থল	مَوْئِلٌ
না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (৭৫-১১)	كَلَّا لَا وَزَرَ	আশ্রয়স্থল	وَزَرَ
পলায়নের জায়গা কোথায় ? (৭৫-১০)	أَيْنَ الْمَفْرُ	পালানোর স্থান	مَفْرٌ
যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। (৪-১০০)	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً	আশ্রয়স্থল, স্থান, প্রবাসালয়	مُرَاعِمٌ
আর তা থেকে তারা কোনো পরিত্রাণ পাবে না (১৮:৫৩)	وَمَا يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا	পালানোর রাস্তা, পরিত্রাণ	مَصْرِفٌ

আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিকৃতির পথ করে দেবেন। (৬৫:২)	وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا	বহির্দার, বের হওয়ার রাস্তা	مُخْرَجٌ
এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩-১৭)	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	ক্ষমা প্রার্থনাকারী	مُسْتَغْفِرٌ (ج) مُسْتَغْفِرُونَ
রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। (৫১-১৮)	وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	ক্ষমা প্রার্থনা করা	اسْتَغْفَرَ- يَسْتَغْفِرُ (اسْتِغْفَارٌ)
তখন যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের অনুমতি দেয়া হবে না, আর তাদের ক্ষমা-প্রার্থনা করতে দেওয়া হবে না (১৬:৮৪)	ثُمَّ لَا يُؤَدُّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ	শোধরানোর সুযোগ চাওয়া, ওজর গ্রহণের অনুমতি চাওয়া, অনুগ্রহ চাওয়া	اسْتَعْتَبَ- يَسْتَعْتَبُ
আর যদি তারা সদয়তা চায় তাহলে তারা অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না (৪১:২৪)	وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ	তওবা করার সুযোগপ্রাপ্ত, অনুগ্রহপ্রাপ্ত	مُعْتَبٌ (ج) مُعْتَبُونَ
তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। (৩-২০)	فَاتِّمَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ	পৌঁছানো, প্রচার, ঘোষণা	بَلَاغٌ
আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। (৫-৬৭)	وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	পৌঁছানো, প্রচার করা	بَلَّغَ-يُبَلِّغُ
আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি। (৭-৯৩)	لَقَدْ أَرْسَلْنَاكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي	পৌঁছানো	أَرْسَلْنَا-يُرْسِلُ
আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি। (২৮-৫১)	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ	বারবার পাঠানো, সংযুক্ত করা	وَصَّلَ-يُوصِلُ

এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর। (৩-২৫)	وَنُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ	সম্মানিত করা, মর্যাদা দেয়া	أَعَزَّ-يُعِزُّ
নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (১৭-৭০)	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ	মর্যাদা দেওয়া	كَرَّم-يُكَرِّمُ
সম্মানজনকভাবে এর থাকবার জায়গা কর (১২:২১)	أَكْرِمِي مَثْوَاهُ	সম্মান করা	أَكْرَم-يُكْرِمُ (إِكْرَامًا)
আর যে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে (২২:৩২)	وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ	সম্মান করা, সমীহ করা	عَظَّمَ-يُعَظِّمُ
যেন তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনতে পার, এবং তাঁকে সাহায্য করতে ও সম্মান করতে পার (৪৮:৯)	لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُقِرُّوهُ	সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া	وَقَّر-يُوقِّرُ
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্চিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। (২২-১৮)	وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ	সম্মানদাতা, মর্যাদাদাতা	مُكْرِمٍ
আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। (৩-২৬)	وَنُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ	অপমানিত করা	أَذَلَّ-يُذِلُّ
অথবা তাদের লাঞ্চিত করেন। (৩-১২৭)	أَوْ يَكْبِتُهُمْ	অপমানিত করা, লাঞ্ছনা দেওয়া	كَبَت-يَكْبِتُ
এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। (১১-৭৮)	وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي	অপমান করা, অপদস্থ করা	أَخْزَى-يُخْزِي
অতএব আমাকে লাঞ্চিত করো না। (১৫-৬৮)	فَلَا تَفْضَحُونِ	লাঞ্চিত করা, অপমান করা	فَضَح-يُفْضِحُ
আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (৮৯-১৬)	رَبِّي أَهَانَنِي	লাঞ্চিত করা, অপমান করা	أَهَانَ-يُهِينُ
তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্চিত। (১১-৩১)	تَزْدَرِي أَعْيُنِكُمْ	ঘৃণা করা, তুচ্ছ ভাবা	أَزْدَرَى-يَزْدَرِي

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্চিত করে থাকেন। (৯-২)	وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الكَافِرِينَ	অপমানকারী, লাঞ্ছনাকারী	مُحْزٍ
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। (৩-৩৫)	رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا	মুক্ত, উৎসর্গিত, নিবেদিত	مُحَرَّرٌ
অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো। (৩-৩৬)	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا	প্রসব করা; রাখা 8:১০২; হালকা করা ৯৪:২; স্থাপন করা ৫৫:৭	وَضَعٌ - يَضَعُ
তিনি জন্ম দেন না এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (১১২:৩)	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ	জন্ম দেয়া	وَلَدٌ - يَلِدُ
প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল ১৯:২৩	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ	প্রসব বেদনা	مَخَاضٌ
আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। (৩-৩৭)	وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا	প্রতিপালনের দায়িত্ব দেয়া, অভিভাবক বানানো	كَفَّلٌ - يُكْفِلُ
কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে। (৩-৪৪)	أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ	প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়া	كَفَّلٌ - يُكْفِلُ
এটি আমাকে দিয়ে দাও। (৩৮-২৩)	أَكْفُلْنِيهَا	দায়িত্ব দেওয়া, তত্ত্বাবধায়ক করা	أَكْفَلٌ - يُكْفِلُ
তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (৬-৮৯)	فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ	দায়িত্ব দেয়া	وَكَّلٌ - يُوَكِّلُ
যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। (৩-৩৭)	كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا	ইবাদতের কক্ষ, প্রাসাদ	مِحْرَابٌ (ج) مَحَارِبُ

	رَزَقًا		
আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। (৩-৩৯)	أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا	সংযমী, আত্মনিয়ন্ত্রক	حَصُورٌ
আমি ওরই মনকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলাম, অতঃপর সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে (১২:৩২)	وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنِ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ	নিজেকে নিবৃত্ত রাখা	اسْتَعْصَمَ - يَسْتَعْصِمُ
যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই বিরত থাকবে। (৪-৬)	وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ	বিরত থাকা, নিজেকে নিবৃত্ত রাখা, পবিত্র থাকা	اسْتَعْفَفَ - يَسْتَعْفِفُ
এবং আমার স্ত্রী বক্ষ্যা। (৩-৪০)	وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ	বক্ষ্যা	عَاقِرٌ
বললঃ আমি তো বৃদ্ধা, বক্ষ্যা। (৫১-২৯)	قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	বক্ষ্যা; নির্বংশক, অশুভ ৫১:৪১	عَقِيمٌ
এ হলো গায়েরী সংবাদ। (৩-৪৪)	ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ	সংবাদ, ঘটনা, ওহি	نَبَأٌ (ج) أَنْبَاءٌ
সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি। (২৮-২৯)	لَعَلِّي آتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ	খবর, সংবাদ, বৃত্তান্ত, অবস্থা	خَبَرٌ (ج) أَخْبَارٌ
আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (২০-১১৪)	وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ	প্রত্যাদেশ, আল্লাহর বাণী	وَحْيٍ
কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আমার	مَا كَانَ لِيَشْرَّ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ	নবুয়ত	نُبُوَّةٌ

বান্দা হয়ে যাও'। (৩-৭৯)	وَالنُّبُوَّةَ تُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي		
--------------------------	---	--	--

অধ্যায়-৫০

যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করি। (৩-৪৪)	نُوحِيهِ إِلَيْكَ	ওহি নাযিল করা, প্রত্যাদেশ করা, জানিয়ে দেয়া	أَوْحَى-يُوحِي
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১-৮)	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	জ্ঞান দান, অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া	أَلْهَمَ-يُلْهِمُ
আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। (৩-৪৫)	وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْفُونَ أَقْلَامَهُمْ	কলম, ভাগ্য গণনার তীর	قَلَمٌ (ج) أَقْلَامٌ
এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। (৫-৯০)	إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ	ভাগ্য নির্ধারক তীর, ভাগ্যতীর	رَمٌّ (ج) أَرْزَامٌ
আর তিনি লোকদের সাথে কথা বলবেন দোলনায় এবং বার্ষিক্যকালে। (৩-৪৬)	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا	দোলনা; বিস্তৃত ২০:৫৩	مَهْدٌ
আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। (৩-৪৯)	أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ	আকৃতি, গঠন	هَيْئَةٌ
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৮২-৮)	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ	আকার, আকৃতি, গঠন	صُورَةٌ (ج) صُورٌ

আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। (৯৫-৪)	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ	গঠন, আকৃতি, কাঠামো	تَقْوِيمٌ
আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। (৭৬-২৮)	نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ	গঠন, আকৃতি, কাঠামো	أَسْرٌ
তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯-৭৪)	هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرَثِيًّا	দেখতে, দৃশ্যে, আকৃতিতে	رِثْيٌ
এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। (২২-৫)	ثُمَّ مِنْ مَّضْجَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ	পূর্ণাংগ সৃষ্টি, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট	مُخَلَّقَةٌ
তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। (৩-৪৯)	فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ	ফুঁ দেয়া	نَفْحٌ-يَنْفُخُ (نَفْحَةٌ)
যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (৭৪-৮)	فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ	ছিদ্রে ফুঁ দেওয়া	نَفْرٌ-يَنْفُرُ
গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। (১১৩-৪)	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ	ফুঁৎকার কারিনী	نَفَّاثَةٌ (ج) نَفَّاثَاتٌ
এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। (৩-৫৪)	وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ	কৌশল করা, চক্রান্ত করা, ষড়যন্ত্র করা	مَكْرٌ-يَمْكُرُ (مَكْرٌ)
তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। (১২-৫)	فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا	ষড়যন্ত্র করা, ফন্দি আঁটা	كَادٌ-يَكِيدُ (كَيْدٌ)
বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্চেন সর্বোত্তম	وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ	কুশলী,	مََاكِرٌ (ج)

কুশলী। (৩-৫৪)		পরিকল্পনাকারী; ষড়যন্ত্রকারী	مَا كُرُونَ
কিন্তু যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে। (৫২-৪২)	فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ	কৌশলের শিকার	مَكِيدٌ (ج) مَكِيدُونَ
আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (৩-৬১)	ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ	প্রার্থনা করা, মুবাহালা করা (মিথ্যাকের উপর বদদোয়া করা)	ابْتَهَلُ - يَبْتَهِلُ
নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ঘটনা। (৩-৬২)	إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ	ঘটনা, গল্প; পদাঙ্ক, পদচিহ্ন ১৮:৬৪	قَصَصٌ
মানুষদের মধ্যে যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম ৩:৬৮	إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا	অধিক ঘনিষ্ঠ; অধিক হকদার	أَوْلَى
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। (৩-৭৮)	يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ	বাঁকা করা; ঘুরা ৩:১৫৩	لَوَى - يَلُؤُو (لِي)
অতঃপর সে ঈকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। (৭৪-২২)	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	মুখভার করা, মুখ বিকৃত করে ফেলা	بَسَرَ - يَبْسُرُ
নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে। (৪১-৪০)	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا	সত্যচ্যুত হওয়া, বিপদগামী হওয়া, বক্রপথে চলা; ইঙ্গিত করা ১৬:১০৩	الْحَدَّ - يُلْحِدُ (إِلْحَادٌ)
যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। (৩-৯০)	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثَمَّ زَادُوا كُفْرًا	বেড়ে যাওয়া	ازداد - يَزِيدُ

অল্প হোক কিংবা বেশী। ৪:৭	مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ	বৃদ্ধি পাওয়া, বেড়ে যাওয়া	كَثُرَ-يَكْتُرُ
আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (৩০-৩৯)	فَلَا يَزِيدُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ	বৃদ্ধি পাওয়া, বর্ধিত হওয়া	زَيْدًا-يَزِيدُ
অল্প হোক কিংবা বেশী। ৪:৭	مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ	কম হওয়া, অল্প হওয়া	قَلَّ-يَقِلُّ
এবং গর্তশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। (১৩-৮)	وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ	কমা, হ্রাস পাওয়া	غَاضٌ-يَغْيِضُ
পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ। (৩-৯১)	مِثْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا	ভরা, পূর্ণ	مِلءٌ
এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৭৮-৩৪)	وَكَأْسًا دِهَاقًا	পরিপূর্ণ, উপচে পড়া	دِهَاقٌ
জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। (১৭-৬৩)	فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا	পরিপূর্ণ, ভরপুর	مَوْفُورٌ
আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। (৩-১০২)	وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	রশি, দড়ি, রজ্জু	حَبْلٌ (ج) حِبَالٌ
সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ২২:১৫	فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ	রশি; মাধ্যম, উপায়, উপকরণ ১৮:৮৫	سَبَبٌ (ج) أَسْبَابٌ
তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। (১১১-৫)	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ	খেজুরের বাকলের রশি, দড়ি	مَسَدٌ
তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। (৩-১০২)	وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ	প্রান্ত, কিনারা	شَفَا
আর প্রশংসা কর দিনের বেলায়,যাতে তুমি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারো। (২০-১৩০)	فَسَبِّحْ وَأَطْرَفِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ	কিনারা, প্রান্ত, দিক	طَرَفٌ (ج) أَطْرَافٌ

এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (৬৯-১৭)	وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا	কিনারা, প্রান্ত, পার্শ্ব দেওয়াল	رَجَا (ج) أَرْجَاءُ
যখন সে তার কাছে পৌঁছল, তখন প্রান্ত থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল। (২৮-৩০)	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ	প্রান্ত, কিনারা, পার্শ্ব	شَاطِئِ
আর যখন তোমরা ছিলে সমরাস্ত্রের এ প্রান্তে। (৮-৪২)	مِإِذٍ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا	প্রান্ত, কিনারা	عُدْوَةٌ
মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা- দ্বন্দ্ব জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। (২২-১১)	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْجُزُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ	প্রান্ত, কিনারা/ ঠুনকো/ দ্বিধা	حَرْفٌ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত। (৫৫-৩৩)	أَفْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	প্রান্ত, কিনারা, অঁজপাড়া গাঁ	فُطْرٌ (ج) أَفْطَارٌ
অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। (২০-৩৯)	فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ	কিনারা, তট, সমুদ্রের তীর	سَاحِلٌ
তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। (৩-১০২)	وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ	গর্ত, খাদ, কূপ	حُفْرَةٌ
যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় ধসের কিনারার উপরে। (৯-১০৮)	مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ هَارٍ	গর্ত, শ্রোতে কাটা গর্ত	حُفْرٌ
খন্দকগুলোর মালিকদের নিপাত করা হয়েছে। (৮৫-৪)	فُتِنَ أَصْحَابُ الْأَحْدُودِ	গভীর গর্ত, গুহা	أَحْدُودٌ
এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আশ্বাদ গ্রহণ কর। (৩-১০৬)	فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ	স্বাদ গ্রহণ করা, ভোগ করা	ذَاقٌ-يَذُوقُ
আর দুধের নদীসমূহ যার স্বাদ বদলায় না। (৪৭-১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ	স্বাদ	طَعْمٌ

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন। ৩৯:২৬	فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْحَزْنَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	আস্বাদন করানো, ভোগ করানো	أَذَاقَ-يُذِيقُ
প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। (৩-১৮৫)	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	আস্বাদনকারী	ذَائِقٌ (ذَائِقَةٌ) (ج) ذَائِقُونَ

অধ্যায়-৫৪

সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৭)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	সাদা হওয়া, শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া	أَبْيَضٌ-يَبْيِضُ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৭)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	মলিন হওয়া, কালো হওয়া	إِسْوَدٌ-يَسْوَدُّ
তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (১৬:৫৮)	وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ	কালো, মলিন, বিষণ্ণ	مُسْوَدٌّ
আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। (৩:১১১)	وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُولُوكُمْ الْآذُبَارَ	পিঠ, পশ্চাৎ, পিছন, বিপরীতদিক	دُبْرٌ (ج) أَدْبَارٌ
যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদি। (১২:২৬)	إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ فُدًّا مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ	সামনে, সম্মুখে, মুখোমুখি	قُبُلٌ
ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুম্বারের শৈত্য। (৩-১১৭)	كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ	শৈত্য	صِرٌّ
তারা সেখানে দেখতে পাবে না সূর্যোত্তাপ, না কোনো কনকনে	لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا	শৈতপ্রবাহ, প্রচন্ড শীত,	زَمْهَرِيرٌ

ঠান্ডা । (৭৬-১৩)	زَمَهْرِيرًا		
তুমি শীতল ও শান্ত হও ইব্রাহীমের উপরে। (২১-৬৯)	كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ	শীতল, ঠাণ্ডা	بَرْدٌ، بَارِدٌ
তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তম্ভ থেকে শিলাবর্ষণ করেন। (২৪-৪৩)	وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ	শিলা	بَرْدٌ
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬-২)	إِيَّالْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	শীতকাল, শীতের সময়	الشِّتَاءِ
এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। (৯-৮১)	وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ	গরম, তাপ, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম	حَرٌّ
সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (৩৫-২১)	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ	গরম, তাপ, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম	حَرُورٌ
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬-২)	إِيَّالْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	গরমকাল, গ্রীষ্মকাল	الصَّيْفِ
তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। (৩-১১৮)	وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ	কষ্টের সম্মুখীন হওয়া	عَنِتُّ - يَعْنتُ
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না। (৩-১১৮)	لَا يَأْلُونَكُمْ جَبَالًا	ক্রটি করা, কম করা	أَلًا - يَأْلُو
তারা বলবেঃ হয় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রটি করেছি। (৬-৩১)	قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا	কমতি করা, ক্রটি করা; ছাড় দেওয়া	فَرَطٌ - يُفَرِّطُ
পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। (৩-১১৯)	وَإِذَا حَلَّوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْعِظِ	কামড়ানো	عَضٌّ - يَعْضُّ

আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গেলেন। (৩-১২১)	وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ	সকালে বের হওয়া	عَدَا-يَعْدُو
বং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও (১৬:৬)	وَحِينَ تَسْرَحُونَ	সকালে চরাতে যাওয়া	سَرَخَ-يَسْرَحُ
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (৩৪-১২)	وَلَسَلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ	সকালের ভ্রমণ; প্রত্যুষ, সকাল	عُدُّوْ
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (৩৪-১২)	وَلَسَلَيْمَانَ الرِّيحَ عُدُّوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ	সন্ধ্যাভ্রমণ, বিকালের ভ্রমণ	رَوَاحُ
যখন চারণভূমি থেকে নিয়ে আস (১৬:৬)	حِينَ تُرِيحُونَ	সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনা	أَرَاخَ-يُرِيحُ
যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো। (৩-১২২)	إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا	উপক্রম হওয়া; সংকল্প করা ৪০:৫	هَمَّ-يَهْمُ
যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো। (৩-১২২)	إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا	সাহস হারানো, বিচলিত হওয়া	فَشِلَ-يَفْشَلُ
তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। (৪-১০৪)	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ	কষ্ট করা, ভেঙ্গে পড়া, দুর্বল হওয়া, নরম হওয়া	وَهَنَ-يَهِنُ (وَهْنٌ)
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন (২২:৭৩)	ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ	দুর্বল হওয়া, তুচ্ছ হওয়া	ضَعْفٌ-يَضْعُفُ (ضَعْفٌ)

আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (৩-১২২)	وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	ভরসা করা	تَوَكَّلْ - يَتَوَكَّلُ
আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। (৩-১৫৯)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ	নির্ভরকারী, ভরসাকারী	مُتَوَكِّلٌ (ج) مُتَوَكِّلُونَ
অবশ্য তোমরা যদি সবার কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়। (৩-১২৫)	إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ	আকস্মিক	فَوْرٌ
এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে। (৬-৩১)	حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً	সহসা, হঠাৎ, আকস্মাৎ	بَغْتَةً
চিহ্নিত ফেরেশতাগণ। (৩-১২৫)	الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	চিহ্নদাতা, নিশানাকারী	مُسَوِّمٌ (ج) مُسَوِّمُونَ
যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন। (৩-১৩৩)	عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ	বিস্তৃতি, প্রস্থ	عَرْضٌ
উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। ১৭:৩৭	وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا	দৈর্ঘ্য, উচ্চতা	طُولٌ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (৩-১৩০)	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً	দ্বিগুণ, বহুগুণ	ضِعْفٌ (ج) أَضْعَافٌ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (৩-১৩০)	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً	বর্ধিত	مُّضَاعَفَةٌ
অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৩০:৩৯)	فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ	বৃদ্ধি করে নেয় যে	مُضْعِفٌ (ج) مُضْعِفُونَ

যদিও এরূপ অনেক নিয়ে আসা হয়। (১৮:১০৯)	وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا	অনেক/ অতিরিক্ত	مَدَدٌ
তারা যা করেছিল তাতে আঁকড়ে ধরে থাকে না। (৩-১৩৫)	وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا	অটল থাকা, জিদ করা	أَصْرًا-يُصِرُّ
এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৩-১৩৭)	فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ	পরিণতি, ফলাফল, প্রতিফল	عَاقِبَةٌ، عُقْبٌ، عُقْبَى
তারা তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করেছে। ৬৪:৫	فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ	কুপরিণতি, অশুভ পরিণাম	وَبَالٌ
তোমরা যদি আহত হয়ে থাক। (৩-১৪০)	إِن يَمَسَّكُمْ فَرْحٌ	আঘাত, ব্যাথা	فَرْحٌ
এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। (৫-৪৫)	وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ	জখম, আঘাত	جَرْحٌ (ج) جُرُوحٌ
(এ দিনগুলোকে) আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। (৩-১৪০)	نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ	আবর্তন ঘটানো, পালাবদল করা	دَاوِلٌ-يُدَاوِلُ
যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিভ্রাটীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। (৫৯-৭)	كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ	আবর্তিত, কুক্ষিগত যা হাতবদল হতে থাকে	دُولَةٌ
লিপিবদ্ধ থাকা নির্ধারিত সময়। (৩-১৪৫)	كِتَابًا مُّؤَجَّلًا	নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, ধার্যকৃত সময়	مُؤَجَّلٌ
আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। (৬-১২৮)	وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا	সময় ধার্য করা, নির্ধারণ করা	أَجَلٌ-يُؤَجَّلُ
আর যখন রসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে (৭৭:১১)	وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتَتْ	সময় ধার্য করা	أُقِيتٌ-يُؤَقَّتُ

অধ্যায়-৫২

তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর। (৩-১৫২)	صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ	ঘুরিয়ে দেয়া; চালিত করা	صَرَفَ-يُصْرِفُ (صَرْفٌ)
আমরা পানি খাওয়াতে পারি না যে পর্যন্ত না রাখালরা সরে না যায় (২৮-২৩)	لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ	সরিয়ে নেয়া	أَصْدَرَ-يُصْدِرُ
তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ- দাদাদেরকে? (১০-৭৮)	أَجِئْنَا لِتَلْفِئْتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا	ফিরানো, পিছনে ফিরানো, ঘুরিয়ে দেওয়া	لَفَيْتَ-يَلْفِيْتُ
অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। (৪-৮৮)	وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا	ঘুরিয়ে দেওয়া, উল্টে দেওয়া	أَرْكَسَ-يُرْكَسُ
আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। (৩৬-৬৮)	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ	উল্টোমুখী করা , মাথা নত করা, উল্টানো	نَكَّسَ-يُنَكِّسُ
তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে। ২১:৬৫	ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ	উল্টে দেয়া	نَكَّسَ-يُنَكِّسُ
যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। (৩-১৫৩)	لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ	হাত ছাড়া হওয়া, ফসকানো, নাগালের বাইরে যাওয়া	فَاتَ-يَفُوتُ (فَوْتُ)
তারা ওদের দিকে মুখ করে বললঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (১২-৭১)	قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقَدُونَ	হারানো, হারিয়ে ফেলা, খোঁয়ানো, খুঁইয়ে ফেলা	فَقَدَ-يَفْقِدُ

যা তোমাদের মধ্যে এক দলকে বশীভূত করেছিল। (৩-১৫৪)	يَعْشَىٰ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ	বশীভূত করা, আচ্ছন্ন করা, ঢেকে নেয়া	عَشِيٍّ-يَعْشَىٰ
যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন। (৮-১১)	إِذْ يُعْشِيكُمُ النَّعَاسَ	ঢেকে নেওয়া, আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা	عَشِيٍّ-يُعْشِي
তিনি দিনকে আবৃত করেন রাত্রি দিয়ে। (৭-৫৪)	يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ	ঢেকে নেওয়া, আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা	أَعْشَى-يُعْشِي
তারা মুখমন্ডল বজ্রাবৃত করেছে। (৭১-৭)	وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ	কাপড় জড়ানো, আবরণে ঢাকা	اسْتَعْشَى - يَسْتَعْشِي
তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (৩৯-৫)	يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ	প্যাঁচানো, জড়িয়ে নেওয়া, আলো গুটিয়ে নেওয়া	كَوَّرَ-يُكَوِّرُ
আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। (১০-২৬)	وَلَا يَرِهَقُ وُجُوهُهُمْ فَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ	আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা	رِهَقَ-يَرِهَقُ
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল। (৬-৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ	আচ্ছন্ন করা, আচ্ছাদিত করা	جَنَّ-يَجُنُّ
কিংবা জেহাদে যায়। (৩-১৫৬)	أَوْ كَانُوا عُرَىٰ	যোদ্ধা	عَارٍ (ج) عُرَىٰ
যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে। (৪৭-৩১)	حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ	মুসলিম যোদ্ধা	مُجَاهِدٌ (ج) مُجَاهِدُونَ
আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। (৩-১৫৯)	فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ	নমনীয় হওয়া	لَانَ-يَلِينُ
তারা চায় যে ভূমি যদি নমনীয়	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	শৈথিল্য প্রদর্শন	أَدْهَنَ-يُدْهِنُ

হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (৬৮-৯)		করা, নমনীয় হওয়া	
তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৫৬-৮১)	أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ	শিথিলকারী	مُدْهِنٌ (ج) مُدْهِنُونَ
আর তাদের প্রতি কঠোর হও। (৯-৭৩)	وَأَعْلُظْ عَلَيْهِمْ	কঠোর হওয়া, রুঢ় হওয়া, দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া	عَظًا-يَعْلُظُ
সুতরাং এতীমের ক্ষেত্রে - তুমি তবে রুঢ় হয়ো না। (৯৩-৯)	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	নির্যাতন করা, কঠোর হওয়া	قَهْرٌ-يَقْهَرُ
তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (৩-১৫৯)	لَا نَفِضُوا مِنْ حَوْلِكَ	সরে পড়া, দূরে সরা, বিচ্ছিন্ন হওয়া; ছুটে যাওয়া ৬২:১১	إِنْفِضٌ-يَنْفِضُ
অতঃপর সরে পড়ে। (৯-১২৭)	ثُمَّ انصَرَفُوا	প্রস্থান করা, চলে যাওয়া	انصَرَفَ- يَنْصَرِفُ
সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল। (৮-৪৮)	نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ	প্রস্থান করা, ফিরে যাওয়া, চলে যাওয়া	نَكَصٌ-يَنْكُصُ
যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। (২৪-৬৩)	الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَإِذَا	সরে পড়া, সটকে পড়া, বের হয়ে যাওয়া	تَسَلَّلٌ-يَتَسَلَّلُ
এবং তাদেরকে যাতে সনাজু করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। (৩-১৬৭)	وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا	কপটতা করা	نَافِقٌ-يُنَافِقُ (نِفَاقٌ)
মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (৬৩-১)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ	কপট, ভদ্দ, প্রতারণক, দ্বিমুখী, মুনাফিক	مُنَافِقٌ (ج) مُنَافِقُونَ

			(مُنَافِقَاتُ)
এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও। (৩-১৬৮)	فَاذْرُوا عَنۢ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ	সরিয়ে দেয়া, অপসারণ করা, প্রতিহত করা	ذَرَاءٌ-يَذْرَأُ
তারপর যাকে দোষখ থেকে দূরে রাখা হবে। (৩-১৮৫)	فَمَنۢ زُجِرَ عَنِ النَّارِ	অপসারণ করা, দূরে রাখা	زَجَرَ-يُزَجِرُ
এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। (৯-১৫)	وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِم	দূর করা, সরিয়ে নেয়া	أَذْهَبَ-يُذْهِبُ
এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (৫০-২২)	فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ	খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা; দূর করা, অপসারণ করা	كَشَفَ-يُكَشِفُ (كَشَفٌ)
যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। (৮১-১১)	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ	অপসারণ করা, ছিঁলে ফেলা	كَشَطَ-يُكَشِطُ
আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। (৩-১৭০)	وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم	খুশি হওয়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা	اسْتَبَشَرَ- يَسْتَبْشِرُ
এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৪১-৩০)	وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ	খুশি হওয়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা	أَبْشَرَ-يُبْشِرُ
সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৮০-৩৯)	ضَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً	উৎফুল্ল, সুসংবাদপ্রাপ্ত	مُسْتَبْشِرَةٌ
আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। (৩-১৭০)	فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنۢ فَضْلِهِ	উল্লাসী, আমোদী, মহাখুশি	فَرِحَ (ج) فَرِحُونَ
এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৩৬-৫৫)	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ	সহাস্য, হাসিমুখ, আনন্দিত	فَاكِهَةٌ (ج) فَاكِهُونَ

এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দের সাথে ফিরে যাবে। (৮৪:৯)	وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا	সহাস্য, আনন্দিত	مَسْرُورٌ
তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৮৩-৩১)	وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ	সহাস্য, ঠাট্টাকারী	فَكِهُونَ (ج) فَكِهُونَ
যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। (৩৯-৪৫)	اسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ	বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়া, সংকুচিত হওয়া	اسْمَأَزَّتْ - يَشْمِئُزُّ
আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। (৩-১৭৩)	حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ	কর্মবিধায়ক, জিম্মাদার	وَكِيلٌ
তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জন্য জামিন বানিয়েছ (১৬:৯১)	وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا	জামিন, তত্ত্বাবধায়ক, দায়িত্বশীল	كَفِيلٌ
যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। (৩-১৮০)	سَيَطَوَّقُونَ مَا بَجَلُوا بِهِ	বেড়ি পরানো	طَوَّقٌ - يُطَوَّقُ
তারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)	جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ	দীপ্তিময়, আলোকবর্তিকা	مُنِيرٌ
কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। (২৪-৩৫)	كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ	আলোক বিচ্ছুরক, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়,	دُرِّيٌّ
তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়। (১০-৫)	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً	দীপ্তিময়, উজ্জ্বল	ضِيَاءٌ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল। (৮০-৩৮)	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ	আলোকোজ্জ্বল, নির্মল, সহাস্যবদন	مُسْفَرَةٌ

এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (৭৮-১৩)	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا	জ্যোতির্ময়	وَهَّاجٌ
জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। (৩৭-১০)	شَهَابٌ نَّاقِبٌ	উজ্জ্বল, দু্যতিশীল	نَّاقِبٌ
অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল। (৬-৭৮)	فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً	চকচকে, উদীয়মান	بَازِعٌ، بَازِعَةٌ
সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। (৭৫-২২)	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ	লাবণ্যময়, উজ্জ্বল, সজীব	نَّاصِرَةٌ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব। (৮৮-৮)	وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ	উজ্জ্বল, উৎফুল্ল	نَّاعِمَةٌ
যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (৮১-২)	وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ	মলিন হওয়া, নিস্পত্ত হওয়া	انْكَدَرَتْ - يَنْكَدِرُ
আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (৭৫-২৪)	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ	মলিন, বিষণ্ণ, মুখভার	بَاسِرَةٌ
যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। (৩-১১১)	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ	পার্শ্ব, নৈকটা, শায়িতাবস্থা	جَنْبٌ (ج) جُنُوبٌ
তুর পর্বতের দিক থেকে। (২৮-২৯)	مِن جَانِبِ الطُّورِ	পার্শ্ব, কিনারা, দিক	جَانِبٌ
সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। (২২-৯)	ثَائِبٍ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ	পার্শ্ব, কাঁধ, ঘাড়, গ্রীবা	عِطْفٌ
আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন। (৩-১১৮)	نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ	আতিথ্য, আপ্যায়ন	نُزُلٌ
হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর। (৩-২০০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا	দৃঢ় হওয়া	صَابِرٌ - يُصَابِرُ
হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (৩-২০০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا	দৃঢ়তাকা; সীমান্ত প্রহরায় থাকা	رَابِطٌ - يُرَابِطُ (رِبَاطٌ)

তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৮-৪৫)	فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا	অটল থাকা, দৃঢ়পদ থাকা, অবিচল থাকা	ثَبَّتَ - يَثْبُتُ (ثُبُوتٌ)
যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে। (৪৬-১৩)	قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا	অটল থাকা, সোজা চলা, সঠিক হওয়া	اسْتَقَامَ - يَسْتَقِيمُ

অধ্যায়-৫৩

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (৪-১)	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا	পর্যবেক্ষক, সতর্ক	رَقِيبٌ
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৪-৮৫)	وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا	অভিভাবক, দেখভালকারী, আহাৰ্যদাতা, ভরণপোষণকারী	مُقِيبٌ
তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; ৪:৩	فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	মালিক হওয়া, অধিকারী হওয়া; করায়ত্ত্ব করা, ক্ষমতা থাকা ১৭:৫৬; শাসন করা ২৭:২৩	مَلَكٌ - يَمْلِكُ (مَلِكٌ)
আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। (৪-৪)	وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	স্বতস্কৃতভাবে, খুশি মনে	نِحْلَةً
তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪-৪)	فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	তৃপ্তির সাথে, সানন্দে	هَنِيئٌ
তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪-৪)	فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	স্বাচ্ছন্দ্যে, তৃপ্তিতে	مَرِيئٌ

এ অংশ নির্ধারিত। (৪-৭)	نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا	নির্ধারিত, আবশ্যিক	مَّفْرُوْضٌ
আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৩-৩৮)	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّفْعُوْرًا	নির্ধারিত, ধার্যকৃত	مَّفْعُوْرٌ
এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (১৯-২১)	وَكَانَ أَمْرًا مَّفْعِيًّا	চূড়ান্ত, ফয়সালাকৃত, সাব্যস্ত	مَّفْعِيٌّ
আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪-৪৭)	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوْلًا	কার্যকর, সম্পাদিত, সংঘটিত	مَفْعُوْلٌ
সম্পত্তি বন্টনের সময়। (৪-৮)	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ	বন্টন	قِسْمَةٌ (قَسَمَ - يَقْسِمُ)
তাদের মধ্যে প্রতিটি দ্বারের জন্যে এক একটি দল ভাগ করা আছে (১৫:৪৪)	لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ	বরাদ্দকৃত, বণ্টিত	مَّقْسُوْمٌ
কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের শপথ। (৫১-৪)	فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا	বন্টন কারী	مُقْسِمَةٌ (ج) مُقْسِمَاتٌ
কন্যারা যারা তোমাদের লালন- পালনে আছে। (৪-২৩)	وَرَبَائِبِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ	কোল, তত্ত্বাবধান	حُجْرٌ (ج) حُجُورٌ
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য- ব্যভিচারের জন্য নয়। (৪:২৪)	مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ	বিবাহপ্রার্থী, বিবাহকল্পে	مُحْصِنٌ (ج) مُحْصِنُونَ
যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। (২৪-৪)	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ	লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষাকারী, বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারিণী	مُحْصَنَةٌ (ج) مُحْصَنَاتٌ

এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُتَّصِفَاتٍ	ব্যভিচারিণী	مُسَافِحَةٌ (ج) مُسَافِحَاتٌ
এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে (২৪-৩)	وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ	ব্যভিচারী	زَانٍ، زَانِيَةٌ
এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (১৯-২০)	وَمَ أَكُ بَعِيًّا	ব্যভিচারী, অপবিত্র	بَعِيٌّ
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়।	مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ	ব্যভিচারী	مُسَافِحٌ (ج) مُسَافِحُونَ
ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে। (২৪-৩)	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً	ব্যভিচারী	زَانٍ
অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে। (৪-২৪)	فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ	উপভোগ করা	اسْتَمْتَعَ - يَسْتَمْتَعُ
কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ	উপপতি বা উপপত্নী, গোপন প্রেমিক বা প্রেমিকা	خِدْنٌ (ج) أَخْدَانٌ
তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (৪-৩০)	فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا	পোড়ানো, দগ্ন করা	أَصْلَى - يُصَلَّى
অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৬৯-৩১)	ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ	আগুনে প্রবেশ করানো, অগ্নিদগ্ন করা	صَلَّى - يُصَلَّى (تَصَلِيَةٌ)
তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও। (২১-৬৮)	قَالُوا حَرِّقُوهُ	পোড়ানো, জ্বালিয়ে দেয়া	حَرَّقَ - يُحَرِّقُ

তাদের মুখমন্ডল দক্ষ করবে। (১৮-২৯)	يَشْوِي الْوُجُوهُ	দক্ষ করা, ভুনা করা	شَوَى-يَشْوِي
আগুন তাদের মুখমন্ডল দক্ষ করবে। (২৩-১০৪)	تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ	পোড়ানো, দক্ষ করা, জ্বালিয়ে দেওয়া	لَفَحَ-يَلْفَحُ
অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। (৪০-৭২)	ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ	পোড়ানো, আগুন ধরানো/ ভর্তি করা	سَجَرَ-يَسْجُرُ
মানুষকে দক্ষ করবে। (৭৪-২৯)	لَوَاحِئَ اللَّبَشِ	ভস্মকারী, দক্ষকারী	لَوَاحِئُ
এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৪-৩০)	وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا	সহজ, তুচ্ছ	يَسِيرٌ
তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য। (১৯-২১)	قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ	সহজ, নগণ্য, অতিসাধারণ	هَيِّنٌ
এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৫-২৬)	وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا	কঠিন, কষ্টকর, সংকটাপন্ন	عَسِيرٌ، عَسِيرٌ
পুরণেশেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। (৪-৩৪)	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	কর্তৃত্বশীল, পৃষ্ঠপোষক; অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক ৪:১৩৫	قَوَّامٌ (ج) قَوَّامُونَ
তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ উভয়ের মাঝে উপায় করে দিবেন। (৪:৩৫)	إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا	অনুকূল করা, তাউফিক দেওয়া	وَفَّقَ-يُوفِّقُ (تَوْفِيقٌ)

আর তার জন্য আমি সহজ করে দিয়েছিলাম স্বচ্ছন্দভাবে (৭৪:১৪)	وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا	প্রস্তুত করা, সহজ করে দেয়া	مَهَّدَ-يُمَهِّدُ (تَمْهِيدًا)
এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন (১৮:১০)	وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا	সহজ করা, মসৃণ করা, প্রস্তুত করা	هَيَّأَ-يُهَيِّئُ
আর আমরা তো অবশ্যই কুরআনকে উপদেশগ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি (৫৪:৩২)	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ	সহজ করা	يَسَّرَ-يُسِّرُّ
আর আমার ব্যাপারে আপনি আমার উপর কঠোরতা আরোপ না (১৮:৭৩)	وَلَا تُزهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا	কঠিনতা আরোপ করা, কঠোরতা করা	أَزْهَقَ-يُزْهِقُ
আর নিকট প্রতিবেশীর এবং দুরের প্রতিবেশীর। (৪-৩৬)	وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ	প্রতিবেশী; সাহায্যকারী, আশ্রয়দাতা ৮:৪৮	جَارٌ
অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৩৩-৬০)	ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا	প্রতিবেশী হওয়া	جَاوَرَ-يُجَاوِرُ
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা। (৪-৪৩)	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ	নেশাগ্রস্ত	سَكَرَانَ (ج) سُكَارَىٰ
তারা নিশ্চিত আপন নেশায় অন্ধ ছিল (১৫:৭২)	إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ	নেশা, মাদকতা	سَكْرَةٌ
তাতে তাদের মাথা ধরবে না, আর বিকারগ্রস্ত ও হবে না (৫৬:১৯)	لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ	মাতাল হওয়া	أَنْزَفَ-يُنْزِفُ

অধ্যায়-৫৪

তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ এবং যখন তোমরা জুব (গোসল ফরয) অবস্থায় থাক। (৪-৪৩)	لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا	গোসল ফরয অবস্থা; দূর, দূরত্ব ২৮:১১	جُنُبٌ
যতক্ষণ না গোসল করে নাও। (৪-৪৩)	حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا	ধৌত করা, গোসল করা	اِغْتَسَلٌ-يَغْتَسِلُ
তখন স্বীয় মুখমন্ডল ধৌত কর। (৫-৬)	فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ	ধোয়া, ধৌত করা	عَسَلٌ-يَعْسِلُ
ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৩৮-৪২)	هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ	গোসলের পানি, গোসলখানা	مُغْتَسَلٌ
তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে। (৪-৪৩)	جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ	শৌচাগার	غَائِطٌ
তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (৪-৪৩)	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا	তায়াম্মুম করা, ইচ্ছা করা	تَيَمَّمٌ-يَتَيَمَّمُ
মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। (৪-৪৩)	فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ	হাত বুলানো	مَسْحٌ-يَمْسَحُ (مَسْحٌ)
দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে। (৪-৪৬)	وَطَعَنَّا فِي الدِّينِ	কটুক্তি করা	طَعَنٌ-يَطْعَنُ (طَعْنٌ)
তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। (৬-১০৮)	فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ	গালি দেওয়া, মন্দ বলা	سَبٌّ-يَسُبُّ
মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে।	يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ	প্রতিমা, মূর্তি,	جِبْتٌ

(৪-৫১)	وَالطَّاعُونَ	উপাস্য	
সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (২২-৩০)	فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ	মূর্তি, প্রতিমা	وَأَوْثَانٌ (ج) أَوْثَانٌ
এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (১৪-৩৫)	وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ	মূর্তি, প্রতিমা	صَمٌّ (ج) أَصْنَامٌ
এই যে মদ,জুয়া,প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। (৫-৯০)	إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ	প্রতিমা; স্থাপিত বেদী ৫:৩	نُصْبٌ (ج) أَنْصَابٌ
যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। (৪-৫৮)	أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا	আমানত, গচ্ছিত সম্পদ, রক্ষিত মালামাল	أَمَانَةٌ (ج) أَمَانَاتٌ
যারা দাবী করে যে,যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। (৪-৬০)	الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ	দাবি করা; ধারণা করা ৬:২২	زَعَمَ - يَزْعُمُ (زَعَمٌ)
তারা বিচার খুঁজতে চায় তাগুত থেকে। (৪-৬০)	يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَىٰ الطَّاعُونَ	বিচার চাওয়া, মীমাংসা চাওয়া	تَحَاكَمَ - يُتَحَاكَمُ
যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। (৪-৬৫)	حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	বিচারক বানানো, শাসক মানা, মামলা করা	حَكَّمَ - يُحَكِّمُ
কল্যাণকর কথা। (৪-৬৩)	قَوْلًا بَلِيغًا	প্রাঞ্জল, গভীর, ভেদকারী	بَلِيغٌ
নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না (৪-৬৫)	لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ	সংকীর্ণতা; অন্যায়, পাপ ৪৮:১৭; কষ্ট,	حَرَجٌ

	حَرْجًا	সমস্যা ৫:৬	
হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُدُوا حِذْرُكُمْ	সতর্কতা, সাবধানতা, অস্ত্রশস্ত্র	حِذْرٌ
এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। (২৬-৫৬)	وَأَنَا جَمِيعٌ حَاذِرُونَ	ভয়র্ত, সন্ত্রস্ত, অস্ত্রধারী	حَاذِرٌ (ج) حَاذِرُونَ
আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে। (৪-৭২)	وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ	পেছনে পড়া, মহুর হওয়া, অলসতা করা	بَطْءًا-يُبَطِّئُ
এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল। (৯-১১৮)	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا	পেছনে ফেলা, পশ্চাতে রাখা	خَلَّفَ-يُخَلِّفُ
রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া। (৯-১২০)	أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ	পিছপা হওয়া, পিছিয়ে পড়া	تَخَلَّفَ-يَتَخَلَّفُ
এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (৩৩-১৪)	وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا	থাকতে চাওয়া, বিলম্ব করা	تَلَبَّثَ-يَتَلَبَّثُ
শপথ চন্দের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে। (৯১-২)	وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاهَا	পেছনে আসা, পশ্চাতে আসা	تَلَى-يَتَلَى
কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে। (১১-৯৮)	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	সামনে থাকা, অগ্রগামী হওয়া	قَدَّمَ-يَقْدُمُ
তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৭৪-৩৭)	لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ	অগ্রগামী হওয়া, অগ্রণী হওয়া, পূর্বে হওয়া	تَقَدَّمَ-يَتَقَدَّمُ
কিংবা তরাশিত করতে পারবে না। (১৬-৬১)	وَلَا يَسْتَفْتِمُونَ	অগ্রগামী করতে চাওয়া, ত্বরান্বিত হওয়া	اسْتَفْتَمَ- يَسْتَفْتِمُ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। (৪-৭৮)	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ	পাকড়াও করা, নাগাল পাওয়া, ধারণ করা	أَدْرَكَ-يُدْرِكُ
এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে। (৭-৩৮)	حَتَّىٰ إِذَا آدَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا	পরস্পরের নাগাল পাওয়া, পৌঁছানো	تَدَارَكَ (آدَرَكُ) — يَتَدَارَكُ
কেমন করে তারা নাগাল পাবে (৩৪-৫২)	وَأَلَىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ	নাগাল পাওয়া, ধরতে পারা	تَنَاطُشٌ
অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল (৫৪-২৯)	فَنَادَوْا صَاحِبِهِمْ فَتَعَاطَى فَعَقَّرَ	ধরা, ধরে ফেলা	تَعَاطَى-يَتَعَاطَى
তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। (৩৩:৬১)	أَيْنَمَا تُقْبَلُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا	নাগাল পাওয়া, ধরে ফেলা	تَقَبَّلَ-يَتَقَبَّلُ
পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না। (২০:৭৭)	لَا تَخَافُ دَرْكًا	নাগাল পাওয়া, ধরে ফেলা	دَرَكٌ
আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। (২৬-৬১)	إِنَّا لَمُدْرِكُونَ	ধৃত, নাগালবদ্ধ	مُدْرِكٌ (ج) مُدْرِكُونَ
যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর,তবুও। (৪-৭৮)	وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ	দুর্গ, প্রাসাদ; গ্রহ, রাশিচক্র ১৫:১৬	بُرْجٌ (ج) بُرُوجٌ
এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। (৫৯-২)	وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ	দুর্গ, সুরক্ষিত কেল্লা	حِصْنٌ (ج) حُصُونٌ
কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা	وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ	দুর্গ, কেল্লা,	صَيْصَةٌ (ج)

করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন। (৩৩-২৬)	أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ		صَيَاصٍ
যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর,তবুও। (৪-৭৮)	وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ	সুউচ্চ, সুদৃঢ়	مُشَيَّدَةٌ
কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। (২২-৪৫)	وَبَثْرٍ مُّعْطَلَةٍ وَفَصْرٍ مُّشَيَّدٍ	সুউচ্চ, সুদৃঢ়	مُشَيَّدٌ
এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর। (৫০-১০)	وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	সুউচ্চ, লম্বা, বিশালকায়	بَاسِقَةٌ (ج) بَاسِقَاتٌ
আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা। (৭৭-২৭)	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاحِحَاتٍ	সুউচ্চ, উন্নত, উঁচুউঁচু	شَاحِحَةٌ (ج) شَاحِحَاتٌ
তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (৪০-১৫)	رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ	সমুন্নত, সুউচ্চ, মহান	رَفِيعٌ
দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রনাধীন)। (৫৫-২৪)	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ	রচিত, সৃজিত, নির্মিত,	مُنشَأَةٌ (ج) مُنشَآتٌ
এবং সমুন্নত ছাদের। (৫২-৫)	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ	উচ্চ, সুউচ্চ, উন্নত, উন্নিত, উত্তোলিত	مَرْفُوعٌ، مَرْفُوعَةٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি) যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ	নিকটবর্তী, হাতের নাগালে; বুলন্ত	دَانٍ، دَانِيَةٌ

অধ্যায়-৫৫

নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোষখের সর্বনিম্ন স্তরে। (৪-১৪৫)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ	নিম্নস্তর, স্তর	دَرَكٌ
নিষ্ফেপ কর তাকে কুয়ার তলায় (১২: ১০)	أَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ	তলানী, তলদেশ, গভীরতা	غِيَابَةٌ
প্রভাতেইএর পানি তলিয়ে যাবে ভূগর্ভে (১৮:৪১)	يُصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا	গভীরে, ভূগর্ভে	غَوْرٌ
অথবা গভীর সমুদ্রের মধ্যকার অন্ধকারের ন্যায় (২৪:৪০)	أَوْ كظلماتٍ فِي بَحْرِ الْجُبِّ	গভীর, অথৈ	الْجُبِّ
আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (৪-৮০)	فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا	রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংরক্ষক, রক্ষাকারী	حَفِيفًا (ج) حَفِيفَةٌ
এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১৫-৯)	وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ	রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংরক্ষক, রক্ষাকারী	حَافِظٌ (ج) حَافِظُونَ (حَافِظَاتٌ)
এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (৫-৪৮)	وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ	রক্ষক, আশ্রয়দাতা	مُهَيِّمِنٌ
তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায়। (৪-৮১)	بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ	রাতে পরামর্শ করা; রাতে অভিযান চালানো	بَيَّتَ-يُبَيِّتُ
তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। (৪-৮৩)	لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ	অনুসন্ধান করা, গবেষণা করা, বের করে আনা	اسْتَنْبَطَ- يَسْتَنْبِطُ
আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। (৪-৮৩)	وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ	উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা	حَرَّضَ-يُحَرِّضُ

এবং মিসকীনকে আহাৰ্য দিতে উৎসাহিত করত না। (৬৯-৩৪)	وَلَا يُخْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ	উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা	خَضَّ-يُخْضُّ
এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (৮৯-১৮)	وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ	পরস্পরে অনুপ্রাণিত করা	تَحَاضَّ-يَتَحَاضُّ
আর তোমাদেরকে যদি কেউ অভিবাদন জানায়,তাহলে তোমরাও তার জন্য অভিবাদন জানাও। (৪-৮৬)	وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا	অভিবাদন জানানো	حَيَّ-يُحَيِّي (تَحِيَّةً)
তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। (৩৮-৫৯)	لَا مَرْحَبًا بِهِمْ	অভিনন্দন	مَرْحَبٌ
অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে,তাদের অন্তর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। (৪-৯০)	أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ	অবদমিত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া, বন্দি করা	حَصِرَ-يُحْصِرُ
যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। (৪-৯০)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ	প্রবল করে দেয়া, আধিপত্য দান করা	سَلَّطَ-يُسَلِّطُ
সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। (৪-৯২)	فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ	ক্রমাগত, পরপর	مُتَتَابِعٌ
যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। (৬৯-৭)	سَحَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا	অবিরাম/ অশুভ/ নিশ্চিহ্নকারী	حَاسِمٌ (ج) حُسُومٌ
বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। (৪-৯৪)	فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	مَغْنَمٌ (ج) مَغَانِمٌ

আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে। ৮:৪১	وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ	যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করা	غَنِيمٍ - يَغْنَمُ
আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। (৮-১)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ	গনিমতের বটনোর্ধ সম্পদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	نُفْلٌ (ج) أَنْفَالٌ
গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওয়র নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,- সমান নয়। (৪-৯৫)	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	উপবিষ্ট, বসে থাকা ব্যক্তি, পেছনে পড়ে থাকা ব্যক্তি	قَاعِدٌ (ج) قَاعِدُونَ
যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (৫০-১৭)	إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَفِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ	উপবিষ্ট, বসা	قَعِيدٌ
এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (১৫-২৪০)	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ	পশ্চাৎগামী, পরবর্তী	مُسْتَأْخِرٌ (ج) مُسْتَأْخِرُونَ
কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৯-৮৩)	فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	خَالِفٌ (ج) خَالِفُونَ
যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। (৯-৯৩)	رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	خَالِفَةٌ (ج) خَوَالِفٌ
সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (২৯-৩৩)	كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ	পশ্চাদ্বর্তী, পেছনে পড়া	غَابِرٌ (ج) غَابِرُونَ
গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন।	قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	مُخَلَّفٌ (ج)

(৪৮-১৬)	الْأَعْرَابِ		مُخْلَفُونَ
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। (৩৫-৩২)	وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ	অগ্রগামী	سَابِقُ (ج) (سَابِقَاتُ)
আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে। (১৫-২৪)	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ	অগ্রগামী, অগ্রসর	مُسْتَقْدِمٌ (ج) مُسْتَقْدِمُونَ
তারা কোন উপায় করতে পারে না। (৪-৯৮)	لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً	উপায়, কৌশল, তদবির	حِيلَةٌ
তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। (৪-১০০)	فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ	সাব্যস্ত হওয়া; সংঘটিত হওয়া ৫৬:১; পড়ে যাওয়া ২২:৬৫	وَقَعَ-يَقَعُ (وَقَعَةٌ)
আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যস্বাভাবী। (৫২-৭)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ	ঘটনশীল; পতনশীল ৭:১৫১	وَاقِعٌ
এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। (৪-১০২)	وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ	অস্ত্র	سِلَاحٌ (ج) أَسْلِحَةٌ
আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কষ্টক নেই। (৮-৭)	وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ	কাঁটা, কষ্টক; শক্তি; অস্ত্র	شَوْكَةٌ
অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে। (৪-১১২)	ثُمَّ يَرِيءُ بِهِ بُرِيئًا	নির্দোষ; দায়িত্বমুক্ত ২৬:২১৬	بُرِيءٌ (ج) بُرَاءٌ
তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। (২৪-২৬)	أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ	নির্দোষ, নিষ্কলুষ	مُبَرَّرٌ (ج) مُبَرَّرُونَ
আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। (৩৩-৬৯)	فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا	নির্দোষ প্রমাণ করা, দোষমুক্ত করা	بَرَّأ-يُبْرِئُ

তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়। (৪-১১৪)	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ	গোপন শলাপরামর্শ	نَجْوَى
এবং গুচতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (১৯-৫২)	وَقَرَّبْنَاهُ حَيْثَا	পরামর্শকারী, পরামর্শার্থে, একান্তসঙ্গি	حَيْثَى
অহংকারের সাথে এ ব্যাপারে নৈশ আড্ডা করতে (২৩:৬৭)	مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا	রাতে গল্পগুজব কারী, রাতে বৈঠককারী	سَامِرٌ
তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। (৫৮-১২)	إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ	পরস্পরে কানকথা বলা, একান্তে আলাপ করা	نَاجَى-يُنَاجَى
তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার এর বিষয়ে কানাকানি করো না। (৫৮-৯)	إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْإِثْمِ	কানাকানি করা	تَنَاجَى-يَتَنَاجَى
সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। (৪-১২০)	يَعِدُهُمْ وَيُمْنِّيهِمْ	আশা তৈরী করা, আশ্বাস দেয়া	مَنَى-يُمْنِي
তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব। (৪-১১৯)	وَلَا تُمِرُّهُمْ فَلْيَبِتُّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ	কাটা, চিরা, ছেদন করা	بَتَّكَ-يُبِتُّكَ
যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। (১৮-৭১)	إِذَا رَكبُوا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا	ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা; অপবাদ দেয়া ৬:১০০	خَرَقَ-يَخْرِقُ
অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না। (৪-১২৯)	فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ	ঝুঁকে পড়া; বাড়াবাড়ি করা, আক্রমণ করা ৪:১০২	مَالَ-يَمِيلُ (مَيْلٌ، مَيْلَةٌ)

আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও। (৮-৬১)	وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا	ঝুঁকে পড়া, হাত বাড়ানো, আকৃষ্ট হওয়া	جَنَحٌ-يَجْنَحُ
যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব ১২:৩৩	وَأَلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ	ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া	صَبًا-يَصْبُو
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। (১৪-৩৭)	فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	ঝুঁকে পড়া; পতন ঘটা ২০:৮১; অদৃশ্য হওয়া ৫৩:১	هَوَى-يَهْوِي
তাদের অন্তর যেন এদিকে ঝুঁকে পড়ে। (৬-১১৩)	وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ	ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া	صَغَى-يَصْغِي
আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (১৭-৭৪)	لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا	ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া	رَكَنٌ-يَرْكُنُ

অধ্যায়-৫৬

একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। (৪-১২৯)	فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ	ঝুলন্ত, দোদুল্যমান	مُعَلَّقَةٌ
যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয় (৪-১৪০)	يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ	আজেবাজে কথায় লিপ্ত হওয়া, সমালোচনা করা	خَاضَ-يَخُوضُ (خَوْضٌ)
বরং আমরা বৃথা তর্ক করতাম বৃথা তর্ককারীদের সঙ্গে। (৭৪-৪৫)	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ	বাচাল, বাজে প্রসঙ্গ আলোচনাকারী	خَائِضٌ (ج) خَائِضُونَ

এরা দোদুল্যমান অবস্থায় বুলন্ত। (৪-১৪৩)	مُدْبِدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ	দোদুল্যমান, দ্বিধাগ্রস্থ	مُدْبِدَبٌ (ج) مُدْبِدُونَ
একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। (৪-১৪২)	قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَآءُونَ النَّاسَ	অলস	كَسَالَانَ (ج) كَسَالَىٰ
অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না গুলীতে চড়িয়েছে। (৪-১৫৭)	وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ	শূলে চড়ানো	صَلَبٌ-يُصَلَّبُ
এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব। (২০-৭১)	وَلَا صَلَبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ	শূলে চড়ানো/ আগুনে প্রবেশ করানো	صَلَبٌ-يُصَلَّبُ
কিন্তু এহরাম বার্বা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। (৫-১)	غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ	শিকার	صَيْدٌ
যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আস,তখন শিকার কর। (৫-২)	وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا	শিকার করা	اصْطَادٌ-يَصْطِيدُ
সেই সম্প্রদায়ের গুরুত্ব যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। (৫-২)	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ	পাপাসক্ত করা, অপরাধপ্রবণ বানানো	جَرِمٌ-يَجْرِمُ
অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। (৫-৩০)	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ	অনুগত বানানো, উদ্বুদ্ধ করা, রাজি করানো	طَوَّعٌ-يُطَوِّعُ
তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (১৯-৮৩)	تَوَزُّؤُهُمْ أَرْأَىٰ	উস্কানি দেয়া, প্ররোচিত করা	أَرْأَىٰ-يُؤَزِّئُ (أَرْأَىٰ)
অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল। (৭-২০)	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ	কুমন্ত্রণা দেয়া, প্ররোচনা দেয়া	وَسْوَسٌ-يُوسِّسُ

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে। (৭-২০০)	وَأَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ	উসকানি দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া; কলহ বিবাদ সৃষ্টি করা ১২:১০০	نَزْعٌ-يَنْزِعُ (نَزْعٌ)
হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (২৩-৯৭)	رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ	প্ররোচনা, ধোঁকা, কুপ্রস্তাব	هَمَزَةٌ (ج) هَمَزَاتٌ
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। (১১৪:৪)	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	কুমন্ত্রণাদাতা; শয়তান	وَسْوَاسٌ
নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। (১২-৫৩)	إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي	প্ররোচনা দানকারী, কুচক্রী	أَمَّارَةٌ
হালাল মনে করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে। (৫-২)	لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ	গলার মালা, কণ্ঠাভরণ	قَلَادَةٌ (ج) قَلَائِدٌ
এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। (৫-৩)	وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ	বন্টন করতে চাওয়া, ভাগ্য নির্ণয় করা	اسْتَفْسِمَ - يَسْتَفْسِمُ
অতঃপর লটারী (সুরতি) করলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (৩৭-১৪১)	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ	লটারি করা, ভাগ্যপরীক্ষা করা,	سَاهَمَ-يُسَاهِمُ
যেমন আমি নাখিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (১৫-৯০)	كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ	বন্টনপ্রার্থী, ভাগ্য নির্ধারণকামী	مُفْتَسِمٌ (ج) مُفْتَسِمُونَ

যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে। (৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ	যারা শিকার করার প্রশিক্ষণ দেয়/ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী	مُكَلِّبٌ (ج) مُكَلِّبُونَ
অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (৫-১৪)	فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	জিহয়ে দেয়া, উদ্বুদ্ধ করা, প্ররোচনা দেয়া	أَعْرَى-يُعْرِي
সে মাটি খনন করছিল। (৫-৩১)	يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ	খনন করা	بَحَثٌ-يَبْحَثُ
যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। (৫-৩১)	لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ	আবৃত করা	وَارَى-يُوَارِي
তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। (১৬-৬৯)	يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سَوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ	আবৃত হওয়া, গোপন হওয়া, ঢেকে যাওয়া	تَوَارَى-يَتَوَارَى
এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। (২০-১২১)	وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ	জড়িয়ে নেয়া, সেলাই করা	خَصَفَ-يَخْصِفُ
অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। (২০-১২)	فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ	খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা	خَلَعَ-يَخْلَعُ
যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। (৫-৩১)	لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ	মৃতদেহ; লজ্জা, লজ্জাস্থান, আবরণীয় অংশ ৭:২৬	سَوْءَةٌ (ج) سَوْءَاتٌ
এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি। (৫-৩২)	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ	কারণ, হেতু, জন্য	أَجَلَ

অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। (৫-৩৩)	أَوْ يُفْقَوْا مِنَ الْأَرْضِ	নির্বাসন দেয়া	نَفَى-يُنْفِي
আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন। (৫৯-৩)	وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ	নির্বাসন, দেশান্তর	جَلَاءٌ
কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে। (৫:৩৪)	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ	ধার্য করা; সক্ষম হওয়া ১৬:৭৫; মূল্যায়ন করা ৬:১৯; সংকীর্ণ করা ৮৯:১৬	قَدَرٌ-يَقْدِرُ (قَدْرٌ)
তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর। (৫-৩৫)	وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ	নৈকট্য, পথ, উপায়	وَسِيلَةٌ
যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। (৫-৩৮)	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	চোর	سَارِقٌ (سَارِقَةٌ) (ج) سَارِقُونَ
তারা বলতে লাগলঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। (১২-৭৭)	قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ	চুরি করা	سَرَقٌ-يَسْرِقُ
কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়। (১৫-১৮)	إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ	চুরি করা, আড়ি পেতে শোনা	اسْتَرَقٌ-يَسْتَرِقُ
মিথ্যাবলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। (৫-৪১)	سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ	গুপ্তচর	سَمَاعٌ (ج) سَمَاعُونَ
এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। (৪৯-১২)	وَلَا تَجَسَّسُوا	গুপ্তচর বৃত্তি করা, গোপনে দোষ খোঁজা	تَجَسَّسٌ-يَتَجَسَّسُ
ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না। (৩৭-৮)	لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى	কানপেতে শোনা, কান খাড়া করা	تَسْمَعٌ-يَسْمَعُ

আল্লাহর কিতাবের যা তারা সংরক্ষণ করতো তারদ্বারা। (৫-৪৪)	بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ	সংরক্ষণের প্রত্যাশা করা, সংরক্ষণের ভার দেয়া	اسْتَحْفَظَ - يَسْتَحْفِظُ
সেটা তার জন্যে কাফফারা। (৫-৪৫)	فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ	কাফফারা, জরিমানা, খেসারত	كَفَّارَةٌ
আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। (৫-৪৮)	لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا	আইন, শরীয়ত	شِرْعَةً
এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। (৪৫-১৮)	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ	পথ, পদ্ধতি, শরীয়ত, দীন, বিধান	شَرِيْعَةً
তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে। (৪২-১৩)	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا	আইন প্রণয়ন করা, শরয়ী বিধিবিধান দেওয়া	شَرَعَ-يَشْرَعُ
এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (৫-৫৪)	وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ	নিন্দা, তিরস্কার	لَوْمَةٌ (لَا مَ-يَلُومُ)
অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎসনা করতে লাগল। (৬৮:৩০)	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَؤْمُونَ	পরস্পরে নিন্দা করা	تَلَاؤْمٌ-يَتَلَاؤْمُونَ
এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (৫-৫৪)	وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ	নিন্দুক, তিরস্কারকারী	لَائِمٌ
আমি শপথ করছি আত্মসমালোচক আত্মার। (৭৫-২)	أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ	তিরস্কারকারিণী, অনুশোচনাকারিণী	لَوَّامَةٌ
তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।	فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا	নিন্দিত, তিরস্কৃত, অভিযুক্ত	مَلُومٌ (ج) مَلُومُونَ

(১৭-৩৯)	তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (১৭-২২)	فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا	নিন্দিত, তিরস্কৃত	مَذْمُومٌ
তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (৩৭-১৪২)	وَهُوَ مُلِيمٌ	নিন্দিত, অভিযুক্ত, তিরস্কৃত	مُلِيمٌ	
আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৩১:১২)	وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ	প্রশংসিত	حَمِيدٌ	
আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবে। (১৭:৭৯)	أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	প্রশংসিত	مَّحْمُودٌ	

অধ্যায়-৫৭

যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। (৫-৫৭)	الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَلَعِبًا	খেলা, ক্রীড়া- কৌতুক	لَعِبٌ (لَعِبٌ - يَلْعَبُ)
পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। (৬-৩২)	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ	উদাসীন্য সামগ্রী, খেলা, তামাশা	هُوَ
তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। (২৩-১১৫)	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عِبَثًا	অনর্থক কাজ, খেল-তামাশা, খেলাধুলা	عَبَثٌ (عَبَثٌ - يَبْعَثُ)
আকাশ পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (২১-১৬)	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ	খেলোয়াড়, খেলাচ্ছলে	لَاعِبٌ (ج) لَاعِبُونَ
তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ।	وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ	উদাসীন,	سَامِدٌ (ج)

(৫৩-৬১)		অন্যমনস্ক/ ক্রীড়ারত	سَامِدُونَ
এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৫-৮২)	ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيِينَ وَرُهَبَانًا وَأَتْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ	দরবেশ, সন্ন্যাসী	رَاهِبٌ (ج) رُهَبَانٌ
আর বৈরাগ্য,সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি। (৫৭-২৭)	وَرُهَبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	বৈরাগ্য, সর্বত্যাগ, তাপস্য	رُهَبِيَّةٌ
তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (৫-৮২)	تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ	উপচে পড়া/ সিক্ত হওয়া, ভিজে যাওয়া	فَاضٌ - يَفِيضُ
যে পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে পারবে। (৫-৯৪)	تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ	বর্শা	رُمْحٌ (ج) رِمَاحٌ
আর তার (সমুদ্রের) খাদ্য তোমাদের জন্য ও পর্যটকদের জন্য উপকরণ। (৫-৯৬)	وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ	কাফেলা, ভ্রমণকারী	سَيَّارَةٌ
অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। (৮-৪২)	وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ	আরোহী, কাফেলা	رَكْبٌ
যখন কাফেলা রওয়ানা হল। (১২-৯৪)	وَلَمَّا فَصَلَتِ العِيرُ	কাফেলা, উটের কাফেলা, দল	عِيرٌ
পক্ষান্তরে যদি আবিষ্কার করা হয় যে তাদের দু'জনই পাপের যোগ্যতা লাভ করেছে। (৫-১০৭)	فَإِنْ عُنِيَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	উপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া	اسْتَحَقَّ - يَسْتَحِقُّ
যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন। (৫-১১২)	أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ	খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা, দস্তুরখান	مَائِدَةٌ

তা আমাদের জন্যে আনন্দোৎসব হবে। (৫-১১৪)	تَكُونُ لَنَا عِيدًا	উৎসব, আনন্দের দিন	عِيدٌ
যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম। (৬-৭)	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ	কাগজ	قِرْطَاسٌ (ج) قِرَاطِيسٌ
যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। (২১-১০৪)	كُطِيَ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ	নথি, দলীল	سِجِلٌّ
আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৬-২৯)	وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ	পুনরুত্থিত	مَبْعُوثٌ (ج) مَبْعُوثُونَ
এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৪৪-৩৫)	وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ	পুনর্জীবনযোগ্য, পুনঃপ্রকাশযোগ্য	مُنشَرٌ (ج) مُنشَرُونَ
কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (৬-১৬৪)	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা, পাপের বোঝা	وِزْرٌ (ج) أَوْزَارٌ
এরা তোমাদের বোঝা শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। (১৬-৭)	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ	বোঝা, পাপের বোঝা	ثِقْلٌ (ج) أَثْقَالٌ
এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে। (১২-৭২)	وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٍ	বোঝা, বরাদ্দ	حِمْلٌ
অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। (৫১-২)	فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا	ভার, ভারি বোঝা	وِقْرٌ
যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (৩৭-১৪০)	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	বোঝাই, ভর্তি, পূর্ণ	مَشْحُونٌ
আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়। (৬:৩৫)	وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ	কষ্টকর হওয়া, বড় হয়ে দাঁড়ানো, কঠিন হওয়া	كَبُرٌ - يَكْبُرُ

যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল। (১২:৩১)	فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ	বড় করে দেখা	أَكْبَرَ - يُكْبِرُ
তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। (৬-৩৫)	أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ	সুড়ঙ্গ	نَفَقٌ
অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (১৮-৬১)	فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا	সুড়ঙ্গ, মরীচিকার মত	سَرَبٌ
তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। (৬-৩৫)	أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ	সিঁড়ি	سُلَّمٌ
এবং সিঁড়ি যার উপর তারা চড়ত। (৪৩-৩৩)	وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ	সিঁড়ি, উর্ধ্বসিঁড়ি	مَعْرَجٌ (ج) مَعَارِجُ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	উড়া	طَارَ - يَطِيرُ
তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৬-৪৪)	فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ	নিরাশ, নিস্পৃহ, হতভম্ব	مُبْلِسٌ (ج) مُبْلِسُونَ
অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (১৫-৫৫)	فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ	নিরাশ, হতাশ, আশাহত	قَانِطٌ (ج) قَانِطُونَ
যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৪১-৪৯)	وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ	অতিশয় নিরাশ, ভগ্নমনা, চরম হতাশ	قَنُوطٌ
যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৪১-৪৯)	وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ	হতাশ	يَئُوسٌ

আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি। (৯-৫৯)	إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ	আশাবাদী, আগ্রহী; অনাগ্রহী, বিমুখ ১৯:৪৬	رَاغِبٌ
আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। (৬-৫০)	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ	কোষাগার, ধনভাণ্ডার	خِزَانَةٌ (ج) خَزَائِنُ
আর তোমরা তার কোষাধ্যক্ষ নও! (১৫-২২)	وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ	খাজাঞ্চী, প্রহরী, সঞ্চয়কারী	خَازِنٌ (ج) خَازِنُونَ
আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। (৬-৫২)	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	তাড়িয়ে দেয়া	طَرَدَ-يَطْرُدُ
তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৮-৫৭)	فَشَرِّدْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلْعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ	তাড়িয়ে দেয়া, ছত্রভঙ্গ করা	شَرَّدَ-يُشَرِّدُ
বিতাড়িত, আর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি। (৩৭-৯)	دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ	তাড়ানো, বিতাড়ন, ধাওয়া	دُحُورٌ
আর যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আমি তাড়িয়েও দেবার নই। (১১-২৯)	وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا	বহিষ্কারক, বিতাড়ক	طَارِدٌ

অধ্যায়-৫৮

তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। (৬-৫৯)	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ	চাবি	مِفْتَاحُ (ج) مَفَاتِحُ
মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। (৪২-১২)	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	ভাণ্ডার, চাবিকাঠি	مِقْلَادٌ (ج) مَقَالِيدُ
না কি হৃদয়ের উপরে সেগুলোর তাল দেয়া রয়েছে? (৪৭-২৪)	أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا	তাল	فُقُلٌ (ج) أَقْفَالٌ
কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। (৬-৫৯)	وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	পড়ে যাওয়া	سَقَطَ-يَسْقُطُ
তা থেকে তোমার উপর সুপঙ্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا	একের পর এক পড়া, ঝরানো	سَاقَطَ-يُسَاقِطُ
যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। (২২-৩১)	وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ	পড়ে যাওয়া, ঢলে পড়া, অবনত হওয়া, ছিটকে পড়া, লুটিয়ে পড়া	خَرَّ-يَخْرُ
অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়। (২২-৩৬)	فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا	পতিত হওয়া, কাত হয়ে পড়া	وَجَبَ-يَجِبُ
আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত, পাছে তোমাদের নিয়ে তা কাত হয়ে যায় (১৬:১৫)	وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ	হেলে পড়া, কাঁপতে থাকা	مَادَ-يَمِيدُ
তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে। (৫২-৪৪)	وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا	ভূপাতিত, পতনোন্মুখ, পতনশীল	سَاقِطٌ

যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় পর্বতের কিনারায় (৯:১০৯)	مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَقَا جُرْفٍ هَارٍ	পতনোন্মুখ	هَارٍ
ফলে তারা বুঝবে যে তারা নিশ্চয়ই এতে পতিত হচ্ছে (১৮:৫৩)	فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا مُوَاقِعُونَ	পড়ন্ত, পতনোন্মুখ	مُوَاقِعٌ (ج) مُوَاقِعُونَ
অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। (৩৪-৯)	أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ	পতন ঘটানো, নামিয়ে আনা	أَسْقَطُ-يُسْقِطُ
কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য (পতিত হয়) না। (৬-৫৯)	وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ	আর্দ্র, তাজা, রসাল, নরম	رَطْبٌ
এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। (১২-৪৩)	وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ	শুষ্ক	يَابِسٌ (ج) (يَابِسَاتٍ)
এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। (২০-৭৭)	فَأَضْرَبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا	শুষ্ক, শুকনা	يَبَسٌ
অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। (৩৯-২১)	أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيحُ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا	শুষ্ক হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া	هَاج-يَهِيحُ
যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। (৬-৭৩)	وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ	শিঙ্গা	صُورٌ
যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। (৭৪-৮)	فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ	শিঙ্গা	نَاقُورٌ
অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৬-৭৬)	فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ	অস্তগামী	أَفْلٌ (ج) أَفْلُونَ

আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ	পশ্চাৎগামী	خَانِسٌ (ج) خُنَّسٌ
অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৬-৭৬)	فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ	অস্ত যাওয়া	أَفَلَ- يَأْفُلُ/ يَأْفِلُ
তখন তিনি সূর্যকে এক পক্ষিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। (১৮-৮৬)	وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنِ حَمَّةٍ	অস্ত যাওয়া, অস্তমিত হওয়া	عَرَبٌ- يَعْزُبُ (عُرُوبٌ)
তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়। (১৮-১৭)	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ	উদিত হওয়া	طَلَعَ- يَطْلُعُ (طُلُوعٌ)
এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময় (৬-১৫৫)	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ	বরকতময়, পবিত্র, সম্মানিত	مُبَارَكٌ (مُبَارَكَةٌ)
তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। (২১-৮১)	تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا	বরকত দেয়া, প্রাচুর্য দেয়া	بَارَكٌ- يُبَارِكُ
যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে। (৬-৯৩)	وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي عَمْرَاتِ الْمَوْتِ	যন্ত্রণা; অজ্ঞানতা ২৩:৬৩	عَمْرَةٌ (ج) عَمْرَاتٌ
তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ। (৬-৯৪)	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى	নিঃসঙ্গ, একাকী, একে একে	فَرْدٌ (ج) فُرَادَى
যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি (৭৪:১১)	وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا	এক, অদ্বিতীয়, একাকী	وَحْدٌ، وَحِيدٌ
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অক্ষুর সৃষ্টিকারী। (৬-৯৫)	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى	বিদীর্ণকারী	فَالِقٌ

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার। (৮৪-১৬)	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ	সন্ধ্যার লালিমা	شَفَقٌ
তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন। (৬-৯৬)	وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا	বিশ্রাম, আরাম	سَكَنٌ
তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম। (২৫-৪৭)	جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا	বিশ্রাম, আরাম	سُبَاتٌ
আর রাত্রির, যখন তা অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় (৯৩-২)	وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ	নিব্বুম হওয়া, শান্ত হওয়া	سَجَا-يَسْجُو
অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। (৬-৯৮)	فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ	সংরক্ষণাগার, গুদাম, ভাণ্ডার	مُسْتَوْدَعٌ
অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি। (৬-৯৯)	فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا	সবুজ, শাকসবজি, সবুজ ফসল	خَضِرٌ
অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। (২২-৬৩)	فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً	সবুজ, শ্যামলিমা	مُخْضَرَةٌ
কালোমত ঘন সবুজ। (৫৫-৬৪)	مُدْهَامَاتَانِ	গাঢ় সবুজ, কালচে সবুজ	مُدْهَامَةٌ
যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। (৬-৯৯)	تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا	সংযুক্ত, মিলিত, যুগ্ম	مُتَرَاكِبٌ
ও পাতাঘন উদ্যান। (৭৮-১৬)	وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا	ঘনসন্নিবেশিত	لُفٌّ (ج) أَلْفَافٌ
ঘন উদ্যান। (৮০-৩০)	وَحَدَائِقٍ غُلْبًا	ঘন সন্নিবিষ্ট, গাছের পাতা ও শাখা বিশিষ্ট	غُلْبَاءُ (ج) غُلْبٌ
যখন সুগুণ্ডো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য কর। (৬-৯৯)	إِذَا أثمرَ وَيَبَعِهِ	ফল ধরা, ফলন হওয়া	أثمرَ-يُثمِرُ
যখন সুগুণ্ডো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য কর। (৬-৯৯)	إِذَا أثمرَ وَيَبَعِهِ	পাকা, পরিপক্বতা	يَبَعٌ

তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تَسَاقُطُ عَلَيْكَ زُطْبًا جَنِيًّا	পাকা, পরিপক্ক, সংগ্রহ যোগ্য ফল	جَنِيًّا
তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই? (৬-১০৯)	وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ	বুঝিয়ে দেয়া, জানানো	أَشْعَرَ-يُشْعِرُ
অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। (২১-৭৯)	فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ	বুঝানো, বুঝিয়ে দেওয়া	فَهَّم-يُفَهِّمُ
তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। (৬-১১২)	يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا	কারুকার্যমন্ডিত, স্বর্ণখচিত, অলঙ্কৃত	زُخْرُفٌ
তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থক্য জীবনের আড়ম্বর দান করেছ। (১০-৮৮)	إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَؤَهُ زِينَةَ وَأَمْوَالًا	চাকচিক্য, অলঙ্কার, আড়ম্বর	زِينَةٌ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি। (২৭:৬০)	فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ	সৌন্দর্য, শোভা, বাহার	بَهْجَةٌ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে ও মনোরম গালিচার উপরে (৫৫:৭৬)	مُتَّكِنِينَ عَلَى رُفْرِفٍ خُضْرٍ وَعَبَقْرِيِّ حِسَانٍ	সুন্দর, সুশী, চমৎকার	حَسَنَةٌ، حَسَنَاءُ (ج) حِسَانٌ
আর তাতে আমরা জন্মিয়েছি হরেক রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ (৫০:৭)	وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيحٍ	শোভাময়, সুরম্য, সুন্দর, চমৎকার	بَهِيحٌ
কারুকার্যময় সিংহাসনের উপরে (৫৬:১৫)	عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ	অলঙ্কৃত, কারুকার্য খচিত	مَّوْضُونَةٌ

অধ্যায়-৫৯

অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। (৬-১১৪)	وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا	বিস্তারিত, বিশদ; একের পর এক ৭:১৩৩	مَفَصَّلًا (ج) (مُفَصَّلَاتٌ)
তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছে- তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়। (৬-১৪১)	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ	মাচার উপর উঠানো	مَعْرُوشَةٌ (ج) مَعْرُوشَاتٌ
এবং হক দান কর এগুলো কর্তনের সময়ে। (৬-১৪১)	وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ	ফসল সংগ্রহ, শস্য কাটা, কর্তন করা	حَصَادٌ (حَصَادٌ-يَحْصُدُ)
যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে। (৬৮-১৭)	إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ	ফসল কাটা, ফল পাড়া	صَرِمٌ-يَصْرِمُ
তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (৬৮-২২)	أَنْ اَعْدُوا عَلَيَّ حَرْثَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ	শস্য কর্তনকারী, ফসল সংগ্রাহক	صَارِمٌ (ج) صَارِمُونَ
তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোবা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। (৬-১৪২)	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا	খর্বাকৃতির/ গোশত, আচ্ছাদন দানকারী জন্তু	فَرَشٌ
অথবা মাদী-দুটির গর্ভ যা ধরে রেখেছে তা? (৬-১৪৩)	أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيِّينَ	ধারণ করা	اسْتَمَلٌ-يَسْتَمِلُ
আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে। (৭৭-২৫)	أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا	ধারণক, সংকুলানপাত্র	كِفَاتٌ
অথবা ঝরে পড়া রক্ত। (৬-১৪৫)	أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا	প্রবাহিত	مَسْفُوحٌ
এবং প্রবাহিত পানিতে। (৫৬-৩১)	وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ	প্রবাহিত, বহমান, প্রবাহমাণ	مَسْكُوبٌ

অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর। (৭-৮৫)	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	পরিমাপ	كَيْلٌ (كَالَ - يَكِيلُ)
যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। (৮৩-২)	الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ	মাপা, পরিমাপ করা	اِكْتَالَ - يَكْتِيلُ
ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও। (১১-৮৫)	أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ	পরিমাপ	مِكْيَالٌ
আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। (৭-৮)	وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	ওজন, পরিমাণ	وَزْنٌ (وَزَنَ - يَزِنُ)
এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছে। (১৫-১৯)	وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ	পরিমাণমত, যথাযথ	مَّوْزُونٌ
এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (১৩-৮)	وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ	পরিমাণ, নির্ধারণ, ধার্য	مِقْدَارٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না। (৪-৪০)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	ওজন, পরিমাণ, সমপরিমাণ	مِثْقَالٌ
অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর। (৭-৮৫)	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	পাল্লা	مِيزَانٌ (ج) مَوَازِينُ
মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। (১৭-৩৫)	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ	ন্যায়বিচার, ন্যায়দণ্ড, দাঁড়িপাল্লা,	قِسْطَاسٌ
অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে।	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ	পূর্ণতা, সম্পূর্ণ	تَمَامٌ

(৬-১৫৪)	কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (৬-১৬৪)	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	ভার বহনকারী	وَازِرَةٌ
অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। (২৯-১২)	وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ	বহনকারী, বাহক, পরিবাহী	حَامِلٌ (ج) حَامِلُونَ (حَامِلَاتٌ، حَمَالَةٌ)	
এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে। (৭-৯)	وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ	হালকা হওয়া, ভারহীন হওয়া	حَفٌّ - يَخِفُّ	
তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে সহজেই পাও। (১৬-৮০)	تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ	সহজে লাভ করা, হালকা মনে করা	اسْتَحَفَّ - يَسْتَخِفُّ	
অতএব যার পাল্লা ভারী হবে। (১০১-৬)	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ	ভারী হওয়া, ওজন বেশি হওয়া	ثَقُلٌ - يَثْقُلُ	
আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি। (৭-১০)	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ	প্রতিষ্ঠিত করা, দৃঢ় করা, থাকতে দেয়া	مَكَّنَ - يُمَكِّنُ	
তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। (৭-৭৪)	وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ	বাসস্থান দেয়া, আশ্রয় দেয়া	بَوَّأَ - يُبَوِّئُ	
হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। (১৪-৩৭)	رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ	বসবাস করানো, অধ্যুষিত করা	أَسْكَنَ - يُسْكِنُ	
তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। (১১-৬১)	وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا	আবাদ করানো, বসবাস করানো	اسْتَعْمَرَ - يَسْتَعْمِرُ	

অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল। (১৭-১০৩)	فَأَرَادَ أَنْ يَنْفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ	উৎখাত করা, বিতাড়িত করা	اسْتَفْرَزَ-يَسْتَفِرُّ
এবং বাম দিক থেকে। (৭-১৭)	وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ	বামদিক; বাম হাত	شِمَالٌ (ج) شِمَائِلٌ
আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। ৯০:১৯	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ	বামপার্শ্বস্থ, দূর্ভাগ্য, অশুভ	مَشْأَمَةٌ
আমি তাকে আহ্বান করলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে। (১৯-৫২)	وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ	ডানপার্শ্ব	أَيْمَنٌ
এরাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের দলভুক্ত। (৯০-১৮)	أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ	ডানপার্শ্বস্থ, সৌভাগ্য	مَيْمَنَةٌ
নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (৭-১৮)	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ	ভর্তি করা, পূর্ণ করা	مَلَأٌ-يَمْلَأُ
যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? (৫০-৩০)	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ	পূর্ণ হওয়া	إِمْتِلَاءٌ-يَمْتَلِئُ
এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে। (৮৪-১৮)	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ	পূর্ণতা লাভ করা, পরিবেষ্টন করা	اتَّسَقٌ-يَتَّسِقُ
এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৩৭-৬৬)	فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ	পূরণকারী	مَالِئٌ (ج) مَالِئُونَ
এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। (৮৪-৪)	وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ	খালি হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া	تَخَلَّى-يَتَخَلَّى
এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। (৭-২২)	وَطَفِقًا يَخِصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ	শুরু করা	طَفِقٌ-يَطْفِقُ

আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। (৯-১৩)	وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ	সূচনা করা, সৃষ্টি করা, আরম্ভ করা	بَدَأَ-يَبْدَأُ
আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? (২৯-১৯)	كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	সূচনা করা, নবায়ন করা	أَبْدَأَ-يُبْدِئُ
একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। (৭-৩০)	فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ	অবধারিত হওয়া; যথাযথ হওয়া ১৭:১৬; সত্য প্রমাণিত হওয়া	حَقَّ-يُحِقُّ
যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন। (৮-৮)	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ	সত্য প্রমাণিত করা, অনিবার্য করা	أَحَقَّ-يُحِقُّ
আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। (৭-১০৫)	حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ	অবধারিত, যোগ্য, বাস্তবসম্মত	حَقِيقٌ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	ছিদ্র সূচ	سَمٌّ خِيَاطٌ
অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর। (৭-৪৪)	فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ	ডাকা, আহ্বান করা, ঘোষণা করা	أَذَّنَ-يُؤَذِّنُ
যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব। (১৪:৭)	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ	ডাকা, আহ্বান করা, ঘোষণা করা	تَأَذَّنَ-يَتَأَذَّنُ
আমরা আপনার কাছে ঘোষণা	أَذْنًاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ	ডাকা, আহ্বান	أَذَانٌ-يَأْذِنُ

করছি যে আমাদের মধ্যে কেউই সাক্ষী নই (৪১:৪৭)		করা, ঘোষণা করা	
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা। (৯-৩)	وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ	ডাক, আহ্বান, ঘোষণা	أَذَانٌ
অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (১২-৭০)	ثُمَّ أَدَّانَ مُؤَدِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ	ঘোষক, ঘোষণাকারী	مُؤَدِّنٌ

অধ্যায়-৬০

যা দ্রুতগতিতে তার অনুসরণ করে। (৭-৫৪)	يَطْلُبُهُ حَنِثًا	পিছে পিছে যাওয়া, খোঁজ করা	طَلَبٌ-يَطْلُبُ (طَلَبٌ)
ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। (১২-৮৭)	فَتَحَسَّسُوا مِن يُّوسُفَ وَأَخِيهِ	অনুসন্ধান করা	تَحَسَّسَ- يَتَحَسَّسُ
যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (৭২-১৪)	فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا	অবলম্বন করা, সংকল্প করা, অনুসন্ধান করা	تَحَرَّى-يَتَحَرَّى
বলা হবেঃ তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। (৫৭:১৩)	قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا	অনুসন্ধান করা, খোঁজা	الْتَمَسَ-يَلْتَمِسُ
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (২২-৭৩)	ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ	অনুসন্ধানযোগ্য, প্রার্থনীয়	مَطْلُوبٌ
যখন (বায়ুরাশি) পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে। (৭-৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا	ভারী, জমাট, কঠিন, ওজনদার	ثَقِيلٌ (ج) ثِقَالٌ

ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়ছে। (৬৮-৪৬)	فَهُمْ مِنْ مَّعْرَمٍ مُثْقَلُونَ	বোঝাইকৃত, ভারী, ভারাক্রান্ত	مُثْقَلَةٌ (ج) (مُثْقَلُونَ)
হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৫৫-৩১)	سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ	ভারবাহী, বাহক	ثَقْلٌ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيفًا	হালকা, লঘু, সহজলভ্য	خَفِيفٌ (ج) خِفَافٌ
তখন আমি এ (মেঘমালাকে) একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। (৭-৫৭)	سُفْنَاهُ لِيَلِدَ مَيِّتٍ	হাঁকিয়ে নেয়া, তাড়িয়ে নেয়া	سَاقٌ-يَسُوقٌ
প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। (১৯-২৩)	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ	নিয়ে আসা, সমাগত করা, উপনিত করা, আনা	أَجَاءٌ-يُجِيءُ
অতঃপর তাদেরকে আঙুনে পৌঁছে দিবে (১১:৯৮)	فَأُورِدُهُمُ النَّارَ	পৌঁছে দেয়া, চালনা করা	أُورِدٌ-يُورِدُ
আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন (২৪-৪৩)	أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا	সঞ্চালিত করা	زَجَا-يُزْجِي
প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (৫০-২১)	وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ	চালক, তাড়নাকারী, বিতাড়ক	سَائِقٌ
সেদিন, আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৭৫-৩০)	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ	চালনার গন্তব্য, তাড়িয়ে নেওয়ার স্থান	مَسَاقٌ
তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ। (৭-৬৩)	أَوْعَجِبْتُمْ	আশ্চর্যান্বিত হওয়া	عَجِبٌ-يَعْجَبُ
অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা	فَطَلَّيْتُمْ تَفَكَّهُونَ	বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া,	تَفَكَّهُةٌ-يَتَفَكَّهُونَ

বিস্ময়াবিষ্ট। (৫৬-৬৫)		অনুতাপ করা	
আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। (৭২-১)	إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	عَجَبٌ
এতো ভারী আশ্চর্য কথা। (১১-৭২)	إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	عَجِيبٌ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৩৮-৫)	إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক	عَجَابٌ
তোমরা নরম মাটিতে অটালিকা নির্মাণ কর। (৭-৭৪)	تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا فُضُورًا	নরম সমভূমি	سَهْلٌ (ج) سُهُولٌ
তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (৭৯-১৪)	فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ	সমতল ময়দান, সরলপ্রান্তর	سَاهِرَةٌ
সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। ২০:৫৮	فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى	সমভূমি, সমতল	سُوًى
এবং পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (১৮:৪৭)	وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشْرَنَا هُمْ	উন্মুক্ত সমতল	بَارِزَةٌ
অতঃপর আমি তাঁকে ফেলে দিলাম এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে (৩৭:১৪৫)	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ	বিস্তীর্ণ প্রান্তর, উন্মুক্ত প্রান্তর	عَرَاءٌ
অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (২০-১০৪)	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	মরুভূমি, সমভূমি, সমতলভূমি	قَاعٌ
তাদের ক্রিয়াকর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত তাকে পানি বলে মনে করে (২৪:৩৯)	أَعْمَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ	মরুভূমি, সমভূমি, সমতলভূমি	قِيَعَةٌ

	يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً		
তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মাণ কর। (৭-৭৪)	تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا فُصُورًا	প্রাসাদ, অট্টালিকা, ভবন	فَصْرٌ (ج) فُصُورٌ
তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। (২৭-৪৪)	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ	রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা	صَرْحٌ
এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ। (২৬-১২৯)	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ	দুর্গ, প্রাসাদ	مَصْنَعٌ (ج) مَصَانِعٌ
এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। (৭-৭৪)	وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا	খোদাই করা, পাথর কেটে তৈরি করা	نَحْتٌ - يَنْحِتُ
এবং সামুদ্র গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। (৮৯-৯)	وَتُمَوِّدُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ	কেটে মসৃণ করা, কাটা	جَابٌ - يَجُوبُ
তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকো না যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে। ৭:৮৬	وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ	হুমকি দেয়া	أُوعِدٌ - يُوعِدُ
এবং বলেছিলঃ এ তো উম্মাদ। তাঁরা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (৫৪-৯)	وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازدَجْرٌ	ধমক দেওয়া, ধমকি দেওয়া, ঝাড়ি মারা	ازْدَجْرٌ - يَزْدَجِرُ
এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দভায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৪-১৪)	ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ	শাস্তির প্রতিশ্রুতি, হুমকি; প্রতিশ্রুত শাস্তি	وَعِيدٌ
যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫৪-৪)	مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ	ধমক, তিরস্কার	مُزْدَجَرٌ

অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (৭-১১৭)	فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْكُونَ	গিলে ফেলা, গ্রাস করা	لَقِفَ-يَلْقَفُ
হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল। (১১-৪৪)	يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ	শোষণ করা, চুষে নেয়া, গিলে ফেলা	بَلَعَ-يَبْلَعُ
আর সে তা সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না। (১৪-১৭)	وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ	গিলা, গিলে ফেলা	أَسَاعَ-يُسِيغُ
তখন একটি মাছ তাঁকে মুখে তুলে নিল, যদিও তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। (৩৭-১৪২)	فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ	গিলে ফেলা, গ্রাস করা	الْتَقَمَ-يَلْتَقِمُ
হে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দাও। (৭-১২৬)	رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ	দান করা, অভিষিক্ত করা; ঢেলে দেয়া ১৮:৯৬, নিঃশেষ করা	أَفْرَغَ-يُفْرِغُ
অতঃপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির আযাব -৪৪ (৪৮)	ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ	ঢালা, ঢেলে দেয়া	صَبَّ-يَصُبُّ (صَبَّ)
আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। (৭-১৩১)	وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَبْتًا يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ	অলক্ষণে ভাবা	طَيْرَ-يَطِيرُ (يَطِيرُ)
তারা বলল, তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। ২৭:৪৭	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ	অলক্ষণে ভাবা	اطَّيَّرَ-يَطَّيِّرُ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ	প্লাবন, বন্যা; তুফান	طُوفَانٌ
তাই আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম আল্-আরিমের	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ	প্রবাহ, স্রোত, বন্যা	سَيْلٌ

বন্যা। (৩৪-১৬)			
আর যে- সব তারা বানিয়েছিল। (৭-১৩৭)	وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ	উঁচু করে নির্মাণ করা, ছাদ বানানো	عَرَشَ - يَعْرِشُ
হে হামান! আমার জন্য একটি মিনার তৈরি কর। (৪০-৩৬)	يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا	বানানো, নির্মাণ করা, তৈরি করা	بَنَى - يَبْنِي
আর আমরা তাঁকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে। (২১-৮০)	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ	নির্মাণ, শিল্প, কারিগরি, দক্ষতা	صَنْعَةٌ
তাদের জন্য রয়েছে উঁচু আবাসস্থল, তাদের উপরে উঁচু আবাসস্থল সুপ্রতিষ্ঠিত। (৩৯-২০)	لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَةٌ	নির্মিত, স্থাপিত	مَبْنِيَةٌ
এরা যে, কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। (৭-১৩৯)	إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبَرِّمًا هُمْ فِيهِ	ধ্বংসপ্রাপ্ত, চুরমার, বিধস্ত, বিলীন	مُتَّبَرِّمٌ
হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছো। (১৭-১০২)	وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا	ধ্বংসপ্রাপ্ত, চুরমার, বিধস্ত, বিলীন	مَثْبُورٌ
ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল। (২৩-৪৮)	فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ	ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধ্বংসকৃত	مُهْلَكٌ (ج) مُهْلَكُونَ
আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না। (২৮-৫৯)	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى	ধ্বংসকারী	مُهْلِكَ (ج) مُهْلِكُونَ
সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। (৭-১৪৩)	فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي	স্থির থাকা	اسْتَقَرَّ - يَسْتَقِرُّ
অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন। (২৭-৪০)	فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ	অবস্থানকারী, স্থির, সুস্থির; স্থায়ী ৫৪:৩৮	مُسْتَقَرٌّ

অধ্যায়-৬৪

সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। (৭-১৪৩)	جَعَلَهُ دَكًّا	বিধ্বস্ত; চূর্ণ-বিচূর্ণ	دَكٌّ، دَكَّةٌ، دَكَّاءٌ (دَكٌّ - يَدْكُ)
এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (৫৬-৫)	وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا	চুরমার করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা	بَسٌّ - يَبْسُ (بَسٌّ)
অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। (২৭-১৮)	لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ	পিষে ফেলা, গুড়িয়ে দেয়া	حَطَمَ - يَخْطِمُ
এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। ৩৯:২১	ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا	পিষ্ট, নিষ্পেষিত, গুঁড়ো, চূর্ণবিচূর্ণ	حَطَمَةٌ (ج) حُطَامٌ
এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (১৯-৯০)	وَتَخَرَّ الْجِبَالُ هَدًّا	ভেঙে পড়া, ভূমিস্মাৎ হওয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া	هَدٌّ
যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি উত্থিত হব? (১৭-৪৯)	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ	চূর্ণবিচূর্ণ, গুড়াগুড়া	رُفَاتٌ
আমরা কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক ব্যক্তির যে তোমাদের জানায় যে যখন তোমরা চুরমার হয়ে গেছো পুরোপুরি চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায়। (৩৪-৭)	هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرَقٍ	চূর্ণবিচূর্ণ করা, খণ্ডবিখণ্ড করা, কুচিকুচি করা	مَزَّقَ - يُمَزِّقُ
তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। (৩৪-৭)	إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرَقٍ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ	চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড , কুচিকুচি	مُمْرَقٌ
অতঃপর (সত্য মিথ্যার মস্তক) চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর	فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ	ভীষণ আঘাত করা, মাথা গুড়িয়ে	دَمَعٌ - يَدْمَعُ

মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (২০-১৮)		দেওয়া	
এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। (৭-১৪৩)	وَحَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا	অজ্ঞান, বেহুঁশ	صَعِقٌ (صَعِقٌ - يَصَعِقُ)
মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। ৪৭:২০	يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَعْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	অজ্ঞান, বেহুঁশ, আচ্ছন্ন	مَعْشِيٌّ
অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি। (৭-১৪৩)	فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ	হুঁশ ফিরা, চেতনা ফিরে পাওয়া	أَفَاقَ - يُفِيقُ
আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর। (৭-১৪৮)	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا	অলংকার, গহনা	حُلِيٌّ (ج) حَلِيَّةٌ
তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাস্বা হাস্বা' শব্দ। (৭-১৪৮)	جَسَدًا لَهُ حُورًا	হাস্বা রব	حُورًا
তারপর যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (৭-১৫০)	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	রাগান্বিত	غَضْبَانٌ
যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১-৮৭)	إِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا	রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত	مُغَاظِبٌ
তারপর যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (৭-১৫০)	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	মর্মান্বিত, অনুতপ্ত, দুঃখিত	أَسِفٌ
এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্বেক করেছে। (২৬-৫৫)	وَأَنَّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ	ক্রোধ উদ্বেককারী	عَائِظٌ (ج) غَائِظُونَ

এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। (৭-১৫০)	وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ	টেনে আনা	جَرَّ-يَجُرُّ
যেদিন তাদেরকে জাহান্নামে নেয়া হবে মুখ হিঁচড়ে (৫৪:৪৮)	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ	টেনে হিঁচড়ে নেয়া	سَحَبَ- يَسْحَبُ
একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে (৪৪:৪৭)	خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ	টেনে হিঁচড়ে নেয়া	عَتَلَ- يَعْتَلُ
যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে হেঁচড়ে নেব সম্মুখকেশ ধরে (৯৬-১৫)	لَئِن لَّمْ يَنْتَه لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	হিঁচড়ে নেয়া	سَفَعٌ-يَسْفَعُ
তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল (৭-১৫৪)	وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَىٰ الْعَضْبُ	শান্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, চুপ থাকা	سَكَتَ-يَسْكُتُ
আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক ৭:২০৪	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَسْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا	চুপ থাকা, নিশ্চুপ থাকা	أَنْصَتَ-يُنْصِتُ
তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। (৭-১৯৩)	سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ	নীরব, নিশ্চুপ	صَامِتٌ (ج) صَامِتُونَ
এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। (৭-১৫৭)	وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	শৃঙ্খল	عُلٌّ (ج) أَغْلَالٌ
অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৬৯-৩২)	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ	শিকল, জিঞ্জির	سِلْسِلَةٌ (ج) سَلْسِلٌ
নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল	إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا	লৌহ শৃঙ্খল,	نِكْلٌ (ج) أَنْكَالٌ

ও অগ্নিকুন্ড। (৭৩-১২)		শিকল, লৌহ বেড়ী	
তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে। (১৪-৪৯)	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ	শিকল, শৃংখলা, বেড়ী	صَفَدٌ (ج) أَصْفَادٌ
তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে। (১৪-৪৯)	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ	শৃংখলাবদ্ধ	مُقَرَّرٌ (ج) مُقَرَّرُونَ
অতঃপর সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। (৭-১৭৫)	فَانْسَلَخَ مِنْهَا	ছেড়ে দেয়া; অতীত হওয়া ৯:৫	انْسَلَخَ-يَنْسَلِخُ
এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (৫০-১৯)	ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ	টালবাহানা করা, এড়িয়ে চলা	حَادَ-يَحِيدُ
কিন্তু সে যে অধঃপতিত। (৭-১৭৬)	وَأُكْحِلَتْهُ أَحْلَدًا إِلَى الْأَرْضِ	আঁকড়ে ধরা, আকৃষ্ট হওয়া; চিরস্থায়ী করা ১০৪:৩	أَحْلَدَ-يُحْلِدُ
যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। (৭-১৭৬)	إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ	হাঁপানো	هَثَ-يَلْهَثُ
শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। (১০০-১)	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	হাঁপানো, উর্ধ্বশ্বাস	ضَبَحَ
বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমাশয়ে পাকড়াও করব। (৭-১৮২)	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ	ক্রমাশয়ে ঘটানো	اسْتَدْرَجَ- يَسْتَدْرِجُ
তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? (৭-১৮৪)	مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ	পাগলামি, মস্তিষ্ক বিকৃতি	جِنَّةٌ
তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার গ্রন্থরূপে গণ্য হব। (৫৪-২৪)	إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ	পাগলামি	سُعْرٌ

তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বন্ধ পাগল। (২৬-২৭)	إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ	উন্মাদ, পাগল	مَجْنُونٌ
কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (৬৮-৬)	بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ	বিপদগ্রস্ত, পাগল, বিকারগ্রস্ত	مَفْتُونٌ
আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? (৭-১৮৭)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا	সংঘটনের সময়; স্থিতি, নোঙ্গর ১১:৪১	مُرْسَى
আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান লেগে আছেন। (৭-১৮৭)	يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا	উৎসুক, অনুসন্ধানী; সদয়, নমনীয় ১৯:৪৭	حَفِيٌّ
আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। (৭-১৮৮)	وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ	অধিক অর্জন করা, পুঞ্জীভূত করা	اسْتَكْتَرُ - يَسْتَكْتِرُ
প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। (১০২-১)	أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ	প্রাচুর্য, আধিক্য, সম্পদের মোহ, ধনসম্পদ	تَكَاثَرُ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلًا خَفِيًّا	গর্ভস্থ সন্তান, গর্ভ	حَمْلٌ (ج) أَحْمَالٌ
যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রণরূপে (৫৩:৩২)	وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ	ভ্রণ, গর্ভস্থ সন্তান	جَنِينٌ (ج) أَجِنَّةٌ
এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে। (৭-২০৩)	هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ	সুস্পষ্ট জ্ঞান, প্রমাণ; সাক্ষী ৭৫:১৪	بَصِيرَةٌ (ج) بَصَائِرٌ

অধ্যায়-৬২

তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (৮-১৫)	إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُلُوهُمُ الْأَدْبَارَ	যুদ্ধ, রণাঙ্গন	زَحَفٌ
আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, সে ব্যতীত যে তা করবে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে। (৮-১৬)	وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا	রণকৌশল পরিবর্তনকারী	مُتَحَرِّفٌ
কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে। (৮-১৬)	أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ	পক্ষাবলম্বী, মিলনার্থে	مُتَحَيِّرٌ
জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। (৮-২৪)	وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	অন্তরায় হওয়া, আড়াল হওয়া, প্রতিবন্ধক হওয়া	حَالٌ - يَحُولُ
এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। (২৭-৬১)	وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا	প্রতিবন্ধক, অন্তরাল, বাধাদানকারী	حَاجِزٌ
উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না (৫৫:২০)	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ	অন্তরাল, প্রতিবন্ধক, সীমারেখা	بَرْزَخٌ
অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন। (৮-২৬)	فَأَوَّكِمْنَا وَآيَّدْنَا بِنَصْرِهِ	আশ্রয় দেয়া, আবাস দেয়া, থাকতে দেয়া	أَوَى - يُؤْوِي
যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে। ১৮:১০	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ	আশ্রয় নেয়া, আবাস নেয়া, নিবাসী হওয়া	أَوَى - يَأْوِي
আর কে নিরাপত্তা প্রদান করেন অথচ তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করতে হয় না। (২৩-৮৮)	وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ	আশ্রয় দেয়া, রক্ষা করা	أَجَارَ - يُجِيرُ

আর যদি মুশরিকদের কোনো একজন তোমার কাছে আশ্রয় চায়। (৯-৬)	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ	আশ্রয় চাওয়া	اسْتَجَارَ - يَسْتَجِيرُ
আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য। (৮-৩০)	لِيُثْبِتُكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ	বন্দী করা, বেঁধে ফেলা, অবরোধ করা, সুদৃঢ় রাখা	أَثْبَتَ - يُثْبِتُ
আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। (৮-৩৫)	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً	শিস	مُكَاءٌ
আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। (৮-৩৫)	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً	তালি	تَصَدِيَةٌ
আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন। (৮-৪৩)	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا	স্বপ্ন; ঘুম	مَنَامٌ
তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর না। (১২-৫)	لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ	স্বপ্ন	رُؤْيَا
আর স্বপ্নের মর্মোদ্ধারে আমরা অভিজ্ঞ নই। (১২-৪৪)	وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ	অলীক স্বপ্ন, সাবালকত্ব, স্বপ্নদোষ	حُلْمٌ (ج) أَحْلَامٌ
এবং তোমাদের মধ্যের যারা সাবালগত্বে পৌঁছায়নি। (২৪-৫৮)	وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ	সাবালকত্ব, স্বপ্নদোষ; স্বপ্ন ১২:৪৪	حُلْمٌ (ج) أَحْلَامٌ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। (৮-৭১)	فَأَمَّا كُنْ مِنْهُمْ	সম্ভব হওয়া, সক্ষম করা	أَمْكَنَ - يُمَكِّنُ

আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। (৯:৫)	وَأَفْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ	ঘাঁটি, প্রহরামঞ্চ, পর্যবেক্ষণকেন্দ্র	مَرْصَدٌ، مِرْصَادٌ
অতঃপর এখন যে শুনতে যায় তার জন্য ওঁত পাতা উচ্কার দেখা পায় (৭২:৯)	فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا	ওঁত পাতা; প্রহরী ৭২:২৭	رَصَدًا، إِرْصَادًا
মুশরিকদের জন্য (অনুমোদিত) নয় যে তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ গড়ে তোলে (৯:১৭)	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ	দেখাশুনা করা; বসবাস করা ৩০:৯	عَمَرَ - يَعْمُرُ (عِمَارَةٌ)
এবং যেই ব্যবসায় মন্দার আশংকা করছ (৯:২৪)	وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا	মন্দা, দাম কমা	كَسَادٌ
যতক্ষণ না তারা জিযিয়া প্রদান করে স্বহস্তে এবং ছোট হয়ে (৯:২৯)	حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ	জিজিয়া, কর, রক্ষণ কর	جِزْيَةٌ
তবে কি আমরা আপনার প্রতি কর ধার্য্য করব ... ? (১৮:৯৪)	فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا	কর, চাঁদা, আহাৰ্য	خَرْجٌ، خَرَجٌ
যেদিন উহার উপরে উত্তাপ দেওয়া হবে জাহান্নামের আগুনে (৯:৩৫)	يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ	উত্তপ্ত করা, গরম করা	حَمَى - يُحْمَى
অতঃপর তদ্বারা ছাঁকা দেয়া হবে তাদের কপালে ও তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে ... (৯:৩৫)	فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ	দাগ দেয়া, ছাঁকা দেয়া	كَوَى - يُكْوَى
আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (৬৮:১৬)	سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرطومِ	পোড়া দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া	وَسَمَ - يَسِمْ
নিশ্চয়ই (হারাম মাসকে) পেছানো অবিশ্বাসকে কেবল বৃদ্ধিই করে (৯:৩৭)	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ	পিছিয়ে দেয়া	نَسِيءٌ

যাতে গণনাকে সম্বয় করে নেয় (৯:৩৭)	يُؤَاطِئُوا عِدَّةَ	সম্বয় করা, অনুগামী করা	وَاطًا-يُؤَاطِئُ
ন্যূজ হয়ে পড়ছ যমিনের দিকে (৯:৩৮)	إِثْقَالَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ	ভারী হয়ে বসা, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়া	تَثْقَلُ (إِثْقَالًا) - يَتَثَقَلُ
যখন তোমরা দুজন ছিলে গুহায় (৯:৪০)	إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ	গুহা	عَارٌ
যদি তারা পায় কোন ঠাঁই বা গুহা বা ডেরা (৯:৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَعَارَاتٍ أَوْ مَدْحَلًا	পর্বতের গুহা	مَعَارَةٌ (ج) مَعَارَاتٌ
যখন যুবকেরা চলে গেল গুহার দিকে (১৮:১০)	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ	পাহাড়ের প্রশস্ত গুহা	كَهْفٌ
তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল (৯:৪২)	بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ	পথের ক্লান্তি, দূরত্ব	شُقَّةٌ
আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না (৯:৪৪)	لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ	অনুমতি চাওয়া	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ
তবে তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত ঘরসমূহে প্রবেশ করোনা অনুমতি গ্রহণ না করে। (২৪:২৭)	لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا	অনুমতি নেয়া, জানান দেয়া, জ্ঞানগোচর করা	اسْتَأْذَنَ - يَسْتَأْذِنُ
অতএব তারা তাদের সংশয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে (৯:৪৫)	فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ	ঘুরপাক খাওয়া	تَرَدَّدَ-يَتَرَدَّدُ
তোমাদের মাঝে ছোটোছুটি করতো (৯:৪৭)	وَلَا وَضَعُوا خِلالَكُمْ	ছুটাছুটি করা, পদচারণা করা	أَوْضَعَ-يُوضِعُ
যদি তারা পায় কোন ঠাঁই বা গুহা বা ডেরা (৯:৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ	লুকানোর জায়গা, ফাটল	مَدْحَلٌ

	مَعَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا		
আর পাহাড় সমূহে তোমাদের জন্যে আশ্রয়স্থল বসিয়েছেন (১৬:৮১)	وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا	আশ্রয়স্থল, লুকানোর জায়গা	كِنٌّ (ج) أَكْنَانٌ
এবং তারা ছুটে পালাতো (৯:৫৭)	وَهُمْ يَجْمَحُونَ	দৌড়ে পালানো, পলায়নপর হওয়া	جَمَحَ - يَجْمَحُ
যদি তুমি তাদের কাছে উপস্থিত হতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে (১৮:১৭)	لَوْ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا	পলায়ন	فِرَارٌ (فَرٌّ - يَفِرُّ)
অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের আভাস পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল (২১:১২)	فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ	দৌড়ানো, দ্রুত চলা, দৌড়ে পালানো; পদাঘাত করা ৩৮:৪২	رَكَضٌ - يَرْكُضُ
যখন তিনি কেটে পড়লেন বোঝাই নৌকার উদ্দেশ্যে (৩৭:১৪০)	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	পালানো, চম্পট দেয়া, ভেগে পড়া	أَبَقَ - يَأْبُقُ / يَأْبُقُ
এবং পলায়নের দ্বারাও তাঁকে এড়াতে পারব না (৭২:১২)	وَلَنْ نُعْجزَهُ هَرَبًا	পলায়ন	هَرَبٌ
অতঃপর তারা আতর্নাদ করছিল কিন্তু সেই সময়ে আর পরিত্রাণের উপায় ছিল না (৩৮:৩)	فَنَادَوْا وَوَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ	পলায়ন, নিকৃতি লাভ, মুক্তি	مَنَاصٌ
যেন তারা ভীতসন্ত্রস্ত গাধার দল (৭৪:৫০)	كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ	পলায়নপর	مُسْتَنْفِرَةٌ
আপনাকে দোষারোপ করে সাদাকাসমূহের ব্যাপারে (৯:৫৮)	يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ	দোষারোপ করা, নিন্দা করা, কটাক্ষ করা	لَمَزَ - يَلْمِزُ
তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। (৪৯:১২)	وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا	পশ্চাতে নিন্দা করা, গীবত করা	اغْتَابَ - يَغْتَابُ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ	নিন্দুক, পরনিন্দাকারী,	هُمَزَةٌ، هَمَّازٌ

দুর্ভোগ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও কটাক্ষকারী প্রতি (১০৪:১)	وَيَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	কুৎসা রটনাকারী কটাক্ষকারী, নিন্দুক	لُّمَزَةٌ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ	নিন্দা, কুৎসা	نَمِيمٌ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ	অধিক গমনকারী	مَشَاءٌ
যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্দ বস্তু ছাড়া। (৯:৭৯)	وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ	আপ্রাণ চেষ্টা; সামর্থ্য	جُهْدٌ، جُهْدٌ
মানুষকে আমরা সৃজন করেছি ভোগান্তির মধ্যে (৯০:৪)	خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ	শ্রম, কষ্ট, ক্লান্তি	كَبَدٌ
হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি এক দুঃসাহ্যের প্রচেষ্টা করে যাবে তোমার রবের উদ্দেশ্যে (৮৪:৬)	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا	আপ্রাণ চেষ্টা, ঘামঝরা মেহনত	كَادِحٌ
হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি এক দুঃসাহ্যের প্রচেষ্টা করে যাবে তোমার রবের উদ্দেশ্যে (৮৪:৬)	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا	মেহনতকারী, পরিশ্রমী	كَادِحٌ

অধ্যায়-৬৩

অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক, আর প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে (৯:৮২)	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	হাসা	ضِحْكٌ - يَضْحَكُ
ওর কথায় তিনি মুচকি হাসলেন (২৭:১৯)	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا	হাসা, মুচকি হাসা	تَبَسَّمَ - يَتَبَسَّمُ
তিনিই হাসান এবং কাঁদান (৫৩:৪৩)	هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِي	হাসানো	أَضْحَكٌ -

			يُضْحِكُ
সহাস্য, উল্লসিত (২৭:১৯)	ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ	সহাস্য, হাসিমাখা, হাসিপূর্ণ	ضَاحِكٌ، ضَاحِكَةٌ
অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক, আর প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে (৯:৮২)	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	কাঁদা	بَكَى - يَبْكِي
তিনিই হাসান এবং কাঁদান (৫৩:৪৩)	هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى	কাঁদানো	أَبَكَى - يُبْكِي
তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত (১৯:৫৮)	خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا	কান্নাজড়িত, ক্রন্দনরত	بَكَى (ج) بُكِيًّا
এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। (৯:৮৪)	وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ	কবর	قَبْرٌ (ج) قُبُورٌ
যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানের দর্শন পাও (১০২:২)	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	গোরস্থান, কবরস্থান	مَقْبَرَةٌ (ج) مَقَابِرُ
বেরোতে থাকবে কবরসমূহ থেকে (৫৪:৭)	يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ	কবর, সমাধি	جَدَثٌ (ج) أَجْدَاثٌ
আর বেদুইনদের মধ্যের ওজর প্রদর্শনকারীরা এসেছিল (৯:৯০)	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ	ওজর পেশকারী	مُعَذِّرٌ (ج) مُعَذِّرُونَ
তোমাদের কাছে অজুহাত দেখাবে (৯:৯৪)	يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ	ওজর পেশ করা, কারণ দর্শানো	إِعْتَذَرَ - يَعْتَذِرُ
আর বেদুইনদের মধ্যের ওজর প্রদর্শনকারীরা এসেছিল (৯:৯০)	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ	বেদুইন, গ্রাম্য	أَعْرَابِيٌّ (ج) أَعْرَابٌ
তারা বেদুইনদের মরুবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের খোঁজখবর	يُودُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي	মরুবাসী, যাযাবর, বহিরাগত	بَادٍ (ج) بَادُونَ

জেনে নিতেই পছন্দ করতো (৩৩:২০)	الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ		
নিঃসন্দেহ শয়তান কেবলই চায় যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা জাগরিত হোক (৫:৯১)	إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ	ঘটানো	أَوْقَعَ-يُوقِعُ
এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। (৯:৯৭)	وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ	অধিক যোগ্য, যোগ্যতর	أَجْدَرُ
কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। (৯:১০১)	مَرُدُّوا عَلَى النَّفَاقِ	অনড় থাকা, বড়াই করা	مَرَدٌ-يَمْرُدُ
যে মসজিদ ধর্মনিষ্ঠার উপরে স্থাপিত (৯:১০৮)	أَقْمِنُ أَسَسَ بُنْيَانِهِ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ	ভিত্তি স্থাপন করা, বুনিয়াদ রাখা	أَسَسٌ-يُؤَسِّسُ
যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় পর্বতের কিনারায় (৯:১০৯)	مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ	ভিত্তি, প্রাচীর, প্রাসাদ	بُنْيَانٌ
অতএব তা তাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো (৯:১০৯)	فَأَنْهَارَ بِهِ	ধসে পড়া, টুকরো টুকরো হওয়া	إِنْهَارٌ-يُنْهَى
একটি দেয়াল যা ভেঙে পড়ার উপক্রম করছিল (১৮:৭৭)	جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ	পতনোন্মুখ হওয়া, ভেঙে পড়া	إِنْقَضٌ-يَنْقَضُ
সৎকর্মে নির্দেশ- দানকারীরা (৯:১১২)	الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	আদেশকারী, অনুপ্রেরনা দাতা	أَمْرٌ (ج) آمِرُونَ
অসৎকর্মে নিষেধকারীরা (৯:১১২)	وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ	নিষেধকারী	نَاهٍ (ج) نَاهُونَ
তাদের গ্রাস করে না পিপাসা (৯:১২০)	لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ	তৃষ্ণা, পিপাসা	ظَمَأٌ (ظَمًا)-

			يَظْمَأُ
পিপাসার্ত তাকে পানি মনে করে (২৪:৩৯)	يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً	পিপাসার্ত, তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণার্ত	ظَمَانٌ
তাদের না গ্রাস করে পিপাসা না ক্লাস্তি (৯:১২০)	لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ	ক্লাস্তি	نَصَبٌ (نَصَبٌ - يَنْصَبُ)
আর কোনো ক্লাস্তি আমাদের স্পর্শ করে নি (৫০:৩৮)	وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ	ক্লাস্তি, ক্লেশ, দুর্বলতা	لُغُوبٌ
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন (৮৮:৩)	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	ক্লাস্ত	نَّاصِبَةٌ
আর তা হবে ক্লাস্ত (৬৭:৪)	وَهُوَ حَسِيرٌ	ক্লাস্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল	حَسِيرٌ
তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা বর্ণনা করে, শিথিলতা করে না (২১:২০)	يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ	শিথিলতা করা, ক্লাস্ত হওয়া, দুর্বল হওয়া	فَتْرٌ - يَفْتُرٌ
এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (২০-৪২)	وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي	শিথিলতা করা, ক্লাস্ত হওয়া	وَنِي - يَنِي
তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না (২১:১৯)	لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ	ক্লাস্ত হওয়া, অলসতা করা	اسْتَحْسِرٌ - يَسْتَحْسِرُ
তারা পদচালনা করে এমন পদক্ষেপে যা কাফেরদের ত্রুদ্ব করে (৯:১২০)	يَطَّوْنُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ	পথ মাড়ানো, পদদলিত করা	وَطَأٌ - يَطَأُ (وَطْءٌ)
তারা পদচালনা করে এমন পদক্ষেপে যা কাফেরদের ত্রুদ্ব করে (৯:১২০)	يَطَّوْنُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ	চলার স্থান, রাস্তা	مَوْطِئٌ
তোমাদের মঙ্গলকামী (৯:১২৮)	حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ	কল্যাণকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী	حَرِيصٌ
তিনি কার্য পরিচালনা করেন (১০:৩)	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ	পরিচালনা করা	دَبَّرٌ - يُدَبِّرُ

অতঃপর শপথ তাদের, যারা কর্মনির্বাহ করে (৭৯:৫)	فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا	ব্যবস্থাপক, কার্যনির্বাহক	مُدَبِّرَةٌ (ج) مُدَبِّرَاتٌ
তিনিই সেই যিনি তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও জলে (১০:২২)	هُوَ الَّذِي يُسِّرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	ভ্রমণ করানো; চালানো	سَيَّرَ- يُسَيِّرُ
মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (১৭:১)	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ	রাতে ভ্রমণ করানো	أَسْرَى- يُسْرِي
আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগল (১০:২২)	وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ	ঢেউ	مَوْجٌ
আর সেই দিন আমরা তাদের এক দলকে অন্য দলের ভিতর ঢেউ খেলিয়ে ছেড়ে দেব (১৮:৯৯)	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ	ঢেউ খেলা, তরঙ্গিত হওয়া, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হওয়া	مَاج- يَمُوجُ
আমাদের আদেশ এর উপরে এসে পড়ে রাতে অথবা দিনে, ফলে আমরা একে পরিনত করি শস্যকর্তিত অবস্থায় (১০:২৪)	أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا	কর্তিত ফসল, আহরণযোগ্য ফসল, শস্যকর্তিত জমিন	حَصِيدٌ
অতঃপর সকালে তা হয়ে গেল শস্যকর্তিত ক্ষেত (৬৮:২০)	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ	কর্তিত ফসল, শস্যকর্তিত ক্ষেত	صَرِيمٌ
বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক (১০:৬১)	وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ	অবস্থা, দশা	شَأْنٌ
এবং তাদের অবস্থাকে সংহত করে দেন (৪৭:২)	وَأَصْلَحَ بِأَمْرِهِمْ	অবস্থা, দশা	بَأْلٌ
আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব (২০:২১)	سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ	অবস্থা, পথ	سِيرَةٌ

তবে তোমার ব্যাপারটা কি, হে সামিরী? (২০:৯৫)	فَمَا حَظُّكَ يَا سَامِرِيُّ	অবস্থা, ব্যাপার দশা, কাজ, বিষয়	حَظُّ
--	------------------------------	------------------------------------	-------

অধ্যায়-৬৪

শুনে রাখ,যেদিন তাদের উপর (আযাব) এসে পড়বে,সেদিন কিম্ব তা ফিরে যাওয়ার নয়। (১১-৮)	أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ	ফেরতযোগ্য, প্রত্যাহত, প্রতিরোধ্য	مَصْرُوفٌ
তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আসবে, যা প্রতিরোধ্য নয় (১১:৭৬)	وَأَتَتْهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْذُودٍ	অপসারণযোগ্য, প্রত্যাবর্তনীয়	مَرْذُودٌ
এবং চুলা উথলে উঠল (১১:৪০)	وَقَارَ التَّنُّورُ	উথলে উঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া, টগবগ করা	قَارَ - يَفُورُ
পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে গলিত তাম্বের মত (৪৪:৪৫)	كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ	ফোটা, টগবগ করা, উথলে উঠা	غَلَى - يَغْلِي (غَلَى)
তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ফোয়ারা থেকে (৮৮:৫)	تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ	ফুটন্ত পানি, উচ্ছ্বসিত পানি	آنٍ، آنِيَةٌ
এবং চুলা উথলে উঠল (১১:৪০)	وَقَارَ التَّنُّورُ	চুলা	تَنُّورٌ
আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহন কর। (১১:৪১)	وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا	আরোহণ করা; চড়া, সওয়ার হওয়া	رَكَبَ - يَرْكَبُ
তোমরা তার জন্য হাকাওনি কোনো ঘোড়া, আর না কোনো উট (৫৯:৬)	فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ	হাঁকানো, চালানো, চালনা করা, দ্রুত চালানো	أَوْجَفَ - يُوجِفُ
আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি (১১:৪১)	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	গতি, প্রবাহ, বহমান	مَجْرِي

আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে দূরে সরে রয়েছিল (১১:৪২)	وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْرَلٍ	পৃথক স্থান, দূরে আলাদা জায়গা	مَعْرَلٌ
তাদেরকে এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে (২১:১০১)	أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ	দূরে অবস্থিত, অপসারিত	مُبْعَدٌ (ج) مُبْعَدُونَ
তাদেরকে তো শবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে (২৬:২১২)	إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ	অপসারিত, পরিত্যক্ত, বিদূরিত	مَعْرُولٌ (ج) مَعْرُولُونَ
আর পানি হ্রাস করা হল (১১:৪৪)	وَعِضَ الْمَاءِ	হ্রাস পাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া	عَاضٌ - يَغِيضُ
আমাদের কোনো দেবতা তোমাতে ভর করেছেন খারাপ ভাবে এ ছাড়া আমরা অন্য কিছু বলি না (১১:৫৪)	إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ	ভর করা, আবিষ্ট হওয়া	إِعْتَرَى - يَعْتَرِي
আর পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল ভয়ঙ্কর গর্জন (১১:৬৭)	وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ	প্রচণ্ড শব্দ	صَيْحَةٌ
অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে ৮০:৩৩	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ	প্রচণ্ড শব্দ, কান ফাটানো গর্জন	صَاحَةٌ
নিশ্চয়ই তা হলো একটিমাত্র মহাগর্জন (৭৯:১৩)	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ	এক ধমক, গর্জন	زَجْرَةٌ
তারা শুনতে থাকবে তার গর্জন ও হুঙ্কার (২৫:১২)	سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا	গর্জন, ফুঁসে উঠা	تَغِيْظٌ
শুনতে পাও তাদের ফিসফিস (১৯:৯৮)	تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا	ক্ষীণতম শব্দ, ফিসফিসানি	رِكْرٌ
তারা এর হিস্‌হিস্‌ও শুনবে না (২১:১০২)	لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا	ক্ষীণতম শব্দ, সাড়াশব্দ	حَسِيسٌ
ফলে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কিছু শুনতে	فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا	মৃদুস্বর, গুঞ্জরণ,	هَمْسٌ

পাবে না (২০:১০৮)		ফিসফিসানি	
তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন (১১:৬৯)	جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ	ভুনা	حَنِيدٌ
আর তাঁর কওমের লোকেরা তার প্রতি ছুটে আসতে লাগল। (১১-৭৮)	وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ	দ্রুত দৌড়ে আসা, লাফিয়ে আসা	هَرَعَ-يَهْرَعُ
অতঃপর যখন তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। (৩৬-৫১)	فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ	ছুটে আসা, বেরিয়ে পড়া	نَسَلَ-يَنْسِلُ
তখন তারা তাঁর দিকে ছুটে এল। (৩৭-৯৪)	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ	দৌড়ানো, ত্বরান্বিত করা	زَفَّ-يَزِفُ
যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে (৭০-৪৩)	كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ	দৌড়ানো, ধাবিত হওয়া	أَوْفَضَ-يُوفِضُ
তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিন্তে দৌড়াতে থাকবে (১৪:৪৩)	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ	আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ানো	مُهْطِعٌ (ج) مُهْطِعُونَ
আর তোমাদের একজনও যেন পিছনে ফিরে না তাকায় (১১:৮১)	وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ	পেছনে তাকানো, ফিরা	الْتَفَتَ-يَلْتَفِتُ
এবং তার উপর বর্ষণ করলাম পোড়া-মাটির কাঁকর স্তরের উপর স্তর (১১:৮২)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ	স্তরে স্তরে, একের পর এক	مَنْصُودٌ
আর লম্বা লম্বা খেজুর গাছ যাতে আছে গোছা গোছা কাঁদি (৫০:১০)	وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	স্তরে স্তরে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত	نَضِيدٌ
আল্লাহ্ সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে (৭১:১৫)	خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا	স্তর, পর্যায়	طِبَاقٌ
নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তাদের	بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ	উপহার, অতিরিক্ত	رِفْدٌ

দেয়া হবে (১১:৯৯)		দান	
আপনার পালকর্তার দানসমূহ সীমাবদ্ধ নয় (১৭:২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	দান, উপঢৌকন, বখশিশ, হাদিয়া	عَطَاءٌ
আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি (২৭:৩৫)	وَأَيُّ مَرْسَلَةٍ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةٍ	হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন	هَدِيَّةٌ
নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তাদের দেয়া হবে (১১:৯৯)	بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ	নিবেদ্য, যা দেয়া হবে	مَرْفُودٌ
আর তা হচ্ছে উপস্থিতির দিন (১১:১০৩)	وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ	উপস্থিতি, চাক্ষুষ; সাক্ষ্যযোগ্য	مَّشْهُودٌ
অতএব দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য সেই ভয়ঙ্কর দিনে হাজিরাদানের কারণে (১৯:৩৭)	فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ	উপস্থিতির সময় বা স্থান	مَّشْهَدٌ
অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ ভাগ্যবান। (১১:১০৫)	فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	দূর্ভাগ্য	شَقِيٌّ
হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দূর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাভূত করেছিল (২৩:১০৬)	رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا	দূর্ভাগ্য	شِقْوَةٌ
অবশ্যই আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড ঝড় এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে (৫৪:১৯)	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُتَمَرِّمٍ	অশুভ, দুর্ভাগ্য, অমঙ্গল, অহিতকর	نَحْسٌ، نَحْسَةٌ (ج) نَحْسَاتٌ
আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি।	مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى	হতভাগ্য হওয়া অসুখী হওয়া; কষ্টে পড়া	شَقِيٌّ - يَشْقَى
অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ ভাগ্যবান। (১১:১০৫)	فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	সৌভাগ্যবান	سَعِيدٌ

আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে (১১:১০৮)	وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا	সৌভাগ্যবান হওয়া	سَعِدَ - يَسْعُدُ
এমন একটি দান যার বিরাম নেই (১১:১০৮)	عَطَاءٍ غَيْرٍ مَّجْدُودٍ	কর্তিত, খণ্ডবিখণ্ড, বিরাম	مَجْدُودٌ
তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার (৪১:৮)	لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	বাধাপ্রাপ্ত, হ্রাসকৃত/ খোঁটায়ুক্ত, অতৃপ্ত	مَمْنُونٌ
না হ্রাসকৃত না বাধাপ্রাপ্ত (৫৬:৩৩)	لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ	কর্তিত, কর্তনীয়, বিরাম, ছেদ	مَقْطُوعٌ
আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ পুরোপুরি দান করবো হ্রাসকৃত বিহীন। (১১:১০৯)	وَإِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ	হ্রাসকৃত	مَنقُوصٌ
আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১২:২)	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	আরবি	عَرَبِيٌّ
আর যদি আমি একে বানাতাম অনারব কোরআন, তবে তারা অবশ্যই বলত, “যদি শুধু এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হত!” (৪১:৪৪)	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ	আজমী, অনারব, অনারবী	أَعْجَمِيٌّ
নিষ্ফেপ কর তাকে কুয়ার তলায় (১২: ১০)	أَلْقَاهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ	কূপ, কুয়া	جُبٌّ
অতঃপর তারা উপুড় হয়ে পড়েছে তাদের ছাদসমূহের উপরে আর কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে (২২:৪৫)	فَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبُئْرِ مُعَطَّلَةٍ	কূপ, কুয়া	بُئْرٌ
কোন কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিবে (১২:১০)	يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ	তুলে নেয়া, কুড়িয়ে নেয়া	الْتَقِطَ - يَلْتَقِطُ

আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, আমোদ করবে ও খেলাধুলা করবে (১২:১২)	أَرْسَلُهُ مَعَنَا عَدَا يَرْزَعُ وَيَلْعَبُ	আমোদ করা, ঘুরে বেড়ানো/ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া	رَزَعَ - يَرْزَعُ
এরপর তারা তাদের পানিওয়ালাকে পাঠাল (১২:১৯)	فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ	পানি সংগ্রহকারী; উপনীত ১৯:৭১	وَارِدٌ
সে তখন তার বালতি ফেলল (১২:১৯)	فَأَذَلَّى دَلْوُهُ	বালতি	دَلْوٌ
তারা তার ব্যাপারে উদাসীন ছিল (১২:২০)	وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ	নিরাসক্ত, অনাগ্রহী	زَاهِدٌ (ج) زَاهِدُونَ
সে তো তাকে প্রেমে উন্মত্ত করে ফেলেছে (১২:৩০)	قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا	মাতোয়ারা বানানো, আসক্ত করা	شَعَفَ - يَشَعِفُ
তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল (১২:৩১)	وَأَعْتَدَتْ لَهُمْ مَتَكًا	গদি, সোফা/ ভোজসভা	مَتَكًا (اتِّكَاءٌ - يَتَكِي)
উঁচু আসনের উপরে, হেলান দিয়ে (৩৬:৫৬)	عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ	গদিনশীন, উপবিষ্ট	مُتَكِفٌ (ج) مُتَكِفُونَ
তাদের মধ্যের প্রত্যেককে দিল একটি করে ছুরি (১২:৩১)	وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا	ছুরি	سِكِّينٌ
আর যদি সে না করে আমি তাকে যা আদেশ করি তা তবে সে নিশ্চিত কারারুদ্ধ হবে (১২:৩২)	وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ	কারারুদ্ধ করা	سَجَنٌ - يَسْجُنُ
আর তাঁর সাথে দুজন যুবকও কারাগারে প্রবেশ করল (১২:৩৬)	وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ	কারাগার	سِجْنٌ

আর আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়েছি (১৭:৮)	وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا	কারাগার, জেলখানা	حَصِيرٌ
আমি আলবৎ তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব। (২৬:২৯)	لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ	কারারুদ্ধ	مَسْجُونٌ (ج) مَسْجُونُونَ
আমি নিজেকে দেখলাম মদ নির্ধাস করছি (১২:৩৬)	إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا	নিংড়ে বের করা	عَصَرَ - يَعْصِرُ

অধ্যায়-৬৫

আমি দেখেছি সাতটি গরু হুস্তপুস্ত (১২:৪৩)	إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ	মোটা	سَمِينٌ (ج) سِمَانٌ
এটা তাদেরকে পুস্ত করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না (৮৮-৭)	لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنَ جُوعٍ	মোটা করা, পুষ্টিসাধন করা	أَسْمَنُ - يُسْمِنُ
তাদেরকে খেয়ে ফেলল জীর্ণশীর্ণ সাতটি (১২:৪৩)	يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ	শীর্ণকায়, রোগাটে	عِجَافٌ
তারা বলল -- এলোমেলো স্বপ্ন (১২:৪৪)	قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ	মিশ্রিত, এলোমেলো; একমুঠো ৩৮:৪৪	ضِعْتُ (ج) أَضْغَاتٌ
তিনি তাদের সজ্জিত করলেন রসদ দ্বারা (১২:৫৯)	جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ	রসদ প্রস্তুত করা, সাজিয়ে দেয়া	جَهَّزَ - يُجَهِّزُ
তাদের দ্রব্যমূল্য তাদের মালপত্রের ভিতরে রেখে দাও (১২:৬২)	اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ	মালপত্র, বোবা, থলি	رِحَالٌ (ج) رِحَالٌ
অতঃপর তিনি আপন ভাইয়ের	فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءٍ	বস্তা, থলে	وَعَاءٌ (ج) أَوْعِيَةٌ

থলের পূর্বে তাদের থলে দিয়ে শুরু করলেন (১২:৭৮)	أَخِيهِ		
আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব (১২:৬৫)	وَمَيْرُ أَهْلِنَا	রসদ আনা, খাদ্য আনা	مَارَ - مَيْرُ
ইয়াকুবের অন্তরের একটি বাসনা (১২:৬৮)	حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْظُوبَ	প্রয়োজন, অভিপ্রায়	حَاجَةٌ
যদি তাদের থেকে প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। (৩৩:৩৭)	إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا	কামনা, প্রয়োজন	وَطْرٌ
এবং এতে আমার অন্যান্য প্রয়োজনও আছে। (২০:১৮)	وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى	চাহিদা, প্রয়োজন	مَارِبَةٌ (ج) مَارِبٌ
আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি (১২-৭২)	نَفَقْتُ صُوعًا الْمَلِكِ	পানপাত্র	صُوعًا
তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র। (৩৭-৪৫)	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ	পানপাত্র; পানীয়	كَأْسٌ
তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র। (৪৩-৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ	পানপাত্র	كَوْبٌ (ج) أَكْوَابٌ
পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়লা নিয়ে। (৫৬-১৮)	بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ	চমকদার কেটলি, ঝকঝকে জগ, কুঁজা	إِبْرِيْقٌ (ج) أَبَارِيقٌ
এবং আমি এর জামিন (১২:৭২)	وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ	জামিন, জিম্মাদার	زَعِيمٌ
প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ (৭৪:৩৮)	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ	দায়বদ্ধ	رَهِيْنٌ، رَهِيْنَةٌ
আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই অভিযোগ করছি (১২:৮৬)	إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	অভিযোগ করা	شَكَا - يَشْكُو

এবং অভিযোগ করছে আল্লাহর সমীপে (৫৮:১)	وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ	অভিযোগ করা	اِسْتَكَى - يَشْتَكِي
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই (১২:৯২)	لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومَ	অভিযোগ, দোষারোপ, তিরস্কার	تَثْرِبُ
যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর (১২:৯৪)	لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ	অপ্রকৃতিস্থ ভাবা/ বৃদ্ধ ভাবা/ তামাশা করা	فَنَدًا - يُفَنِّدُ
আপনি তো আপনার পুরানো ভ্রাতৃত্বতেই আছেন (১২:৯৫)	إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ	পুরানো, পূর্ববর্তী, প্রাচীন	قَدِيمٌ
এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন (১৪:১৯)	وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ	নতুন	جَدِيدٌ
তাদের কাছে তাদের প্রভুর কাছ থেকে কোনো নতুন স্মারক আসে (২১:২)	يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّتٍ	নতুন সৃষ্টি, আবিষ্কৃত, অভিনব, নতুন	مُخَدَّتٌ
বলুন “আমি তো কোন নতুন রসূল নই (৪৬:৯)	قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مَنْ الرُّسُلِ	নতুন, অভিনব, প্রথম	بِدْعٍ
এবং মরুভূমি থেকে আপনাদের নিয়ে এসেছেন (১২:১০০)	وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ	মরুভূমি, গ্রাম	بَدْوٌ
আর যে রাত্রিবেলায় আত্মগোপন করে আর দিনের বেলায় বিচরণ করে (১৩:১০)	وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ	বিচরণশীল, চলমান	سَارِبٌ
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬:৪০)	وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	সাঁতার কাটা, অবিরত চলা	سَبَحَ - يَسْبَحُ (سَبَحٌ)
আর শপথ সন্তরণকারীদের দ্রুত সন্তরণের (৭৯:৩)	وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا	দ্রুতচলমান, দ্রুতধাবমান	سَابِحَةٌ (ج) سَابِحَاتٌ

শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। (১০০-১)	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	গতিশীল, দ্রুতধাবমান	عَادِيَةٌ (ج) عَادِيَاتٌ
তিনি আসমানসমূহকে উদ্ধৃষ্টিত করেছেন কোনও স্তম্ভ ব্যতীত (১৩:২)	رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ	স্তম্ভ, খুঁটি, উঁচু গঠন	عَمَدٌ
বহু স্তম্ভ ওয়ালা ইরাম জাতি (৮৯:৭)	إِزْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ	স্তম্ভ, খুঁটি, উঁচু গঠন	عِمَادٌ
আর বহু স্তম্ভ ওয়ালা ফেরাউন (৮৯:১০)	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	খুঁটি, পেরেক	وَتِدُّ (ج) أَوْتَادٌ
আমি নূহকে আরোহণ করলাম তাতে যা ছিল কাঠ ও পেরেক সম্বলিত (৫৪:১৩)	وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْحِ وَدُسْرٍ	পেরেক	دِسَارٌ (ج) دُسْرٌ
এবং যমিনে রয়েছে শস্যক্ষেত্রসমূহ -একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন (১৩:৪)	وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ	সংলগ্ন, পার্শ্ববর্তী	مُّتَجَاوِرَةٌ (ج) مُّتَجَاوِرَاتٌ
আর খরস্রোত বয়ে নিয়ে যায় ফেঁপে ওঠা ফেনা (১৩:১৭)	فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا	ফেনা	زَبْدٌ
অতঃপর ফেনা অপসারণ করে আবর্জনাকে (১৩:১৭)	فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً	পানিতে ভাসা আবর্জনা, তুচ্ছ বস্তু, নিষ্কিণ্ড বস্তু	جُفَاءً
অতঃপর তা হয়ে যায় শুকনোজীর্ণ, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় (১৮:৪৫)	فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ	খোয়াড় নির্মাণের জরাজীর্ণ খড়, শুক খড়কুটার টুকরা	هَشِيمٌ
অতঃপর তাকে করেছেন কাল আবর্জনা (৮৭:৫)	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	আবর্জনা, খড়কুটা, জঞ্জাল,	غُثَاءً
তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিষ্ক্ষেপকারী কেউ নেই (১৩:২৭)	لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ	পশ্চাতে নিষ্ক্ষেপকারী, প্রতিরোধকারী	مُعَقِّبٌ

তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় সবগে (১৪:১৮)	أَعْمَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ	ছাই	رَمَادٌ
তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় সবগে (১৪:১৮)	أَعْمَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ	প্রবল হওয়া	اشْتَدَّ - يَشْتَدُّ
মাটির উপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে (১৪:২৬)	اجْتَثَّتْ مِنَ فَوْقِ الْأَرْضِ	উপড়ে ফেলা	اجْتَثَّتْ - يَجْتَثُّ
তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড (৫৪:২০)	تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ	যা উপড়ে গেছে, ওপড়ানো, ছিন্নমূল	مُنْقَعِرٌ
এর কোনো স্থিতি নেই (১৪:২৬)	مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ	স্থিতি, স্থায়ীত্ব; প্রশান্তি ২৩:৫০; সুস্থির, সুরক্ষিত ২৩:১৩; আবাস ১৪:২৯	قَرَارٌ
তিনি তাদের শুধু অবকাশ দিচ্ছেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চোখগুলো হবে পলকহীন স্থির (১৪:৪২)	إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ	অপলক দৃষ্টিতে তাকানো, দৃষ্টি স্থির থাকা	شَخَصَ - يَشْخَصُ
কাফেরদের চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে (২১:৯৭)	شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا	বিষ্ফোরিত দৃষ্টি, স্থিরনেত্র	شَاخِصَةً
তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে (১৪:৪৩)	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ	উর্ধ্বমুখী, উত্থিত মস্তক	مُقْنِعٌ (ج) مُقْنِعُونَ
ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে (৩৬:৮)	فَهُمْ مُقْمَحُونَ	উর্ধ্বমুখী, উর্ধ্বদৃষ্টি অবস্থা	مُقْمَحٌ (ج) مُقْمَحُونَ

অধ্যায়-৬৬

তাদের দৃষ্টি তাদের নিজেদের দিকেও ফিরছে না (১৪:৪৩)	لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ	দৃষ্টি, পলক	طَرْفٌ
কিয়ামতের ব্যাপারটি তো চোখের পলক অথবা তারচেয়েও নিকটবর্তী ব্যতীত কিছু নয় (১৬:৭৭)	وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ	পলক	لَمْحٌ
আর তাদের চিত্ত হয়েছে ফাঁকা (১৪:৪৩)	وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً	শূন্য, খালি, ফাঁকা	هَوَاءٌ
তারা কি পাখীকে দেখে না - আকাশের শূন্যতার মধ্যে আজ্ঞাধীন রয়েছে (১৬:৭৯)	أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ	বায়ুমণ্ডল, আকাশের শূন্যতা	جَوْ
যদি তাদের কৌশল পাহাড় টলিয়ে দেওয়ার মতও হয় (১৪:৪৬)	وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ	স্থানচ্যুত হওয়া, সরে যাওয়া, টলে যাওয়া, ঢলে পড়া	زَالَ-يُزُولُ (زَوَالٌ)
নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত (১৭:৭৮)	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ	ঢলে পড়া	دُلُوكٌ
তাদের জামা হবে আলকাতরার (১৪:৫০)	سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ	আলকাতরা	قَطِرَانٌ
ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে (১৫:১৫)	لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا	ধাঁধিয়ে দেয়া, মাতাল বানানো	سَكَّرَ-يُسَكِّرُ
তাঁর মনে হল যেন তাদের যাদুতে সেটি ছুটাছুটি করছে (২০:৬৬)	يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى	ধাঁধাগ্রস্থ করা, কল্পনায় আনা, মনে হওয়া	حَيَّلَ-يُحَيِّلُ
যখন দৃষ্টি চমকে যাবে (৭৫:৭)	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ	চমক লাগা, ঝলসে যাওয়া	بَرِقَ-يَبْرِقُ

তাকে ধাওয়া করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড (১৫:১৮)	فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ	উল্কাপিণ্ড, অগ্নিশিখা, অগ্নিপিণ্ড ২৭:৭	شِهَابٌ (ج) شُهُبٌ
আমি মানব সৃষ্টি করব কালো কাদা থেকে শুক্কৃত ঠনঠনে মাটি দ্বারা (১৫:২৮)	إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	পচা কাদামাটি	مَسْنُونٌ
আর তাদের অবহিত করুন ইব্রাহীমের অতিথিদের সম্বন্ধে (১৫:৫১)	وَنَبِّئُهُمْ عَنِ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ	মেহমান	ضَيْفٌ
সেদিন পরহেয়গারদেরকে দয়াময়ের কাছে সমবেত করব অতিথিরূপে (১৯:৮৫)	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا	দূত, মেহমান	وَفْدٌ
তখন তারা তদুভয়ের অতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল (১৮:৭৭)	فَأَبَوْا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا	আপ্যায়ন করা, মেহমানদারি করা	ضَيْفٌ - يُضَيَّفُ
অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (১৫-৭৩)	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ	প্রভাত যাপনাবস্থা, ভোর উদযাপনাবস্থা	مُشْرِقٌ (ج) مُشْرِقُونَ
সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল। (৬৮-২১)	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	সকালে প্রবেশরত, প্রাতঃকালিন	مُصْبِحٌ (ج) مُصْبِحُونَ
তার থেকে আমরা বের করে আনি দিনকে, তারপর তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে (৩৬:৩৭)	سَلَخْنَا مِنْهُ النَّهَارَ فَاذًا هُمْ مُظْلِمُونَ	অন্ধকারে প্রবেশ করা	مُظْلِمٌ (ج) مُظْلِمُونَ
তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৬:৪)	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ	শুক্রে, এক ফোঁটা পানি	نُطْفَةٌ
তোমরা কি ভেবে দেখেছ,	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ	বীর্ষপাত করা	أُمْنِي - يُمْنِي

তোমাদের বীর্ষপাত সম্পর্কে (৫৬:৫৮)			
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে শীত নিবারক (১৬:৫)	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ	উষ্ণতা, পোশাক	دِفْءٌ
বলন্ত কাষ্ঠখন্ড যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার (২৮:২৯)	جَذْوَةً مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ	আগুন পোহানো	إِصْطَلَى - يَصْطَلِي
আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে শোভা-সৌন্দর্য (১৬:৬)	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ	সৌন্দর্য, শোভা, বাহার, রূপলাবণ্য	جَمَالٌ
দুনিয়ার জীবনের আড়ম্বর, যদ্বারা আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি (২০:১৩১)	زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ	ফুলের বাহার, সৌন্দর্য, জৌলুশ	زَهْرَةٌ
আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন (৮৩-২৪)	تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ	উজ্জ্বলতা, সজীবতা, সৌন্দর্য	نَضْرَةٌ
যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে অভিভূত করে (৩৩:৫২)	وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ	সৌন্দর্য; ভাল, উত্তম ২৯:৮	حُسْنٌ
যেন তা থেকে তোমরা খেতে পার টাটকা মাংস (১৬:১৪)	لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا	তাজা, টাটকা, সতেজ	طَرِيٌّ
যখন আমরা গলা-পচা হাড়িড হয়ে যাব (৭৯:১১)	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا تَحْرَقَةً	পচা, পচাগলা, ঝুরঝুরে	تَحْرَقَةٌ
সে বলে, “কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?” (৩৬:৭৮)	قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ	পচাগলা, জীর্ণশীর্ণ	رَمِيمٌ
তাতে আছে দূষণমুক্ত পানির	فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ	দূষিত, পচা	أَسِنٌ

নহর (৪৭:১৫)	أَسِينِ		
আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন (১৬:৪৫)	أَنْ يَحْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ	প্রোথিত করা, ভূগর্ভে বিলীন করা; চন্দ্রগ্রহণ হওয়া ৭৫:৮	حَسَفَ - يَحْسِفُ
তাকে পুতে ফেলবে মাটিতে (১৬:৫৯)	يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ	পুতে ফেলা	دَسَّ - يَدُسُّ
অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন (৮০:২১)	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ	কবর দেওয়া, সমাধি দেওয়া	أَقْبَرَ - يُقْبِرُ
যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (৮১:৮-৯)	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ	প্রোথিত কন্যা শিশু	مَوْءُودَةٌ
তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তারাই সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হবে (১৬:৬২)	هُمُ النَّارَ وَأَنْتُمْ مُفْرَطُونَ	সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত, নিপতিত, চরমভাবে বিস্মৃত	مُفْرَطٌ (ج) مُفْرَطُونَ
যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (১৬:৬৬)	سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ	সুপেয়, তৃপ্তিকর	سَائِعٌ
পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (৩৭:৪৬)	لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ	সুস্বাদু	لَذَّةٌ
আহারকারীদের জন্যে ব্যঞ্জন (২৩:২০)	صَبِغٍ لِّلْكَالِينَ	রসনাব্যঞ্জন	صَبِغٌ
এটি বিশুদ্ধ, মিঠা, পানের উপযোগী (৩৫:১২)	هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ	মিষ্টি, সুস্বাদু	عَذْبٌ
এবং তোমাদেরকে পান করাই মিঠা পানি (৭৭:২৭)	وَأَسْقِينَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا	সুস্বাদু, মিঠা	فُرَاتٌ

এবং এটি লোনা তিজ (২৫:৫৩)	وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণাক্ত, ক্ষারাক্ত	أُجَاجٌ
আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে ছিল বিষাদ ফলমূল (৩৪:১৬)	وَبَدَّلْنَا لَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ حَمْطٍ	তিজ, বিষাদ	حَمْطٌ
বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিজতর। (৫৪:৪৬)	بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةِ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ	তিজতর, চিরবিষাদ	أَمْرٌ
এবং এটি লোনা তিজ (৩৫:১২)	وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণ, লবণাক্ত	مِلْحٌ
সে মালিকের উপর নির্ভরশীল (১৬:৭৬)	وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ	নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী	كَلٌّ
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (১১২:২)	اللَّهُ الصَّمَدُ	অনির্ভরশীল, সকলে যার মুখাপেক্ষী	صَمَدٌ
কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসমৃদ্ধ দেখে (৯৬:৭)	أَن رَّاهُ اسْتَعْنَىٰ	অভাবমুক্ত হওয়া, অমুখাপেক্ষী হওয়া	اسْتَعْنَىٰ - يَسْتَعْنَىٰ
অতএব এরাই তারা যাদের প্রচেষ্টা হবে স্বীকৃত (১৭:১৯)	فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا	কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত	مَشْكُورٌ
এবং আপনার পালকর্তার দান সীমাবদ্ধ নয় (১৭:২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	বাধাপ্রাপ্ত, নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ	مَحْظُورٌ
আর কোরবানীর জন্তুদেরকে বাধাপ্রাপ্ত করা হয়েছিল যথাস্থানে পৌছতে (৪৮:২৫)	وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحَلَّهُ	আটকানো, বাধাপ্রাপ্ত	مَعْكُوفٌ
আর তারা বলবে -- "অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান" (২৫:২২)	وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا	বাধাপ্রাপ্ত, দুর্লঙ্ঘনীয়, সংরক্ষিত	مَحْجُورٌ

অধ্যায়-৬৭

তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসবে (১৭:২২)	فَتَقَعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا	অসহায়, পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত	مَّخْذُولٌ
অতঃপর তারা উপুড় হয়ে পড়েছে তাদের ছাদসমূহের উপরে আর কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে (২২:৪৫)	فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ	পরিত্যক্ত, নষ্ট	مَعْطَلَةٌ
নিঃসন্দেহ আমার স্বজাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বলে ধরে নিয়েছিল (২৫:৩০)	إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	পরিত্যক্ত, পরিহার্য, বর্জনীয়	مَهْجُورٌ
এবং তাদেরকে ধমক দিও না। (১৭:২৩)	وَلَا تَنْهَرُهُمَا	ধমক দেয়া	نَهَرَ - يَنْهَرُ
আর যারা সন্ত্রস্ত করে ধমকে ধমকে (৩৭:২)	فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرًا	ধমক, একধমক	رَجْرٌ
আর যারা সন্ত্রস্ত করে ধমকে ধমকে (৩৭:২)	فَالرَّاجِرَاتِ رَجْرًا	ধমকদাতা, সতর্ককারী	رَاجِرَةٌ (ج) رَاجِرَاتٌ
আর তদুভয়ের প্রতি বিনয়ের ডানা মেলে দাও মমতার সাথে (১৭:২৪)	وَاحْفَظْهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ	নম্রতা	دُلٌّ
তখন তাদের সাথে নম্র কথা বল (১৭:২৮)	فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا	নম্র, কোমল, সহজ	مَيْسُورٌ
যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। ২৫:৬৩	يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا	নম্রতা, বিনয়, অতি সাধারণ	هَوْنٌ
অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল। (২০:৪৪)	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا	নরম, কোমল, সহজ, মিষ্টি	لَيِّنٌ
তখন আমরা বাতাসকে তাঁর জন্য অনুগত করে দিলাম, তাঁর আদেশে তা স্বচ্ছন্দগতিতে চলত	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً	মৃদু, অবাধ, আলতো, সহজ	رُخَاءً

(৩৮:৩৬)	হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (১৭:২৪)	رَبِّ اَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا	প্রতিপালন করা, বড় করা	رَبِّي - يُرِي
যে অলংকারে লালিত-পালিত (৪৩:১৮)	যে অলংকারে লালিত-পালিত (৪৩:১৮)	مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ	তিলেতিলে বড় করা, প্রতিপালন করা,	نَشَأً - يَنْشَأُ
আর অপব্যয় করো না অমিতব্যয়ীভাবে (১৭:২৬)	আর অপব্যয় করো না অমিতব্যয়ীভাবে (১৭:২৬)	وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا	অপচয় করা, অনর্থক খরচ করা	بَذْرًا - يُبْذِرُ (تَبْذِيرًا)
এবং তারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না। (২৫:৬৭)	এবং তারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না। (২৫:৬৭)	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا	অপব্যয় করা; সীমালঙ্ঘন করা	أَسْرَفَ - يُسْرِفُ (إِسْرَافًا)
নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। (১৭:২৭)	নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। (১৭:২৭)	إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ	অপব্যয়কারী, অমিতব্যয়ী	مُبْذِرٌ (ج) مُبْذِرُونَ
নিঃসন্দেহ তিনি অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না (৭:৩১)	নিঃসন্দেহ তিনি অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না (৭:৩১)	إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ	অমিতব্যয়ী; সীমালঙ্ঘনকারী	مُسْرِفٌ (ج) مُسْرِفُونَ
আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় (১৭:৩৩)	আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় (১৭:৩৩)	وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا	অন্যায়ের স্বীকার, নির্যাতিত	مَظْلُومٌ
নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত (১৭:৩৩)	নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত (১৭:৩৩)	إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا	সাহায্যপ্রাপ্ত	مَنْصُورٌ (ج) مَنْصُورُونَ
যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। (১৭:৩৬)	যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। (১৭:৩৬)	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ	পেছনে পড়া, পিছু লাগা, অনুসরণ করা	قَفَاً - يَقْفُو
এদের প্রতিটিই তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (১৭:৩৬)	এদের প্রতিটিই তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (১৭:৩৬)	كُلُّ أُوْلِيكَ كَانَ عَنْهُ	জিজ্ঞাসিত	مَسْتَوْوَلٌ

	مَسْتُوْلًا		
বলুনঃ তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (১৭:৫০)	قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا	লোহা; ধারালো ৩৩:১৯	حَدِيدٌ (ج) حَدَادٌ
তৎক্ষণাত্ তারা আপনার প্রতি মাথা নাড়বে (১৭:৫১)	فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ	নাড়ানো, ঝাঁকানো	أَنْغَضَ - يُنْغِضُ
আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও (১৯:২৫)	وَهَزِيْ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ	নাড়া দেয়া, ঝাঁকানো	هَزَّ - يَهْزُ
এর দ্বারা তোমার জিহবা নাড়িও না (৭৫:১৬)	لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ	নাড়ানো, ঝাঁকানো	حَرَكَ - يُحْرِكُ
অতঃপর যখন তিনি সেটিকে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলেন (২৮:৩১)	فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَتُزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ	নড়াচড়া করা, কেঁপে উঠা	إِهْتَزَّ - يَهْتَزُّ
আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও (১৯:২৫)	وَهَزِيْ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ	নাড়া দেয়া, ঝাঁকানো	هَزَّ - يَهْزُ
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (১৭:৫৭)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحْدَوْرًا	ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ, ভয়ংকর	مُحْدَوْرٌ
আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি (৭৬:১০)	إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطْرِبِرًا	ক্রকুটিপূর্ণ, ভয়ংকর, কঠিন, বিষণ্ণ, মলিন	عَبُوسٌ
যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক অপ্রীতিকর ব্যাপারের প্রতি (৫৪:৬)	يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ	অপরিচিত, অপ্রিয়, মন্দ, নিষিদ্ধ, জঘন্য, ভয়াবহ	نُكْرٌ، نُكْرٌ
আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি	إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطْرِبِرًا	কঠোর, কঠিন, কষ্টকর, ভয়াবহ	فَمَطْرِبِرٌ

(৭৬:১০) সত্যচ্যুত কর তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা। (১৭:৬৪)	وَاسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ	আওয়াজ, স্বর, গলার স্বর	صَوْتٌ (ج) أَصْوَاتٌ
আর তাদের উপরে হামলা চালাও তোমার ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা, আর তোমার পদাতিক বাহিনীর দ্বারা (১৭:৬৪)	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ	সমবেত করা, আনা; আক্রমণ করা	أَجْلَبٌ-يُجْلِبُ
তারা চায় তাদের উপরে লাফিয়ে পড়তে যারা আমাদের বাণীসমূহ তাদের কাছে পড়ে শুনায় (২২:৭২)	يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا	আক্রমণ করা, হামলা করা	سَطًا-يَسْطُونَ
অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (১০০-৩)	فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا	আক্রমণকারী	مُغِيرَةٌ (ج) مُغِيرَاتٌ
আর তাদের অংশী হও ধনসম্পত্তিতে এবং সন্তানসন্ততিতে (১৭:৬৪)	وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ	অংশ নেয়া, ভাগীদার হওয়া	شَارِكٌ-يُشَارِكُ
যে তোমরা আযাবের অংশীদার। (৪৩:৩৯)	أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ	অংশীদার, শরীক	مُشْتَرِكٌ (ج) مُشْتَرِكُونَ
আর রাতের মধ্যে থেকে এর দ্বারা জাগরণে কাটাও (১৭:৭৯)	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ	তাহাজ্জুদ আদায় করা, রাত জাগা	تَهَجَّدٌ-يَتَهَجَّدُ
অতঃপর হয়তবা তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে আপনি পরিতাপে নিজ প্রাণ নিপাত করবেন (১৮:৬)	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ	আত্মবিনাশী	بَاخِعٌ
এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব (১৮:৮)	وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا	অনাবাদি ভূমি, অফলা, উষর	جُرُزٌ

তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও (২২:৫)	وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً	শুষ্ক, তৃণলতাহীন, মৃত	هَادِمَةٌ
আর সূর্যকে দেখতে যখন উদয় হত তখন তাদের গুহার ডান দিকে হেলে যেত (১৮:১৭)	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوُرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ	পাশ কেটে যাওয়া, হেলে যাওয়া, মোড় নেয়া	تَزَاوُرَ - يَتَزَاوُرُ
আর যখন অস্ত যেত তখন বাম পাশ কেটে যেত (১৮:১৭)	وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ	পাশ কেটে যাওয়া, কেটে পড়া	قَرَبَ - يَقْرَبُ
আর তারা উহার উন্মুক্ত চত্বরেই ছিল (১৮:১৭)	وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ	প্রশস্ত চত্বর, মাঠ, ফাঁকা জায়গা	فَجْوَةٌ
অতঃপর তা যখন তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করবে (৩৭:১৭৭)	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ	আঙিনা, উঠান	سَاحَةٌ
আর তাদের কুকুরটি সামনের পাদুটি মেলে রয়েছে গুহামুখে (১৮:১৭)	وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ	হাত, সামনের পা; গজ ৬৯:৩২	ذِرَاعٌ (ج) ذِرَاعٌ
আর তাদের কুকুরটি সামনের পাদুটি মেলে রয়েছে গুহামুখে (১৮:১৭)	وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ	প্রবেশপথ	وَصِيدٌ
আর সে যেন সন্তর্পনে চলে এবং তোমাদের খবর কাউকে না জানায় (১৮:১৯)	وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا	সতর্কতার সাথে করা, চুপে চুপে করা	تَلَطَّفَ - يَتَلَطَّفُ
সুতরাং তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন ভীত অবস্থায়, সতর্ক দৃষ্টি মেলে (২৮:২১)	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ	পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ করা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা	تَرَقَّبَ - يَتَرَقَّبُ
তোমাদের মধ্যে যারা সরে পড়ে চুপিসারে (২৪:৬৩)	يَسْتَلُونَ مِنْكُمْ لَوَادًا	চুপিসারে	لَوَادٌ

অধ্যায়-৬৮

অগ্নি যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে (১৮:২৯)	نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	বেষ্টনী, তাঁবু	سُرَادِقُ
তাঁবুর ভেতরে থাকবে অন্তঃপুরবাসিনী হুরগণ (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ	তাঁবু	خِيَامٌ (ج)
তাদের পান করানো হবে গলিত সীসার মতো পানি (১৮:২৯)	يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ	গলিত সীসা, উত্তপ্ত ঘন কালো তেল	مُهْلٌ
আমি এর উপরে ঢেলে দেব গলিত তামা (১৮:৯৬)	أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا	গলিত তামা	قِطْرٌ
তারা সেখানে অলংকৃত হবে সোনার কাঁকন দ্বারা (১৮:৩১)	يُجَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَصْوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ	চুড়ি	سِوَارٌ (ج) أَصْوَارٌ
তবে কেন সোনার কঙ্কন তার প্রতি ছোড়া হল না (৪৩:৫৩)	فَلَوْلَا أَلْقَيْ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ	চুড়ি, বালা	سِوَارٌ (ج) أَسْوَرَةٌ
তাদের পরানো হবে মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক (১৮:৩১)	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ	মিহি রেশমী কাপড়	سُنْدُسٌ
সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (৩৫:৩৩)	وَلِيَأْسُوهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	রেশম, উষ্ণ রেশমি বস্ত্র	حَرِيرٌ
তারা হেলান দিয়ে বসবে গালিচার উপরে যার আস্তর কারুকার্যময় রেশমের (৫৫:৫৪)	مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ	বাকমকি রেশমি কাপড়, জরি করা সিল্কের কাপড়	إِسْتَبْرَقٌ
সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (১৮:৪৩)	وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا	আত্মরক্ষাকারী; প্রতিশোধ গ্রহণকারী	مُنْتَصِرٌ (ج) مُنْتَصِرُونَ
যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে (৪২:৪১)	وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ	প্রতিশোধ নেওয়া; আত্মরক্ষা করা;	انْتَصَرَ - يَنْتَصِرُ

তারা আপনার পালনকর্তার সামনে উপস্থাপিত হবে সারিবদ্ধ ভাবে (১৮:৪৮)	وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا	সাহায্য করা সারি	صَفًّا
শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো (৩৭:১)	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا	সারিবদ্ধ	صَافَّةٌ (ج) صَافَّاتٌ، صَوَافٌ
এবং সারি সারি গালিচা (৮৮:১৫)	وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ	সারিবদ্ধ	مَصْفُوفَةٌ
তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব মরণফাঁদ (১৮:৫২)	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا	মরণফাঁদ, ধ্বংস গহ্বর	مَوْبِقٌ
তাঁর ভৃত্যকে বললেন, "আমাদের প্রাতঃরাশ এনে দাও ... (১৮:৬২)	قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا	সকালের নাস্তা, প্রাতঃরাশ	غَدَاءٌ
আপনি তো এক গুরুতর ব্যাপার ঘটালেন! (১৮:৭১)	لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا	অপছন্দনীয়, বিস্ময়কর, উস্কানিমূলক	إِمْرٌ
হে মরিয়ম, তুমি তো এক অঘটন ঘটিয়ে বসেছ (১৯:২৭)	يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا	মারাত্মক, অঘটন, অভূতপূর্ব	فَرِيٌّ
তোমরা তো এক জঘন্য ব্যাপার অবতারণা করেছ। (১৯:৮৯)	لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا	জঘন্য, মন্দ, অশোভনীয়	إِدٌّ
তবে আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না (১৮:৭৬)	فَلَا تُصَاحِبْنِي	সঙ্গ দেয়া, সাথী হওয়া	صَاحِبٌ - يُصَاحِبُ
তারপর তাঁরা সেখানে পেলেন একটি দেয়াল (১৮:৭৭)	فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا	দেয়াল, প্রাচীর	جِدَارٌ (ج) جُدْرٌ
অতঃপর তাদের মাঝখানে দাঁড় করানো হবে একটি প্রাচীর (৫৭:১৩)	فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورًا	প্রাচীর, দেয়াল, নগরপ্রাচীর	سُورٌ

আপনি আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর বানিয়ে দেবেন (১৮:৯৪)	تَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا	প্রাচীর, বাধা, অন্তরাল	سَدًّا
আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব (১৮:৯৫)	أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا	অটল প্রাচীর, সুদৃঢ় প্রাচীর, মজবুত দেয়াল	رَدْمًا
তাই আমি সেটিকে নষ্ট করতে চেয়েছিলাম (১৮:৭৯)	فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا	ত্রুটিযুক্ত করা	عَابٌ - يَعِيبُ
তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছিলেন (১৮:৯০)	إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ	সূর্য উঠার স্থান	مَطْلِعًا
এক প্রশান্তি যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (৯৭:৫)	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ	সূর্যোদয়, সূর্য উঠার সময়	مَطْلَعًا
যখন পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে পূর্ণ হল (১৮:৯৬)	إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ	সমান করা	سَاوَىٰ - يُسَاوِي
আর তারা এটি ভেদ করতেও পারবে না (১৮:৯৭)	وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا	ভেদ করা, ছিদ্র করা	نَقَبًا
সাগর যদি কালি হত (১৮:১০৯)	لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا	কালি	مِدَادًا
আমি বার্ষিকের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি (১৯:৮)	بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا	শেষ পর্যায়, চরম, অতিমাত্রা; বাড়াবাড়ি, ধৃষ্টতা ১৯:৬৯	عِتِيًّا
সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। ১৯:১৭	فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا	আকৃতি ধারণ করা, আত্মপ্রকাশ করা	تَمَثَّلَ - يَتَمَثَّلُ
অতএব খাও ও পান করো এবং চোখ জুড়াও (১৯:২৬)	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا	শীতল হওয়া, প্রশান্তি লাভ করা; স্থির থাকা ৩৩:৩৩	قَرًّا - يَقْرَأُ

চোখের শীতলতা আমার ও আপনার (২৮:৯)	فُرْتُ عَيْنِي لِي وَلكَ	প্রশান্তি, সান্ত্বনা, শীতলতা, আনন্দ	فُرَّةٌ
এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় (৪৩:৭১)	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ	সুস্বাদু ও মজাদার ভাবা, তৃপ্তিকর হওয়া	لَذَّةٌ-يَلَذُّ
নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি আসন্ন (১৯:৬১)	إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا	পূর্ণ, পৌঁছানো	مَأْتِيٌّ
এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা (১৯:৭১)	كَانَ عَلَى رِبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا	অনিবার্য, আবশ্যিক	حَتْمٌ
অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি (২৫:৭৭)	فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا	আবশ্যিক, অবশ্যস্বাবী	لِزَامٌ
আর অন্যায়কারীদের সেখানে ফেলে রাখব নতজানু অবস্থায় (১৯:৭২)	وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا	নতজানু	جَاثٍ (جَائِيَّةٌ) جِثِيٌّ
দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং মজলিসও উত্তম (১৯:৭৩)	أَيُّ الْقَرِيبَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا	মজলিস	نَدِيٌّ
এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ। (২৯:২৯)	وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ	সভা, মজলিস; সাহায্যকারী, সমর্থক ৯৬:১৭	نَادِي
যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা করে দাও, তখন জায়গা করে দিয়ো (৫৮:১১)	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا	সভা, জালসা, মজলিস, বৈঠক, অধিবেশন	مَجْلِسٌ (ج) مَجَالِسٌ
সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য সঙ্গত নয় (১৯:৯২)	وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا	সমীচীন হওয়া, শোভা পাওয়া	إِنْبَغَى-يَنْبَغِي
যথাযথ প্রতিদান (৭৮:২৬)	جَزَاءً وِفَاقًا	যথাযোগ্য,	وِفَاقٌ

		সামঞ্জস্যপূর্ণ	
অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল (২০:১২)	فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ	জুতা	نَعْلٌ
আমি এর উপরে ভর দিই (২০:১৮)	أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا	ভর দেয়া, ঠেস দেয়া	تَوَكَّأً - يَتَوَكَّأُ
আর এ দিয়ে আমার মেসপালের জন্য আমি গাছের পাতা পেড়ে থাকি (২০:১৮)	وَأَهَشُّ بِهَا عَلَى عَنَمِي	পাতা ঝাড়া	هَشٌّ - يَهْشُ
আমি কি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কে তাকে লালন পালন করতে পারবে? (২০:৪০)	هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ	বলে দেয়া, দেখিয়ে দেয়া, নির্দেশ করা	دَلٌّ - يَدُلُّ
তবে কি প্রতিশ্রুত সময় তোমাদের জন্য দীর্ঘ মনে হয়েছিল (২০:৮৬)	أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ	দীর্ঘ হওয়া	طَالَ - يَطُولُ
অতঃপর তাদের উপর অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে (২৮:৪৫)	فَتَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	দীর্ঘায়িত হওয়া, বিলম্বিত হওয়া	تَطَاوَلٌ - يَتَطَاوَلُونَ
নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। ৭৩:৭	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا	দীর্ঘ	طَوِيلٌ
এবং দীর্ঘ ছায়ায়। (৫৬:৩০)	وَوَظِلٌّ مَّمْدُودٌ	দীর্ঘ, প্রলম্বিত, বিস্তৃত, প্রসারিত	مَّمْدُودٌ
দীর্ঘকায় খুঁটিতে। (১০৪:৯)	فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ	দীর্ঘ, প্রলম্বিত, বিস্তৃত	مُمَدَّدَةٌ
আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়ায় রত থাকে (৪১:৫১)	وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدُو دُعَاءَ عَرِيضٍ	প্রশস্ত, বিরাট, সুদীর্ঘ	عَرِيضٌ
আর তুমি নিশ্চয়ই সেখানে পিপাসার্ত হবে না অথবা রোদেও পুড়বে না (২০:১১৯)	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ	রোদে পোড়া	صَحِيٍّ - يَصْحَى

অধ্যায়-৬৯

আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ (২১:৩২)	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مُحْفُوظًا	সুরক্ষিত, সংরক্ষিত, সযত্নে	مُحْفُوظٌ
সুরক্ষিত জন-বসতির ভেতরে (৫৯:১৪)	فِي فُرُجٍ مُّحَصَّنَةٍ	সুরক্ষিত, দুর্ভেদ্য	مُحَصَّنَةٌ
তাঁবুর ভেতরে থাকবে অন্তঃপুরবাসিনী হুরগণ (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ	সুরক্ষিত, সীমাবদ্ধরক্ষিত	مَّقْصُورَةٌ (ج) مَّقْصُورَاتٌ
আবরণে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় (৫৬:২৩)	كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ	গুপ্ত, পর্দাবৃত, আবরিত, সুরক্ষিত	مَكْنُونٌ
আর যদি তোমার প্রভুর শাস্তির ছোয়াও তাদের স্পর্শ করত (২১:৪৬)	وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ	নিঃশ্বাস, ছোঁয়া, বাতাস	نَفْحَةٌ
আর আমরা তাঁকে বর্ম তৈরি করা শিখিয়েছিলাম (২১:৮০)	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ	বর্ম	لَبُوسٍ
তৈরি কর চওড়া বর্ম (৩৪:১১)	إِعْمَلِ سَابِغَاتٍ	প্রশস্ত লৌহবর্ম	سَابِغَةٌ (ج) سَابِغَاتٌ
আর শয়তানদের কতক তাঁর জন্য ডুব দিত (২১:৮২)	وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُوْصُونَ لَهُ	ডুব দেয়া	عَاصٍ - يَعُوْصُ
আর শয়তানদের -- প্রত্যেকেই নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮:৩৭)	وَالشَّيَاطِينِ كُلِّ بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ	ডুবুরী	عَوَاصٍ
যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল (২১:৯১)	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا	গোপনাঙ্গ, যৌনাঙ্গ; ফাটল, ছিদ্র ৫০:৬	فَرْجٌ (ج) فُرُوجٌ

যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ (২৪:৩১)	لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ	গুপ্তাঙ্গ; গোপনীয়; অরক্ষিত ৩৩:১৩	عَوْرَةٌ (ج) عَوْرَاتٌ
চাকর-নকর যাদের কাম-লালসা নেই (২৪:৩১)	التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ	যৌন চাহিদা, কামভাব	إِرْبَةٌ
সেই দিনে আমরা আকাশকে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত নথিপত্র (২১:১০৪)	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ	ভাঁজ করা, গুটিয়ে ফেলা	طَوَى- يَطْوِي (طَيٌّ)
এবং আসমান সমূহ গুটানো থাকবে তাঁর ডান হাতে (৩৯:৬৭)	وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ	সঙ্কুচিত, গুটানো, কুঞ্চিত	مَطْوِيَّةٌ (ج) مَطْوِيَّاتٌ
অতঃপর রক্তপিণ্ডকে বানিয়েছি মাংসপিণ্ড (২৩:১৪)	فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً	মাংসপিণ্ড	مُضْغَةٌ
এর দ্বারা গলে যাবে যা কিছু আছে তাদের পেটের ভেতরে (২২:২০)	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ	গলে যাওয়া	صَهْرٌ- يَصْهَرُ
আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুগুর (২২:২১)	وَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ	মুগুর, হাতুড়ি	مِقْمَعَةٌ (ج) مَقَامِعٌ
তারপর তারা সমাধা করুক তাদের পরিচ্ছন্নতা (২২:২৯)	ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ	দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা, হজ্বের বিধানাবলী	تَفَثٌ
আর তারা তওয়াফ করুক এই প্রাচীন গৃহের (২২:২৯)	وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	প্রাচীন/ মুক্ত	عَتِيقٌ
আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদার নির্যাস থেকে (২৩:১২)	خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ	নির্যাস, মূলধাতু	سُلَالَةٌ
তারপর আমরা শুক্রবিন্দুকে বানাই রক্তপিণ্ড (২৩:১৪)	ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً	জমাটবাঁধা বুলন্ত পিণ্ড	عَلَقٌ، عَلَقَةٌ

তাদের অবাধ্যতায় নিমজ্জিত থাকবে (২৩:৭৫)	جُؤَا فِي طُعْيَانِهِمْ	লেগে থাকা, ডুবে থাকা	لَجَّ - يَلْجُ
তদুভয়ের মধ্যকার সবাইকে চাবুক মার প্রত্যেককে একশত ঘা করে (২৪:২)	فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ	চাবুক মারা, কশাঘাত করা	جَلَدَ - يَجْلِدُ (جَلْدَةٌ)
অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের উপরে হেনেছিলেন শাস্তির কশাঘাত (৮৯:১৩)	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ	চাবুক, কশাঘাত	سَوْطٌ
তারা ভালবাসে যে যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার করুক (২৪:১৯)	يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا	প্রসার ঘটা, ছড়িয়ে পড়া	شَاعَ - يَشِيعُ
এমন দিন যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী (৭৬:৭)	وَيَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا	সুদূরপ্রসারী	مُسْتَطِيرٌ
এমন ঘর যেখানে কোনো বাসিন্দা নেই (২৪:২৯)	بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ	বসতিপূর্ণ	مَسْكُونَةٌ
কসম বায়তুল মামুর তথা আবাদ গৃহের ৫২:৪	وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ	জনবহুল, আবাদকৃত	مَعْمُورٌ
আর যেন তারা তাদের মাথার কাপড় টেনে তাদের বুকের উপর ঢেকে রাখে (২৪:৩১)	وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	মাথার কাপড়, চাদর, ওড়না	حُمْرٌ
তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় (৩৩:৫৯)	يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَ جَلَابِيبِهِنَّ	বড় চাদর	جِلْبَابٌ (ج) جَلَابِيبٌ
আর যেন তারা তাদের মাথার কাপড় টেনে তাদের বুকের উপর ঢেকে রাখে (২৪:৩১)	وَلِيَضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	বক্ষদেশ, গলাবন্ধ	جَيْبٌ (ج) جُيُوبٌ
আর বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের মধ্যের অবিবাহিতদের (২৪:৩২)	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ	অবিবাহিত	أَيِّمٌ (ج) أَيَامَىٰ

অকুমারী ও কুমারী (৬৬-৫)	تَيْبَاتٍ وَأُبْكَارًا	অকুমারী, বিধবা	تَيْبَةٌ (ج) تَيْبَاتٌ
তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে যেন একটি কুলঙ্গী যাতে আছে একটি প্রদীপ (২৪:৩৫)	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ	দীপাধার, চেরাগদানী	مِشْكَاةٌ
তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে যেন একটি কুলঙ্গী যাতে আছে একটি প্রদীপ (২৪:৩৫)	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ	প্রদীপ, বাতি	مِصْبَاحٌ (ج) مِصَابِيحٌ
আর সূর্যকে বানিয়েছেন একটি প্রদীপ(১৬-৭১)	وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا	বাতি, প্রদীপ	سِرَاجٌ
প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচপাত্রের ভেতরে (২৪:৩৫)	الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ	কাঁচের পাত্র	زُجَاجَةٌ
এটি স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ (২৭:৪৪)	إِنَّهُ صَرَخَ مُرَدًّا مِنْ قَوَارِيرٍ	কাঁচ; কাঁচের পাত্র ৭৬:১৫	قَوَارِيرٌ
তাদের ক্রিয়াকর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত তাকে পানি বলে মনে করে (২৪:৩৯)	أَعْمَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً	মরীচিকা	سَرَابٌ
তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় নিয়েই নেয় (২৪:৪৩)	يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ	চমক, ঝলক	سَنَا
বস্ত্র সরিয়ে রাখে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (২৪:৬০)	يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ	সৌন্দর্য প্রদর্শন কারিণী	مُتَبَرِّجَةٌ (ج) مُتَبَرِّجَاتٌ
আর পূর্ববর্তী অজ্ঞানতার যুগের প্রদর্শনীর ন্যায় প্রদর্শন করো না (৩৩:৩৩)	وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى	সৌন্দর্য প্রদর্শন করা	تَبَرُّجٌ - يَتَبَرَّجُ (تَبَرُّجٌ)
এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে (২৫:৭)	وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ	বাজার	سُوقٌ (ج) أَسْوَاقٌ
তারপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা	فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا	ধুলো, বালি	هَبَاءٌ

বানিয়ে দেব (২৫:২৩)			
এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে মলিন (৮০:৪০)	وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ	ধূলাবালি, মলিনতা,	غَبَرَةٌ
অতঃপর তদ্বারা ধূলি উড়ায় (১০০:৪)	فَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعًا	ধূলাবালি, ধুলো	نَفْعٌ
হায়! কি আফসোস! আমি যদি অমুক কে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (২৫:২৮)	يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا	অমুক	فُلَانٌ
তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হ'ল না কেন (২৫:৩২)	لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً	একবারে, একত্রে, পুরোপুরি, সম্পূর্ণ	جُمْلَةً
তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন (২৫:৪৫)	وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا	নিশ্চল, গতিহীন	سَاكِنٌ
ফলে তারা তার পিঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে (৪২-৩৩)	فَيُظَلَّلْنَ زَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ	অচল, স্থির, নিশ্চল	رَاكِدَةٌ (ج) زَوَاكِدٌ
আর সমুদ্রকে রেখে যাও শান্ত অবস্থায় (৪৪-২৪)	وَاتْرِكِ الْبَـحْرَ رَهْوًا	শান্ত, নিশ্চল, স্থির	رَهْوٌ
আর তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ, তাদের ভাবছ অচল-অনড় (২৭:৮৮)	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَـمَادَةً	জড় বস্তু, জমাট, অচল, স্থির	جَـمَادَةٌ
নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ (২৫:৬৫)	إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا	দীর্ঘস্থায়ী, সার্বক্ষণিক	غَرَامٌ
তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে (২৫:৭৫)	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا	কামরা, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ	عُرْفَةٌ (ج) عُرْفَاتٌ فُرُفَاتٌ
যারা ঘরের পিছন থেকে আপনাকে ডাকাডাকি করে (৪৯:৪)	يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ	কামরা, প্রকোষ্ঠ	حُجْرَةٌ (ج) حُجْرَاتٌ
আমার পালনকর্তা তোমাদের পরওয়া করেন না (২৫:৭৭)	مَا يَعْـبَأُ بِكُمْ رَبِّي	পরোয়া করা, তোয়াক্বা করা	عَبَاءٌ-يَعْبَأُ

অধ্যায়-৭০

নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে (২৬:৫২)	إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ	যাদের পশ্চাৎধাবন করা হয়	مُتَّبِعٌ ج مُتَّبَعُونَ
আর শস্যক্ষেত্রে ও খেজুর-বাগানে যার ছড়াগুলো ভারী (২৬:১৪৮)	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَٰضِيمٌ	ফুলে আচ্ছাদিত/ ফলে ভারাক্রান্ত/ কোমল, পাকা/ সংযুক্ত	هَٰضِيمٌ
পাহাড় কেটে বাড়িঘর তৈরি কর নিপুণভাবে (২৬:১৪৯)	وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ	দক্ষ, নিপুণ/ সদর্প, গর্ব	فَارِهِ (ج) فَارِهِونَ
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে (২৬:২২৪)	وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ	কবি	شَاعِرٌ (ج) شُعْرَاءُ
আমরা তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয় (৩৬:৫৯)	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ	কবিতা	شِعْرٌ
এটি স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ (২৭:৪৪)	إِنَّهُ صَرَحٌ مُّرْدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ	স্বচ্ছ	مُرْدٌ
আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে পক্ষীকূলের ভাষা (২৭:১৬)	عَلَّمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ	ভাষা, কথা	مَنطِقٌ
তারা বলবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। (৪১:২১)	قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ	বাক শক্তি দেওয়া, কথা বলানো	أَنْطَقَ-يُنطِقُ
আর তিনি পাখিদের পর্যবেক্ষণ করলেন। (২৭:২০)	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ	অনুসন্ধান করা, খোঁজ করা	تَفَقَّدَ-يَتَفَقَّدُ
তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল (২৮:১৫)	فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ	ঘুষি মারা	وَكَّرَ-يَكِّرُ

আর তিনি নিজ গালে চাপড় মারছেন এবং বলছেন, "এক বুড়ি, বন্ধ্যা!" (৫১:২৯)	فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	চাপড় মারা, থাপড় মারা	صَاكٌ - يَصُكُّ
নিশ্চয়ি কর্মে নিয়োগ দিতে সে-ই সব চাইতে ভাল যে বলবান, বিশ্বস্ত (২৮:২৬)	إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ	চাকুরিতে নেয়া, কাজে নেয়া	اسْتَأْجَرَ - يَسْتَأْجِرُ
তুমি আমার চাকরি করবে আট হজ্জ (২৮:২৭)	تَأْجُرُنِي ثَمَانِي حِجَجٍ	কাজ করা, শ্রম দেয়া, চাকরি করা	أَجَرَ - يَأْجُرُ
সে আমা অপেক্ষা প্রাজ্ঞতর। (২৮:৩৪)	هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا	অধিকতর বাগ্মী, স্পষ্টভাষী	أَفْصَحُ
তাদের কোনো এখতিয়ার নেই (২৮:৬৮)	مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ	বেছে নেয়ার অধিকার	خَيْرَةٌ
আল্লাহর প্রকৃতি -- যার উপরে তিনি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (৩০:৩০)	فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا	প্রকৃতি, ফিতরাত, সৃষ্টিগত স্বভাব	فِطْرَةٌ
অতঃপর তা আকাশে ছড়িয়ে দেন। (৩০:৪৮)	فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ	ছড়ানো, প্রসারিত করা	بَسَطَ - يَبْسُطُ (بَسَطٌ)
আর পৃথিবী -- আমরা একে বিছিয়ে দিয়েছি (৫১:৪৮)	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا	বিছিয়ে দেয়া, ছড়ানো	فَرَشَ - يَفْرِشُ
এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে (৮৮:২০)	وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سَطَّحَتْ	বিছিয়ে দেয়া, বিস্তৃত করা	سَطَّحَ (ج) يَسْطِطُ
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৭৯:৩০)	وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا	বিছানো, বিস্তৃত করা, সম্প্রসারিত করা	دَحَا - يَدْحُو
শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। (৯১:৬)	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا	বিছানো, বিস্তৃত করা, প্রশস্ত করা	طَحَا - يَطْحُو
তাহলে তাদের নিজেদের জন্যেই	فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ	প্রস্তুত করা, সহজ	مَهَدَ - يَمْهَدُ

তারা সুখশয্যা পাতে (৩০:৪৪)		করা, শয্যা পাতা	
আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, অতঃপর কত সুন্দর এই বিস্তারকারী! (৫১:৪৮)	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ	শয্যা প্রস্তুতকারী, বিস্তৃতকারী	مَاهِدٌ (ج) مَاهِدُونَ
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি (৩৩:৪)	مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ	অভ্যন্তর, ভিতর, পেট	جَوْفٌ
চোখ উল্টিয়ে থাকে তার মত যার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে (৩৩:১৯)	تَدْوُرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	ঘোরা	دَارٌ - يَدْوُرُ
তোমাদের বিদ্ধ করে তীক্ষ্ণ জিহবা দিয়ে (৩৩:১৯)	سَلَفُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ حِدَادٍ	নিষ্ফেপ করা, কটাক্ষ করা	سَلَقٌ - يَسْلُقُ
তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (৩৩:২১)	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	নমুনা, আদর্শ	أُسْوَةٌ
আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে (৩৩:৫৩)	غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاءَهُ	প্রস্তুতি, যথাসময়	إِنَاءٌ
ঈমানদারদের কি সময় হয় নি যে তাদের হৃদয়গুলো বিনত হবে (৫৭:১৬)	أَلَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ	সময় হওয়া, সময় আসা	أَيُّ - يَأْنِي / أَيْ - يَأْنِي
এবং গড়িমসি করো না বাক্যালাপের জন্য (৩৩:৫৩)	وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ	উৎকর্ণ, মুগ্ধচিত্তে উপবিষ্ট	مُسْتَأْنِسٌ (ج) مُسْتَأْنِسُونَ
তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় (৩৩:৫৯)	يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ	কাছে টেনে নেয়া, ঝুলিয়ে দেয়া, নিচে নামানো	أَدْنَى - يُدْنِي
যদি মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাপি রয়েছে তারা, আর গুজব	لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ	গুজব রটনাকারী	مُرْجِفٌ (ج)

রটনাকারীরা না থামে (৩৩:৬০)	وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ		مُرْجِفُونَ
আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। (৩৪:১০)	وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ	নরম করা	أَلَانَ-يُلِينُ
প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর (৩৪:১১)	إِنْعَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ	বর্মের কড়া	سَرْدٌ
এই মূর্তিগুলো কী যাদের উপাসনায় তোমরা লেগে আছ? (২১:৫৩)	مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَهَا عَاكِفُونَ	ভাস্কর্য, মূর্তি	تَمَثَّلُ (ج) تَمَثِيلٌ
তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দুর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা (৩৪:১৩)	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجُؤَابِ	বড় পাত্র, গামলা	جَفْنَةٌ (ج) جِفَانٌ
তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা (৪৩:৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ	থালা	صَحْفَةٌ (ج) صِحَافٌ
তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে (৭৬:১৫)	وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ	পাত্র, বাসন	إِنَاءٌ (ج) أَنِيَّةٌ
তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দুর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা আর অনড় ডেগ (৩৪:১৩)	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجُؤَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ	ডেগ, ডেকচি	قَدْرٌ (ج) قُدُورٌ
তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দুর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা আর অনড় ডেগ (৩৪:১৩)	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ	পুকুর, চৌবাচ্চা	جَابِيَةٌ (ج) جُؤَابٌ

	كَالْجَوَابِ		
আর আপনি যদি দেখতেন যখন পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে (৩৪:৩১)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوقُونَ عِندَ رَبِّهِمْ	স্থির, দণ্ডায়মান	مَوْفُوقٌ (ج) مَوْفُوقُونَ
আর তুমি দেখতে পাও জাহাজগুলো তাতে বুকচিরে চলছে (৩৫:১২)	وَتَرَىٰ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ	বুকচিরে চলমান	مَآخِرَةٌ (ج) مَوَاحِرُ
তাদের আমরা সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদা থেকে (৩৭:১১)	خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ	আঠালো	لَّازِبٌ
এতে মাথাব্যথার কিছু নেই, আর তারা এ থেকে উন্মত্তও হবে না (৩৭:৪৭)	لَا فِيهَا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ	মাথাব্যথার উপাদান, মাদকতা	عَوْلٌ
যদিহারা তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্ত ও হবে না (৫৬:১৯)	لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ	মাথাব্যথা ঘটানো	صَدَّعٌ-يُصَدَّعُ
আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ (৩৮:৫২)	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ	আনতনয়না, দৃষ্টি অবনতকারী রমণী	قَاصِرَةٌ (ج) قَاصِرَاتُ
তাদের বিয়ে দেব আয়তলোচনা অঙ্গরা দেব সাথে (৪৪:৫৪)	وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ	আয়তলোচনা, ডাগর চোখ বিশিষ্ট	عَيْنَاءُ (ج) عِينٌ
তাদের বিয়ে দেব আয়তলোচনা অঙ্গরা দেব সাথে (৪৪:৫৪)	وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ	নিকষ কালো মণিবিশিষ্ট, অঙ্গরা	حُورَاءُ (ج) حُورٌ
যেন তারা সুরক্ষিত ডিম (৩৭:৪৯)	كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ	ডিম	بَيْضٌ
আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল ভোগ করব? (৩৭:৫৩)	أَأِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَدِينُونَ	যাদের প্রতিফল দেয়া হবে	مَدِينٌ (ج) مَدِينُونَ

তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? (৩৭:৫৪)	هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ	অবগত, অনুসন্ধানী	مُطَّلِعٌ (ج) مُطَّلِعُونَ
তিনি তাঁকে শোয়ালেন কপালের উপর (৩৭:১০৩)	وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ	চিৎ করে শোয়ানো	تَلَّ-يَتَلُّ
আর শয়তানদের -- প্রত্যেকেই নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮:৩৭)	وَالشَّيَاطِينِ كُلِّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ	নির্মাতা, স্থপতি, রাজমিস্ত্রি	بِنَاءٌ
আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (৩৮:৮৬)	وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ	ভানকারী, ছলাকুশলী	مُتَكَلِّفٌ (ج) مُتَكَلِّفُونَ
তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত জলের পানীয় (৩৭:৬৭)	إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ	মিশ্রণ, মিশ্রিত বস্তু	شَوْبٌ
আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে (৭৬-২)	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ	মিশ্রিত, মিশ্রণ	أَمْشَاجٌ
তারা পান করবে পাত্র থেকে, তার মিশ্রণ হবে কর্পূরের (৭৬-৫)	يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا	মিশ্রণ, মিশ্রিত দ্রব্য, সংমিশ্রণ	مِزَاجٌ
আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ (৩৮:৫২)	وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ	সমবয়স্কা, সাথী	تَرَبُّ (ج) أَتْرَابٌ
আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি (৪০:৪৪)	وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا مَّا رَأَىٰ الْإِنْسَانُ	সমর্পণ করা, সোপর্দ করা	فَوْضٌ-يُفَوِّضُ

অধ্যায়-৭৪

যেদিন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে প্রকাশ্য ধোঁয়ায় (৪৪:১০)	يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ	ধোঁয়া	دُحَانٌ
তোমাদিগের উপরে পাঠানো হবে আগুনের শিখা ও ধুমকুঞ্জ (৫৫-৩৫)	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ	অগ্নিশিখা, শিখা, ফুলিঙ্গ, ধূম,	نُحَاسٌ
আর কালো ধোঁয়ার ছায়া (৫৬-৪৩)	وَوَظَلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ	কালো ধোঁয়া, তপ্ত ধোঁয়া	يَّحْمُومٌ
আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম (৪১:২৫)	وَفَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ	লাগিয়ে দেয়া, নির্ধারণ করা, নিয়োজিত করা	فَيَّضَ - يُفَيِّضُ
এই কুরআন শুনো না, আর এতে শোরগোল করো (৪১:২৬)	لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوَا فِيهِ	হটগোল করা, আবোল তাবোল বকা	لَعَا - يَلْعُو
আমরা অচিরেই তাদের দেখাব আমাদের নিদর্শনাবলী দিগদিগন্তে (৪১:৫৩)	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ	দিগন্ত, দিকচক্রবাল	أَفُقٌ (ج) أَفَاقٌ
আমার কাছে উপস্থিত কর এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা কোনো প্রামাণ্য চিহ্ন (৪৬:৪)	أَتُوتَنِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ	ঐতিহ্য, প্রামাণ্য, নিদর্শনবাহী	أَثَارَةٌ (أَثَرٌ - يُوَثِّرُ)
এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন (৪৭:৩০)	وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ	বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর	لَحْنٌ
অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে। (৪৭:৩৭)	فَيُخَفِّكُم	চাপ প্রয়োগ করা, নমনীয় করা, পীড়াপীড়ি করা	أَخْفَى - يُخَفِّي
যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জিদ পোষণ করেছিল (৪৮:২৬)	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي	জিদ, মনস্তাপ, ঘৃণা, উত্তেজনা	حَمِيَّةٍ

	فُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ		
অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে চাষীকে অভিভূত করে (৪৮:২৯)	فَأَسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ	দৃঢ় হওয়া, মজবুত হওয়া, শক্তিশালী হওয়া, মোটা হওয়া	اسْتَعْلَظَ - يَسْتَعْلِظُ
তদ্বারা অজ্ঞাতসারে এক কলংক তোমাদের উপর আরোপিত হত (৪৮:২৫)	فَتُصِيبُكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَةٌ بَٰعِثٌ عِلْمٍ	কলঙ্ক, অপরাধবোধ/ ক্ষতি	مَّعْرَةٌ
এবং উত্তাল সমুদ্র (৫২:৬)	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ	তরঙ্গায়িত, উত্তাল/ অগ্নিপূর্ণ, প্রজ্জ্বলিত	مَسْجُورٌ
সেইদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে থাকিয়ে থাকিয়ে (৫২:১৩)	يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً	ধাক্কা দেয়া	دَعَاً (دَعَّ-يُدْعُ)
আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি গণক নন (৫২:২৯)	فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ	গণক	كَاهِنٌ
তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	দূরত্ব	قَابٌ
তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	ধনুক, ধনু	قَوْسٌ
তাদের জ্ঞানের নাগাল এ পর্যন্তই (৫৩:৩০)	ذَٰلِكَ مَبْلَعُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ	পরিণতি, শেষ সীমা, মাত্রা, পর্যায়	مَبْلَعٌ
এতেই তারা হয়ে গেল খোঁয়াড়ের খড়কুটোর ন্যায় (৫৪:৩১)	فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ	খোঁয়াড়, যারা খোঁয়াড় বানায়	مُحْتَظِرٌ
তদুভয় থেকে বের হয় মোতি ও প্রবাল। (৫৫-২২)	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ	মুক্তো	لُّؤْلُؤٌ

	وَالْمَرْجَانُ		
তদুভয় থেকে বের হয় মোতি ও প্রবাল। (৫৫-২২)	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	প্রবাল	مَرْجَانٌ
তারা যেন চুনি ও প্রবাল। (৫৫-৫৮)	كَأَنَّهِنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ	রত্ন, নীলকান্তমণি, পদ্মরাগ	يَاقُوتٌ
তখন সেটি হয়ে যাবে রক্তবর্ণ চামড়ার মত (৫৫-৩৭)	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	রক্তবর্ণ, গোলাপের মত লাল	وَرْدَةٌ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে (৫৫-৭৬)	مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ	কোমল গদির মসনদ, কুশন	رَفْرَفَةٌ (ج) رَفْرَفٌ
এবং সারি সারি গালিচা (৮৮-১৫)	وَمَنَارِقُ مَصْفُوفَةٌ	গালিচা, গদি, কোল বালিশ	مُنَارِقَةٌ (ج) مَنَارِقٌ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে ও মনোরম গালিচার উপরে (৫৫-৭৬)	مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ	গালিচা	عَبْقَرِيٌّ
এবং বিস্তৃত বিছানো কাপেট (৮৮-১৬)	وَزَرَائِيٍّ مَبْنُوثَةٌ	গালিচা, কাপেট, মখমল	زَرِيَّةٌ (ج) زَرَائِيٌّ
কাঁটা বিহীন বরই গাছে (৫৬-২৮)	فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ	কাঁটাবিহীন	مَخْضُودٌ
সোহাগিনী, সমবয়স্কা (৫৬-৩৭)	عُرْبًا أَتْرَابًا	প্রেমময়ী	عَرُوبٌ (ج) عُرْبٌ
আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী (৫৬-৭৩)	جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَمَاتًا لِّلْمُتَّقِينَ	মরণচারী	مُتَّقُونَ (ج) مُتَّقُونَ
আমাদের নযর দাও, তোমাদের আলোক থেকে আমরাও নিব (৫৭-১৩)	أَنْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ	আগুন নেয়া, আলো নেয়া	أَقْتَبَسُ - يَقْتَبِسُ

তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় (৫৮-১৬)	اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ	ঢাল, রক্ষা কবচ	جُنَّةٌ
তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর (৬১-৪)	يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ	সীসা ঢালা, সুদৃঢ়, মজবুত	مَرْصُومٌ
তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ (৬৩-৪)	كَأَنَّهُمْ حُشْبٌ مُسْنَدَةٌ	ঠেস দেয়ানো	مُسْنَدَةٌ
এ দিন হার-জিতের দিন। (৬৪-৯)	ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابِينِ	হারজিত, লাভ-লোকসান	تَعَابِينٌ
তোমরা যদি জেদাজেদি কর, তবে অন্য কেউ তাকে স্তন্যদান করুক (৬৫-৬)	وَإِن تَعَاَسَ رُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى	পরস্পরকে বাধা দেয়া, জেদ করা, কষ্টকর হওয়া	تَعَاَسَرَ - يَتَعَاَسِرُ
আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা। (৬৬-৮)	تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا	আন্তরিক, সত্যিকার	نَّصُوحٌ
তার রক্ষীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে -- "তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেন নি?" (৬৭-৮)	سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ	প্রহরী	خَازِنٌ (ج) خَزَنَةٌ
তাকে পেয়েছি প্রহরীতে পূর্ণ (৭২-৮)	فَوَجَدْنَاَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا	প্রহরী, রক্ষক	حَرَسٌ
আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (৯৬-১৮)	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ	জাহান্নামের প্রহরী	زَبَانِيَةٌ
তোমরা তার বুকুে বিচরণ কর (৬৭-১৫)	فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا	কাঁধ	مَنَاكِبُ (ج) مَنَاكِبُ
কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত	عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ	কুখ্যাত,	زَنِيمٌ

(৬৮-১৩)		পিতৃপরিচয়হীন	
ইনশাআল্লাহ না বলে। (৬৮-১৮)	وَلَا يَسْتَنْوُونَ	ইন শা আল্লাহ বলা; বাদ দেয়া	اسْتَنْيَ - يَسْتَنْيَ
আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তা সেইদিন হবে ভঙ্গুর। (৬৯-১৬)	وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فِيهَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً	ভঙ্গুর, দুর্বল, জরাজীর্ণ	وَاهِيَةٌ
অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে (৬৯-২১)	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ	জীবন যাপন	عِيشَةٌ
দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময় (৭৮-১১)	وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا	জীবিকা, জীবিকা উপার্জনকাল	مَعَاشٌ

অধ্যায়-৭২

হে বজ্রাবৃত! (৭৩-১)	يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ	বজ্রাবৃত, চাদরাবৃত	مُرْمَلٌ
হে চাদরাবৃত (৭৪-১)	يَا أَيُّهَا الْمُدْتِرُّ	চাদরাবৃত, কম্বলাবৃত	مُدْتِرٌّ
নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭৩-৬)	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَنًا وَأَقْوَمُ قِيَالًا	সৃজনশীল সময়, গঠনমূলক সময়, রাতের প্রহর	نَاشِئَةٌ
নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (৭৩-৬)	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَنًا وَأَقْوَمُ قِيَالًا	আত্মসংযম, প্রবৃত্তি দমন/ অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী	وَطْءٌ
আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হোন। (৭৩-৮)	وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا	নিরালায় ধ্যান করা, মগ্ন হওয়া	تَبَتَّلٌ - يَتَبَتَّلُ
আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং	وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ	নিরালায় ধ্যান করা, বিজনে	تَبْتِيلٌ

একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হোন। (৭৩-৮)	إِلَيْهِ تَبْتِيلاً	সাধনা করা, মুরাকাবা করা	
আর খাদ্য যা গলায় আটকে যায়, আর মর্মস্কন্দ শাস্তি। (৭৩-১৩)	وَطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَعَدَابًا أَلِيمًا	গলায় আটকে যাওয়া	عُصَّةٌ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ঝরঝরা বালির স্তূপ (৭৩-১৪)	وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	চলমান, বহমান	مَّهِيلٌ
এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে (৭৫-২৯)	وَالْتَفَّتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ	জড়িয়ে যাওয়া, প্যাচানো	الْتَفَّتْ - يَلْتَفِتُ
মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৭৫-৩৬)	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى	লাগামহীন, অনর্থক	سُدًى
তারা পান করবে পাত্র থেকে, তার মিশ্রণ হবে কর্পূরের (৭৬-৫)	يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا	কাফুর, কর্পূর	كَافُورٌ
আর তাদের প্রদক্ষিণ করবে চিরস্ফুটিত কিশোরগণ (৭৬-১৯)	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ	চিরকিশোর/ অমর	مُحَلَّدٌ (ج) مُحَلَّدُونَ
সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৭৮-৩৩)	وَكَوَاعِبُ أُنثَرَابًا	নব্য যুবতী, তরুণী	كَوَاعِبٌ (ج) كَوَاعِبُ
শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৭৯-২)	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا	বাঁধন উন্মুক্তকারী, কর্মচঞ্চল, চটপটে	نَاشِطَةٌ (ج) نَاشِطَاتٌ
শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৭৯-২)	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا	বাঁধন মৃদুভাবে খোলা, কর্মচঞ্চলতা	نَشْطٌ
তারা বলছে -- "আমরা কি ফিরে	يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي	পূর্বাবস্থা, আদি	حَافِرَةٌ

যাব প্রথমাবস্থায়? (৭৯-১০)	الْحَافِرَةِ	সৃষ্টি	
তিনি ক্রকুধিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (৮০-১)	عَبَسَ وَتَوَلَّى	ক্র কুধিত করা	عَبَسَ - يَعْبَسُ
আর প্রভাত যখন উজ্জ্বল হতে থাকে (৮১-১৮)	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسُ	নিঃশ্বাস নেয়া, আগমন করা	تَنَفَّسَ - يَتَنَفَّسُ
আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে (৮২-৪)	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ	উন্মোচন করা, উপড়ে ফেলা, অনুসন্ধান করা	بُعْثِرَ - يُبْعَثِرُ
তারা যা অর্জন করে চলেছিল তা তাদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে (৮৩-১৪)	رَأَى عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ	মরিচা পড়া	رَأَى - يَرِيئُ
তার মোহর হবে কস্তুরী (৮৩-২৬)	حِثَامُهُ مِسْكٌ	মিশক, কস্তুরী	مِسْكٌ
এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৮৩-৩০)	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ	চোখ টেপা	تَغَامَزَ - يَتَغَامَزُ
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে-স্থলিত পানি থেকে (৮৬-৬)	خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ	সবেগে নির্গত, বেগবান, প্রবাহমান	دَافِقٌ
কসম জোড় ও বেজোড়-এর (৮৯-৩)	وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ	জোড়	شَفَعٌ
কসম জোড় ও বেজোড়-এর (৮৯-৩)	وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرِ	বিজোড়	وَتْرٌ
এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না (৮৯-২৬)	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ	বন্ধন	وَثَاقٌ
এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না (৮৯-২৬)	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ	মজবুত করে বাঁধা, সুদৃঢ় করা	أَوْثِقُ - يُوثِقُ

অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের (১০০-২)	فَالْمُورِيَّاتِ قَدْحًا	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরক	مُورِيَّةٌ (ج) مُورِيَّاتٌ
এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (১০১-৫)	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ	ধূনিত	مَنْفُوشٌ
কোরাইশের আসক্তির কারণে (১০৬-১)	لِإِيْلَافٍ قُرَيْشٍ	আকর্ষণ, আসক্তি	إِيْلَافٌ

পরিশিষ্ট-৪। স্থানসমূহ

আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। (৪৬:২১)	وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ	আহকাফ; বালুকাময় সুউচ্চ উপত্যকা, বালুর টিলা	الْأَحْقَافُ
আর উঁচু স্থানসমূহে থাকবে কিছু লোক যাঁরা সবাইকে চেনেন তাদের চিহ্নের দ্বারা। (৭:৪৬)	وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ	আ'রাফ; জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থান	الْأَعْرَافُ
মহিমাম্বিত তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা। (১৭:১)	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	মাসজিদুল আকসা; ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত	الْأَقْصَى
নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (১৫:৭৮)	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لظَالِمِينَ	আইকা; জঙ্গল, গহীন বন	الْأَيْكَةُ
তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। (২:১০২)	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	বাবেল; ফোরাতে নদীর দুতীরে বিস্তীর্ণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ সনে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাদুপ্রধান প্রাচীন শহর, ব্যাবিলন শহর	بَابِلَ
বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। (৩:১২৩)	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ	বদর প্রান্তর; বদর কূপ, দ্বিতীয় হি. ১৭ রমজান শুক্রবারে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধের নাম	بَدْرٍ
নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	মক্কা নগরী	بَيْتُهُ

মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত। (৩:৯৬)	لَلَّذِي بِبَكَّةَ		
তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। (৪৮:২৪)	كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ	মক্কা নগরী	مَكَّةُ
আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল। (১১:৪৪)	وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ	জুদী পাহাড়	الْجُودِيُّ
নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (১৫:৮০)	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ	প্রাচীন সামুদ জাতির আবাসভূমি	الْحِجْرُ
আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, (৯:২৫)	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	হুনাইন প্রান্তর; হুনাইনের যুদ্ধ, মক্কার এক উপত্যকা	حُنَيْنٌ
তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায়। (৫০:১২)	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ	রাস; উপত্যকার নাম, খনি, পুরাতন এক কুপের নাম	الرَّسُّ
সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন। (৩৪:১৫)	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ	সাবা শহর; ইয়ামনের সাবা সম্প্রদায়, সাবার অধিবাসী	سَبَأٌ
এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮৩:৭)	كَأَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ	সিজ্জীন; পাপাত্মার বন্দীশালা, নিম্নতম স্থান	سِجِّينٌ
নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	সাফা; মক্কার কঙ্করময় প্রসিদ্ধ পাহাড়	الصَّفَا
আর গাছ যা জন্মে সিনাই উপত্যকার তুর পাহাড়ে। (২৩:২০)	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ	সিরিয়ায় অবস্থিত সিনাই উপত্যকাস্থ তুর	طُورٍ

	سَيْنَاءَ	পাহাড়	سَيْنَاءُ، طُورُ سَيْنٍ
তুমি অবশ্য পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'তে রয়েছে। (২০:১২)	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	তুয়া; উপত্যকার নাম	طُوًى
অতঃপর যখন ফিরে আসবে আরাফাত থেকে। (২:১৯৮)	فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ	আরাফার ময়দান; পরিচয়স্থল	عَرَفَاتُ
নিঃসন্দেহ ধর্মপরায়ণদের কর্মবিবরণী তো ইল্লিয়ীনে রয়েছে। (৮৩:১৮)	إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ	ইল্লিয়ুন; উচ্চতম স্থান, সর্বোচ্চ পর্যায়	عِلِّيُّونُ
আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে। (৭:৮৫)	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	মাদইয়ান; হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের শহর	مَدْيَنُ
তরাই বলেঃ আমরা যদি মদীনায়ে প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। (৬৩:৮)	يَقُولُونَ لئن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ	মদীনা নগরী	الْمَدِينَةُ
হে ইয়াছরিব-এর বাসিন্দারা! তোমাদের জন্য কোন স্থান নেই। (৩৩:১৩)	يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ	মদীনার পূর্বনাম	يَثْرِبُ
নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ	মারওয়া; কাবার নিকটবর্তী একটি পাহাড়	الْمَرْوَةُ
আমি কি অধিপতি নই মিসরের আর এই নদী গুলোর? (৪৩:৫১)	أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ	মিসর	مِصْرُ

পরিশিষ্ট-২। পরিবার ও আত্মীয়তা সংক্রান্ত শব্দসমূহ

তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ- পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। (২:১৩৩)	قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ	পূর্বপুরুষ; বাবা (৩৩:৪০)	أَبٌ (ج) آبَاءٌ
পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না। (৩১:৩৩)	لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ	পিতা, জনক	وَالِدٌ
আমার ভাই হারুন। (২০:৩০)	هَارُونَ أَخِي	ভাই; জাতি ভাই, ভ্রাতৃ	أَخٌ (ج) إِخْوَانٌ، إِخْوَةٌ
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন। (৪:২৩)	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ	বোন	أُخْتٌ (ج) أَخَوَاتٌ
তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না আর না কোন সুরক্ষা। (৯:৮)	لَا يَرْفُقُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً	আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক	إِلٌّ
আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন। (৩০:৩৮)	فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ	আত্মীয়তার সম্পর্ক, নৈকট্য	قُرْبَىٰ
এতীম আত্মীয়কে। (৯০:১৫)	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ	আত্মীয়তা, নৈকট্য	مَقْرَبَةٌ
তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ত সম্বন্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছ। (২৫:৫৪)	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا	বংশগত আত্মীয়তা, বংশ	نَسَبٌ (ج) أَنْسَابٌ
তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ত সম্বন্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছ। (২৫:৫৪)	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا	বিবাহসূত্রের আত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্ক	صِهْرٌ

এবং আমি মরিয়মের পুত্র ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম। (২৩:৫০)	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً	মা; মূল (৩:৭); আশ্রয়, ঠিকানা (১০১:৯)	أُمُّ (ج) أُمَّهَاتُ
মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। (২:২৩৩)	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا	মা, জননী	وَالِدَةٌ
আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ(১১:৭২)	وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا	স্বামী	بَعْلٌ (ج) بُعُولَةٌ
না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্রসন্তান? (৫২:৩৯)	أُمُّ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ	ছেলে, পুত্র; বংশধর (৭:২৭)	ابْنٌ (ج) أَبْنَاءُ، بَنُونَ
এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। (৩৩:৪)	وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ	পালকপুত্র, পোষ্যপুত্র	دَعِيٌّ (ج) أَدْعِيَاءُ
পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই। (২৮:২৭)	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِخْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ	মেয়ে, কন্যা	ابْنَةٌ، بِنْتُ (ج) بَنَاتُ
তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। (৪:২৩)	وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ	সৎমেয়ে, স্ত্রীর মেয়ে	رَبِيبَةٌ (ج) رَبَائِبُ
এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন (১৬:৭২)	وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً	নাতি নাতনি	حَافِدٌ (ج) حَفَدَةٌ
আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে (৭:১৭২)	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	বংশধর, ভবিষ্যৎপ্রজন্ম	ذُرِّيَّةٌ (ج) ذُرِّيَّاتُ
অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ	বংশধর, সন্তান	نَسْلٌ

করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৩২:৮)	مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ	সন্ততি	
তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী (৪:২৩)	وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ	স্ত্রী	حَلِيلَةٌ (ج) حَلَائِلُ
কিভাবে তাঁর পুত্র থাকতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই ? (৬:১০১)	أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً	স্ত্রী, সঙ্গিনী	صَاحِبَةٌ
এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। (২:২৫)	وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ	স্ত্রী; জোড়া ৬:১৪৩; রকম ২২:৫	زَوْجٌ (ج) أَزْوَاجٌ
তোমাদের খালারা। (৪:২৩)	حَالَاتِكُمْ	খালা	حَالَةٌ (ج) حَالَاتٌ
এবং মামাতো ভগ্নি। (৩৩:৫০)	وَبَنَاتِ حَالِكَ	মামা	حَالٌ (ج) أَحْوَالٌ
তোমাদের ফুফুরা। (৪:২৩)	عَمَّاتِكُمْ	ফুফু	عَمَّةٌ (ج) عَمَّاتٌ
এবং আপনার চাচাতো ভগ্নি। (৩৩:৫০)	وَبَنَاتِ عَمِّكَ	চাচা	عَمٌّ (ج) أَعْمَامٌ
আর যদি কোনো পুরুষকে নিঃসন্তান-ভাবে উত্তরাধিকার করতে হয়। (৪-১২)	وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ	সন্তান ও পিতার দিক থেকে ওয়ারিশহীন ব্যক্তি	كَالِأَلَةٍ

পরিশিষ্ট-৩। দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত শব্দসমূহ

মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২-১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	কান	أُذُنٌ (ج) آذَانٌ
এবং নাকের বিনিময়ে নাক। (৫-৪৫)	وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ	নাক	أَنْفٌ
আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (৬৮-১৬)	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ	গুঁড়, নাক	خُرْطُومٌ
অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে। (১০-৯২)	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا	শরীর, দেহ	بَدَنٌ
আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (২১-৮)	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ	শরীর, দেহ	جَسَدٌ
এবং তিনি স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। (২-২৪৭)	وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ	দেহ, আকৃতি	جِسْمٌ (ج) أَجْسَامٌ
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। (৩-৩৫)	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي	গর্ভ; পেট ৩৭:৬৬; অভ্যন্তর	بَطْنٌ (ج) بُطُونٌ
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২-১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	আঙ্গুল	إِصْبَعٌ (ج) أَصَابِعٌ
পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। (৩-১১৯)	وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْعِظِ	আঙ্গুল, আঙ্গুলের অগ্রভাগ	أَمْلَةٌ (ج) أَنَامِلٌ
পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো	بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ	আঙ্গুল,	بِنَانَةٍ (ج)

পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৭৫-৪)	بِنَانُهُ	আঙ্গুলের ডগা	بِنَانٌ
নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে (৮৬-৭)	يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ	পাঁজরের হাড়, কণ্ঠস্থ হাড়	تَرِيئَةٌ (ج) تَرَائِبٌ
যখন এটি গলায় এসে পৌঁছবে (৭৫-২৬)	إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي	কণ্ঠ হাড়, গলার উপরের অংশ	تَرْفُؤَةٌ (ج) تَرَاقِي
এবং তাকে শায়িত করলো কপালের উপর (৩৭-১০৩)	وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ	কপাল	جَبِينٌ
তদ্বারা ছাঁকা দেয়া হবে তাদের কপালে (৯-৩৫)	فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ	কপাল	جَبَاهَةٌ (ج) جِبَاهَةٌ
তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে। (৪-৫৬)	كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ	চামড়া	جِلْدٌ (ج) جُلُودٌ
যা চামড়া তুলে দিবে। (৭০-১৬)	نَزَاعَةً لِّلشَّوَى	চামড়া/ মাথার চামড়া/ হাত- পা	شَوَاءٌ (ج) شَوَى
তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৫৫-৩৭)	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	লাল চামড়া/ গলিত চর্বি	دِهَانٌ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	ডানা, বাহু, হাত	جَنَاحٌ (ج) أَجْنِحَةٌ
তার গলায় পাকানো রশি। (১১১-৫)	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	ঘাড়, গলা	جِيدٌ
অতঃপর তার ঘাড়ের আঘাত করো। (৪৭-৪)	فَضْرَبَ الرِّقَابِ	ঘাড়; দাস (৫৮:৩)	رَقَبَةٌ (ج)

			رِقَابٌ
অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৮-৩৩)	فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ	ঘাড়, গর্দান, গলা	عُنُقٌ (ج) أَعْنَاقُ
যখন তা কঠাগত হয়ে যায় (৫৬-১৯)	إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ	কঠনালী, খাদ্যনালী, গলা	خُلُوفٌ
আর যখন তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কঠাগত (৩৩:১০)	وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ	কঠনালী, গলা	حَنَجْرَةٌ (ج) حَنَاجِرُ
কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অস্ত্রে সংযুক্ত থাকে। (৬-১৪৬)	إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا	অস্ত্র, নাড়িভুঁড়ি	حَوِيَّةٌ (ج) حَوَايَا
এবং তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (৪৭-১৫)	وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ	নাড়িভুঁড়ি, অস্ত্র	أَمْعَاءٌ
আর মানুষের প্রতি তোমার চিবুক ঘুরিয়ে নিও না (৩১-১৮)	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ	গাল, গণ্ড	خَدٌّ
তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (৫-৮২)	تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ	অশ্রু	دَمْعٌ
এবং রক্তপাত ঘটাবে। (২-৩০)	وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ	রক্ত	دَمٌ (ج) دِمَاءٌ
আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে চিবুকের উপরে (১৭-১০৯)	وَيَجْرُونَ لِأَذْقَانٍ يَبْكُونَ	চিবুক, খুতনি	ذَقْنٌ (ج) أَذْقَانٌ
এবং তোমরা মাথা মুগুন করবেনা। (২-১৯৬)	وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ	মাথা; মূলধন ২:২৭৯	رَأْسٌ (ج) رُءُوسٌ
এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত।	وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ	দাঁত	سِنَّ

(৫-৪৫) তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (৩৮-৪২)	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ	পা	رِجْلٌ (ج) أَرْجُلٌ
অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৫৫-৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ	পা	قَدَمٌ (ج) أَقْدَامٌ
সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। (২৭-৪৪)	وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا	পা, পায়ের নলা; কাণ্ড (৪৮:২৯)	سَاقٌ (ج) سُوقٌ
মাসেহ কর তোমাদের মাথা এবং তোমাদের পা, দুই টাখনু পর্যন্ত। (৫-৬)	وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ	পায়ের টাখনু	كَعْبٌ
আর একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট (৯০-৯)	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ	ঠোঁট	شَفَةٌ
আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ। (২-২৫৯)	وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ	হাড়	عَظْمٌ (ج) عِظَامٌ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে পশমের মতো (৭০-৭)	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ	রঙ্গীন পশম	عِهْنٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬-৮০)	وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	পশম	صُوفٌ (ج) أَصْوَابٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬-৮০)	وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	লোম	وَبْرٌ (ج) أَوْبَارٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে	وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا	চুল	شَعْرٌ (ج)

রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬-৮০)	وَأَشْعَارَهَا أَثَانًا		أَشْعَارٌ
চোখ উল্টিয়ে থাকে তার মত যার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে (৩৩-১৯)	تَدْوُرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	চোখ; দৃষ্টি	عَيْنٌ (ج) أَعْيُنٌ
এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম। (৬-১৪৬)	وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا	চর্বি	شَحْمٌ (ج) شُحُومٌ
এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (৮৬-৭)	يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ	মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া, পিঠ	صُلْبٌ (ج) أَصْلَابٌ
এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদিক থেকে দেয়া, হবে। (৮৪-১০)	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ	পিঠ	ظَهْرٌ (ج) ظُهُورٌ
ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম। (৬-১৪৬)	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ	নখ	ظُفْرٌ
আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ (১৬-৬৬)	نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا	গোবর	فَرْثٌ
শক্রতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। (৩-১১৮)	قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ	মুখ	فُؤَةٌ (ج) أَفْوَاهٌ
যেমন তার দু'হাত পানির দিকে বাড়িয়ে দিল যেন তা তার মুখে পৌঁছে যায়। (১৩-১৪)	كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ	হাতের তালু	كَفٌ
তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। (৫-৬)	فَاعْسِلْوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ	কনুই; সাহায্য, উপায় (১৮:১৬)	مِرْفَقٌ (ج) مَرَافِقٌ

কেটে দাও তাদের দুজনের হাত। (৫-৩৮)	فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا	হাত; ক্ষমতা; দখল ৩৮:৪৫	يَدٌ (ج) أَيِّدٍ
খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (১৬-৬৬)	لَبَنًا حَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ	দুধ	لَبَنٌ
এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (৫-৩)	وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ	মাংস	لَحْمٌ (ج) لُحُومٌ
আমার দাড়ি পাকড়ো না (২০-৯৪)	لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي	দাড়ি	لِحْيَةٌ
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। (৩-৭৮)	يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ	জিহ্বা; ভাষা (৩০:২২); কথা (১৯:৫০)	لِسَانٌ (ج) أَلْسِنَةٌ
সে কি এক সবগে নির্গত স্থলনের মধ্যকার শুক্রকীট ছিল না? (৭৫-৩৭)	أَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّيِّ يُمْنِي	বীর্ষ	مَيْئِي
তাদের পাকড়ানো হবে চুলের মুঠি ও পদমূল ধরে (৫৫-৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ	চুলের মুঠি, মাথার সামনের চুল	نَاصِيَةٌ (ج) نَوَاصٍ
নিশ্চয়ই তার কণ্ঠশিরা কেটে ফেলতাম (৬৯-৪৬)	لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ	ঘাড়ের রগ, হৃদপিণ্ডের প্রধান ধমনী	وَتِينٌ
আমি তার গ্রীবাঙ্ঘ রগের থেকেও অধিক নিকটবর্তী (৫০:১৬)	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ	গ্রীবাঙ্ঘ শিরা, ঘাড়ের রগ	وَرِيدٌ
আর থেকে যাবে মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা। (২৫-২৭)	وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	চেহারা; প্রথম অংশ (৩:৭২)	وَجْهٌ (ج) وُجُوهُ

পরিশিষ্ট-৪। পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ সমূহ

তারা কি উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? (৮৮-১৯)	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ	উট	إِبِلٌ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	উট	جَمَلٌ (ج) جَمَالَةٌ
যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (১২-৭২)	وَلَمَن جَاءَ بِهِ جَمُلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ	উট	بَعِيرٌ
আল্লাহর এ উল্লেখটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। (১১-৬৪)	هُدَاهِ نَاقَهُ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً	উটনী, উল্লেখ	نَاقَةٌ
যখন দশ মাসের গর্ভবতী উল্লেখসমূহ উপেক্ষিত হবে। (৮১-৪)	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	দশ মাসের গর্ভবতী উল্লেখ	عِشْرَاءُ (ج) عِشَارٌ
এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২২-২৭)	وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	শীর্ণকায় উট	ضَامِرٌ
পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬-৫৫)	فَسَارِبُونَ شُرَبَ الْهِيمِ	পিপাসার্ত উট	هِيمٌ
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। (২-২৬)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	মশা	بَعُوضَةٌ
আর ঘোড়া ও খচ্চর ও গাধা যেন তোমরা আরোহণ করতে পার (১৬-৮)	وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا	খচ্চর	بِغَالٌ (ج) بِغَالٌ

আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে আদেশ করেছেন। (২-৬৯)	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً	গরু, গাভী	بَقْرَةً (ج) بَقْرَاتٍ
অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মুসার অনুপস্থিতিতে। (২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ	গরু বাছুর	عِجْلًا
তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু হালাল করা হয়েছে। (৫-১)	أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ	গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু	بَهِيمَةً (ج) بِهَائِمٍ
যা সে হত্যা করেছে চতুষ্পদজন্তু থেকে। (৫-৯৫)	مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ	গৃহপালিত পশু, গবাদিপশু	نَعَمٍ (ج) أَنْعَامٍ
যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে। (৮১-৫)	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ	পশু, বন্যপশু, হিংস্রপ্রাণী,	وَحُوشٍ (ج) وُحُوشٍ
এবং যা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে। (৫-৩)	وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ	হিংস্র প্রাণী, বন্যপশু	سَبْعٍ
যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে। (৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ	শিকারী প্রাণী	جَارِحَةٍ (ج) جَوَارِحٍ
এবং তাৎক্ষণিক তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (৭-১০৭)	فَإِذَا هِيَ نُعْبَانٌ مُبِينٌ	বড় সাপ, অজগর	نُعْبَانٌ
অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২০-২০)	فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى	সাপ	حَيَّةٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْمِغْلَ وَالضَّفَادِعَ	পঙ্গপাল	جَرَادَةٍ (ج) جَرَادٍ

উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। (৩৮-৩১)	الصَّافِنَاتُ الْجَيَادُ	দ্রুতগামী ঘোড়া	جَوَادٌ جِيَادٌ
মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ- রৌপ্য এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ	ঘোড়া; অশ্বরোহী বাহিনী (১৭:৬৪)	حَيْلٌ
উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। (৩৮-৩১)	الصَّافِنَاتُ الْجَيَادُ	উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া	صَافِنَةٌ صَافِنَاتٌ
এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। (২-২৫৯)	وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ	গাধা	حِمَارٌ حُمُرٌ، حَمِيرٌ
তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। (৬-১৪২)	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا	ভারবাহী জন্তু	حَمُولَةٌ
যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন। (৭-১৬৩)	إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ	মাছ	حُوتٌ حِيَتَانٌ
এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি দ্রুত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১-৮৭)	وَدَا النُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا	মাছ, বৃহৎ মৎস	نُونٌ
এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (৫-৩)	وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ	শুকর	خِنْزِيرٌ خِنَازِيرٌ
এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রাণী। (৩১-১০)	فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ	প্রাণী, জীব	دَابَّةٌ دَوَابٌ

আমি আশঙ্কা করি যে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে (১২-১৩)	أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ	নেকড়ে	ذَيْبٌ
আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, (২২-৭৩)	وَإِنْ يَسْتَلْبِهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ	মাছি	ذُبَابٌ
সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল (২৯-৪১)	أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِئْتُ الْعَنْكَبُوتِ	মাকড়সা	عَنْكَبُوتٌ
ভেড়ার মাঝে দুই প্রকার। (৬-১৪৩)	مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ	ভেড়া	ضَأْنٌ
সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। (৩৮-২৪)	لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ	ভেড়া	نَعَجَةٌ (ج) نِعَاجٌ
এবং ছাগলের মাঝে দুই প্রকার। (৬-১৪৩)	وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ	ছাগল	مَعْزٌ
এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি। (২০-১৮)	وَأَهْمَشُ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي	ভেড়া, ছাগল	عَنَمٌ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (১০১-৪)	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ	পতঙ্গ, প্রজাপতি	فَرَاشٌ
আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্চিত বানর হয়ে যাও। (২-৬৫)	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ	বানর	قِرْدٌ (ج) قِرْدَةٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	উকুন	قُمَّلَةٌ (ج) قُمَّلٌ
সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত। (৭-১৭৬)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ	কুকুর	كَلْبٌ

তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। (২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ	পাখি	طَيْرٌ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	পাখি; অশুভ লক্ষণ ২৭:৪৭; কর্ম, ভাগ্য ১৭:১৩	طَائِرٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	ব্যাঙ	ضِفْدَعٌ (ج) ضَفَادِعُ
আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। (৫-৩১)	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا	কাক	غُرَابٌ
আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (১০৫-১)	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ	হাতী	فَيْلٌ
পালিয়ে যাচ্ছে সিংহের থেকে (৭৪-৫১)	فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ	সিংহ, শিকারি	قَسْوَرَةٌ
আর তোমার প্রভু মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ দিলেন (১৬-৬৮)	وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ	মৌমাছি	نَحْلٌ
এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর (২৭-১৮)	قَالَتْ مَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ	পিপড়া	مَمْلَةٌ (ج) مَمْلٌ
আমার কি হল যে হুদহুদকে দেখছি না (২৭:২০)	مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُودَ	হুদহুদ; এক ধরনের পাখি	هُدُودٌ

পরিশিষ্ট-৫। খাদ্য, পানীয়, শস্য এবং উদ্ভিদসমূহ

ফল এবং ঘাস। (৮০-৩১)	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا	উদ্ভিদ, ঘাস, পশুখাদ্য	أَبٌّ
অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৬-৯৯)	فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ	উদ্ভিদ, চারা, ফসল	نَبَاتٌ
এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল। (১৬-১১)	يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ	ফসল, উদ্ভিদ, শাকসবজি	زُرْعٌ (ج) زُرُوعٌ
অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। (২-২৬৫)	فَأَتَتْ أَكْثَهَا ضِعْفَيْنِ	ফল, খাদ্য, অন্ন	أَكْلٌ
আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, বাউ গাছ (৩৪-১৬)	وَبَدَّلْنَا هُمَ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكْلٍ حَمْطٍ وَأَثَلٍ	বাউগাছ, নিষ্ফলা বৃক্ষ	أَثَلٌ
যেগুলোকে তাদের শিকড়ের উপরে খাড়া রেখে দিয়েছি। (৫৯-৫)	تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا	মূল, গোড়া, শিকড়, উৎস	أَصْلٌ (ج) أُصُولٌ
অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। (৬-৪৫)	فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا	মূল, শিকড়	دَابِرٌ
আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও (১৯-২৫)	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড, মূল	جِذْعٌ (ج) جُذُوعٌ
যেন তারা খেজুর গাছের অন্ত:শূণ্য গুঁড়ি (৬৯-৭)	كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ	গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড	عَجْرٌ (ج) أَعْجَازٌ
তার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও তার ডালপালা আকাশ পর্যন্ত (১৪-২৪)	أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ	শাখা-প্রশাখা	فَرْعٌ

ও খেজুরের গাছ – মিলিত মূল এবং বিচ্ছিন্ন মূল (১৩-৪)	وَنَحِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ	একই মূল থেকে উদাত, জোড়া, দুই শাখাবিশিষ্ট	صِنَوَانٌ (ج) صِنَوَانٌ
উভয়ই ঘন ডালপালাবিশিষ্ট (৫৫-৪৮)	ذَوَاتَا أَفْنَانٍ	ডালপালা, শাখা, প্রশাখা	فَنَنْ (ج) أَفْنَانٌ
চল তোমরা তিন কুন্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে (৭৭-৩০)	انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ	শাখা, প্রশাখা	شُعْبَةٌ (ج) شُعَبٌ
এবং সেখান থেকে পেয়াজ (২-৬১)	وَبَصَلِهَا	পিঁয়াজ	بَصَلٌ
জমিতে উৎপন্ন হয় সেখান থেকে তরকারী। (২-৬১)	تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا	শাকসবজি, তরকারি	بَقْلٌ
আসুর, শাক-সজি। (৮০-২৮)	وَعِنَبًا وَقَضْبًا	শাকগুসবজি, তিরিতরকারি	قَضْبٌ
শপথ ডুমুরের, আর জলপাইয়ের (৯৫-১)	وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ	ডুমুর	تَيْنٌ
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। (২-২২)	فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ	ফল, ফসল, ফলমূল	ثَمْرَةٌ، ثَمَرٌ (ج) ثَمَرَاتٌ
তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল (৪৩-৭৩)	لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ	ফলমূল	فَاكِهَةٌ (ج) فَوَاكِهُ
উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (৫৫-৫৪)	وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ	পাকা ফল, পরিপক্ক	جَنَى
এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। (৭৬-১৪)	وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا	ফলের গুচ্ছ, থোকা	قِطْفٌ (ج) قُطُوفٌ
এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য। (৩৬-৩৩)	وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا	দানা, বীজ, শস্য	حَبٌّ، حَبَّةٌ
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ	আঁটি, খেজুরের	نَوَاةٌ (ج) نَوَى

থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। (৬-৯৫)	وَالنَّوَىٰ	আঁটি, বিচি	
যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। (২-২৬১)	أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ	শস্যের শীষ, মুকুল	سُنْبُلٌ، سُنْبُلَةٌ (ج) سَنَابِلٌ، سُنْبُلَاتٌ
আমি নিজেকে দেখলাম যে আমার মাথায় রুটি বহন করছি (১২-৩৬)	إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي حُبْرًا	রুটি	حُبْرٌ
যদিও বা সেটি হয় সরিষার দানার ওজন পরিমাণ (২১-৪৭)	وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ	সরিষা	حَرْدَلَةٌ (ج) حَرْدَلٌ
তারা তোমাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২-২১৯)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ	মদ	خَمْرٌ
তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩-২৫)	يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيقٍ مُّخْتَوِمٍ	বিশুদ্ধ পানীয়, খাঁটি শরাব, নির্ভেজাল সুরা	رَحِيقٌ
সেখান থেকে তোমরা নেশাদ্রব্য তৈরি করে থাক। (১৬-৬৭)	تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا	নেশাদ্রব্য, মদ	سَكَرٌ
উৎপাদন করে তেল (২৩-২০)	تَنْبِتُ بِالذَّهْنِ	তেল	ذُهْنٌ
তার যাইতুনের তেলটা যেন প্রজ্জ্বলিত (২৪-৩৫)	يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ	তেল, জলপাইয়ের তেল	زَيْتٌ
এবং সেখান থেকে মসুর ডাল (২-৬১)	وَعَدَسِهَا	ডাল, মসুর	عَدَسٌ
কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। (৪১-৪৭)	وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا	আবরণ, খোসা	كَيْمٌ (ج) أَكْمَامٌ
আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (৫৫-১২)	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ	শস্যের খোসা; ঝোড়া হাওয়া, বাগ্গাবায়ু ৭৭:২	عَصْفٌ

একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান। (২-২৫৬)	جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ	আঙ্গুর	عِنَبٌ، عِنَبَةٌ (ج) أَعْنَابٌ
তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِينًا	পাকা খেজুর	رُطْبٌ
খেজুরের বাগান। (২-২৬৬)	جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ	খেজুর	نَخْلٌ، نَخْلَةٌ، نَخِيلٌ
তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ। (৫৯-৫)	مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لَّيْنَةٍ	সতেজ খেজুর গাছ	لَّيْنَةٌ
অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৩৬-৩৯)	حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ	খেজুরের শাখা, ডাল	عُرْجُونٌ
আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬-৯৯)	وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	আনার, ডালিম	رُمَّانٌ
আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল (৫৫-১২)	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ	সুগন্ধি গাছ; সুখ, রিযক ৫৬:৮৯	رَيْحَانٌ
নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪-৪৩)	إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ	জাহান্নামের গাছ	رُقُومٌ
এবং আঙ্গুরের বাগান এবং যাইতুন। (৬-৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ	জয়তুন, জলপাই	زَيْتُونٌ، زَيْتُونَةٌ
আর তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে এমন পাত্র থেকে যার মিশ্রণ আদার (৭৬-১৭)	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا	আদা	زَنْجَبِيلٌ
এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিশ্বাদ ফলমূল, বাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ (৩৪-১৬)	جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْنِ أُكُلٍ حَمِطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ	বরই গাছ	سِدْرَةٌ، سِدْرٌ

আর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া' (৭-১৬০)	وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوٰ	স্বর্গীয় পাখির ভুনা, জাম্বাতি পাখির গোশত	السَّلْوٰ
কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। (২-৩৫)	وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ	বৃক্ষ, গাছ	شَجَرَةٌ شَجْرٌ
তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। (১৬-৬৯)	يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ	পানীয়, শরবত	شَرَابٌ
তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে (১৪-১৬)	وَيُسْقٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ	পূঁজ	صَدِيدٌ
অতএব তারা আস্বাদন একে করুক --ফুটন্ত ও পূঁজপূর্ণ (৩৮-৫৭)	فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ	পূঁজ	عَسَاقٌ
আর কোনো খাদ্য নেই ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত (৬৯-৩৬)	وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غَسَلِيْنٍ	পুঁজ	غَسَلِيْنٌ
কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮-৬)	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ	কাঁটায়ুক্ত ঘাস, বিষকাঁটা ঘাস	ضَرِيْعٍ
আর সারি সারি কলাগাছ (৫৬-২০)	وَطَلْحٍ مَّنضُوْدٍ	কলা গাছ	طَلْحٍ
তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত। (৮৮-৬)	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ	খাদ্য	طَعَامٌ
খোজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি), যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا فَنُوَانٌ دَانِيَةٌ	মোচা, কাঁদি	طَلْعٌ
খোজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি), যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا	কাঁদি, গুচ্ছ, থোকা, ছড়া	فَنُوَانٌ (ج) فَنُوَانٌ

	فَنَوَانٌ دَانِيَةٌ		
তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চার দিনের মধ্যে। (৪১-১০)	وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ	আহার্য, খাদ্য, রিজিক, খোরাক	فُوتٌ (ج) أَقْوَاتٌ
এবং পরিশোধিত মধুর নহর (৪৭-১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	মধু	عَسَلٌ
এবং সেখান থেকে গম (২-৬১)	وَفُومِهَا	গম/ রসুন	فُومٌ
এবং সেখান থেকে শসা (২-৬১)	وَقِثَائِهَا	শসা	قِثَاءٌ
আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন (২-২২)	وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	পানি	مَاءٌ
আর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া' (৭-১৬০)	وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ	এক ধরনের শস্য, জান্নাতি হালুয়া	الْمَنَّانُ
কোন পাতা বলে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। (৬-৫৯)	وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	পাতা	وَرَقَةٌ، وَرَقٌ
তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। (৪৮-২৯)	وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ	চারা, অঙ্কুর, কুঁড়ি	شَطْأٌ
আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (৩৭-১৪৬)	وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّفْطِينٍ	লতাবিশিষ্ট কুমড়া জাতীয় গাছ	يَفْطِينٌ

পরিশিষ্ট-৬। সময় নির্দেশক শব্দসমূহ

যেন গতকালও তার কোন প্রাচুর্য ছিল না। (১০:২৪)	كَأَنَّ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ	গতকাল, অতীত	أَمْسٍ
আর প্রত্যেকেই ভাবুক সে কী অগ্রবর্তী করিয়েছে আগামীকালের জন্য। (৫৯:১৮)	وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ	আগামীকাল	عَدًا
এখন! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১০:৫১)	الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ	এখন; বর্তমান	الآنَ
এইমাত্র তিনি কি বললেন (৪৭:১৬)	مَاذَا قَالَ آتِنَا	এই মাত্র	آتِنَا
মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ। (২০:১৩০)	وَمِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ	সময়, বেলা, প্রহর	إِنِّي / إِنِّي (ج) آتَاءِ
তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (২:৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	সময়, লগ্ন, কাল	حِينٍ
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। (৭:৩৪)	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ	নির্ধারিত সময়	أَجَلٌ
আল্লাহ দয়ালু নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (৯:১১৭)	لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ	সময়; মুহূর্ত ৭:৩৪; ঘটনা; কিয়ামত ৭:১৮৭	سَاعَةً
আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। (৪৫:২৪)	مَوْتُ وَمَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ	যুগ, সময়, কাল, জামানা, মহাকাল	دَهْرٌ
সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (১৫:৩৮)	إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ	সময়, কাল, নির্ধারিত সময় বা	وَقْتٍ،

		স্থান	مَوْفُوتٌ، مِيَقَاتٌ (ج) مَوَاقِيْتُ
এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৬:৬)	وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ	বংশ, প্রজন্ম, জাতি; শতাব্দী;	قَرْنٌ (ج) قُرُونٌ
তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন। (৫:১৯)	قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ	বিরতি, মধ্যবর্তী ব্যবধান	فِتْرَةٌ
তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। (৫৭:১৬)	فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ	সময়, নির্ধারিত সময়, সুদীর্ঘকাল, ব্যবধান	أَمَدٌ
তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (১৯:৪৬)	وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا	একটি দীর্ঘ সময়, চিরতরে	مَلِيًّا
কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (২৮:৪৫)	وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	সময়, যুগ; আয়ু ২৬:১৮	عُمُرٌ
তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। (৯:৪)	فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ	সময়, নির্ধারিত সময়সীমা, স্থিতিকাল	مُدَّةٌ
দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (১৮:৬০)	حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا	দীর্ঘকাল, যুগযুগ, অনন্তকাল	حُقُبٌ (ج) أَحْقَابٌ

কসম যুগের (সময়ের)। (১০৩:১)	وَالْعَصْرِ	যুগ, সময়, অপরাহ্ন	عَصْرٌ
যিনি বিচার দিনের মালিক। (১:৪)	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	দিন; আজ ৫:৫	يَوْمَ جِ أَيَّامٍ
রমাদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন। (২:১৮৫)	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	মাস	شَهْرٌ (ج) شُهُورٌ أَشْهُرٌ
যেন হাজার বছর আয়ু দেওয়া হয়। (২:৯৬)	يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	বছর	سَنَةٌ
সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। (২৯:১৪)	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا	বছর, বৎসর, সাল, অব্দ	عَامٌ
আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে। (২:২৩৩)	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ	বছর; চারপাশ ৬:৯২	حَوْلٌ
তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে। (২৮:২৭)	تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ	বছর, সাল	حِجَّةٌ (ج) حِجَجٌ
প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। (৬:৯৬)	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ	উষার আলো, সকাল	إِصْبَاحٌ
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। (৩৮:১৮)	يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ	সকাল, পূর্বাহ্ন	إِشْرَاقٌ
বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। (১১৩:১)	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	প্রভাত, প্রভাত কিরণ	فَلَقٌ
এবং ইস্তিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল। (১৯:১১)	فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا	সকাল	بُكْرَةٌ

তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (৩:৪১)	وَأَذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ	সকাল	إِبْكَارٌ
আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। (১০:৬৭)	وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا	দিন, দিবালোক	نَهَارٌ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়। (৭৪:৩৪)	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ	প্রভাত, উষা	صُبْحٌ
তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। (৩৭:১৭৭)	فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ	প্রভাত, উষা, উষার আলো	صَبَاحٌ
যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে। (১৮:২৮)	يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	প্রভাত, সকাল	عَدَاةٌ
যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে। (৭:৯৮)	أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى	সকাল; দিনের আলো; সূর্যের আলো	ضُحًى
শপথ ফজরের। (৮৯:১)	وَالْفَجْرِ	প্রভাত, উষা, ফজর	فَجْرٌ
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। (৩৮:১৮)	يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ	সন্ধ্যা	عَشِيٍّ، عَشِيَّةٌ
এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৩৩:৪২)	وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا	সন্ধ্যা, গোধূলি	أَصِيلٌ (ج) أَصَالٌ
তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। (১২:১৬)	وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ	সন্ধ্যা, সায়াহ্ন	عِشَاءً
মহিমাশ্রিত তিনি যিনি তাঁর	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ	রাত	لَيْلَةً، لَيْلٌ (ج)

বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা। (১৭:১)	لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى		لَيْلٍ
যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (৭:৯৭)	أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ	রাত্রি যাপন	بَيَاتٍ (بَاتٍ - يَيْبِئُ)
এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩:১৭)	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	শেষ রাত	سَحْرٌ (ج) أَسْحَارٌ
দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র সরিয়ে রাখ। (২৪:৫৮)	وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ	মধ্য দুপুর, দ্বিপ্রহর	ظَهِيرَةٌ

পরিশিষ্ট-৭। রঙ ও ক্রটি নির্দেশক শব্দসমূহ

যতক্ষন না প্রকাশিত হয় কাল সুতা থেকে সাদা সুতা। (২-১৮৭)	حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ	সাদা; শুভ্র	أَبْيَضٌ (بَيْضَاءُ) (ج) يَيْضٌ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে গিরিপথ - সাদা, লাল (৩৫-২৭)	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ	লাল	أَحْمَرٌ (ج) حُمْرٌ
অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৮৭-৫)	فَجَعَلَهُ عُتَّاءً أْخْوَى	কালচে সবুজ, গাঢ় সবুজ	أَخْوَى
তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে। (১৮- ৩১)	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنَ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ	সবুজ	أَخْضَرٌ (ج) خُضْرٌ

সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩-১০৭)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُهُ	কালো	أَسْوَدٌ (ج) سَوْدٌ
এবং নিকষ কালো। (৩৫-২৭)	وَعَرَائِبُ سَوْدٌ	নিকষ কালো, কুচকুচে কালো	عَرَائِبٌ (ج) عَرَائِبٌ
যেন সে পীতবর্ণ উল্লশ্রেণী। (৭৭-৩৩)	كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ	হলুদ, পীত	صَفْرَاءُ (ج) صُفْرٌ
তিনি বললেন নিশ্চয়ই এটি গাঢ় হলুদ রঙের একটি গাভী যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। (২-৬৯)	يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاطِرِينَ	গাঢ় পীত, উজ্জ্বল হলুদ	فَاقِعٌ
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮-৩)	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ	নির্বংশ, লেজকাটা	أَبْتَرٌ
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্নকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। (৩-৪৯)	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ	কুষ্ঠরোগী, শ্বেতরোগী	أَبْرَصٌ
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	বোবা, মূক	أَبْكُمُ (ج) بُكْمٌ
সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। (২০-১০২)	وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا	নীল চোখ বিশিষ্ট, দৃষ্টিহীন	أَزْرَقُ (ج) زُرْقٌ
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	অন্ধ	أَعْمَى (ج) عُمِّيٌّ
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্নকে	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ	জন্মান্ন	أَكْمَهُ

(৩-৪৯)			
খোঁড়ার উপরে দোষ নেই (২৪-৬১)	وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ	খোঁড়া	أَعْرَجٌ
তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	বধির	أَصُمٌّ (ج) صُمٌّ

পরিশিষ্ট-৮। সংখ্যা নির্দেশক শব্দসমূহ

তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ।	أَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ	এক	وَاحِدٌ، وَاحِدَةٌ
ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। (৫-১০৬)	حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ	দুই	اِثْنَانِ، اِثْنَانِ
তিনি বললেন তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না।	قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا	তিন	ثَلَاثٌ، ثَلَاثَةٌ
তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। (২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ	চার	أَرْبَعٌ، أَرْبَعَةٌ
তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (৩-১২৫)	يُمَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	পাঁচ	خَمْسٌ، خَمْسَةٌ
আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন (১১-৭)	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	ছয়	سِتٌّ، سِتَّةٌ
বস্তুতঃ যারা পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা	فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ	সাত	سَبْعٌ، سَبْعَةٌ

রাখবে ফিরে যাবার পর।			
তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। (৩৯-৬)	وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ	আট	ثَمَانٍ، ثَمَانِيَةٌ
এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। (২৭-১২)	فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ	নয়	تِسْعٍ، تِسْعَةٌ
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে।	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ	দশ	عَشْرٍ، عَشْرَةٌ
আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে।	إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا	এগার	أَحَدَ عَشَرَ
নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গননায় মাস বারটি	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا	বার	اثْنَا عَشَرَ
এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ (ফেরেশতা)। (৭৪-৩০)	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ	উনিশ	تِسْعَةَ عَشَرَ
তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়।	إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ	বিশ	عِشْرُونَ
তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস।	وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا	ত্রিশ	ثَلَاثُونَ
অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যে বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً	চল্লিশ	أَرْبَعُونَ
তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا	পঞ্চাশ	خَمْسُونَ
যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে।	فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ	ষাট	سِتُّونَ

	مَسْكِينًا		
আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুয়ার মালিক (৩৮-২৩)	إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً	নব্বই	تِسْعُونَ
আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর	وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	একশ	مِائَةٌ
এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।	وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ	হাজার	أَلْفٌ
আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে।	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ	অর্ধেক	نِصْفٌ
অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে।	فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ	দুই- তৃতীয়াংশ	ثُلُثَانِ
যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ।	فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ	এক- তৃতীয়াংশ	الثُّلُثُ
যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়।	فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ	এক- চতুর্থাংশ	الرُّبْعُ
মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে তাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে।	وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ	এক-ষষ্ঠাংশ	السُّدُسُ

আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও।	فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ	এক- অষ্টমাংশ	الثُّمُنُ
---	---	-----------------	-----------

পরিশিষ্ট-৯। ইসমুল ফিল ও অন্যান্য

তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না (১৭:২৩)	فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا	বিরক্তি বা অবজ্ঞা সূচক শব্দ; উফ! উহ!	أَفٌّ
আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর। (৩:১৬৭)	وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	আসো;	تَعَالَى
এবং বললো -- আল্লাহর কি মহিমা! এ তো মানুষ নয়! (১২:৩১)	وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا	তিনি এধরনের ক্রটি থেকে মুক্ত!	حَاشَى
আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কোন সন্দেহ নেই। (১১:২২)	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ	নিশ্চয়ই, কোন সন্দেহ নেই	لَا جَرَمَ
বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। (২৭:৬৪)	قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ	উপস্থিত করো, আনো	هَاتِ
আপনি বলুনঃ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন। (৬:১৫০)	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ	আসো; উপস্থিত করো, আনো	هَلُمَّ
নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (৬৯:১৯)	هَآؤُمْ أَفْرَأُوا كِتَابِيَهٗ	এই যে! দেখো! নাও!	هَآؤُمْ
এবং বলল, “এই তুমি এদিকে এস” (১২:২৩)	وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ	তুমি, এসো!	هَيْتَ

তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৭৫:৩৪)	أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ	দুর্ভোগ! ধিক! ধ্বংস!	أُولَىٰ
হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। (২৮:৮২)	وَيَكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ	হায়!	وَي

পরিশিষ্ট-১০। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ সমূহ

(৭৯-৩৮)	وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	প্রাধান্য দেওয়া	أَثَرَ
(১৮-২১)	وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	অবহিত করা	أَعْتَرَ
(৪১-৮)	لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	পুরস্কার	أَجْرٌ
(২০-৩১)	اشْتَدَّ بِهِ أَزْرِي	শক্তি	أَزْرٌ
(১০-১)	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ	অবহিত করা	أَدْرَى
(৩৭-৫৬)	قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ	ধ্বংস করা	أَرْدَى
(৭-১৫৭)	وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	বৈধ করা	أَحَلَّ
(২-১৭৩)	وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِعَيْرِ اللَّهِ	উৎসর্গ করা	أَهْلٌ
(৭-১৭৩)	إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ	অংশীস্থাপন করা	أَشْرَكَ
(৩৯-৬৯)	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	আলোকিত হওয়া	أَشْرَقَ
(২০-৮৬)	فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	দুঃখিত	أَسِفٌ
(১০-২২)	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	তুফান	عَاصِفٌ
(১৫-৩)	وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ	আশা	أَمَلٌ
(১৮-৩০)	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا	কাজ	عَمَلٌ

(৬-৫৯)	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	স্থল	بُرِّ
(৭৬-৫)	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	সং, পুণ্যবান	بُرِّ
(৭৪-২২)	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	মুখ বাকানো	بَسَرَ
(৬৭-৪)	ثُمَّ أَرَجَعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ	দৃষ্টি, চোখ	بَصَرَ
(৫-৩৯)	فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ	ফিরে আসা	تَابَ
(৩-৪)	فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ	পছন্দ হওয়া	طَابَ
(৪৭-৭)	إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ	দৃঢ় করা	ثَبَّتَ
(৯-৪৬)	وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتِهِمْ فَثَبَّطَهُمْ	বিরত রাখা	ثَبَّطَ
(১৮-৩১)	نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	প্রতিদান	ثَوَابٌ
(৭৮-৩৮)	لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا	সঠিক, সত্য	صَوَابٌ
(১১-৫৯)	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ	অস্বীকার	جَحَدَ
(২৯-৬)	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	সংগ্রাম করা	جَاهَدَ
(৮৮-১২)	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	প্রবাহমান	جَارِيَةٌ
(৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ	শিকারী প্রাণী	جَارِحَةٌ
(৮৯-৫)	هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ	জ্ঞান	حِجْرٌ
(৭-১৬০)	اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ	পাথর	حَجْرٌ
(৭৪-৫)	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	দূরে থাকা	هَجَرَ
(৬-৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ	আচ্ছন্ন করা	جَنَّ
(৮৪-১৪)	إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ	ধারণা করা	ظَنَّ

(৫৩-৩২)	وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ	ভ্রূণ	জনি
(৮১-২৪)	وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بِضَنِينٍ	কৃপণ	জনীন
(৮০-২৭)	فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا	বীজ	হু
(৩-১৪)	رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ	ভালোবাসা	হু
(৫৮-২২)	مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	বিরোধিতা	হাদ
(৬২-৬)	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ	ইয়াহুদি হওয়া	হাদ
(১৭-৮)	وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا	জেলখানা	হাসির
(৬৭-৪)	يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ	পরিশ্রান্ত	হাসির
(২-২৭৯)	فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ	যুদ্ধ	হর
(৭২-১২)	وَلَنْ نُعْجزَهُ هَرَبًا	পলায়ন	হর
(১৭-৯৭)	كُلَّمَا حَبَّتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا	নিভে যাওয়া	হা
(৯১-১০)	وَقَدْ حَابَ مِنَ دَسَّاهَا	ব্যর্থ হওয়া	হা
(২৪-৩১)	وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ	ওড়না	খুমর
(৪৭-১৫)	لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ حَمْرٍ	মদ	খমর
(২০-৪০)	هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ	নির্দেশ করা	দল
(৩৭-৭১)	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولَىٰ	পথভ্রষ্ট হওয়া	সল
(২৮-২৩)	وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ	আটকে রাখা	ডাদ
(২-১০)	فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا	বাড়িয়ে দেয়া	ডাদ
(৩৭-৯৩)	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ	ঝাপিয়ে পরা	রাগ

(৫৩-১৭)	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى	বক্র করা	زَاغٌ
(২১-৯০)	وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا	ভয়, সমীহ	رَهَبٌ
(৭২-৬)	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	আত্ম অহংকার	رَهَقٌ
(১৮-৭১)	فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكَبَا فِي السَّفِينَةِ	চড়া	رَكَبَ
(২০-৯৪)	وَمَ تَرْقُبُ قَوْلِي	খেয়াল করা	رَقَبَ
(৩১-৩৪)	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ	গর্ভ	رَحِمٌ
(১-১)	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	দয়ালু	رَحِيمٌ
(১৭-৬৪)	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	পদাতিক	رَجِلٌ
(৪০-২৮)	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ	লোক	رَجُلٌ
(৩৭-১৫)	وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ	যাদু	سِحْرٌ
(৫৪-৩৪)	إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّبَّيْنَاهُمْ بِسِحْرِ	শেষ রাত	سِحْرٌ
(২২-২০)	يُضْهِرُّ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ	গলে যাওয়া	صَهَرَ
(৫-৬)	وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ	সফর	سَفَرٌ
(৮০-১৫)	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	বই	سِفْرٌ
(২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ	পোষ মানানো	صَارَ
(২৮-২৯)	فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ	ভ্রমণ করা	سَارَ
(৩৮-৩১)	إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	ঘোড়া	صَافِنَةٌ
(১৮-৭৯)	يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا	নৌকা	سَفِينَةٌ
(৩-১১৭)	كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ	ঝড়	صِرٌّ

(৩৫-২৯)	وَأَنْقُتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	গোপন	سِرٌّ
(১৪-১৬)	مَنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ	পুঁজ	صَدِيدٌ
(৩৩-৭০)	وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	যথাযথ	سَدِيدٌ
(৩-১০৩)	وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ	কিনারা	شَفَا
(২৬-৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ	সুস্থ করা	شَفَى
(২৩-১১৫)	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا	অনর্থক কাজ	عَبَثٌ
(৮০-১)	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ	দ্র কুণ্ঠিত করা	عَبَسَ
(২৫-৪)	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ	সাহায্য করা	أَعَانَ
(২০-১১)	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ	অবনমিত	عَنَا
(৩৪-৩)	لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ	আড়ালে যাওয়া	عَزَبَ
(১৩-৫)	وَإِن تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ	বিস্ময়কর	عَجَبٌ
(৯-২৬)	وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا	শাস্তি	عَذَابٌ
(২৮-২২)	عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	হয়ত	عَسَى
(৭৩-১৬)	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ	অবাধ্যতা করা	عَصَى
(২-৬০)	فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ	লাঠি	عَصَا
(২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ	বাহুর	عِجْلٌ
(২০-৮৪)	وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ	তাড়াতাড়ি করা	عَجِلَ
(২২-৩৫)	الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ	ভয় পাওয়া	وَجِلَ
(১৭-৩৬)	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ	পেছনে পড়া	قَفَا

(৪৬-৮)	كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا	যথেষ্ট	كَفَىٰ
(৫-৮৯)	مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ	পোশাক	كِسْوَةٌ
(২-৭৪)	فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	কঠিনতা	قَسْوَةٌ
(১৬-৭৬)	لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ	বোঝা	كَلٌّ
(৩৮-১৪)	إِنَّ كُلًّا إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ	সব	كُلٌّ
(৬-৯)	وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلِيسُونَ	সন্দেহ	لَبَسٌ
(৩৭-১৪৪)	لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	অবস্থান করা	لَبِثٌ
(৪১-৫৪)	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	সন্দেহ	مَرِيَّةٌ
(৫৩-৬)	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ	শক্তি	مِرَّةٌ
(২২-৩)	وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ	বিশ্বাসী	مَرِيدٌ
(২৪-৬১)	وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ	অসুস্থ	مَرِيضٌ
(২৫-২২)	وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا	বাধাপ্রাপ্ত	مَحْجُورٌ
(২৫-৩০)	اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	পরিত্যক্ত	مَهْجُورٌ
(১৭-২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	নিষিদ্ধ	مَحْظُورٌ
(১৭-৫৭)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	ভীতিপ্রদ	مَحْذُورٌ
(৭-১৭১)	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ	উপরে ওঠানো	نَتَقَ
(৫১-৩)	وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ	বলা	نَطَقَ
(২৩-৭৪)	عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاكِبُونَ	পথভ্রষ্ট	نَاكِبٌ
(৫-১২)	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا	দলপতি	نَقِيبٌ

(8-۴۷)	فَادَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا	বিন্দু পরিমাণ	نَقِيرٌ
(২২-৪৪)	فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ	শাস্তি	نَكِيرٌ
(১০৮-২)	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ	কুরবানী করা	نَحْرٌ
(৫৪-৫৪)	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ	প্রবাহ	نَهْرٌ
(২-২৬৫)	أَصَابَهَا وَاِبِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ	প্রবল বৃষ্টি	وَاِبِلٌ
(৭৩-১৬)	فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً	ভীষণ শাস্তি	وَبِيْلٌ